পরম সুহৃদ্

কমরেড্ রেবতী বর্ম্মণ

করকমলেষু—

১লা অক্টোবর, '৪৪
কলিকাতা

গোপাল হালদার

লেখকের কথা

এ উপন্যাস মন্বন্তরের চিত্র, সে চিত্র এখনো তিন পর্বে প্রকাশিত হচ্ছে। 'এখনো তিন পর্ব' বলার মানে এই—মন্বন্তর এখনো শেষ হয় নি। তাই এ গ্রন্থেও আরও পর্ব যোগ হতে পারে। তবু এ গ্রন্থের এই তিন পর্বের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানানো দরকার।

প্রথম কথা, এ উপন্যাসের কোনো পর্বই স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি পর্বই স্ব-সম্পূর্ণ।

প্রথম পর্বের নাম **'পঞ্চাশের পথ'**; মোটামুটি এর ঘটনাকাল ১৯৪২এর এপ্রিলের শেষ (বৈশাখ, ১৩৪৯) থেকে ১৯৪২এর আগষ্টের প্রথমভাগ (শ্রাবণের শেষ, ১৩৪৯) পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পর্বের নাম **'পঞ্চাশের উপান্ত'**; মোটামুটি এর ঘটনাকাল ১৯৪২এর আগষ্ট (শ্রাবণ, ১৩৪৯) থেকে ১৯৪২এর ডিসেম্বরের শেষ (পৌষ, ১৩৪৯) পর্যন্ত।

তৃতীয় পর্বের নাম **'১৩৫০'**; মোটামুটি এর ঘটনাকাল ১৯৪৩এর জানুয়ারী (পৌষের ফসলের সময়, ১৩৪৯) থেকে ১৯৪৪এর এপ্রিলের মধ্যভাগ (চৈত্র, ১৩৫০) পর্যন্ত।

এই বিভাগ কাল হিসাবে হয়েছে, মনে হবে; মানে, হয়েছে মন্বন্তরের পর্ব হিসাবে। কিন্তু বলা দরকার এর পর্ববিভাগ হয়েছে আবার উপন্যাসের নিয়মেও—তার কথার প্রকাশ ও পরিণতির দিক থেকে। কিন্তু কথা এই—বিশেষ মানুষের জীবন আর তার সমাজ-জীবন সমান তালে চলে না। তাই, কারুর জীবন সেই আসল তালে যদি বা অনেকটা যায়, অনেকের আবার তা যায়-না। তাদেরও অনেকেই তবু ঘাত-প্রতিঘাতে নিজের জীবনের এক ঘাট থেকে আর ঘাটে এসে পৌছে; কিন্তু আরও অনেকের জীবন ঠিক সে সময়ে

ঘাটের খোঁজ পায় না—হয়ত ভাসতে থাকে—ঘাটে পৌঁছেও পৌঁছুতে পারে না।

সত্যকারের যে কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গেলে এই হয় সমস্যা। ঘটনাকে বিকৃত করা চলে না, মানুষকে অবাস্তব করে তোলাও চলে না। সেরূপ উপন্যাসে আসলে ঘটনাই মহানায়ক। কিন্তু তবু থাকে নায়ক-নায়িকা; হয়ত আবার একাধিক তারা, কেউ তারা ঘটনার স্রোতে ভেসে চলেছে, কেউ ঘাট ছুঁয়েছে, কেউ ঘাটের নিশানাও পায় নি।

আমার এই ধারণা যদি ভুল হয় তা হলে এই উপন্যাসের মূল ধারণাতেই ভুল রয়ে গেছে—তা মানতে হবে। আর এইটিই আমার দ্বিতীয় কথা যা বলা দরকার।

সমসাময়িক কালের ঘটনা নিয়ে এরূপ দৃষ্টিতে উপন্যাস লেখা এ জন্য আরও বিপজ্জনক। মন্বন্তরের চিত্র আঁকতে তাই আমার দ্বিধা হয়েছিল; কারণ যে দৃষ্টিতে আমি তা দেখ্‌তে চাই তা ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি। যখন এরূপ চিত্র আঁকবার কথা ঠিক করি,—তখন ১৩৫০ শুরু হচ্ছে—প্রথমত ঘটনার পর্যবেক্ষক হিসাবে তখন বুঝছিলাম, যে মন্বন্তর আস্‌ছে তা লিখে শেষ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত সাহিত্যকর্মের দিক্ থেকে বুঝছিলাম, এ মন্বন্তর একই সময়ে মহাকাব্য ও মহাট্র্যাজিডি, তাকে রূপ দেওয়ার মত শক্তি ও সাধনা আমাদের কই? তৃতীয়ত, সাধারণ কর্মী হিসাবে দেখছিলাম, মন্বন্তর বাঙালাদেশের মনান্তরেরও একটা কারণ, আর ফলও; তা নিয়ে মতান্তরেরও অভাব নেই। আমার দেখা মানুষ ও ঘটনা অন্যের হয়ত চোখেই পড়বে না; পড়লেও তার মূল্য তার চোখে ঠিক এরূপ মনে হবে না।

তবু শেষ পর্যন্ত আমি এই মন্বন্তরের কথাচিত্র লিখলাম এ জন্য যে, আমি এই সময়ে বাঙালায় জীবিত ছিলাম—আর দেখেছি ঘটনা ও

মানুষকে; এই আমার সাক্ষ্য। যথাসাধ্য তাই আমি চেষ্টা করেছি এই সাক্ষ্যকে সত্য করতে। দেখেছি, প্রথমত, ঘটনা যেন বিকৃত হতে না পারে, মানে ইতিহাসের মর্যাদা থাকে। সেই মহানায়ককেই তাই স্থান ছেড়ে দিয়েছি প্রকাশিত হবার জন্ম পর্বের পর পর্বে, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে। দ্বিতীয়ত, ঘটনার এই প্রবাহের মধ্যেই মানুষের রূপ' ফোটে, ঝরে, তা'ই 'চরিত্র'। আমি চেয়েছি সেই চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঘটনা যেন সত্য হয়ে উঠতে পারে। তৃতীয়ত, আমি খুঁজে নিয়েছি এমন লোককে যে শিক্ষিত বাঙলার কোনো মতামতের স্পর্শে আসে নি—সাধারণ বাঙালী—যে পলিটিক্‌সও পসন্দ করে না, যে শিক্ষিত শ্রেণীর হলেও নানা কাজে ছোট বড় অন্য শ্রেণীর সম্পর্কে আস্‌ছে,—তার চোখে কেমন ঠেকেছিল এই মন্বন্তর? আর কি হবে তার এই ঘাত-প্রতিঘাতে পরিণতি?

বিপদ কাটাবার চেষ্টায় এ ভাবে কতটা বিপদে জড়িয়ে পড়েছি তা খানিকটা বুঝ্‌ছি—বই বড় হয়েছে, মানুষের ভিড় বেড়েছে, সকলকে ভালো করে দেখবার, সকলের সঙ্গে পরিচয় করবারও অবসর হয় নি। অন্য দিকে ঘটনাস্রোতও আবার সম্পূর্ণ প্রসারতা লাভ করতে পারে নি। ভয় পেয়েছি হয়ত তা দুকূল প্লাবিত করে মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তাই যাঁরা এই উপন্যাসের স্বরূপ জানেন না, তাঁরা অনেকে হতাশও হবেন—তাঁরা গল্প খুঁজবেন, নায়ক খুঁজবেন, নায়িকা খুঁজবেন, আর আসল নায়ককে দেখ্‌তে পাবেন না, আসল গল্পও তাঁদের চোখে পড়বে না।

আমার শেষ কথা—এই গ্রন্থে দু'একটি তারিখের, ঘটনার বা স্থানের অসঙ্গতি ঘটেছে—ছাপার সময়কার গোলমালে তা আরও বেড়েছে। নইলে এই চিত্রে যে সব মূল ঘটনা বিবৃত হয়েছে তা একটিও মিথ্যা নয়। ভুল ঘটে থাকলে, তা দেখালে আমি সানন্দে স্বীকার করব। ইতিহাসের মর্যাদা আমি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই। দ্বিতীয়ত, এক একটা

চরিত্র বা ঘটনাকে পাঠকেরা অনেকেই তাদের জানা বা পরিচিত খ্যাত-অখ্যাত মানুষের সঙ্গে বা ঘটনার সঙ্গে এক করে না ফেলতে পারলে খুশী হন না। বলা বাহুল্য, এরূপ কৃতিত্ব তাদের প্রাপ্য; লেখকের কাজ এ নয়, উদ্দেশ্যও নয়। তবু কোনো জীবন্ত লোককে না জেনে বিব্রত করে থাকলে আমি ক্ষমা চাইছি।

৩রা অক্টোবর, ১৯৪৪
কলিকাতা

গোপাল হালদার

চরিত্র-পরিচয়

ডাক্তার বিনয়কুমার মজুমদার—বর্মাপ্রত্যাগত ডাক্তার।
হেনা—বিনয়ের বোন্, কল্‌কাতায় থাকে।
মিঃ শচীপ্রসাদ চৌধুরী (শচীদা)—বিনয়ের ভগ্নীপতি, কল-কারখানার মালিক।
মিস্ সুধা গুপ্তা—ইস্কুলের টিচার, রাজনীতিক কর্মী।
মিস্ বীণা দত্ত—ইস্কুলের টিচার।
অমিত—রাজনৈতিক কর্মী, কলিকাতা।
যতীনদা—চব্বিশ পরগণার কৃষক ও রাজনীতিক কর্মী।
দুর্গা মণ্ডল, হারু মোল্লা, মতি দাস—চব্বিশ পরগণার কৃষক।
রায় বাহাদুর ও মোহনবাবু—জমিদার (২৪ পরগণা)।
রমেশ, হীরালাল, নরু—ধ্যাবড়ার স্বদেশীবাবু।
মিষ্টার বিহারী সেন—ক্ষতিপূরণের হাকিম (২৪ পরগণা)।
নকুড় ঘোষ—অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, নেয়ামতপুর (২৪ পরগণা)।
ভূতনাথ ভদ্র—গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতা।
মিষ্টার কে, পি, মিত্তির—সরকারী বড় চাকুরে।
মিসেস্ মীরা মিত্তির—মিষ্টার মিত্তিরের স্ত্রী।
চিত্রা মিত্র—মিষ্টার মিত্তিরের বোন্।
মিঃ মুরারি সেন—ব্যাংকের ও নানা ব্যবসায়ের মালিক।
ধরমবীর মেহ্‌রা—পাঞ্জাবী কন্ট্রাক্টার ও ব্যবসায়ী।
মথুরাদাস—ভাটিয়া পুঁজিপতি।
হরসুখ রায়—মারোয়াড়ী পুঁজিপতি।
খাঁ বাহাদুর, চাটুজ্জে সাহেব, ঘোষ সাহেব—দেশী শাসনকর্তা।
জীবন চক্রবর্তীর মা—জীবন বর্মায় আটক-পড়া ডাক্তার।
হরিনাথ ঘোষাল—জীবনের মামাত ভাই।

বীরু সেন—প্রথম রাজনৈতিক কর্মী, পরে কণ্ট্রাক্টর।

মীর শাহেদুদ্দীন—পুরাতন কংগ্রেসম্যান।

মীর জাহেদুদ্দীন—এম-এল-এ, উকিল, লীগ্‌ওয়ালা।

আমু সর্দার, হুসেন কুলী, বিলায়েৎ হুসেন, হেমন্ত বক্সী—সোনাপুর রেল ষ্টেশানের লোক।

যশোদা চৌধুরী, ইদ্রিস মিঞা—মিলিটারি কণ্ট্রাকটর।

আমিনা—ইদ্রিসের মেয়ে, মজিদের স্ত্রী।

প্রমথ—সোনাপুরের কমিউনিষ্ট কর্মীদের নেতা।

মজিদ—রাজনীতিক কর্মী, প্রমথদের সহকর্মী।

শিবুদা'—পাব্লিকের শিবুদা', প্রমথদের সহকর্মী।

নীরদ দত্ত—প্রমথদের সহকর্মী ছাত্র।

মিস্ সীতা রায়—সোনাপুর হিন্দু বিদ্যামন্দিরের হেড্ মিষ্ট্রেস্।

কীন্—সোনাপুরের আই-সি-এস্, এ-ডি-এম্।

বাঙ্গ আম্মা—বীরুদের রাজনৈতিক কর্মীদের আম্মা।

কেশব চক্রবর্তী—বিনয়ের প্রতিবেশী, সরকারী ছোট আমলা।

মুকুন্দ পাল—সোনাপুরের ব্যবসায়ী।

সুরেন চৌধুরী (সাহা)—বেগমপুরার ব্যবসায়ী।

খাঁ বাহাদুর—লীগের প্রেসিডেণ্ট, উকিল, দিল্লীর এম-এল-এ।

মহেশ বাবু—উকিল, বিনয়ের পুরাতন প্রতিবেশী।

প্রভাত চৌধুরী—শিক্ষক, বিনয়ের পূর্বেকার প্রতিবেশী।

২

সুধার সঙ্গে বিনয়ের পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়—অমিতের শয্যাপার্শ্বে। খুব বেশি মনে নেই বিনয়ের সেদিনকার কথা। মনে রাখবার মতো কারণই বা তেমন কি ছিল? কথাবার্তা বেশি হয় নি, কিন্তু যা কথা হয়েছিল তাতে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। অমিত সম্ভবত পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল বিনয়ের, আর পরিচয় দিয়েছিল সুধার—ওদের একজন মেয়ে কর্মী, কলকাতায় কোন একটা মেয়ে ইস্কুলের টিচার। বিনয় ভাবছিল, অমন চোখ ইস্কুল মাষ্টারের সাজে না—বড়, সুন্দর আর উজ্জ্বল সেই চোখ জোড়া;—কি জানি পলিটিক্যাল কর্মীদের তা সাজে কি না। বিনয় বল্‌লে: আমি কিন্তু পলিটিক্‌সে নেই, আগেই বল্‌ছি মিস্ গুপ্তা।

সুধাও তখ্‌খুনি উত্তর দিলে সকৌতুক হাস্যে: আমিও কিন্তু পলিটিক্‌স্ ছাড়াই অন্য কিছুতে নেই, আগেই বল্‌ছি ডক্‌টর মজুমদার।

অমিত বল্‌লে: জানো সুধা, সোনাপুরে গিয়েই টেম্পারেচার গেল বেড়ে। বীরু সেন ভেবেই অস্থির—প্লুরিসির পুনরাবির্ভাব বা হবে। নিয়ে এল টেনে এক ডাক্তার। বর্মার ডাক্তার, সবে ফিরে এসেছে গাঁয়ে। পরিচয় বেরিয়ে গেল—এক কালে আমারই এক আত্মীয় ছিলেন রেঙ্গুনে ওদের প্রতিবেশী। ডাক্তারি থেকে ওকে বেশি করতে হল কিন্তু তর্ক আর বর্মার ফিরতি পথের গল্প। তারই উপর একটা খস্‌ড়া রিপোর্ট আমি পাঠিয়ে দিই পার্টি আপিসে। যে কাজে গেছলাম অসুখে পড়েই এভাবে তার অনেকটা হয়ে গেল—সোনাকান্দির লোক-সরানো ও গোলমালের কথাও জান্‌লাম, আর জান্‌লাম বর্মার ব্যাপার। পার্টি তা পেয়ে বল্‌লে—বেশ তথ্যবহুল, ফ্যাক্‌চুয়েল রিপোর্ট। সে রিপোর্টের জন্ম দায়ী কিন্তু বিনয়।

সুধা বিনয়কে জিজ্ঞাসা করলে: বর্মার বিষয়ে দু-তিনটা রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। কোন্‌টা আপনার ডক্‌টর মজুমদার ?

রিপোর্ট কি, বিনয় তা ভালো বুঝলে না, বল্‌লে: যেটাতে ফ্যাক্‌ট্‌ দেখবেন ফিক্‌শন্‌ হয়ে উঠেছে। কারণ, আমি তো বল্‌লাম ফ্যাক্‌ট্‌, অমিতদা'র জ্বরের প্রলাপে তাই হয়ে উঠল ফিক্‌শন।

সেই বড় আর উজ্জ্বল চোখে হাসি ফুটে উঠল। অমিতও হেসে বল্‌লে: তাতে কিন্তু তোমারই ডাক্তারির অপযশ, বিনয়—তোমার রোগী প্রলাপ বকল নিরানব্বুই টেম্পারেচারে। কিন্তু ফ্যাক্‌ট্‌ নিয়েই তো পলিটিক্‌স্‌, তুমি আবার ফ্যাক্‌টের কারবারী বল্‌ছ নিজেকে। দেখছ তো, পলিটিক্‌স্‌ তোমাকে ছাড়ে না—তুমি যতই না ছাড়াতে চাও পলিটিক্‌স্‌।

—আমি ছাড়াতে চাইব কি ? আমি ধরিই নি। আমি বুঝিও না, জানিও না পলিটিক্‌স্‌। আমার তাতে ইন্‌টারেষ্টই নেই।

সুধা বল্‌লে: জানেন বৃদ্ধ এ্যারিষ্টটলের কথা ?—Man is a political animal.

বিনয় বলে ফেল্‌লে ; I hope, women are n't.

এক মুহূর্তে ঘরে একটা হাসির প্রবাহ খেলে গেল। তারপর কেমন সহজ কথাবার্তায় ঠিক হয়ে গেল, বিনয় যাবে পরশু দিন সুধাদের সঙ্গে চাঁপাডাঙ্গায়—যেখানে মানুষ সরানো হচ্ছে।

এই প্রথম পরিচয় সুধার সঙ্গে বিনয়ের। তখনো অমিত সোনাপুরের সেই অসুখের জের কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি। কলকাতায় এসেছে—আছে তেমনি গোপনে কোন্‌ সহযোগীর গৃহে। বিনয় কল্‌কাতা এসেছে জেনে খবর দিয়েছিল তাকে আস্‌তে—শুন্‌বে আবার সোনাকান্দির সেই গ্রাম-ছাড়া লোকদের অবস্থা। বিনয় জানালে—কি আর অবস্থা ? যে যেখানে পারি গিয়েছি আমরা। ওদিকে নতুন হুকুম জারি হচ্ছে—'জমি ছাড়াও, নৌকা কাড়ো'—ক্ষতিপূরণ এখনো

কেউ পায় নি। তার জন্যেও ঘুরছি—উজীর-ওমরাহদের তদ্বির করতে পাঠালে বীরু ও মজিদ। আমার তো আস্‌তেই হত—বোন্ এখানে রয়েছে। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম করছে হেনা, নইলে নিজেই আস্‌বে সোনাপুরে। সেখানে কোথায় উঠ্‌বে হেনা? সোনাকান্দির বাড়ি ফৌজের অধিকারে, ছোট শহরে কোনো রকমে নিজে দুদিনের জন্য মাথা গুজবার ঠাঁই নিয়েছি। এর পরে? কলকাতায়ই আস্‌ব আবার—কোথায় যাব আর? বর্মায় ঠাঁই নেই—আপনি তো বলেন বর্মা-লুঠে আমরা ইংরেজের হয়ে ভাগ বসাতে গেছলাম, আমাদের বর্মীরা ঠাঁই দেবে কেন? কিন্তু আমার নিজের বাড়ি সোনাকান্দি—তাতে আমার ঠাঁই নেই কেন? এলাম বর্মা থেকে বিতাড়িত হয়ে, দিন দশ বিশ্রাম করতে না করতেই এখানেও আবার হুকুম—'গ্রাম ছাড়ো, ফৌজ আস্‌বে'।

পুরনো তর্কটা বিনয়ের মনে পড়ছিল। অমিত তখন সোনাপুরে, বিনয় তাকে দেখতে গেছে। বীরু নিয়ে এসেছে বিনয়কে: 'দেখতে হবে একজন বন্ধুকে আমাদের—দেখা যিনি বাইরে দিতে পারেন না। হয়ত তাঁর প্লুরিসি।' বিনয়ের সঙ্গে হল অমিতের পরিচয়। অমিত গল্প শুনল রেঙ্গুনের বোমাবর্ষণের, গল্প শুন্‌ল সে বিনয়দের ফিরতি পথের লাঞ্ছনার। অমিত তারপর বলেছে: এ কি আশ্চর্য নয়—বর্মীরাও আপনাদের তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল? সে দেশেই আপনারা জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, ধন-দৌলত সৌভাগ্য সব লাভ করেছেন। আপনারা তাদের ভাষা জানেন, কথা জানেন, জীবনযাত্রা জানেন। তবু আপনারা তাদের এত পর করে রাখলেন কি করে যে, আজ তারাই আপনাদের এমন শত্রু হল?

—আমরা বড় চাকুরে, ব্যবসা-বাণিজ্য করি, জমি-জমা করেছি, খাটতে পারি, সাংসারিক বুদ্ধি রাখি। ওরা সব বাবু—তাই ওদের আমাদের উপর রাগ—ঈর্ষা—ওদের দেশ আমরা লুঠে খাচ্ছি।

অমিত হেসে বল্‌লে : কথাটা কি একেবারে মিথ্যা ?

—মিথ্যা বৈ কি ! লুঠ তো করেছে ইংরেজেরা—

—ঠিকই। আসল লুঠেরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী—এখন তার জায়গায় আস্‌ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী। আমরা গেছলাম ইংরেজ কর্তাদের দালাল হয়ে তাদের বর্মা-লুঠে ভাগ বসাতে। বর্মীদেরই মত আমরা অধীন মানুষ। অথচ ভাবতাম, বুঝি আমরাও সাহেব—অন্তত ছোট সাহেব ; আমাদেরও লুঠবার অধিকার আছে। আজ ডাকাত রাজাই বর্মা ছেড়ে পালাচ্ছে ; আমাদের মত ক্ষুদে ডাকাত বা দালাল ডাকাতদের না পালিয়ে উপায় কি ?

বিনয়ের পক্ষে অমিতের একথা অসহ্য হয়েছিল। সে ভুলে গেল অমিত তার রোগী আর সে অমিতের ডাক্তার।

—হতভাগ্য বর্মার ভারতবাসী আমরা, অমিতবাবু। বর্মীরা আমাদের লাঠি নিয়ে তাড়াচ্ছে ; শাসকেরা আমাদের ধন-দৌলত নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌ছে ; আমাদের দেশে ফিরবার পথে পর্যন্ত দিয়েছে বাধা। পাহাড়ে জঙ্গলে, নদ নদী নালার পারে, পথের পাশে আমাদের শত শত মৃতদেহ এখনো পড়ে রয়েছে। আর আজ নিজ দেশের লোকেরা আমাদের বল্‌ছে আমরা বর্মা লুঠের প্রতিফল পাচ্ছি। এই আমাদের পাওনা আপনার লোকের থেকে।

বর্মার পথের মৃত্যুচিত্র আঁকা রয়েছে বিনয়ের চোখে—বিনয় তাই থাম্‌তে পারে নি। বলে গেল সেই বিভীষিকাময় পথের কথা—মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিরাশায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। অমিত অবশ্য তার সব কথা শুনেছিল। কিন্তু অমিতের শেষ কথা ওই : আমরা তো বর্মীদের মানুষ হতে দিতে চাই নি, তাই আজ তাদের থেকেও মানুষের ব্যবহার পেলাম না।

বিনয় সেদিন অমিতের সে কথা মানে নি—আজও মানে না। কিন্তু অমিতের কথা থেকে একটা সত্য সে মনে মনে বুঝেছে—বর্মাকে সে নিজের দেশ বলে ভাবত না, ভারতবর্ষকেই সে নিজের স্বদেশ বলে জানত। অথচ সে বর্মায় জন্মেছে, বর্মী ভাষাতেই প্রথম কথা বলেছে, সে-দেশকে দেখেছেও বেশি। ভারতবর্ষকে সে-তুলনায় বিনয় কতটুকু দেখেছে? দু-একবার এসেছে এদেশে—মায়েব সঙ্গে; দু-একবার দেখা করেছে মামাদের সঙ্গে চট্টগ্রামে। তাবপর হেনার বিয়ে হলে এই কলকাতায় শচীপ্রসাদেব এখানেও এসেছে বছরে এক-আধবার। তবু কতটুকু চেনা এই কলকাতা শহব তাব? তার বড় বড় সড়ক-গুলোই সে জানে, আর জানে সামান্য ভাবে এই বাংলাদেশকে। বর্মাই তো সে তুলনায় তার স্বদেশ; রেঙ্গুন, মাণ্ডালে তার নিজের শহব। আশ্চয! তবু বিনয় ভালোবাসত ভাবতবর্ষকে—এই তার স্বদেশ। আর সে ভালোবাসা হয়ত এখানে যারা বরাবর বাস করে তাবা পরিমাপও করতে পারে না। বিনয়েব চোখে ভারতবর্ষ যে কত বড, কত সুন্দর আর কত মহৎ—এরা হয়ত তা বুঝবেও না। হয়ত ভাবতবর্ষ থেকে দূবে না গেলে এই ভারতবর্ষকে কোনো ভারতবাসী জানতে পারে না।

সেই তার স্বদেশে ফিরে এসেছে বিনয়—আব সে কি পথ! ফিরল প্রথম সোনাকান্দির বাড়িতে। সে জানে গ্রামেই থাকতে হবে এখন বাঁচতে হলে—শহর তো রেঙ্গুনেব মত মৃত্যুর ফাঁদ হবে জাপানেব বোমার মুখে। মজুমদারেরাই এখন সোনাকান্দির সব চেয়ে অবস্থাপন্ন পরিবার, কিন্তু দেশে তারা থাকৃত না। সেনেরা পুরনো ঘর, কিন্তু এখন কিছু নেই তাদের। বিনয়দের পাকা বাড়ি বেশি পুরনো নয়; তবু পড়ে আছে অসংস্কৃত, অপরিষ্কৃত। তাড়াতাড়ি তা মেবামত করাতে লাগল বিনয়। দীঘিটা সাফ করালে, নলকূপও তখন-তখনি না বসালে নয়। গ্রামের বাড়ি একটু বাসোপযোগী করেই

বিনয় যাবে হেনার কাছে কলকাতায়,—এই ছিল তার ইচ্ছা। এমনি সময়ে এল সে অঞ্চলেও আবার ফৌজ ; সোনাই নদীর ধার ধরে তারা ঘাটি তৈরী করবে, আগলাবে বাংলা। অতএব, সোনাকান্দি হবে তাদের একটা আস্তানা, বিনয়ের বাড়িটাতেই তাদের কর্তারাও আপাতত বাস করতে পারবে। 'গ্রাম তোমরা ছাড়ো—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।' কোথায় গাড়ী, কোথায় লোকজন, কোথায় কে যাবে? এ যেন আবার বর্মা-ছাড়ার পালা। বিনয়ের সমস্ত মন এই শাসকদের স্বেচ্ছাচারে তিক্ত হয়ে উঠ্‌ল। যখন সে শান্ত হল তখন দেখলে তার চেয়েও বেশি দুঃখী তার গ্রামের লোকেরা। নীহার সেন জেলখানায় ; কোথায় যায় তার বিধবা মা, তাব বিধবা কন্যা বেণু আর বয়স্থা কন্যা বেণুকে নিয়ে? কোথায় যায় বিনয়ের কাশেম মালী? কোথায় যায় ছেলের বউ নাতি নিয়ে বুড়ো চাঁদ মিঞা—বিনয়ের বাবাকে যে এনে দিত সে-দিনে শালিকের ছানা? কোথায় যায় গফুর আর হরিপদ মালী আর নবচন্দ্র ধুপী? বাজারের দোকানীরা? ব্যাপারীরা? গ্রাম-ছাড়া, ভিটে-ছাড়া লোকজন বিনয়কে এসে ধরেছে—গ্রামের বড লোক সে ; বিনয়ও এগিয়ে গেছে। আর এমনি সময়ে এসেছিল বীরু সেন, এসেছিল মজিদ, এসেছিল নীরদ দত্ত, বিনোদ ভৌমিক। আর ছিল বিনয় নিজে—গ্রামের লোক তাই পেল কিছু সাহায্য। কি দুর্দিন মানুষের। কত অভাব এমনিতেই তাদের,—বিনয তখন দেখলে। তার উপর গ্রামে গ্রামে ফৌজের ছাউনি পডছে। দেশী ফৌজ তার দেশ-বাসীকেই লুঠছে—কাছাকাছি গ্রামে দু-একটা বিশ্রী আর বীভৎস ঘটনা ঘটে গেল।—এরা জানে, ইংরেজের সিপাই তাবা, দেশের কি? কিন্তু ইংরেজেরই বা কতটুকু তারা? বিনয় জানে—জাপানকেও তারা দুশমনই বলে না ; লড়াই তাদের করতে হবে না, হটে আস্‌বে, —এই তাদের বিশ্বাস। কিছুমাত্র আস্থা ছিল না বিনয়ের এদের প্রতি, কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না তার ইংরেজের উপর। বাড়ি-ঘর একদিনে

ছাড়তে হল—ক্ষেতের ফসল পড়ে রইল, গাছের ফল পড়ে রইল, পুকুরের মাছ পড়ে রইল—কত পুরুষের ভিটা পড়ে রইল পিছনে। কথা ছিল তারা ক্ষতিপূরণ পাবে! কিন্তু কোথায়? কবে? তারই জন্য ঘুরে ঘুরে বিনয়, বীরু ওরা হতাশ হয়ে উঠেছিল সোনাপুরে। বীরু ও মজিদ আর পারে না মানুষকে শান্ত রাখতে। এদিকে আরও নতুন হুকুম বেরুচ্ছে—ফসল নষ্ট করে ফেলতে হবে; নৌকা থানায় জমা দিতে হবে; সাইকেল, মোটর সব সরকার নিয়ে নেবে—কিন্তু কৈ তার ক্ষতিপূরণ? বিনয় এল কলকাতায় হেনাকে দেখতে—এসবও বুঝে যাবে।

বিনয়ের এখানে দেখা হল সুধার সঙ্গে, আর ঠিক হল যাবে সে চাঁপাডাঙ্গায় সুধা ও তার সহকর্মীদের সঙ্গে—চব্বিশ পরগণায় এই গ্রাম-ছাড়াবার ও ভিটে-ছাড়াবার পালা শুরু হয়েছে এবার। বিনয়ও দেখতে চায় তার স্বদেশ, চিন্‌তে চায় তার দেশের লোককে।

সত্যই দেখ্‌ল বিনয় তার দেশকে—দেখ্‌ল তাকে শেয়ালদহ ষ্টেশনে, গাড়ীর ভিড়ে; দেখ্‌ল গ্রামের পথে, গ্রীষ্মের রৌদ্রের মধ্যে, হাঁটা পথে, গাছ তলায়; দেখ্‌ল সরকারী ক্ষতিপূরণ আপিসের তদ্বিরে-তদারকে; আর দেখ্‌ল গ্রাম-ছাড়া, ভিটে-ছাড়া পুরুষ ও মেয়েদের সঙ্গে কথায়, ব্যবহারে,—দু দিন সেই চব্বিশ পরগণার গ্রামের মধ্যে নানা বিরুদ্ধ লোকের সঙ্গে তর্কে, নানা লোকের যুক্তি খণ্ডনে—এ সব নানা কাজের মধ্য দিয়ে বিনয়ের পরিচয় জীবন্ত হয়ে উঠল তার দেশের মানুষদের সঙ্গে। আর সেই সূত্রে সুধাকেও বিনয় দেখ্‌ল নানা রূপে—আর তাতে যেন তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল অমিত তাদের সঙ্গেও।

বৈশাখ মাসের গ্রীষ্মের সকাল। চা খেয়ে-না-খেয়ে বিনয়ের ছুটতে হল ষ্টেশানে। সঙ্গে একটা সুট্‌কেস্—হেনা শুনবে না, সাজিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে দিয়েছে কিছু স্যাণ্ডউইচ, ফ্লাস্‌কে ভরা চা। সমস্ত দিনটা

থাকতে হবে তো। ও সব গ্রামে কি কিছু খাওয়া চলে? 'আর সন্ধ্যায় চলে এসো—কাল মিষ্টার মিত্তির নেমন্তন করেছেন,—তোমার কথা অতবার বলেছেন তাঁরা।' হেনা বলে দিয়েছে বারবার। আর জানিয়েছেও মিত্তিরেরা বল্‌তে বোঝায় মিষ্টার মিত্তিরের বোন্ চিত্রাকেও। বিনয় বুঝেছে তারও মানে। মোটর থেকে নামতেই বিনয় দেখ্‌ল সুধা দাঁড়িয়ে; সঙ্গে আরও একটি মেয়ে আর একজন পুরুষ—ওরা বিনয়ের জন্যই অপেক্ষা করছিল। সুধা বল্‌ল: যাক, এসে গেছেন। তা হলে যতীনদা, আপনি আর-একটা টিকিটও নিয়ে আসুন।

ময়লা হাফ-শার্ট পরা একটি ভদ্রলোক—শ্রান্ত নিরীহ মূর্তি—এককালে রং ফর্সাই ছিল, মুখশ্রী কি ছিল কিছু বুঝবার উপায় নেই—চল্‌লেন অমনি। বিনয় তাড়াতাড়ি বল্‌লে: ভাড়াটা নিয়ে যান। যতীনদা থম্‌কে দাঁড়ালেন—জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন সুধার দিকে। সুধা বল্‌লে: আপনি যান যতীনদা, ভাড়া আমি নিয়ে নিচ্ছি। তারপর বিনয়কে বল্‌লে: দিন। বিনয় ইতস্তত করছিল একটা দশ টাকার নোট পার্স থেকে বার করতে করতে—কি জানি কত ভাড়া, আর কোন্ ক্লাশের ভাড়া সে দেবে। সুধার মুখে চাপা হাসি, বিনয়ের তখন তা দেখবার অবসর হয় নি। সুধা বল্‌লে: দিন ওতেই হয়ে যাবে। বিনয় যেন বেঁচে গেল—একটা সমস্যা উত্তীর্ণ হল। সে নোটটা দিতেই সুধার চাঁপা হাসি শুভ্র কৌতুকোচ্ছ্বাসে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

—অমন না হলে আর লোকে বলে বর্মার বাঙালী।

বিনয় অপ্রতিভ হয়ে বল্‌ল: কেন? তারা কি করেছে?

—করবে আবার কি? নবাবী। সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহেব "নবাবদের" মতো বর্মা গেলেই বাঙালীরা নবাব। যাচ্ছি মোটেতো ত্রিশ মাইল পথ; ভাড়াটা তার কত হবে তা-ও হিসাব করবার দরকার নেই?

—ক' মাইল পথ জানবো কি করে?

—তবে কি পথ না জেনেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন?

এবার বিনয়ের পালা: মিস গুপ্তা, তাইতো বর্মার বাঙালীদের নিয়ম। পথ তো চেনার দরকার নেই—চিনেছি পথের সঙ্গীকে।

সুধার মুখে একটা লজ্জার আভাস ফুটে উঠল। তার পার্শ্ববর্তিনী পর্যন্ত কথাটা সলজ্জ কৌতুকে উপভোগ করছিল,—তা বোঝা গেল। সুধা দমল না। প্ল্যাটফর্মের উপরে ওর চোখ যেন হাসির ঢেউ তুলল: তাই নাকি, ও বীণা? তাতেই এত উৎসাহ ডাক্তার মজুমদারের।

এক মুহূর্তের জন্য বিনয় অপ্রতিভ হল আর বীণা একেবারে লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। কিন্তু হাসিভরা চক্ষু দু'টি তখন দুকূল ভাসিয়ে চলেছে—বিনয়ের বা বীণার কোনো কুণ্ঠা তার সামনে টিকতে পারে না: আমি ভাবলাম, চেনা-পরিচয়টা বুঝি আমারই করিয়ে দিতে হবে—'ডাক্তার মজুমদার, ইনি আমাদের ইস্কুলের সহকর্মিণী বীণা বোস্, মানে, মিস বীণা দত্ত, ভাবী বীণা বোস্।' আর, 'বীণা, ইনি আমাদের বর্মা পলাতক বন্ধু ডাক্তার বিনয় মজুমদার, মানে বর্মা-ইভকুয়ী মজুমদার সাহেব।' ভেবেছি অন্তত একবারের মত আমি হব এই পরিচয়ের পাণ্ডা—পথের পাণ্ডা। আর আমার অদৃষ্টে সেই সৌভাগ্যটুকুও জুটল না।

বীণা সামলে নিয়েছিল, বললে: থাম্ সুধা, কি করিস্ কোথায়? এযে শেয়ালদা ষ্টেশান—তাও খেয়াল নেই।

—কেন? ষ্টেশানটা খুব মন্দ জায়গা নাকি?

যতীনদা এসে গেলেন। বললেন: চলুন এবার সময় বেশি নেই। হাসি ভরা চোখ একটু থামল। বলল:—কিন্তু এঁকে নিশ্চয়ই সঙ্গী বলে চিনতেন না, ডাক্তার মজুমদার? কমরেড্ যতীন্ দাস, চব্বিশ পরগণার কৃষক কর্মী, মানে, আড়কাঠি। আমার সঙ্গী কিন্তু

উনিই, তবে পথটাও আমি চিনি। ধ্যাবড়াহাটের ওদিকে—মাইল দুই হাটতে হবে। সুটকেস্‌টা বইতে হবে তখন আপনাকে—আপাতত যতীনদাই যদিও তুলে নিয়েছেন।

বিনয় বাধা দিতে গেল—না, না। রাখুন, রাখুন। কিন্তু তার আগেই যতীন্দ্র দাস রওনা হয়েছেন ফটকের দিকে।

কাছাকাছি একটা থার্ড ক্লাশে যতীনের পিছনে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে সুধা বল্‌লে: তা হলে ডাক্তার মজুমদার, সেকেণ্ড ক্লাশেই থাকবেন, টিকিট চাইলে বলবেন—পথের সঙ্গীর কাছে আছে।—হাসিভরা চোখ আবার যেন নেচে উঠ্‌ল।

থার্ড ক্লাশের যাত্রী। ভিড়ও ছিল খুব—নানাজাতীয় লোক। থার্ড ক্লাশ বিনয়ের পক্ষে উপাদেয় নয়, ভিড়েও সে অভ্যস্ত নয়; তবে বর্মার ফেরতাপথের যাত্রীদের কিইবা অসহ্য হতে পারে? কথা বল্‌লে গাড়ীর শব্দে শোনা যায় কম। তবু কি কথা থামে সুধার? আর গাড়ীর ঘর্ঘর ছাপিয়েও এক-একবার ফুটে উঠে ওর হাসি—ছাপিয়ে পড়ে তা সুধার চোখ থেকে মুখে, প্রায় সমস্ত অঙ্গে, বীণার মুখে, আর গাড়ীর ভিতরে চারদিকে আর বিনয়ের মনে। যতীনদার মুখে পর্যন্ত একটী স্বচ্ছন্দ হাস্য জাগে—নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে দিতে।

—মজা টের পাচ্ছেন তো, ডাক্তার মজুমদার? কেন সেকেণ্ড ক্লাশে গেলেন না?

—কারণ, আমি ফার্ষ্ট ক্লাশেই চলেছি, আর তা'ই যাই।

চোখের হাসিও লজ্জায় একটু নতুন হয়ে উঠল, কিন্তু দম্‌ল না।

—নিশ্চয়ই রিজার্ভ করবার রোগও আছে, না?

বিনয় হার মান্‌ল না; বল্‌লে: নিশ্চয়ই—তবে পেলে।

—কি পেলে? তেমন সঙ্গী নাকি? নে বীণা, সরে বোস্ ওদিকে।

দু মাইলের পথ। কিন্তু বৈশাখ মাস সকাল বেলাকার রোদে এরই মধ্যে মনে হল যেন দ্বিপ্রহরের দাহ দেখা দিয়েছে। ঘাম ও রোদে মুখ আরক্ত হয়েছে সবার। স্যুটকেস্ একটি লোকের হাতে, তার সঙ্গে যতীনদা গল্প করে চলেছেন—বিনয়ের এক-একবার শুন্‌তে ইচ্ছা করছিল।

—চার শাল ধরে তো খাশ করে নিয়েছে, জমি হারিয়েছি; ফি বছর তা নিয়ে দাঙ্গা করলাম। জেল, দশ ধারা কিই বা গেল বাদ? মেয়ে পুরুষে ফসল উঠ্‌লেই শুরু করেছি লড়াই, আর মেয়ে পুরুষ সবই কাটিয়েছি বারাসত বসীরহাটের হাজতে। কোথায় বা গেল সে জমি; কোথায় বা গেল এখন দখল? চব্বিশঘণ্টার হুকুম—আর বাড়ি-ঘর ছেড়ে এসে এখন এই ঠাঁই নিয়েছি ভাগ্নী জামাইর এখানে। না পাই সমিতির কথা মত ক্ষতিপূরণ, না পাই মাথা গুজবার মত ঠাঁই। সরকার তো দেখিয়ে দিলে এক মাঠ—বর্ষায় তা ডুবে যাবে, এখন খাবার জলের ঠিকানা নেই—বলে, 'থাকো এখানে।'

বিনয়ের পরিচিত কাহিনী। একই দুর্দশা, একই চিত্র। কোথায় বিনয়ের নিজ গ্রাম পূর্ব প্রান্তে সোনাই নদীর ধারে সোনাকান্দি, আর কোথায় এই চব্বিশপরগণায় পশ্চিম বাংলার গ্রাম—তেমনি অকুলে ভাস্‌ছে সবাই। বিনয় উন্মনা হয়ে গেল।

বিনয় উন্মনা হয়ে গিয়েছিল তার গ্রামের আর এ-গ্রামের সে-গ্রামের একই দুর্দশার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে। কানে গেল যতীনদা বল্‌ছেন: লড়াই যখন বেধেছে দুঃখ তখন সইতেই হবে। জাপানকে তো রুখতে হবে—নইলে তো আমাদের বাড়ি-ঘর-দোর সব তারা কেড়ে নেবে।

দুর্গা মণ্ডল বল্‌ছে—বাড়ী-ঘর-দোর দাদা, তার রইলই বা কি? বাড়ি-ঘর তো এরাই নিলে কেড়ে। আর তারও আগে জমিদার নিয়েছিল জমি-জেরাত খাশ করে।

যতীনদা একটু চুপ করে থেকে বল্‌লেন—তা নিলেও তো ক্ষতি-পূরণ এখন তবু পাচ্ছি।

বিনয় নীরবে ভেবে চল্‌ল—কি পাচ্ছে? কি পাবে এরা? দু সপ্তাহ আগে সরকারের একটা বিবৃতি বেরিয়েছে—তাতে বলা হয়েছে বাড়ি-ঘর সরানোর খরচ দেওয়া হবে। নতুন বাড়ি-ঘর তৈরী করে দেবে, সে সুবিধা দেখবে। জমিজমা, ফলন্ত গাছ, পুকুরের মাছ, এসবের ক্ষতিপূরণও দেবার ব্যবস্থা করবে তাড়াতাড়ি—অর্ধেক এখনি দেওয়া হবে। যতদিন জমি সরকারের দখলে থাকবে ততদিন খাজনাও লাগবে না। এ সব অনেক কথাই আছে, কিন্তু শুধু সরে যাওয়ার খরচ ছাড়া দেওয়া হচ্ছে কি কিছু? আর সে কত বড় ঝক্‌মারি, তা কি যতীনদা জানেন না?

ঘোষ সাহেব বাড়িতে দেখা করতে চান না—বলেন কাগজপত্র সব আপিসে। সেদিন বিনয় গেল—বারোটার পরে। আপিসেই তাঁরা কেউ আসেন নি তখনো। আবার এন্‌গেজমেণ্ট করে পরশুদিন বিনয় গেছল সেক্রেটারিয়েট। দেখা হল না—ক্যাবিনেটের কি জরুরী সভা ছিল। চারটা পর্যন্ত বসে থেকে ফিরে এল। শচীপ্রসাদ তবু আরও একটা এন্‌গেজমেণ্ট করে দেবে। সময়টা তার আগে ফোনে বলে দেবেন ঘোষ সাহেব।

আগেই সুধা ও অমিতের মুখে বিনয় জেনে গিয়েছিল মন্ত্রীদের এদিককার কথা, আর তাদের কলহ সরকার আর সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। নৌকা কর্তারা ছাড়বে না কিছুতেই—শত্রু সুবিধা পেয়ে যেতে পারে।

দুর্গা আবার বল্‌ল: দিদিমণিরা ক'দিন ধরে আস্‌ছেন, দেখ্‌ছেন তো এই সুধা দিদি। কই, কিছু হচ্ছে? হাকিম থেকে পাইক পর্যন্ত সবাই যেন আজ রাজা—পয়সা না পেলে কথাই কয় না। বলে চৌকিদারী ট্যাক্‌সের রসিদ বের কর—তবে তো ক্ষতিপূরণ পাবে।

এও সেই পরিচিত অধ্যায়। বিনয় বুঝে ওঠে না—কি করে এর উপায় হবে। সোনাপুরে তার জিলায় অফিসার ছিলেন হবিব সাহেব। ভালো লোক, লোকজনদের অর্ধেক ক্ষতিপূরণ এখনি দিতেও চান। এইদিক থেকে তাঁকে বাধা দেয় জিলা কলেক্টর। বলে —'দাবি যাচাই করে না, দিলে, সার্কেল অফিসার, তুমিই হবে সরকারের টাকার জন্য দায়ী। সরজমিনে তদন্ত হোক, আইনের চোখে আগে ঠিক হবে প্রত্যেক জমির পুকুরের স্বত্ব-স্বামিত্বের মীমাংসা, তার পরে ঠিক হবে জমির ফসলের হাল, মাছের হাল, তারও পরে তার ক্ষতিপূরণের রেট বা হার,—তখন পাবে সে ক্ষতিপূরণের অর্ধেক টাকা' যদি বা সব হল, হয় না টাকাটা তবু পাওয়া। ক্যাশিয়ার টাকা দেয় না, চাপরাশি ঢুক্‌তে দেয় না—প্রতিদিন ব্যাচারারা মাইল-মাইল পথ হেঁটে আসে—সোনাকান্দির ক্যাম্পে, আবার ফিরে যায়। যাবেই বা কোথায়? ঘরও তো নেই। বিনয় এসব চোখে দেখেছে নিজের অঞ্চলে।

বীণা কি জিজ্ঞাসা করেছিল সুধাকে। সুধা তাকে বুঝোচ্ছে—আরে ঘুষের বিরুদ্ধে নালিশ হলেই ঘুষ বন্ধ হয় নাকি? ঘুষ বড় সনাতন জিনিস। বিধাতাই ওর লোভ ছাড়তে পারেন না—আর মানুষ। নালিশ করলেই বরং অনেক ঝন্‌ঝাট। উল্টা তোরই হতে পারে সাজা।

দুর্গা বল্‌ছে: যা বলেন, দাদা! এ কিন্তু আর লোকে মান্‌তে চাইছে না।

যতীনদা বল্‌ছেন: আরে না মান্‌লে চল্‌বে কেন? লড়াই যে ঘাড়ের উপর।

—সে আমাদের কি?

—আরে আমাদের নয়ত কার? আমাদের লড়াই না?

—আমাদের লড়াই কেন হবে দাদা ? আমরা এ লডাই বাধিয়েছি, না আমরা এ লড়াই চেয়েছি ? না এ লডাইতে আমাদের কোনো লাভ আছে ? ওসব আপনাদের কেমনতর কথা বুঝি না। আমাদের লড়াই তিন শাল ধরেই লডছি—জমিদার জমি কেড়ে নিযেছে, উৎখাত করেছে, মাগ্ ছেলেকে ভাতে মেবেছে, পাইক দিয়ে অপমান কবেছে ; আব তখনও পুলিশ-পেয়াদা, দারোগা-হাকিম ছিল আমাদের শত্রু। আজও তাই। আমাদের জমি নিতে, গরু নিতে, হাল নিতে হাত বাড়িয়ে আছে সবাই। হাঁ, আমাদের লড়াই বুঝি—'ছাড়ব না ভিটে, ছাড়ব না জমি, ছাডব না আমার জোত আব ঘর, বাড়ি আর ফসল'—একটু চুপ করে থেকে আবাব বল্‌লে :

বুঝছি—আমাদেব অদৃষ্টই মন্দ। নইলে কার লডাই, তা আমাদের ঘাড়েই বা চাপবে কেন ?

—লডাই যে আমাদের।

—হুঁ, দাদা।—বেশ বুঝা গেল, দুর্গা মনে মনে একটুও তা স্বীকার করলে না, কিন্তু সে আর কথাও বল্‌লে না। যতীনদা বল্‌লেন—দুর্গা তুই কখনো লাটে গেছিস্ ?

—দু'বার গিয়েছি দাদা আগে। বাবুদের আবাদে।

—ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর, না ?

—হাঁ। দুর্গার কণ্ঠস্বরে এবার উৎসাহ ফুটে উঠেছে আবার।

—তা করতিস কি ? জলেও নাম্‌তিস না, ডাঙায়ও থাকৃতিস না ? গাছে চডে থাকৃতিস্ বুঝি ?

—তা কেন হবে ?/ জলে নাম্‌ব না কুমীরের ভয়ে, আর ডাঙায় থাকৃব না বাঘের ভয়ে ?—আপনার যেমন কথা দাদা।

—করতিস্ কি, তাই বল্ না ? ধান কেটেছিস্, ফসল বোঝাই করেছিস্ ?

—করব না ? তবে কি ফেলে দিয়ে আস্‌ব নাকি ফসল ?

—আচ্ছা, এবার তবে দুর্গা বোঝা আমাকে, ডাঙায় তোর দারোগা আর জমিদার, আর জলে তোর জাপানী। ফেলে আস্‌বি নাকি তোর দেশটা—না যাবি এদের কারো মুখে ?

দুর্গা একবার বিস্মিত হয়ে যতীনদার মুখের দিকে তাকালে, আরও ভালো করে যেন কথাটা সে বুঝতে চায়।

—ওরে বাঘ তবু হয়েছে বুড়ো। নখও নেই, চোখও নেই, দাঁতও নেই আর তেমন। দিন তার ঘনিয়ে এসেছে—সাহস পেয়ে জলের কুমীরই এসে তোর দোরে হানা দিচ্ছে। তাকে কি তাড়াবি, না, বুড়ো বাঘ না মরলে কুমীরকেও তাড়াবি না ? ইংরেজ তো আজ বুড়ো বাঘ, তাই বলে ঘরে ঢুক্‌তে দিবি নাকি এই জলের কুমীর জাপানীকে। ইংরেজ তো বর্মা ছেড়েছে। তার দেশ আছে, জায়গা-জমি আছে, পালাতেও পারবে। তুই আমি যাব কোথা ? এ যে আমাদের দেশ রে।

দুর্গা বিচলিত হল—পালাব কেন ? আমাদের দেশ আমাদের থাক্‌বে, আমরাই বা ছাড়ব কেন ?

—তবে রক্ষা কর তাকে।

দুর্গা চুপ করে রইল—বল্‌ছেন তো দাদা, ঠিক। কিন্তু কেউ যে বুঝ্‌ছে না। জমি নেই, বাড়ি নেই, ঘর নেই—সিপাই এসে সব ঘরে ঢুকবে,—জমিদারের পাইক সাহস করে নি ঘরে ঢুক্‌তে। মান ইজ্জত বুঝি যায়। শুন্‌তে চায় না কেউ কোনো কথা আর।

একটু থেমে দুর্গা মণ্ডল আবার বল্‌লে : শুন্‌বেই কি ? বাবুরাও তাই বল্‌ছে—'তোরা শুনিস্‌ কেন ? বাড়ি ছাড়িস্‌ না।' কংগ্রেসের বাবুরা এসেছিলেন—তাঁরাও এই বিপদে টাকাকড়ি দিচ্ছেন এবার দাদা, আমাদের কিছু-কিছু। তা ছাড়া ওই স্বদেশী দাদাবাবুরাও এসেছিলেন—'ছাড়িস্‌ না বাড়ি।' নেয়ামতপুরে তিন দিনের নোটিস হয়েছে—কাল শেষ দিন। হারু মণ্ডল বল্‌ছে, 'ছাড়ব না।' নকুড়

ঘোষ বল্‌ছে, 'সিপাই এসে মেয়েদের বেইজ্জৎ করলে? তার আগে ছাড়াই ভালো।' হারুর জিদ্—মোসলমানের রক্ত তো, গরম বড় বেশি। এই তো হয়ে আছে সেখানকার অবস্থা—দেখুন এখন কি করবেন।

—চল্ তো। হারুই সেবার মামলায় পড়েছিল না?

—হঁা, সেই ছাড়িয়ে আন্‌লেন যাকে মোক্তার বাবুকে জামিন দিয়ে আপনি। কিছু নেই দাদা ওদের এখন আর, কেউ ঠিকা চাষী, কেউ ক্ষেত-মজুর। হারুর বাড়িটুকু আছে—আর আছে নারকেল বাগান, কিন্তু সমিতি ছাড়ে নি। বড় তেজী মানুষ কিন্তু দাদা।

—তেজী হবে না, তবে কী হবে রে চাষীর ছেলে?

কথার মোড় আবার ঘুরে যাচ্ছিল। সুধার হাসিভরা চোখ অনেকক্ষণ হাসি ভুলে গেছে—শূন্য আর বিষণ্ণ হয়ে উঠ্‌ছে তার দৃষ্টি। বিনয় তাকে বল্‌লেঃ এ পর্ব আমার কত পরিচিত তা আপনি জানেন না মিস্ গুপ্তা। ক'দিন ধরে আমি দিন রাত দেখছি এই দৃশ্য—ঠিক এই মুখ, এই হতাশা, এই বেদনা, এই বিক্ষোভ। আর বুঝি না এর শেষ কোথায়।

সুধা শান্ত কণ্ঠে বল্‌লে—শেষ কোথায় তা ঠিক বুঝি। বুঝি না কি করে তা এদের বোঝাব।

বিনয় তার কণ্ঠস্বরের স্থিরতায় বিস্মিত হল। একটু অবিশ্বাসও হল তার—'শেষ কি, তা জানো তুমি, সুধা গুপ্তা বি-এ, কলকাতার মেয়ে ইস্কুলের টিচার? আর রেঙ্গুন-মাণ্ডালে থেকে সেই শেষ-না-জানা পথ চেয়ে আমরা বৃথাই দেখলাম হাজার মানুষের মৃত্যু, হাজার সংসারের ভাঙন, সভ্যতার সমাধি?' ভাবতেই কৌতুক বিনয়ের মনে জেগে উঠ্‌ল। চোখে একটু হেসে সে বল্‌লেঃ আমাদেরই বোঝান না বরং ততক্ষণ—শেষ কোথায়?

আবার হাসি-ভরা চোখে জেগে উঠ্‌ল কৌতুকের ছটা: জানতে চান?

বিনয় সকৌতুকে উত্তর দিলে: মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, দেহ দিয়ে, আত্মা দিয়ে, ইত্যাদি।

—ডাক্তার মজুমদার এরই নাম পলিটিক্‌সে ইন্‌টারেষ্ট, আর এজন্যই বলা হয়—Man is a political animal—উজ্জ্বল হাস্যে সুধা গুপ্তা বল্‌লে।

—আর এজন্যই আমি বলি women are n't.

—are n't mere animals, but political animals.

—are mere women.

—to mere men.

২

তাঁবু পড়েছে গুটি চারেক। সেখানে বসেছে হাকিমের কাছারি। নিজে হাকিম সাহেব থাকেন একটু দূরে জমিদারের বাড়ির হাতায় গেষ্ট হাউসে। তাঁবুর এদিকে-সেদিকে গাছ তলায় লোক বসে আছে। এখনো কাছারি শুরু হয়নি—বাবুরা কেউ আসেননি। চাপরাশি জন দুই ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাষীরা কেউ কেউ তাদের কাছাকাছি ঘুরছে—যদি ওরাও বলে কয়ে একটু সুবিধা করে দেয় টাকাটা পাবার। কোন্‌ দেবতা তুষ্ট হলে ফল পাওয়া যাবে কে জানে?

যতীনদা একটা গাছের তলায় এরই মধ্যে এক পাল লোকের সঙ্গে কথা বল্‌তে শুরু করেছেন, দুর্গা গেছে ডাবের খোঁজে। —রোদ্দুরে এসেছেন দিদি, বিশ্রাম করুন।—কোথা থেকে একটা মাদুর জুটিয়ে এনেছে সে—পেতে দিলে গাছ তলায়। বল্‌লে: ডাবের আবার অভাব ছিল এদেশে? কিন্তু নেই কিছু আর কাছাকাছি। সিপাইরা এসেছে,—খুব দাম ফেলে দেয়। সবাই লোভে পড়ে গাছ উজাড় করে

ফেল্‌ছে। তার ওপরে সিপাইরা কেউ কেউ আবার কেড়ে খেয়েও শেষ করেছে। ইচ্ছা হয় পয়সা দেয়, নয় দেয়ও না।

এই কাহিনীও বিনয়ের পরিচিত। এমনি কত সে দেখেছে সোনাকান্দিতে। সে দুর্গাকে বল্‌লেঃ তুমি তা হলে এখন ডাবের খোঁজে ছুটছ কোথায়? দরকার নেই, মণ্ডল, বসো, কথা শুনি।

—এই আস্‌ছি, বাবু, এক ছুটে।—দুর্গা চলে গেল। বিনয় সুধাকে বল্‌লেঃ শুন্‌লেন তো।

—শুনেছি। শুনেছি কেন, দেখেছিও।

—গাছের আম, জাম কিছু রইল না। লড়াই কি ওদের দেশের লোকদের বিরুদ্ধে?

সুধা বল্‌লেঃ দাঁড়িয়েছে তা'ই। শাসক বিদেশী; দেশী সৈন্যরা তাই বুঝেছে—'এ লড়াই আমাদের' মানে, লড়াই আমাদের বিরুদ্ধে।

—শুনেছি আমাদের ওখানকার ব্যাপার নিয়ে নাকি দেশী নেতারা গেছলেন বড় সাহেবদের কাছে। তাঁরা তো বিশ্বাসই করবেন না। বরং উল্টো শুনিয়ে দিলেন—'কিন্তু তারা তোমাদের ইণ্ডিয়ান্‌।'

—ইণ্ডিয়ান!—সুধা যেন ক্ষেপে গেলঃ যেন ওই কথাই যথেষ্ট। এদেশের উপর সাম্রাজ্যবাদের বারো আনা অত্যাচারই তো হয় ইণ্ডিয়ানের সাহায্যে। কিন্তু সে ইণ্ডিয়ান তো যন্ত্রমাত্র। অত্যাচারের আসল দায়িত্ব কার?

—তা হলে কি করবেন বলুন? দেখছেন, আপনারা দেশরক্ষা করতে চাইলেও ওরা আপনাদের সে সুবিধা দেবে না।

—'দেবে' তা আমরা বলি নাকি? দিতে হবে। এ যে ওদের জমিদারী; আমাদের নয় স্বদেশ, ওরা সহজে মালিকানা ছাড়বে কেন? ছাড়বে, ছাড়তে বাধ্য হলে।

বিনয় চুপ করে রইল। কি জানি, কি হবে, এসব সে বোঝে না। বর্মা যদি বর্মীদের হাতে দিতে সয়নি, ভারতবর্ষও তবে ভারতবাসীর

হাতে দিতে সইবে কেন? অথচ সুধা ওরা চায় ভারতবর্ষকে নিজের হাতে পেতে।

দুর্গা ও সাধুচরণের সঙ্গে তার লোক ডাব নিয়ে এল। অবস্থাপন্ন কৃষক, কৃষক-সভার লোক সাধুচরণ। জমি-জমা আছে, ক্ষেত-খামার আছে—বছরে দু' এক হাজার মণ ধানও বিক্রী করেন। এদিককার লোকদের কাউকে কাউকে নিজের জমিতে ঠাঁই দিয়েছেন যতটা পারেন। সাধুচরণ নিজেই ডাব কাটাচ্ছেন আর খাওয়াচ্ছেন। গেলাস আন্‌তে ভুলে গেছেন, বলেছিলেন: দেরী করুন বাড়ি থেকে আন্‌ছি। সুধা শুন্‌বে কেন? বিনয়ও শুন্‌লে না।

খেতে গিয়ে তাদের গলা বেয়ে গা পর্যন্ত পড়ছে ডাবের জল। সুধা খেতে খেতে বল্‌লে: ডাক্তার মজুমদার একেবারে আকণ্ঠ পান করছেন, দেখছি।

—শুধু তাই? আ-শাড়ী-ব্লাউজও বলুন।

সুধা হেসে বল্‌লে: আমাদের এমনি ধারা। কিন্তু বর্মার ডাক্তার সাহেবের একি কাণ্ড? বলেই সুধা বল্‌লে: কিন্তু সাধুদা, যতীনদা কই?

যতীনদার খোঁজ পড়ল। সঙ্গে আরও দু' চার জন চাষী, হাতে তাঁর কাগজপত্র, এসে বল্‌লেন: কম্‌রেড্, একটা বৈঠক তো নেয়ামতপুরে না করলেই নয়। ধ্যাবড়ার সেই স্বদেশীরা খুব উস্কিয়ে দিয়ে গেছে। হারুকে খবর দিয়েছি—একটা বৈঠক আজ রাত্রে করতেই হবে ও-গাঁয়ে। আপনাদের তো যাওয়া চল্‌বে না।—বলে তিনি সুধা আর বীণার দিকে তাকালেন।

সুধা বল্‌লে: বীণা, থাকতে পারবে না? কি আর হবে? দাদা রাগ করবেন? করুনই না।

সুধা যেন বীণাকে জোর করিয়ে বলিয়ে ফেল্‌লে—সে থাক্‌বে। অথচ বীণার চোখে মুখে এই কথাই প্রকট—সে থাকতে চায় না।

—তা হলে যতীনদা আপনি ডাক্তার মজুমদারকে বিকালের গাড়ীতে

পৌঁছিয়ে দেবেন—ওঁর তো আর এই ম্যালেরিয়ার মুলুকে রাত্রি কাটানো চল্‌বে না।

একটু বাহাদুরী করেই বিনয় বল্‌লে: আমি বর্মার জঙ্গলের পথে ফিরেছি। কলকাতার লোকও নই—দেখতাম আপনাদের অবস্থাটা—কেবল থাক্‌বার যো নেই, কালই আমার একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে—

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু কোথায়? মিস্‌ করবার মতো এন্‌গেজমেণ্ট নয়, না?

পরিহাস শুরু হয়ে গেল। বিনয় লজ্জিত হল, কিন্তু পরিষ্কার করে বলতেও পারল না।

যতীনদা বল্‌লেন: বিকালেই উনি যাবেন—রোদ পড়লে। ততক্ষণ চলুন তো দেখি—এদের কার কি করতে পারি।

কাগজ-কলম বের করে সুধা এবার বসে গেল লোকজনের সঙ্গে। বীণাও আছে। তাকে সুধা বুঝিয়ে দিলে বাড়ি ঘর, জমি-জমা কার কতটা, কি ফসল, সব লিখতে হবে ছাপানো ফর্মে।—প্রত্যেকের নাম টুকে নাও, বীণা।

বিনয় দেখলে মস্ত একটা ছাপানো ফুলস্কেপ ফর্ম—'সামরিক উদ্দেশ্যে জমি ও ইমারত আদির গবর্ণমেণ্টের দখলীভূত করা সম্পর্কে কৃষকদের দাবী' তাতে পেশ করা হচ্ছে।

—আপনি কি পারবেন—ডাক্তার মজুমদার? থাক্‌, তার চেয়ে এক কাজ করুন না—ওদের ওই মাঠের ওদিকে সাধু বাবুদের বাগানটায় ঠাঁই নিয়েছে কয়েক ঘর চাষী আর জেলে, যাদের বাড়ি-ঘর নেই—আছে এখন ম্যালেরিয়া, নানা অসুখ-বিসুখ। আপনি একবার দেখে আসুন ওদের। সামান্য কুইনাইন জোগাড় করেছি—দেখুন কাজ দেবে কিনা। দরকার বুঝে যা হয় করবেন। দুর্গাদা, ডাক্তার সাহেবকে তুমিই নিয়ে যাও।—তারপর দুর্গাকে চোখ বড় করে বল্‌লে: বলো

ওদের, বড় ডাক্তার। বর্মার পথে হাজার হাজার লোককে মরতে দেখেছে।

হেসে উঠল সেই বড় চোখ আবার: শুনেছিলাম শতমারী ভবেৎ বৈদ্য। আপনি তো সহস্রমারী—কি বলেন ডাক্তার মজুমদার?

—দুনিয়ামারী আপনারা। দুনিয়ামারী ভবেৎ নারী,—বলে বিনয় হেসে চলল দুর্গার সঙ্গে।

মেছুয়া-বাঁশফুলের লোক এরা। প্রথমেই এদিকে এদের ঘর-বাড়ি ছাড়তে হয়—দশখানা গ্রামের লোক। একটা পয়সা পায়নি এখনো কেউ। সরকার বল্লে, বান্‌খালিতে তোমাদের জন্য চালা তুলে দিয়েছি, যাও। গিয়ে দেখলে সেখান থেকে গ্রাম বাজার দূরে, জমিও নীচু, বর্ষায় ভেসে যাবে; ফিরে এসেছে এদিকে। কাছাকাছি যাদের আত্মীয়-স্বজন আছে তারা সেখানে গেল। এরা এখন এই বাগানটাতেই ঠাঁই নিয়েছে।

বিনয় শুন্‌ল তাদের কথা। পাঁচ-সাত ঘর গৃহস্থ। দু' একজন জেলে ছিল, মাছ ধরত ওদিককার বাঁদায় আর খালে জলে। ফৌজ এল, সরে এসেছে গ্রাম ছেড়ে এদিকে। কিছু ক্ষতিপূরণ পাবে শুনেছে, যারা চৌকীদারী ট্যাক্স দিত তারা পাবে ঘর-পিছু চার টাকা। এবং শুন্‌ছে নতুন সড়ক হয়ে। কিন্তু সে জনমজুরের কাজ ওরা করবে কি করে? কেউ জাল বেয়েছে, জেলে; কেউ লাঙল চালাত, চাষী-মাহিষ্য; তারা সেই বোঝা বোঝা মাটি কাটা, মাটি টানা, এসব পারবে কেন?

—বাঁচতে হবে যে?

—ভগবান বাঁচালেই বাঁচব। নইলে আমাদের বাঁচাবে কে?

সেই একই কথা বটে। কিন্তু এমনটি বিনয় তাদের পূর্ববাংলায় দেখেনি। সেখানকার ওরা মুসলমান। বাড়ি-ঘর গেছে, কষ্ট পেয়েছে,

ক্ষেপে গেছে। কিন্তু কাজ পেলে একদিনও দেরী করেনি—মাটি কাটার কাজ পেলে তো কথাই নেই। বিনয় এখানে এদের দেখে একটু হতাশ হল। দুর্গাকে বল্‌লে : দুর্গাদা, বুঝিয়ে বলো ওদের, ভগবান কাউকে অমনি বাঁচায় না। বাঁচতে জান্‌লে তবেই ভগবান বাঁচান।

দুর্গা বল্‌লে—সে তো বলি। কিন্তু ওরাও যে এ কাজ আগে করেনি।

মুশকিলে পড়ল বিনয় অসুখ দেখে। জন দুই তিন জ্বরে শুয়ে। আর গোটা দুই ছেলের হয়েছে সম্ভবত আমাশয়। যা পায় তাই ওরা খায়—বিনয় ওষুধ দেবে কি? পথ্যই বা কি চল্‌বে এদের?

কুইনাইন দেখে একজন বল্‌লে : ওতে আর কাজ দেয় না, বাবু আজকাল। স্বদেশীবাবুরা সেবার দিয়ে গেছলেন—গুটি আট বড়ি। বল্‌লেন, 'কাজ হবে না বোধ হয়, তবু খেয়ো। যত কুইনাইন ছিল সব নিয়ে সরকারী গুদামে তুলেছে—সৈন্যদের জ্বর হলে তারা খাবে। দেশের লোক মরে সাবাড় হচ্ছে।'

বিনয় জানে, এ কথা হয়ত একেবারে মিথ্যা নয়। একজন বুড়া চাষী কৈবর্ত বল্‌লে : জমি-জমা বাড়ি-ঘর সবই তো নিলে ফৌজের দরকারে। কেরোসিন নেই, লবণ নেই, কাপড় নেই পরি কি? সব যুদ্ধে গেছে—এখন কুইনাইনও আমাদের দেবে না। স্বদেশী বাবুরা রাগ করে বলেন—'সরে এলে কেন গ্রাম ছেড়ে? কুইনাইনও তোমাদের দোব না'। কিন্তু আমরাই কি ইচ্ছা করে ছেড়েছি? ছেলে-পিলে আছে—মাগীরা যায় কোথায়? ফৌজ এলেই তো বে-ইজ্জত করবে মেয়েদের। মা-মেয়ে কিছু মানে তারা? না, মান্‌ত বয়স, ধর্ম?

বিনয় ভালো বুঝতে পারল না—কে এই স্বদেশীবাবুরা! দুর্গা বল্‌লে : ধ্যাবড়ার ওদিকের তেনারা। সরকার নজরবন্দী রেখেছিলেন

তেনাদের,—ওখানেই ক্ষেত-বলদ-লাঙল দিয়েছেন। মজুর খাটিয়ে চাষ-বাস করান বাবুরা।

—তারা তোমাদের পক্ষে নয়, দুর্গা ?

—না বাবু, তাঁরা কৃষক সমিতি দেখতে পারেন না। ওঁরাই তো নেয়ামতপুরেও গোল পাকিয়ে তুলছেন। বলেন—'কিছুতেই গ্রাম ছেড়ো না।' আর, 'খুন করে ফেল এসব সরকারের দালালদের।'

বিনয় বুঝতে পারল স্বদেশীদের দলাদলি। সেই পলিটিক্‌সের ব্যাপার।

দুর্গা বলে চল্‌ল: ধাবড়ার বাবুরা আমাদের বলে 'সরকারের দালাল। বলে 'মির্জাফর'। দুর্গার যেন ক্রোধ বেড়ে গেল: আরে মির্জাফর তো তোরা—দেশে জাপানীদের ডেকে আনছিস্।

খানিক চুপ করে থেকে দুর্গা একটু চারদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে—যতীনদা ওরা কেউ নিকটে নেই। চুপে চুপে বল্‌ল: আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, সুভাষবাবু কোথায় ?

বিনয় চমকিত হল, বল্‌লে: কি করে জানব ?

দুর্গা বল্‌ল: স্বদেশীবাবুরা বলেন, 'জাপানে। তিনি আস্‌বেন ফৌজ নিয়ে—ইংরেজদের তাড়াবেন। দেশ স্বাধীন হবে—জাপানীরা তাই আস্‌ছে।' সত্যি ? আপনি তো বর্মা ছিলেন। জাপান সেদেশ স্বাধীন করে দিয়েছে ?

—কি করে জানব ? আমরা তো আগেই চলে এসেছি।

—কেন এলেন ? দেশটা যদি স্বাধীন হবে তবে এলেন কেন তা ছেড়ে ?

সেই পুরাতন প্রশ্ন—বিনয় তার উত্তর জানে না। কেন এল সে বর্মা ছেড়ে ? বিনয় ভাবতে ভাবতে চল্‌ল—বর্মা তার দেশ নয় বলে ? ভারতবর্ষ তার স্বদেশ বলে ?

রোদ কড়া হয়ে উঠেছে। একটা গাছের ছায়ায় বসে বীণা কি নোট নিচ্ছে, কাগজ-পত্র তৈরী করছে। বিনয় এলে একটু লজ্জিত বোধ করে বল্‌লে: এই যে ডাক্তার মজুমদার, সুধা বলে গেছে স্নান করে আপনাকে মোহনবাবুদের বাড়ি নেয়ে-খেয়ে নিতে।

—তিনি স্বয়ং কোথায়?

—তাঁবুতে। আপিস বসেছে কিনা—যতীনদা আর সুধা গেছে কাগজ-পত্র নিয়ে। আপনার জন্য তাই দেরী করতে পারলে না।

—আপনি পারলেন কি করে?

সলজ্জ বীণা বল্‌লে: এসব কাজ আমি কতটুকু জানি? সুধা তাড়া দিয়ে নিয়ে এল,—ইস্কুলও বন্ধ, এলাম তাই। ও নিজে পারে এসব ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। তাই আমি রয়েছি,—ফর্ম ভরতি করে দিচ্ছি, চৌকিদারীট্যাক্সের রসিদ দেখি—কাগজ-পত্র বুঝে নিতে—আর আপনার খাওয়া-পরার তদারক করতে।

—ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে। চাষী হলে তদারক করতেন মিস্ গুপ্তা, আর চাষী না হওয়াতে তদারক করছেন আপনি। কিন্তু কি ব্যবস্থা করেছেন? কোথায়?

—সে যতীনদার ঠিক আছে। তাঁরই আত্মীয় হলেন সাধুবাবুরা—তাঁদের সব জানা আছে। কিন্তু জমিদারবাবুদের বাড়ির একটি ছেলে এসে এদিকে বসে ছিলেন—মোহনবাবু কলকাতায় কলেজে পড়েন। ধরে বস্‌লেন—খেতেই হবে তাঁদের বাড়ি। তাঁকে কি ছাড়াতে পারি? আপনার সুটকেস নিয়ে গেছে তাঁর চাকর, তিনি নিজে রয়েছেন—আপনার জন্যই অপেক্ষা করছেন। তবে ইতিমধ্যে তাঁকে দিয়ে সুধা দেখ্‌ছে কতটুকু ক্যাশিয়ার আর এ্যাকাউন্টেন্ট, আর কেরানী চাপরাশিদের উপর প্রভাব স্থাপন করা যায়। গাঁয়ের জমিদার বাড়ির ছেলে—কাজেই খাতির আছে তো তাঁর একটা। আমাদেরও তাঁকে

একেবারে অসন্তুষ্ট করা চলে না। দুর্গাদা, ডেকে দেবেন একবার মোহন বাবুকে ?

দুর্গা নড়ল না; বোঝা গেল সে এসব শুনে সন্তুষ্ট হয় নি। কয়েকটি ছেলে বীণাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তাদের একজনকে দুর্গা বল্‌লে—যা তো, নন্তে, তোদের মোহনবাবুকে বল্‌গে, দিদিমণি-ডাক্‌ছেন।

নন্তে ছুটে গেল। তখন বিনয় জেনে নিলে সব খবর, বল্‌লে:

—তা হলে মিস্ গুপ্তাকেও ডাকুন না?—একেবারে এক সঙ্গেই যাই।

একটু থেমে বীণা বল্‌লে—একটু মুশকিল আছে, ডাক্তার মজুমদার। পরে না হয় শুন্‌বেন—আপনি ততক্ষণ এগিয়ে যান।

বিনয়ের কথাটা মনঃপূত হল না। বল্‌লে: আচ্ছা আমি বরং একবার তাঁবু থেকে মিস গুপ্তাকে নিয়েই আসি।

মোহন সেদিকেই ছিল। প্রিয়দর্শন যুবক। এসে বিনয়ের কাছে অনেকবার ক্ষমা প্রার্থনা করলে: আমাদের গাঁয়ে এলেন—আমরা শুন্‌তেও পাই নি। চলুন একটু বিশ্রাম করবেন, দুপুরটায় যে রোদ।

বিনয় বুঝতে পারছিল না কি করবে। সুধা ও বীণাকে ফেলে সে যায় কি করে ?

চাপরাশিরা একজন একজন করে লোক তাঁবুতে ঢুকতে দেয়। কাছা কাছি জন পঁচিশ লোক ঘুরছে। কেউ টাকা পাচ্ছে; কেউ হাকিমের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েছে—কি হুকুম হয়েছে, জানে না; পরস্পরকে এসব বল্‌ছে। বিনয়কে চাপরাশিরা পথ ছেড়ে দিলে, পরনে সাহেবি পোষাক। যতীনদা ভিতরে কি করছেন, সুধা কাগজ নিয়ে বসেছেন পিছনে একটা হাতলভাঙা চেয়ারে, তাকে ঘিরে দু-চার জন লোক। বিনয় ঢুক্‌তে সরকারী কর্মচারীরা মুখ তুলে দেখ্‌ল। একটু সচেতন হল। যতীন্‌দা ফিরে দেখ্‌লেন বল্‌লেন: এসেছেন? দাঁড়ান, আসছি এখনি কথা আছে। মেহেরের কাজটা শেষ হয় নি। সুধা তা শুনে

এগিয়ে গেল। সার্ভেয়ার না কে, তাকে সুধা খুব আত্মীয়তার সুরে বল্‌লে,: আপনার হাতে এতগুলো লোকের সুখ দুঃখ। দিন, দিন এদের যা পারেন একটু বাঁচাবার ব্যবস্থা করুন্‌।

ভদ্রলোক খানিকটা সম্ভ্রমে, খানিকটা পরিতৃপ্তিতে বল্‌লেন—আমার কি অনিচ্ছা? সরকারের কাণ্ড তো জানেন। কেনই বা লোক-গুলোকে এভাবে বাড়ি ছাড়ানো? যুদ্ধ যা করবে, তাতো বুঝ্‌ছি,—বলে একবার অর্থসূচক হাসি হেসে বল্‌লেন: নে, তাড়াতে পারবি আমাদের। মার্ মার্; শেষ হয়ে এসেছে। বুঝ্‌ছেন তো, তবে আমাদের মেরে যাবে যাবার আগে—এই যা।

—কিন্তু এদের দাগটা লিখে নিন ঠিক করে।

—কি করে লিখি বলুন? ওর জমিতে দখল ছিল কি আর?

একটু গলা নাবিয়ে বল্‌লেন: লিখে আমি দিচ্ছি, আপনি বল্‌ছেন, গরীব বাঁচুক। কিন্তু নেড়ে ব্যাটার জন্য অত মাথা ব্যথা কেন আপনাদের? ওর তো ওই তাঁবুতে কাগজ যেতেই হুকুম হয়ে যাবে। বলে দাঁড়িতে হাত টেনে বুঝালেন—শ্মশ্রুসমন্বিত এক মুসলমান সেখানে আছে। সুধা বুঝ্‌লে সার্কেল আফিসার মফিজুদ্দিন অন্য তাঁবুতে কাজ করছেন; তাঁর হাত দিয়েই কাগজ-পত্র যায়।

সুধা হেসে বল্‌লে—যা বলেছেন। তবে আপনিই বা খারাপ হতে যান কেন? দিন লিখে। আমাদেরও তো ওর কাজটা ফেলে রাখ্‌লে বিশ্রী কাণ্ড হবে।

কাজ হয়ে গেল। যতীন দা বেরিয়ে এলেন, বল্‌লেন: তিন পো ঘণ্টা ধরে ব্যাটাকে কথাই বলাতে পারি না ভালো করে। অন্তত চাই দক্ষিণা দু'টাকা,—হিন্দু হলে এক টাকায়ও হত।

এও বিনয়ের পরিচিত কাহিনী। বিনয় কিন্তু তা বুঝতে পারে না। বর্মায়ও একটা হিন্দু-মুসলমানের বিভিন্নতা-বোধ মাথা তুলে উঠ্‌ছিল। কিন্তু বর্মী-ভারতীয় বিরোধিতারই তা ছিল একটা জের। হিন্দুরা বলতে

চাইত, মুসলমানদের বর্মী-মেয়ে বিয়ে আর ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি করার জন্যই বর্মীরা ভারতীয়দের উপরে খাপ্পা। হয়ত বা তা খানিকটা ঠিক। কিন্তু চেট্টিদের উপরে, চাকুরেদের ওপরে—বর্মীদের রাগ কি তার চেয়ে কম ছিল? বিনয় তবু বুঝতে পারে নি এত বিরোধ, এত বিদ্বেষের বিষ জমে আছে ভারতবর্ষে হিন্দু আর মুসলমানে। জম্‌ল তা কি করে? পূর্ব বাংলায় সোনাপুরের শহরে গ্রামে আজ তা চাপা পড়ছে। হিন্দু আর মুসলমান সবাইকার এক ভাবনা—জাপানীরা বুঝি এল। তাদেরও গ্রাম বাড়ি ঘর পুড়িয়ে উজাড় করে পিছু হটবে হয়ত ইংরেজ। তারপরে এই লোক-সরানোর বিপদ; আর দুর্দিন আস্‌ছে—কেরোসিন নেই, দেশলাই নেই, নুন নেই, কাপড় নেই, জিনিস-পত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, ফৌজ এসে আরও দাম চড়িয়ে দিচ্ছে—সোনাপুরের মানুষের মনে এই সব কথাই চেপে আছে। কিন্তু কলকাতায় পা দিতেই বিনয় শোনে অন্যরূপ কথা—'মুসলমান আর হিন্দু।' তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাইকার এই এক কথা, আর খবরের কাগজে সেই এক বুলি। এত বিস জম্‌ল কেন? মোস্‌লেম লীগ্? খাক্‌সার? বোঝে না, বোঝে না বিনয় এই ভারতবর্ষ আর তার পলিটিক্‌স।

যতীনদা বল্‌লেন: ডাক্তার মজুমদার, আপনি একটু খাওয়া দাওয়া আগে সেরে আস্‌বেন—মোহনবাবুদের ওখানে আপনার নেমন্তন হয়ে রয়েছে। আপনি এলে আমরা খেতে যাব।—বিনয় আপত্তি করলে—আমিই থাকি আপনারা আসুন গে।

মোহনবাবুর সঙ্গে বিনয়কে যেতে হল। সে বাড়িতে সে স্নানাহার করলে। বর্মার অবস্থাটা কি, বাড়ির অন্যান্য লোকও তখন শুন্‌তে চায়। বিশ্রাম করতেই হবে—মানে, বর্মার গল্প বল্‌তে হবে। অথচ মনে মনে বিনয় অস্বস্তি বোধ করছিল। দু'টি মেয়ে রইল কোথায় খেয়ে না-খেয়ে; আর বিনয় এখানে করবে বর্মার গল্প?

শুনেছে কি সে, বার্লিন থেকে হিট্‌লার কি বলেছে? আর টোকিও থেকে রেডিওতে বলা হয়েছে কি?—সে কি এজন্য এসেছিল এখানে, এগাঁয়ে—খেতে আর গল্প করতে? মনে মনে বিনয় সুধা ও যতীনদার উপর রাগ করলে—তাকে এভাবে একা খেতে পাঠিয়ে দেবার মানে কি? কাজটা ভদ্রতাসম্মতও নয়। ফিরে এল সে কাছারির দিকে—শোনাবে দু'কথা সুধাদের।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে—সুধার চুল উস্কো-খুস্কো; ঘামে, ধূলোয়, রোদে পুড়ে ওর একি দশা? কি একটা কথা প্রাণপণে সুধা বোঝাচ্ছিল একজন লোককে: খাই-খালাসী নয়, মধু, জমি একেবারে রায়বাবুদের খাশ বলে লেখা। ওরা তোমাকে ক্ষতিপূরণ দেবে কেন? ক্ষতিপূরণ দেড়শ টাকা একর হিসাবে সাড়ে তিনশ টাকা; তা বাবুরা নিয়েও গেছেন। অন্যেরা পাচ্ছে না কেউ—তাতে বাবুদের অসুবিধা নেই।

—জমি আমার। আর ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিলে রায়বাবুরা?

—আরে আইন যে বলে জমিই তাঁদের, তুমি ছিলে ভাগ-চাষী।

—আমি ভাগ-চাষী হতে গেলাম কবে? জমি তো আমারই। চল্লিশ শালে খাজানা আর দেনা বাকী পড়ল; বাবুরা বল্লেন, 'লিখে দে খাই-খালাসী দশ বছরের। তোর জমি তুইই করবি চাষ।' বলেছেন, লিখে দিয়েছি। তাই করছি চাষ। ফসল হিসাব হয়েছে, বাবুরা যা দিয়েছেন নিয়েছি—ন্যায় সুদ সব বুঝে নিচ্ছেন তাঁরা। জমি আমার নয় ত কার?

সুধা মধুকে বোঝাতে পারছে না—মধু ক্রমশঃই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে, সুধাও বিড়ম্বিত হয়ে পড়েছে। ভাগ-চাষী, ঠিকা চাষী, ক্ষেতমজুর—এরা কিছু ক্ষতিপূরণ পাবে না। সে জন্যে সুধা ওরা কত চেষ্টা করছে—সকল চাষীদের দরখাস্ত দেওয়াচ্ছে। কিন্তু সরকার এখনো করে নি কিছু। মধুও বলছে: আমি কোর্ফা ভাগ-চাষী হলাম কবে?

—থাক্ দিদিমণি, থাক্। সবই আমার অদৃষ্ট। নইলে তুমি সবার কাজ করতে পার, আমার কাজটাই বা করবে না কেন? কাগজটাও লিখলে না।—মধুর ক্ষোভ অভিমানে রূপান্তরিত হচ্ছিল, তারপর মধু একেবারে গুম্‌রে উঠ্‌ল: অদৃষ্ট, অদৃষ্ট। নইলে অমন জোয়ান্ ছেলে আমার, এই ফাল্গুনে তার ওপরেই বা মায়ের দয়া হল কেন?

সুধা নির্বাক হয়ে পড়ছিল। মধুর গাল বেয়ে দর দর করে জল পড়ছে, সে গাম্‌ছায় তা মুছে ফেলে বল্‌ছে: দুঃখু আমার কি ছিল আজ? দু' জোয়ানের খাটনি খেটে বাপকে তো সেই খাওয়াত এখন। ব্যাটা গেল, ইস্ত্রী গেল, রইল মরতে মরতে নাতিটা। আর যম রইল ভুলে আমাকে, দেখ্‌তে হল এ দশা। বউটা ন-মাসের পোয়াতী। তাকে নিয়ে যাই কোথা? এলাম তার মামার বাড়ি—তের দিন আজ ছেলে হয়েছে, মর-মর সে ছেলেটা, বউটাও বুঝি বাঁচে না। মামারা বলে, 'তা এ কয়টা দিন ও থাক্, একটা ভালো মন্দ যদি হয়ে যায়, যাবে।'

সুধার মাথা একেবারে নুয়ে পড়ছে। হতাশ হয়ে একবার সে মুখ তুলে চারদিকে তাকাল—চোখে পড়ল বিনয়কে। বিব্রত ব্যথিত সেই বড় বড় চোখ দুটি এবার আর হাস্‌ল না, শুধু একটা অস্বস্তিতে যেন ভরে উঠ্‌ল: এই যে ডাক্তার মজুমদার! আপনাকেই খুঁজছিলাম। যাবেন একবার ওর সঙ্গে? কত দূর মধু তোমার সে জায়গা? বউকে দেখে আস্‌তেন ডাক্তার সাহেব।

মধু চোখ তুলে বিনয়কে একবার দেখলে। বল্‌লে: আধ কোশ হবে, বেশি নয়, ওই গাঁটা পেরিয়েই।

—চলো তবে মধু। বড় ডাক্তার, ছিলেন বর্মা মুলুকে। জাপানীরা তো সে দেশ লুঠে নিচ্ছে। তাতেই এসেছেন দেশে। চলুন বউকে একবার দেখ্‌বেন? কেমন? আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

বিনয় সুধার অবস্থা দেখে আর তার উপর রাগ করতে পারল না।

সুধা পথে চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লে : ডাক্তার মজুমদার, জোর করেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। উপায় দেখছি না আর। মধুকে আর বোঝানো যাচ্ছে না, ওর জমি নেই। বোধ হয় আপনার পক্ষে আজ আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। খুব ক্ষতি হবে, না?

একি পরিহাস? বিনয় সুধার চোখের দিকে তাকাল। দেখল সেখানে পরিহাসের তীক্ষ্ণতা নেই, ভাবনার একটা ম্লান ছায়া। বিনয় বল্‌লে—না, বোধ হয়। তা ছাড়া আমি আগেই ঠিক করেছিলাম আজ ফিরব না।—এটুকু বিনয়ের নতুন উদ্ভাবনা। বরং একটু আগেও সে ভাবছিল সন্ধ্যায় মিসেস মিত্তির ওঁরা আসবেন; হেনা বলে দিয়েছে, বিনয় অনুপস্থিত থাকলে চলবে না।

সুধা জিজ্ঞাসা করিলে—কেন?

—এলাম কি জন্য? একি আউটিং? আপনার বিরুদ্ধে কিন্তু আমার ভারী নালিশ রয়েছে—এভাবে আমাকে কাজ থেকে সরিয়ে দিলেন কেন—পাঠালেন মোহনবাবুদের বাড়ি খেতে?

সুধা সরল ভাবে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে : না, না, ডাক্তার মজুমদার, ভুল করবেন না। মোহনবাবুদের বাড়ি কেউ না খেলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হতেন, আমাদের কাজের ক্ষতি হত। আর আমি বা যতীনদা জমিদার বাড়িতে খেতে গেলে এখন আমাদের লোকেরা কি ভাবত? বুঝ্‌ছেন তো বিপদ। আর এদিকের ব্যাপার যদি দেখ্‌তেন আপিসে—বুঝ্‌তেন কি ঝামেলা। দেখ্‌তেন যদি ওই আপিসের বাবুদের টাল-বাহানা। এরা গরীব মানুষ, টাকা পাবে, হুকুমও হয়েছে, তবু তারা টাকা দেবে না—কেবল টাল-বাহানা। কিছু তাদের 'পান-খাবার' চাই। এদের থেকে এ সময়েও চাই—ঘুষ!

বিনয় বল্‌লে : এ সময়েই তো তাদেরও সময়—মানুষ ঠেকে পড়েছে, যতটা পার এ বেলা আদায় করে নাও। আপনি বর্মার পথে বাংলায়

ফেরেন নি? ফিরলে বুঝ্‌তেন এ কথা। ওদিককার টিকেটের বাবু থেকে একেবারে এদিক্‌কার দোকানী পর্যন্ত সবাই যেন ডাকাত হয়ে উঠল। অথচ তারাও মানুষ, আমারই দেশের মানুষ, অনেকেই বাঙালীও! খারাপ লোকও নয়। এক রেল কর্মচারীর স্ত্রী আমারই সঙ্গে আসেন—স্বামী দিয়ে দিয়েছেন একটা মা হারা ছেলেকে তাঁর সঙ্গে। ছেলেটার কেউ নেই। দিদিমা দেশে, বাপ মারা গেছেন বোমাতে। ভদ্রলোক তাই নিজের ছেলেদের মতোই ছেলেটাকে দেশে পাঠাচ্ছেন। বলেন, 'দুর্দিন। ভগবানের ইচ্ছায় দু-পয়সা পাচ্ছি যখন, অধর্ম করি কেন?' ভদ্রমহিলার একটা মেয়ে পথে মরে গেল; কিন্তু তবু সেই পরের ছেলেটাকেও অযত্ন করেছেন, তা বল্‌তে পারব না। অথচ সে ষ্টেশানেই দেখেছি—একটি হিন্দুস্থানী মেয়েকে সেই ভদ্রলোক থার্ড-ক্লাশেও উঠ্‌তে দিচ্ছেন না। তিন বছরের ছেলের জন্য তার থেকে আরও সাত টাকা ঘুষ আদায় করে ছাড়লেন। বলেন, 'মাঈ, লেড়কাকা জান কা লিয়ে পঞ্চ রুপেয়া ভি নেহি দেওগে?' আবার আমাকে দেখে লজ্জা পেলেন, বল্‌লেন, 'স্যর, আপনি সঙ্গে রইলেন ডাক্তার, ওঁদের জন্য আমার আর ভাবনা রইল না।'

সুধা গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে চল্‌ছিল। শুন্‌ছিল কিনা ঠিক নেই। একবার বল্‌লে: মানুষ কি রায়বাবুরাই খারাপ? কলকাতায়ই থাকেন—লেখাপড়া জানা পরিবার, অনেকেই কংগ্রেসের ভক্ত। বলা আছে নায়েবকে কংগ্রেসের যেন ওদের এলেকায় কোনো অসুবিধা না হয়। ওখানেই গোবিন্দবাবুরা এবার এসেছেন; তাঁরাও এই লোক-সরানোর কাজে মাথা এবার দিচ্ছেন। আর রায়বাবুদেরও হুকুম আছে—তাঁদের মহলের প্রজা-রায়তদের যেন নায়েব গোমস্তরা এদিকে সাহায্য করে। কয়েক ঘর লোক ঠাঁইও পেয়েছে মোহনবাবুদের বাড়ির হাতায়। লোক কি রায়বাবুরাই খারাপ? এই হল সমাজের ধারা—গরু মেরে জুতো দান। কোথা দিয়ে মধুর জমি যে রায়বাহাদুরেরা

চুপ-চাপে খাশ করে নিয়েছেন তা মধু জানেই না, বুঝবেও না। আর সে জমির জন্য পুরো ক্ষতিপূরণের হুকুমও হয়েছে—টাকাও রায়-বাহাদুররা নিয়ে নিয়েছেন। অন্যরা এখনো একশ বিশ টাকা হারেও অর্ধেক ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না।

ঘণ্টা খানেক লেগে গেল বিনয়দের ফিরতে। গ্রীষ্মের দুপুর তখন এসে বিকালে ঠেকেছে। রোদের হলকায় ওদের মুখ চোখ যেন ঝল্‌সে গেছে। সাধুবাবু দাঁড়িয়েছিলেন, বল্‌লেন: সেই কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি সুধাদি। বীণাদিও তো গেলেন না—বলেন, সুধাদি আসুন। বাড়ির মেয়েরা খায় নি, আপনারা না খেতে খাবে কি?

সুধা অপ্রতিভ হয়ে গেল: সাধু বাবু, বড় অন্যায় হয়েছে। কিন্তু বাড়ির ওঁদেরও কিন্তু অন্যায়—

সাধুবাবুর বাড়িতে খেতে যাবার আগে যতীন্‌দা বল্‌লেন: নেয়ামৎপুরে বৈঠক ঠিক হয়েছে। কিন্তু গোলমাল খুব পাকিয়েছে ধ্যাবড়ার ওরা। কাল যে গ্রামের লোক সরে যাবে মনে হয় না। এদিকে সদর থেকে হাকিম এসে বসে আছেন রায়বাহাদুরদের বাড়ি। এদিক্‌কার লোক-সরানোর ব্যাপারের ক্ষতিপূরণও এবার দেওয়া হবে তাঁর তদারকে। যে-করে হোক্ সময়টা বাড়াতে হবে—অন্তত এক সপ্তাহ। এখন প্রথম কাজ—হাকিমকে দিয়ে সময়ের মেয়াদ বাড়ানো। ডাক্তার মজুমদার, এখানে আপনার কিন্তু সাহায্য করতে হবে। না করলেই নয়।

—আমার?—বিনয় বিস্মিত হল। হয় ত একটু উৎসাহিত বোধ করলে: বলুন কি করতে হবে?

—এই মিষ্টার সেন শুনেছেন মোহনবাবুদের কাছে আপনার কথা—বর্মা ফেরৎ বড় ডাক্তার। সাহেবের ইচ্ছা—আপনার সঙ্গে দেখা হয়—কথাবার্তা বলেন। মানে বোধ হয় গল্প শুনতে চান। মোহনবাবু

এসেছিলেন তাই আবার আপনার খোঁজে। বল্লেন—মিষ্টার সেনকে ওদের তরফে চা খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছেন ওঁরা বিকালে। আমি ভেবে দেখলাম—এ সুবিধাটুকু ছাড়া ঠিক নয়। মানে, এদিক্‌কার হাকিমী দরবারটা আপনি করে রাখবেন—কেমন ?

বিনয় খুব খুশী হল না। এদেশে ওর হাকিমের সঙ্গে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যেটুকু তা খুশী হবার মত নয়। যতীনদা বুঝলেন বিনয়ের অনিচ্ছা, বল্লেন: বড় দরকার, নইলে ওখানে আপনাকে কেন যেতে বল্‌ব ? আপনি না থাক্‌লে যেতে হত—সুধাদি'র আর বীণাদি'র। —বলে যতীন্‌দা সুধা ওদের বল্লেন: মোহনবাবু কিন্তু পীড়াপীড়ি করে গেছেন আপনাদেরও যাবার জন্য—আর কোনো কথা তিনি বোধ হয় শুন্‌তেনও না। ওঁর স্ত্রীর পর্যন্ত দোহাই পেড়ে গেছেন। স্ত্রী ? আছে বই কি ? বড় ঘরের মেয়ে—কলকাতায়ই থাকে। পড়েছে ; ইস্কুলে পড়েছে, বোধ হয় ম্যাট্রিকুলেশ্যান পাশও করেছে। ডিসেম্বর মাস থেকে বোমার ভয়ে এখানে এসে ওরা রয়েছে। ও-বাড়িতে এই প্রথম, এল ইস্কুলে-পড়া মেয়ে। গিন্নীদের আমলে ও-পাট ছিল না। ব্যাচারীর সাধ আপনাদের সঙ্গে দুটো কথা কয়। মোহনবাবুরও তাই উপায় নেই—আপনাদের না নিয়ে গেলে ওঁর মুখ থাকে না। আপনাদের চায়ের নিমন্ত্রণ তো আছে নিশ্চয়ই—কিন্তু একবার ওদের বাড়িতে যেতে হবে, ওই বউটির সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

বিনয় বল্‌লে—তা হলে এখনি চলুন সবাই।

সুধা বল্‌ল—সে কি হয়, যতীনদা ?

যতীনদা বল্লেন: হয় না ; অন্তত আজ। নেয়ামতপুরের বৈঠক শেষ না হতে জমিদার-হাকিম কারও সঙ্গে চা খাওয়া চলে না। ততক্ষণ চলুন সাধুদার ওখানে, যা হয় মুখে দেবেন। ডাক্তার সাহেব মোহনবাবুকে যা হয় বল্‌বেন—একটু বুঝিয়ে। পরে কিন্তু ওটা যে করে হোক ব্যবস্থা করতে হবে মোহনবাবুর সঙ্গে আপনাদেরই,

বুঝেছেন সুধাদি বীণাদি। নইলে মোহনবাবু ভাব্বেন আমিই বাদ সাধ্ছি।

বিনয় বল্লে—কিন্তু মিষ্টার সেনকেও আপনারা এখনি বল্লেই তো কাজটা অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে, মিস্ গুপ্তা।

সুধা হাস্ল। বল্লে: তা হয় না, ডাক্তার মজুমদার। নেয়ামতপুরের ওদের সুবিধা হয়ত হয়। কিন্তু সে সুবিধা ওদের জোরে ওরাতো পাবে না, পাবে হাকিমের খেয়াল-খুশীতে। তাতে তো ওদের জোর বাড়বে না, বাড়বে বরং ব্যুরোক্রেসির জোর—'ছাখো কি দয়া গবর্ণমেণ্টের। কি সদাশয় ভারতসম্রাট্ আর সাম্রাজ্ঞী, আর আমাদের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি, আর তারপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুর, আর তারপর দাবোগাবাবু, আর শেষে চৌকিদার বাবু পর্যন্ত'। বল্তে বল্তে একটু একটু কবে আবার সেই বড চোখ দুটিতে হাসি জেগে উঠ্ছিল। তবে তাতে ব্যঙ্গের তীব্রতা ছিল না, বরং ছিল রঙ্গপ্রিয়তা, স্নিগ্ধতা।

বিনয় বুঝ্ল, বল্লে: বুঝ্লাম যতীন দা আপনাদের এই 'টি-পলিটিক্স্।' কিন্তু তা হলে আমাকেই বা জড়াচ্ছেন কেন ওতে?

যতীন দা লজ্জিত হলেন। সুধা এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বল্লে: কারণ আপনার পলিটিক্স্ নেই।

—নেইই তো। তাই তো বল্ছি—এ তো চা খাওয়া নয়, এ পলিটিক্স্। আর তাতেই তো আমার আপত্তি।

—ডাক্তার মজুমদার, এ পলিটিক্স্ই আপনাকে করতে হয়—যারা পলিটিক্স্ করেন না। তারা চা খান, ডিনার খান; পার্টি করেন না, পার্টিতে খান। আর চা, ডিনার, লাঞ্চ, সবই হল ওই রুলিং ক্লাশের পলিটিক্স্। পলিটিক্সের গোড়ার কথাই ভাত-কাপড়। যার নেই, তার তা চাই; যার আছে তার আরও চাই। মানে, পলিটিক্স্ কি জানেন? বেলিটিক্স্। রাজনীতি হচ্ছে উদারনীতি—মানে, উদরনীতি।

মিষ্টার সেনের সঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প হল অনেক। কাজও হল খানিকটা। মিষ্টার সেন লোকটি বেশ। হাকিমী মেজাজ নেই। ঘণ্টা দুই গল্প করতে করতে বেশ জমে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন: কি জানেন, ডাক্তার মজুমদার, যুদ্ধে যাই হোক, মিলিটারির কর্তাদের মেজাজটা মিলিটারিই রয়েছে। হুকুম হল—এ অঞ্চল খালি করো। তখ্‌খন তখ্‌খন তা তামিল করা চাই। দেখুন সাতাশটা গ্রামের আমরা চাষ বন্ধ করে দিইছি—কবে তা খালি করব ঠিক নেই। ওই সাতগাছির লোকগুলোকে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে আমরা গ্রাম-ছাড়া করালাম। এখন বল্‌ছে—কর্তাদের সে গাঁয়ে যেতে এক সপ্তাহ আরও দেরী হবে। অথচ চাষ যেখানে বন্ধ সেখানে লোক খাবে কি? আর কি হত যদি আমরা আস্তে আস্তে গ্রামের লোকদের সরিয়ে আনতাম?

—তাই তো আমিও ভাবি। একটা প্ল্যান-বাঁধা নিয়মে আপনারা লোক সরাতে থাকুন,—অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করুন, ওদের কাজকর্মের সুবিধা দিন। তাহলে লোকে এত অথৈ জলে পড়ে না।

—প্ল্যান করবার আমরা কে? মিলিটারির চাই; আমরা হুকুম তামিল করি। প্ল্যান? যুদ্ধেই ওদের প্ল্যান নেই, দেখেছেন তো। প্ল্যান করে ওরা আজ পালাতেও পারে না—দেখলেম তো সবই—সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত।

উঠে পড়ল যুদ্ধের গল্প।—আমার মশায় হয়ে ওঠে না, আমাদের দত্ত সাহেব টোকিও রেডিয়োর নিয়মিত শ্রোতা--প্রত্যেক দিনের বার্লিনের খবর শোনেন একেবারে জার্মানভাষায়। ম্যাজিষ্ট্রেট—আই-সি-এস জানেনই তো। বলেছেন তিনি, 'জানেন তো সব—ওরা তো ডুলিটল্‌ নিয়ে খুব তড়্‌পাচ্ছেন—এদিকে মণ্ডালে তো এপ্রিল পেরুতে না পেরুতেই হয়ে গেছে, আর বর্মাযুদ্ধও তখনি খতম্‌। এপ্রিল থেকে বঙ্গোপসাগরে গোল চলেছে, কি যে এবার ঘটবে

ঠিকানা নেই। চাটগাঁয়ে পথ ঘাট সব খালি। কিছু শুনেছেন? না, এঁরা তো বলছেন—সব ঠিক হ্যায়। কিন্তু সেই বিমানের আড্ডায় বিমান আছে? কলকাতায় দেখেন নি বুঝি?—এক মাস ধরে গড়ের মাঠে একটা এ-এ-গান হটর-হটর করছে—খাড়া আর হয় না। খাড়া করতে পেরেছে বরং কয়েকটা তাল গাছকে এ্যান্টি-এয়ার ক্র্যাফ্ট করে। এদিকে তো দত্ত সাহেব মনে করেন ঢুকে পড়েছে তারা আসামে, মানে, মণিপুরে। এঁরা বলেন নি। কিন্তু টোকিও রেডিও মশায় কি সব বল্‌ছে। শিলচর চাটগাঁয় আর আপনাদের ওদিককার কয়েকটা জায়গার নাম করেছে, আসামেরও কয়েকটা জায়গার কথা বল্‌ছে—সে সব নাম আমি ভালো মনে রাখতে পারিনা,—যে সব জায়গায় বিমানঘাটি হচ্ছে, তা তারা চূর্ণ করে দিয়েছে। ভারতবর্ষের লোকদের বল্‌ছে,—তারা যেন দূরে সরে যায়, বিমানঘাটিতে কাজকর্ম না করে। তাদের জাপানীরা মারতে চায় না—তাদের তারা স্বাধীন করতে আস্‌ছে—এশিয়া ফর্ এশিয়াটিক্‌স্।

শচীপ্রসাদের বন্ধুদের সঙ্গে এসব আলোচনা বিনয় বহুবার শুনেছে। হয়ত টোকিও রেডিও ঠিকই বলেছে। কিন্তু সব সত্য কথা কোনো রেডিওই এ সময়ে বলে নাকি? সবই কিছু-না-কিছু প্রোপাগ্যাণ্ডা; আবার কিছু সত্যও। বিনয় কি করে বুঝবে—কি সত্য? আর কি মিথ্যা? সে তবু দেখেছে—কি মানুষের দুর্দশা। গ্রাম আর জমি হারিয়ে মানুষ তাদের ওদিকে ছুট্‌ছে মিলিটারির রাস্তা আর বিমান-ঘাটিতে মজুর খাট্‌তে। সেখানে মজুরীর হার ভালো—আট আনা ছেড়ে দশ আনায় উঠ্‌ছে। বাঁচছে মানুষ তাতে। নইলে জিনিস পত্রের যা দাম চড়েছে—চালই ওরা কেনে টাকায় চার সের দরে। জাপানি বিমান ঘাটিতে বোমা ফেল্‌লে এরাই মরবে—মরবে তারই গাঁয়ের গফুর আর কুদ্দুস, চেরুর চাচা আর তাদের বুড়ো মালি কাশেম।

এ সব ভাবতে ভাবতে বিনয় উন্মনা হয়ে গেছল, মিষ্টার সেনের চোখ না পড়তেই সে সাম্‌লে নিলে। মিষ্টার সেন তখন বল্‌ছে: রুশিয়ার হয়ে গেছে। রায় বাহাদুর বলছিলেন কাল। তিনি রোজ শোনেন টোকিও বার্লিনের বাংলা, হিন্দী আর ইংরেজী। তিনি বলেছেন—'রুশিয়ার হয়ে গেছে। ষ্টালিন যেমন গাড়ল—বিশ্বাস করেছিল এদের কথা—স্যর ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের পরামর্শ। একটি ভাঙ্গা ট্যাংকও দেয় নি। মিছিমিছি হিট্‌লারের সঙ্গে কেন গেলি লাগ্‌তে। এখন বোঝ—শেষ—ফিনিস্‌ড।' রায়বাহাদুর বলেছেন, 'রুশিয়া ইজ ফিনিস্‌ড্‌।'

বিনয় বল্‌লে: ফিনিস্‌ড্‌? অত বড় দেশ, অত তার লোক আর পল্টন। শীতের যুদ্ধে ওরা এগিয়েও এসেছিল তো।

মিষ্টার সেন বললেন, ভুল, ডকটর মজুমদার ভুল। মিষ্টার দত্ত বললেন, হিট্‌লারের সৈন্যেরা শীতের আস্তানা পাকা করে তাতে গিয়ে পিছিয়ে বস্‌ল; ওরা সেই লাইনের বাইরে ছেড়ে-দেওয়া দু-চারটা গ্রাম দখল করে বল্‌লে, জিতছি। মাথা গরম হল, দিতেও গেল আঘাত—খারকবের ওদিকে যেমন। তাতেই আরও মরল। বার্লিন রেডিও কাল বল্‌ছে—রায় বাহাদুর বললেন—'মে মাস পড়ছে, আমাদের অভিযান আরম্ভ হবে—এখনো হয় নি।'

—তবে যে লোকে বলে, লাল ফৌজের কিছু হয় নি—

মিষ্টার সেন হাসলেন: সে কথা ছাড়ুন। কিছু কি আমাদেরই হয়েছে? সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, মাণ্ডালে—চিন্দুইনের পার হয়ে আমাদের ফৌজও তো বেশ চলে আস্‌ছে। ডাক্তার মজুমদার, ইউ নো ইট্‌ ওয়েল্‌ এনাফ্‌।

মিষ্টার সেনের কি মনে পড়ল। তিনি একটু গম্ভীর হলেন। বল্‌লেন:—হাঁ, ভুলে যাচ্ছিলাম। আপনি এখানে এলেন কি করে? আপনি তো বর্মার লোক।

বিনয় সত্য কথাই জানালে। বল্লে: এঁদের দু'-একজনার সঙ্গে পরিচয় হল, একটি বন্ধুর সঙ্গে আর—একটি মহিলার সঙ্গে।

—মহিলার?—মিষ্টার সেন যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।

—মিস্ গুপ্তার সঙ্গে আমার পরিচয় বেশি দিন হয় নি কিন্তু।

—ও আই-সি,—চোখে যেন তাঁর একটু হাসি।

বিনয় নিজে থেকেই জানাতে লাগ্‌ল—আমাদের ওদিকেই তো লোক-সরানোর পালা আগে আরম্ভ হয়েছে। তাতে আমার নিজের বাড়িও পড়েছিল, বলেছি। অভিজ্ঞতা আমার তাই এ ব্যাপারে আছে। এ সম্পর্কেই তদ্বিরে আমি কলকাতায় ঘুরেছি মন্ত্রীদের কাছে, দেখাশুনাও করছি দু'এক জন মন্ত্রীর সঙ্গে।

—কিছু হল? কি বল্‌লেন তাঁরা?

—বিশেষ কিছু নয়। আবার এনগেজমেণ্ট হবে, তবে একটু আশা পাওয়া যাচ্ছে।

মিষ্টার সেন হেসে বল্‌লেন—ব্লাফ্! ডাক্তার মজুমদার, আস্ত ব্লাফ্। ওঁরা করবেন কি? কি ক্ষমতা আছে ওঁদের? মিলিটারির অর্ডার। আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেটকে স্বয়ং গবর্ণর হুকুম দিয়েছেন—'ডিফেন্সের ব্যাপারে যা চাই তা তামিল করা হল প্রথম কাজ; তারপর অন্য কথা।' মিনিষ্টাররা করবে কি?

—এই নৌকা-সরানো, মোটর গাড়ী, সাইকেল এসব থানায় তুলে দেওয়া,—এসব ব্যাপারে ওঁদের সঙ্গে নাকি কথা হচ্ছে মিলিটারির।

—ব্লাফ্, অল ব্লাফ্। কথা ওঁরা লক্ষ বার বলবেন। সাড়ে তিন হাজার করে টাকা গুণে পকেটে নিচ্ছেন, কথা বল্‌তে হয় বই কি তাই। কিন্তু কথার ছুট ওঁদের গুণতে যাবেন না।

—ফসলের জমিগুলো যে কেড়ে নিচ্ছে, নৌকো ধরে নিচ্ছে—এর ফল দাঁড়াবে কি? ব্যবসাপত্র গ্রামে বন্ধ হবে যে।

—দেখবেন আরো কত কি। এদিকে হুকুম বেরুল বলে—'সব ফসল কিনে নাও।' আপনাকে কি বলছি? ঢালা অর্ডার—কিনে ফেল। দিল্লীর হুকুম, লাটের পারিষদদের থেকে শোনা। কেন? কে জানে? যুদ্ধ! যুদ্ধ! নইলে জাপানের হাতে পড়বে ফসল। নইলে তেহরানে মিশরে কি খাবে? যুদ্ধের রসদ আসবে কোথা থেকে?

বলে মিষ্টার সেন আবার হাস্‌লেন। বল্‌লেন: যাক, ওসব হচ্ছে হাই-পলিটিক্‌স্‌। এখন শুনুন সদরে আবার গেছলাম—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ডাকিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে হিজ্‌ এক্‌সেলিন্সিরও কথা হয়েছে। ভাগ্যিস্‌, হিজ্‌ একসেলিন্সির সেক্রেটারির এ জেলা চেনা—এদিকটাও। তাই সেই সেক্রেটারি ঠিক করে নিয়েছেন মিলিটারির কর্তার সঙ্গে—এখানে আমরা একটু স্কোপ্‌ পাচ্ছি।

—তা হলে এখানে সময় বাড়িয়ে দিন আরও।

—ওসব কথা বল্‌বেন না—এমনি লোকজন সরতে চায় না। ফৌজের ভয়ে তবু পালাচ্ছে, আমাদেরও সুনাম রক্ষা হচ্ছে—খুব এফিসিয়েণ্ট অফিসার। সময় দিয়ে কি হবে আবার? লোকের সরতেই হবে—আর নৌকোও রাখতে পাবে না। জাপানীরা এসে পড়লে নৌকোতেই যে পার হবে নদী।—মিষ্টার সেনের চোখ হাস্‌তে লাগ্‌ল, বল্‌লেন: বুঝেছেন?

—হাঁ। কিন্তু একটা কাজ করবেন—নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি—ওদের একটু সময় দেবেন। সরকার তো প্ল্যান করবেন না—সাধারণের প্ল্যান করবার সাধ্যও নেই। ওদেরই একটু সময় দিন—বুঝে-শুঝে, ব্যবস্থা করে নিজের থেকে যাতে সরে যেতে পারে।

—সর্বনাশ! তত সময় কি করে দিই! আমাদের যে তা হলে কাজে ইন্‌এফিসিয়েন্সি প্রমাণিত হয়ে যাবে। এই তো দেখুন, বাট্রামকে বলে তিন দিনের সময় করে নিয়েছি এবারকার ৪৯ ধারার নোটিশে। আর বাড়ালে হয়ত বাট্রাম সাহেব পর্যন্ত নারাজ হবেন।

—তিন দিনে যেতে পারে কেউ? আপনারা তো বোঝেন—বদলি হলেও সময় পাওয়া যায় গুছিয়ে নেবার। আর, এদের ছাড়তে হবে বাড়ি-ঘর, জীবিকার সব অবলম্বন, জমি, নৌকো।

—এদের আছেই বা কি? ছাড়তে দেরী হবে যে? আমাদের, ডক্টর মজুমদার, ফ্যামিলি আছে, ফার্ণিচার আছে, চার্জ বুঝিয়ে দেওয়া আছে, তারপর ফেয়ারওয়েল পার্টি আছে, এদের কি আছে?

—বল্‌ছেন ঠিক—মিস্ গুপ্তা ওঁরা শুন্‌লে খুশী হত।

মিষ্টার সেন একটু আবার সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেন—হাঁ, এই মিস্ গুপ্তাটি কে?

—ঠিক জানি না কোথায় বাড়ি; থাকেন কল্‌কাতায় গড়পার। বাবা বোধ হয় ছিলেন রিটায়ার্ড সরকারী চাকুরে। শুনেছি দাদা আছেন একাউণ্টেন্সি ফার্মের মালিক—ইন্‌কর্‌পোরেটেড্ একাউণ্টেন্ট মিষ্টার এন্, আর, গুপ্ত।

—আরে, নিখিল গুপ্তের বোন্ নাকি?

—চেনেন নাকি?

—চিন্‌ব বই কি, বৈদ্য হয়ে বৈদ্যকে চিনব না? আমারই ছোট ভাই'র সঙ্গে পড়ত নিখিল—নামজাদা হেড মাষ্টার নকুলেশ্বর গুপ্তের ছেলে সে। তা কি নাম ওর বোনের?

—সুধা গুপ্তা। মাষ্টারি করেন এক মেয়ে ইস্কুলে।

—আর বুঝি করে এই ধিঙ্গিপানা? বিয়ে দেয়নি কেন নিখিল ওরা?

বিনয় একটু বিমূঢ় হয়ে বল্‌লে: তা কি করে জান্‌ব?

—মাফ্ করবেন।—হেসে মিষ্টার সেন বল্‌লেন: ওটা আপনি জান্‌বেন, তা ভেবে আমিও বলিনি। যাক। তারপর—কোথায় সে? নিয়ে এলেন না কেন চা খেতে?

—কোথায় বেরিয়েছেন তিনি আর তাঁর সঙ্গিনী মিস্ বীণা দত্ত।

—ওঃ। সঙ্গিনীও আর একজন আছেন। হাঁ, হাঁ, শুনেছিলাম—দু'জন তো। কিন্তু সে কি করে কমিউনিষ্ট হল—এই সুধা? ভালো ঘর, বেশ পরিবার, লেখা-পড়া জানা, ব্রিলিয়েণ্ট। যাক্, ডাকৃতে হয় তাকে। আপনি বল্‌বেন, আমি তার দাদাবাবু—সম্পর্কে ওর মায়ের খুড়ো, বিহারী সেন। ওর মা থাকলে জান্‌ত তা—বিহারী সেন তার কাকা। বল্‌বেন তাকে, যাবার আগে যেন আসেই একবার। আপনিও আস্‌বেন নিশ্চয় আর একবার? আমি কি জানি নকুলেশ্বর গুপ্তের মেয়ে? শুন্‌লাম—কমিউনিষ্টরা এসেছে আর দেয়ার আর টু গার্লস উইথ দেম্। যাক্, এখানে কিছু গোল হবে না, আমি নিজেই আছি। আবার—মিষ্টার সেন সহাস্যে বল্‌লেন: আপনারা তো এখন আমাদের এলাই? যা বলেন, ফ্রাঙ্কলি,—বুঝি না মশায় এই আপনাদের পিপ্‌ল্‌স্ ওয়ার কি ব্যাপার।

বিনয় বল্‌লে: দেখুন, আমি নিজেও ওসব কিছুই জানি না।

মিষ্টার সেন ঠোঁটের কোনায় হাসি গোপন করলেন—আর তা চোখের কোণায় ফুটে উঠ্‌ল। বল্‌লেন: তাই নাকি?—স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি একথার একবর্ণও বিশ্বাস করলেন না। পরে বল্‌লেন: কিন্তু গোপনে বল্‌ছি—গবর্ণমেণ্টও যে আপনাদের বিশ্বাস করছে, তা নয়। সেয়ানে সেয়ানে—চলুক। হাঁ, আজ তো যাচ্ছেন না? তা হলে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে শুন্‌ব বর্মার গল্প—যদি আপনাদের কাজ বেশি না থাকে। আর নিখিলের বোনকে বল্‌বেন—দেখা না করে যেন যায় না। মোহনবাবু, ধরে আনবেন তা'কে।

বিনয় চা শেষ করে মোহনবাবুর সঙ্গে বেরুল। বেলা শেষ হয়ে আস্‌ছে। কাছারির তাঁবুতে যতীনদা একদল লোক নিয়ে তখনো বসে আছেন। আস্‌তেই বল্‌লেন: চলুন—যাবেন তো নেয়ামতপুর? আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। মোহনবাবুকে বল্‌লেন: মোহনবাবু, আমি মিস্ গুপ্তা ও মিস্ দত্তকে মনে করিয়ে দোব;

আস্‌বেন হয়ত। কিন্তু দেরী দেখলে বুঝবেন—নেয়ামতপুরেই আজ ওরা রইলেন। কাল সকালে আপনাদের ওখানে এসে যাবেন।

যতীনদা পথে যেতে যেতে বল্‌ছিলেন—দুর্গা কিন্তু আপনার উপর বড় গররাজী হয়েছে, ডাক্তার মজুমদার।

—কেন?

—সাহেবের সঙ্গে চা খেলেন যে। তাও আবার মোহনবাবুদের বাড়ি। সুধাদিদের সঙ্গে দুর্গাই আগে গেছে নেয়ামতপুর। আমাকে বল্‌লে—'দাদাবাবু ও-লোকটা কে?' আমি বল্‌লুম: 'কেনরে?' 'না দেখছি।' 'কি দেখ্‌লি?' 'সাহেব-সুবোর সঙ্গেই যেন ভালো মানায়।' 'আমাদের সঙ্গে মানাবে না কেনরে?' 'আমরা হলাম চাষা।' আমি হেসে বল্‌লাম—'কিন্তু জানিস্‌, তেরখানা গাঁয়ের চাষীকে এমনি ঘর-ছাড়ার দিনে এ বাবুই আগলাতে গেছলেন—ওঁর নিজের বাড়িও এমনি ফৌজেরা দখল করে নিয়েছে।' দুর্গা যেন কথাটা বিশ্বাস করলে না। বল্‌লে—'হুঁ'।—যতীনদা হাস্‌তে লাগলেন।

৩

মাঝারি গোছের গ্রাম নেয়ামতপুর। চারদিকে তার বিষম উত্তেজনা। কাল গাঁ ছাড়তে হবে, গ্রামের লোকেরা কি করবে বুঝছে না। মুখে অনেকেই বল্‌ছে,—যাব না। কেউ বা আর একটু সুর নামিয়ে বল্‌ছে—কি করে যাই? কিন্তু ঘরে সকলেই বল্‌ছে—না গিয়ে কি করি। যে যা পারছে গুছিয়ে নিচ্ছে—খড়-কুটো, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়। আবার সব ঢেলে চুপ করে বসে পড়ছে, নেব কি করে? এত কি নেওয়া যায়? আবার, কিইবা ফেলে রাখা যায়? বিনয়ের এসব কোনো কথাই অজানা নেই। একটা প্ল্যান করে এদের কোনো রকম ব্যবস্থা এখানেও করা হয়নি, হচ্ছে না—সেই কথাই তার

কেবল আবার মনে পড়ল। সরাতেই যদি হবে, একটু প্ল্যান করে সরানোও কি সম্ভব নয়? সবই সেই বর্মার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—অন্ধের পথ চলা? তবে তেমন ভয়ানক হয়নি এখনো। হবে কিনা কে জানে?

গ্রামের একটা বাড়ির বাইরের উঠোনে যতীনদা তাকে বসিয়ে রেখে গেছেন। জন দুই লোকের সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে যতীনদা প্রথম গেলেন বাড়ির থেকে একটু দূরে। তারা জানাচ্ছিল—ধ্যাবড়ার রমেশ ওরা গ্রামে জোট পাকাচ্ছে চাষী-পাড়ায়, ঘুরে বেড়াচ্ছে মোল্লা পাড়ায়। হারু মোল্লাকে সেখানে আপনি এখনি একবার বুঝিয়ে রাখুন। আলোচনা করতে করতে যতীনদা ওদের সঙ্গে চল্‌তে লাগলেন—হয়ত বিনয়ের কথা ভুলে গেলেন। ছোট একটা বাঁশের মাচা—কি গাছের তলায়, সেখানেই বিনয় বসেছিল, বসে রইল। ভাব্‌তে লাগল—মানুষের একি অব্যবস্থা। এতগুলো মানুষের জন্য একটু ভাবনা নেই, ব্যবস্থা নেই—এত দেখে, এত ঠেকেও কি শিখবে না কিছু কর্তৃপক্ষ? হয়ত শিখতে পারে না; সাম্রাজ্যবাদীর স্বভাবেই তা নেই—অমিতদার কথাই ঠিক। যন্ত্রের মত চলেছে—আর চারদিকে চুরমার হচ্ছে—নিজেরাও ধসে পড়ছে—সঙ্গে সঙ্গে ওদের চাপে, পেষণে মরছে হাজার হাজার মানুষ।

উত্তেজিতভাবে কথা বল্‌তে বল্‌তে জন তিন যুবক হাঁটাপথ দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে এল, ডাকল: মতি খুড়ো! ও মতি খুড়ো! একটা ছোট মেয়ে বল্‌লে: ঠাকুর্দা নেই; সেই মেয়ে দুটোর সঙ্গে বেরিয়েছেন—মালো পাড়ার দিকে গেছেন—ফিরবেন এখনি।

যুবকেরা কি আলোচনা করলে, বল্‌লে: একটা চাটাই দেও তো দাওয়ায়, খুড়োর সঙ্গে কথা আছে। মেয়েটি চাটাই বিছিয়ে দিলে যুবকেরা বসে পড়ল। একজন একটা বিড়ি ধরালে। আর জন বল্‌লে: ভাখো রমেশদা, ব্যাপারটা কিন্তু ভালো ঠেকছে না। মতি খুড়োকে মেয়ে দুটো পাকড়াও করেছে।

বিড়িতে টান দিয়ে রমেশ বল্লে : হুঁ, তা বুঝ্ছি। কিন্তু কি করা যায়। ওই ওদের এক ফন্দি—মেয়ে লাগিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয় ছেলেটি বল্লে : আমাদেরও কিন্তু খবর দিলে হত—মহেন্দ্রদাকে কল্কাতায়।

—কি হত তাতে ?

—দু-একটা মেয়ে পাঠাতে পারত না ?—তৃতীয় যুবক জিজ্ঞাসা করলে।

—হাঁ, আমাদের মেয়েরা এই গাঁয়ে গাঁয়ে আস্‌বে—তবেই হয়েছে।

রমেশদা বল্লেন : তাতেই তো বল্লি—কমিউনিষ্ট শালারা আচ্ছা ফিকির বের করেছে, মেয়ে লাগিয়ে দেওয়া। আর জোটেও শালাদের। কোথা থেকে এসব মেয়ে এরা জোটায়, হীরু ?

হীরালাল বল্ল : জানো নাকি এ মেয়ে দু'টোকে ?

রমেশ বল্ল : হবে, কোথা থেকে ধরে নিয়েছে—বালিগঞ্জ না রামবাগান।

—ওসব বলে লাভ কি ? ওরা দু'জনাই বি-এ পাশ, তা জানো ?

রমেশ বল্ল : জানি না। কিন্তু বি-এ তো এক্‌ট্রেস্‌রাও পাশ করে। কি করে জান্‌লি বি-এ পাশ ? তুই এদের জানিস নাকি ?

—জানি না। তবে মতি খুড়োর ছোট ছেলে বলছিল—'জানেন নরু বাবু, ওই স্বদেশী মেয়ে দুটো বি-এ পাশ। কলকাতায় ইস্কুলে মাষ্টারি করে।'

রমেশ বল্ল : তাতে আর আশ্চর্য কি ? কিছু আরো শুন্‌লি ? কার কি নাম ?

—একজনার নাম ওরা বল্‌তে পার্‌লে—এই কদিন ধরে যে ক্ষতিপূরণের আপিসে যতে দাসের সঙ্গে আসছিল। শুন্‌ছিলাম, তার নাম সুধা গুপ্তা।

রমেশ বিড়িটা মুখ থেকে হাতে নিলে, সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে : সুধা গুপ্তা ? কি রকম দেখ্‌তে—দেখেছিস্ তুই ?

—হুঁ। সে দিন সেই আপিসে দেখেছি। ফর্সা রং, তত ফর্সা নয়। খুব তড়বড়ে ও অ্যাক্টিব্।

—চোখ দুটো বড়, ফাজিল—ফাজিল?

—হাঁ, তুমি জানো নাকি?

রমেশ বিড়িটা আবার মুখে দিতে দিতে বল্লে: সব জানিরে সব জানি, নিমতলাও চিনি কাশীমিত্তেরের ঘাটও চিনি, তবে এখন আছি ধ্যাব্ড়ার জঙ্গলে মরে। নইলে তোর সুধা গুপ্তাকেও চিনি, চিনতাম আর শিশির সেনকেও।—বিড়িটাতে রমেশ এবার এক টান দিলে।

—কি, কি ব্যাপার বলো তো?

—ব্যাপার বেশি কিছু নয় রে। তবে ঠিক জায়গায়ই জুটেছে গিয়ে—কমিউনিষ্টদের সঙ্গে।

—আহা ব্যাপারটা বলো না, রমেশ দা।

—শুনে কি করবি? শিশির সেনের সঙ্গে ধরা পড়ল রাত্রি এগারটায় এক ট্যাক্সিতে। শিশির ছিল তখন ফেরার, ব্রিলিয়েণ্ট ওয়ার্কার। পুলিশ নিয়ে গেল থানায়। তারা ভাবলে—ইম্মর্যাল অ্যাক্টের জন্য চালান দেবে। সুধা তখন থার্ড ইয়ারে পড়ে হয়ত। ওস্তাদ মেয়ে। বলে—'আমরা হাজব্যাণ্ড এণ্ড ওয়াইফ্। বাড়িতে ফোন্ করো, আমরা এগারোটার শো থেকে বাড়ি ফিরছি—মিষ্টার এণ্ড মিসেস এন্-আর-গুপ্ত।'—ওর দাদার নাম। এমন সময় পার্ক ষ্ট্রীট্ থানায় আমাদের ক'জনকেও ধরে নিয়ে এসেছে আই-বি'র মেনা বোস্,—আমরা সে রাত্রের আসামী। শিশিরকে দেখেই মেনা বলে—'আরে! শিশিরবাবু না?' আর যায় কোথা? সাহেব সার্জেণ্ট বল্লে সুধাকে—'মাই গার্ল, ইউ এলমোষ্ট ফুল্ড্ আছ অল্—এ-ও এন্-আর-গুপ্ত নয়, তুমিও মিসেস্ এন্-আর-গুপ্ত নও।' সুধা তখনো কি তর্ক ছাড়ে! থাকতে হল সে রাত্রে তাকে স্পেশ্যাল পাহারায় লর্ড

সিন্‌হা রোডে। মামলা আর হল না। দাদা আর বাপে মিলে বের করে নিলে দিন তিনেকের মধ্যে।

—আচ্ছা মেয়ে তো।

—শেষ হয় নি, আরো আছে। শিশির সেন পাঁচ বছরের সাজা নিয়ে আন্দামান গেল, ফিরে এল, হল ইণ্টার্ন। কি তার ফুস্‌ফুসের অসুখ। অনশনের সময় জোর করে খাওয়াতে গিয়ে হয়েছে, নিয়ে এসেছে জেলার হাঁসপাতালে। সে হাঁসপাতালে কদিন পরে এসে হাজির সুধা গুপ্তা। সিভিল সার্জ্জেনকে বলে, 'আমি মিসেস্ শিশর সেন। দেখা করতে চাই।' সাহেব সিবিল সার্জ্জেন। বলে—'আই-বি'র হুকুম নাও। ওসব আমার কাজ নয়।' তাকে সুধা গুপ্তা বললে, 'তোমারই কাজ। আই-বি আমাকে দেখ্‌তে দেবে না। আমি পলিটিক্যাল সাস্‌পেকট্‌।' 'তা আমি কি করব? আমার এসব নিয়ে সময় নষ্ট করা কেন।' সুধাও ছাড়ে না, 'তুমি তোমার রোগীর জীবন নষ্ট করবে নাকি, সাহেব! আমি ছিলাম তার বাগদত্তা। বিয়ে হতে পারে নি—হিন্দু মেয়ে। জানো, ওর জীবন-মরণ আমার পক্ষে কি ব্যাপার?' সাহেব ডাক্তার কতকটা ওর সাহসে, কতকটা ওর কথায় চম্‌কে গেল। বল্‌লে, 'দেট্‌স্‌এ স্পোর্টস্‌ম্যান। কাম এলঙ্‌ মাই ডটার, আমি এখনি যাচ্ছি, সঙ্গে চলো। কিন্তু মাইণ্ড, ডোণ্ট ক্রিয়েট্‌ এ সিন্‌। শিশির ইজ নট্‌ অল্‌ রাইট্‌। তা ছাড়া, আজই চলে যেয়ো। আই-বি'র কুকুরগুলো যেন আবার ঠিক না পায়। এ্যাণ্ড লিভ্‌ দি রেষ্ট টু মি—শিশিরকে আমি দেখব।'

দেখা হল। কিন্তু আই-বি'র কাছে কোনো খবর চাপা থাকে? মাস খানেক পরে শিশির বদলি হয়ে এল আসানসোলে আমার ওখানে। বোঝা গেল প্লুরিসি এসে ঠেকেছে টিবিতে। কি হয়ে গেছে সেই শিশির সেন—রুগ্ন, তার্কিক আর অস্থির। বাঁচবে কি? মেয়েটা ওকে পাগল করে দিয়েছিল। অথচ শিশির বুঝত সব—বলেছে,—'আমি

যখন ফেরার সুধা তখন মোটেই 'স্বদেশী' ছিল না। ওর দাদা বরং একটু সহানুভূতি রাখত আমার প্রতি তার স্ত্রীর আত্মীয় বলে। আমি জানতাম—হাল্‌কা মেয়ে সুধা, ভার সইবে না।' শিশির বুঝেছিল সব। মিথ্যা বোঝেনি, তাতো দেখ্‌ছিস্‌।

—শিশির সেন কোথায়?

—ছাড়া পেয়েছিল। কিন্তু তখন আর তার কিছু নেই। দু' মাস না আটমাস টিকেছিল কসিয়াংএ না কালিংম্পঙ-এ, তার পর হয়ে গেল।

—কোন্‌ পার্টির ছিল শিশির সেন?

—ছিল আমাদের পার্টির—অমিতের চেনা ব্রিলিয়েন্ট কথাবার্তায়, পড়াশুনায়। কিন্তু আন্দামান গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল পড়ে পড়ে। ফুস্‌ফুসে টিবি আর মাথায় কমিউনিজম্‌—অমিতের জুড়ি, দুই রোগ নিয়েই দেশে চালন হয়।

—ওঃ তাতেই বুঝি সুধা গুপ্তাও কমিউনিষ্ট?

—তাতে। আর তা ছাড়া ও যাবে কোথায়? অমিতের সঙ্গে ঠিক জুটেছে গিয়ে।

—হুঁ। মতির ছেলে বল্‌ছিল—বাবু, বিধবা হবেন মনে হয়। তেনার হাত দেখ্‌লাম খালি—

—ওর হাত খালি থাক্‌বে কিরে? হাতে দু'-চারটা ছোঁড়া আছেই আছে।—কমিউনিষ্ট-পার্টি নইলে জম্‌ছে কি করে?

হীরালাল হাসল, বল্‌ল—তোমার যেমন কথা রমেশদা।

রমেশদা বল্‌লেন: হাতীর খেদা জানিস! কুন্তী হাতী কাকে বলে জানিস্‌? যা। বুঝ্‌লি্‌ ম্যাদি হাতী দিয়ে মদ্দা হাতী আন্‌তে হয় ভুলিয়ে খেদায়। এরই নাম কমিউনিষ্ট কৌশল।

নরু বল্‌লে: তোমাদেরই বা তাতে কসুর কি, বাপু। পারছ না বলে—চেষ্টা কম করছ?

—তাতো বুঝলাম্। এখন ঠেকা দেখি আজ এ গাঁয়ে। বুড়ো মতি দাস, দ্যাখ সে-ও ছুটেছে ওদের নিয়ে। ফিরছেও না। এদিকটায় মতিই ছিল মাতব্বর, আমাদের ভরসা। ন্যাখ্, এখন কি বলে। আমার তো মনে হয় মতি আর ফিরবেই না। তার চেয়ে চল্—উঠে এখন একবার ওই বারোয়ারী তলার দিকে যাই; দেখি বৈঠকে হাওয়াটা কোন্ দিকে বয়? মতিকে ও ধরতে হবে যে করে হোক্।

অনেকক্ষণ বিনয় বসে ছিল। কতক্ষণ, ওর মনে নেই।

—ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?

যতীনদা এসে কখন সাম্‌নে দাঁড়িয়েছেন। সলজ্জ ভাবে বল্‌ছেন: —সারা দিনের এই ঘোরাঘুরি। আমি সেই মোল্লাপাড়ায় গিয়ে ঠেকে গেছলাম। যাওয়ার সময় তাড়াতাড়ি কেমন ভুল হয়ে গেল। সুধাদি ওঁরা নকুড় ঘোষের বাড়িতে বসে আছেন, কেউ খান নি। আপনাকে খুঁজে অস্থির—কেউ আপনার কথা বল্‌তে পারে না। আমার কাছে লোক পাঠালেন। তখন আমার মনে পড়ল। বড় অন্যায় হয়েছে।

বিনয় উঠে পড়ল, বল্‌ল—না, না, আমিও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—চলুন, কোথায় যেতে হবে। কিন্তু খেতে বিশেষ পারব না।

সলজ্জ যতীনদা কেবলই অনুতপ্ত ও শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন। পরেও বারবার বল্‌লেন: বড় অন্যায় হয়ে গেছে। কি জানেন, ঠিক রাখতে পারি না চারদিক। আমি তো এখানকার পুরনো কর্মী তেমন নই। পুরনো যারা তারা জেলে, কেউ বা আছেন পালিয়ে।

‘শিশির সেন, ব্রিলিয়েন্ট কথাবার্তায়, পড়া শুনায়’—ছবিটা বিনয়ের মনে গেঁথে আছে। কেমন একটা শ্রদ্ধা হচ্ছিল তার জন্য; একটা মমতা ও। কিন্তু কোথায় গেল সে, আর কি শোচনীয় তার শেষ। অথচ টিবির রোগীকে ওভাবে সুধা গুপ্তা কেন দেখতে গেল? সামান্যতম

উত্তেজনায় কত ক্ষতি হয় ওদের স্বাস্থ্যের। অবিবেচনা করেছে সুধা, অন্যায় করেছে। ভালোবাসত সুধা শিশিরকে। কেমনতর ভালোবাসা তা? উচ্ছ্বাসপ্রবণতা? হয়ত তা নয়, একটা নতুন কিছু করা। কিংবা এই কি ঠিক—'জানতাম সুধা হাল্কা মেয়ে, ভার সইবে না?'—হাল্কা ওর গতি, হাল্কা ওর দেহভঙ্গী, তাই হাল্কা মেয়ে সে? তাই যদি হবে তবে শিশির সেন, অত চিনেও সুধাকে, পাগল হয়ে গেল কেন? মরল কেন?—মরল, অবশ্য টিবিতে; সুধার জন্য মরেনি, যাই বলুক অন্যে। বলেছিল রমেশ, 'তখন ওর মাথা কি ঠিক ছিল? বলত সুধার তুলনা নেই। নাম দিলে 'সাহসিকা, অপরাজিতা'। আর আজ দ্যাখ্ কেমন হাটে মাঠে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। মনে আছে শিশির সেনকে?'—সুধা গুপ্তা কি শিশিরকে ভুলে গেছে? হয়ত ভুলে গেছে—ভুলে যাওয়াই নিয়ম। তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? বিনয়ও ভুলে যেত সুধা হলে। নিজের চোখেই বিনয় বর্মায় দেখেছে—ডাক্তার সে,—কত দেখেছে ভালোবাসার মৃত্যু, কত বুকফাটা কান্না, আর ভুলে যাওয়া। বর্মা ভুলে যাওয়ারই দেশ—বর্মা কেন? পৃথিবীই তাই। সুধাও হয় ত ভুলে গেছে। ভুলতে মানুষের সময় বেশি লাগে না। হয় ত সুধা ভেবেছে—'কমিউনিষ্ট হলাম; এই তো শিশিরের কাজ।' তারপর, সেই পলিটিকসের উত্তেজনা, দলের নেশা—দিন থেকে দিন নতুন মানুষ, নতুন কথা, নতুন ঘটনা—ওই কমিউনিষ্ট পার্টিই হয়ত তাকে ভুলিয়ে দিলে শিশির সেনের কথা। ভুলিয়ে দিলে শিশির সেন ছিল। আজ শিশির সেন কোথায়? কোথাও নেই—সুধা গুপ্তার কাছেও হয়ত নেই। সেখানে এসেছে—কে জানে কে? দলের আর বে-দলের কত মুখ। সুধার স্বচ্ছন্দ মন কোনো অসুবিধায় পড়ে নি। তা'ই নিয়ম। এরূপই পৃথিবী। কিন্তু অন্য পৃথিবীও তো আছে—শিশির সেনের পৃথিবী। কে এল দ্রুত পদে তার রুগ্ন, দীর্ণ পৃথিবীর ওপরে?—আর এল যে সে রয়ে গেল—শিশির

সেনের পৃথিবীতে সে রয়ে গেল—আর যায় না। ওর বুক ছেঁদা হয়ে গেল, দীর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু শিশির সেনের পৃথিবীতে সুধা গুপ্তা অচল অক্ষয়।—আর ক্ষয় হয়ে গেল সে নিজে শিশির সেন,—'শিশির সেন, ব্রিলিয়েন্ট কথাবার্তায়, পড়াশুনায়'।

একটা অনুকম্পায় ও মমতায় বিনয়ের মন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। যতীনদার সঙ্গে যেতে-যেতেও তা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না।

সুধা জিজ্ঞাসা করলে—ডাক্তার মজুমদার কোথায় ?

—এই যে আমার পিছনে আছেন—বললেন যতীনদা।

বিনয় সুধার গলা শুনতে পেয়েছিল—হাল্‌কা মেয়ের বিদ্রূপের স্বর নয়, সাহসিকা মেয়ের দৃপ্ত কণ্ঠও নয়; চিন্তিত প্রশ্নের স্বর। ঘরে ঢুকল বিনয়, দেখল—একটা হারিকেনের আলো জ্বল্‌ছে, মেঝেয় মাদুরে বসে কয় জন মেয়ে, অস্পষ্ট মূর্ত্তি। চোখে পড়ল সুধাকে—সমস্ত দিনের রোদ আর-পরিশ্রম ওর মুখে একটা কেমন নতুনত্ব এনে দিয়েছে। বিকেলে বোধ হয় স্নান করেছে এ গ্রামে এসে, তাই শ্রান্তি আর রুক্ষতা ঘুচে গেছে। কিন্তু রয়েছে দিনের পরিশ্রম, চিন্তা, প্রয়াস ও কর্মতৎপরতার একটা রূপ। চটুলতা নেই, চিক্কণতা, তীক্ষ্ণতাও নেই—শুধু একটা কর্মনিরত স্থিরতা আর একটু উজ্জ্বলতা। এই কি হাল্‌কা মেয়ে সুধা গুপ্তা? না, অপরাজিতা? এক নিমেষে সেই উজ্জ্বলতাই যেন হারিকেনের আলোকেও জ্বলে উঠল: আচ্ছা লোক তো, আমাদের এদিকে পাঠিয়ে দিয়ে খুব চা খাচ্ছেন? যা বা যতীন'দা পাকড়াও করে নিয়ে এলেন, পড়লেন সটকে। আমরা এদিকে মরি পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে।—হাল্‌কা হাওয়ায় যেন কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল আবার। হাল্‌কা মেয়ে? বিনয় বিব্রত হয়ে পড়ল।

কিছু বল্‌তে হবে, তাই একটু হেসে বিনয় বল্‌লে—কণ্ঠে ওর পরিহাস ফুট্‌ল না, ও নিজেই বুঝল: আমিই বা কি করতাম?

—কি করতেন কেন? এমন তেরটা গাঁয়ের অভিজ্ঞতা আপনার। বাঁধা-ছাঁদা থেকে রোগীদের পার করা পর্যন্ত সবই তো আপনি করেছেন—তা-ই বল্‌তেও পারেন। আমরা জানি কি? কেবল ঘুরছি আর কথা বলছি। চলুন এখন খাবেন—এবেলা এদের এখানেই। তাড়াতাড়ি সব চুকিয়ে দিতে হবে—বৈঠকও আছে, এদেরও তো সময় নেই আর।

নকুড় ঘোষ জাতিতে গয়লা। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। এখান থেকে তার দুধ চালান যায় কল্‌কাতায়; ভাঁড়ে ভাঁড়ে নিয়ে যায় লোকজন। তার গোয়ালে একপাল গরু। তা ছাড়া, জায়গা-জমিও আছে, হালের বলদও আছে দু-জোড়া। এদিকে আবার তেমনি আত্মীয় কুটুম্বও আছে। আর তাই আজ বিপদের শেষ নেই। ভাগ্নে এসেছে—মাইল পাঁচ দূরে ছিল বাড়ি। প্রথম লোক-সরানোর ধাক্কা এল তাদের উপর। তখন সরে এল মামাদের এখানে। সে কি কম হাঙ্গাম-হুজ্জুত। তখন কি হেমচন্দ্র জানত আবার এ গ্রামও ছাড়তে হবে? নকুড় ঘোষই কি জানত তা? আর এখনি কি সরকার বল্‌ছে—কোথায় গেলে আবার ওদের নতুন কোনো ধাক্কা পোয়াতে হবে না?

বিনয় এসবই জানে। আরো জানে মনে মনে, সরকার নিজেই কি জানে কাদের সরাতে হবে, কাদের সরানো দরকার নেই?

নকুড় বল্‌ছিল, সস্তা কাপড়ের কি হল? গেল পৌষ মাস থেকে শুন্‌ছি—তার জন্য ব্যবস্থা সরকার করছে। চাল ডাল তেল নুন—সবই মাগ্‌গী। আপনাদের আশীর্বাদে ওসব নিয়ে আমাদের বেশি কষ্ট পেতে হয় না। চাষী মানুষ, খামারে বছরকার ধান রাখি, কিনে-কেটে খাই না—রেখেছিও এবার। আর ধানের দরটা তো এখন বাড়তি মুখেই—যা হয় তাতে গৃহস্থের দু'পয়সা আস্‌ত।

বিনয়ের যেন কথাটা নতুন ঠেকল। তাই বল্‌লে: কিন্তু গৃহস্থ সবাইকার কি খামার আছে? বছরকার খাবার ক্ষেতে পায়?

—পায় এক রকম। তবে চাষীরা পায় না বড়, ভাগ-চাষীদের কি ঠিকা-চাষীরা তো পায়ই না। জমিদারে-মহাজনে তাদের আট আনি নিয়ে নেয়। আর অমনি ধান ধার দিলে সুদও নেয় তারা তিন ঘড়া বীজধানের। তাতেই ঠিকা-চাষী ভাগ-চাষীদের অনেকের বছরকার ধান হয় না। এই ছ' সাত সাল থেকে অনেকেরই জমি খাশ হয়ে গেছে—সে যতীনদা' ওরা জানেন। তখন তো ধান-চালের দাম নেমেছিল পাঁচ সিকেয়। দর পড়ে যাওয়াতে চাষীরা মরল। আট আনা চাষীই জমি খুইয়েছে—জমিদারই ধান-চাল ধার দিয়েছে, বাঁচিয়েছে তখনকার মত।

বিনয় ভাব্‌ল বাংলাদেশে সর্বত্রই কি এই অবস্থা? নকুড় ঘোষ বল্‌ছে—তখন বাঁচলাম কি করে মশায়? ভাগ্যিস্ জাতে গয়লা, ব্যবসাও ছাড়িনি। তাই টিকে ছিলাম। এখন তো সে তুলনায় ছিলাম ভালোই। এদিকে ফৌজ আসাতে শাক-সব্জী, ফল-মূলের দরও বাড়্‌ছিল, বাঁচছিল এক রকম গ্রামের গৃহস্থ, যাদের ক্ষেতি-টেতি আছে। কিন্তু কি দায় দেখুন এই এখন—বলে মগের মুল্লুক। বলে—বেরোও বাড়ি থেকে? ভাগ্নে, ভাগ্নে বউ—সব এসে ঠাঁই নিয়েছিল বাড়িতে। মেয়ে-জামাই আস্‌বে। এদিকে গোয়ালে গরু, ওদিকে গোলায় অত ধান—কি নিই কি ফেলে যাই। পেয়ারার কলমটা নিয়ে ছেলে কাঁদ্‌ছে, মেয়েরা হাঁড়িকুড়ি নিয়ে পাগল, তুলসী গাছ ফেলে যেতে মা কাঁদেন—বলেন, 'কোন্ জাত-না-কোন্ জাত আসবে।' আম, লিচু, জামরুল সব পাক্‌ছে—পুকুরের মাছ, গাছের ফল, বাঁশ, কাঠ, বেত—এসব তো জিনিস বলে ভাবিনি কোনো দিন। আজ ভাবছি এগুলোই কি কম মূল্যবান্। পাব কি এ সব—যেখানে যাব?

—যাবেন কোথায়—কিছু ভেবেছেন?

—ভেবেছি তো অনেক, ঠিক করতে পারিনি। সবকার বল্‌ছে বানখালিতে যাও। জানেন তো সেখানকার অবস্থা আর ব্যবস্থা—মেছুয়া বাঁশখালির লোকেরা কেউ সেখানে থাক্‌তে চাইল না। এদিকে মেয়ে খবর পেয়ে জামাইকে পাঠিয়েছিল। চাঁপাডাঙ্গার কাছে তাদের বাড়ি, ষ্টেশান থেকে সোয়া কোশ হবে। আছে, জায়গা-জমি আছে। ভাবছি যাই—কিন্তু এত লোকজন নিয়ে পরের বাড়ি গিয়ে উঠি কি করে? তাদেরও তো জায়গা নেই। এদেরও বা যেতে বলি কোথায়? ষ্টেশানের কাছে একটা পোড়ো বাগান আছে আমার। আমার লোকজন থাকে—দুটো খড়ো ঘর,—দুধ নিয়ে যায় কলকাতায়। ভাবছি সেখানে হেম ওদের ব্যবস্থা করি। কাজকর্ম যা হোক্‌ চাঁপাডাঙ্গায় হতে পারে, নইলে আমারই দুধের হিসাবপত্র আপাতত দেখবে।

যতীনদা' বল্‌লেন: তাইত করতে হবে ঘোষজা। অমনি সে বাগানে এদিক্‌কার লোকজন আর যারা যেতে পারে তাদেরও আপনারই জায়গা দিতে হবে।

নকুড় ঘোষ খুশী হল না। একটু অসন্তুষ্ট হয়েই বল্‌লে: আরে আমি কি রাজা? সবার করব ব্যবস্থা! চারজন আমার মজুর খাটে, হাল দেয় ক্ষেতে, তাদেরই জায়গা দোব কোথায় বুঝি না? আমরা হলাম সাধারণ গৃহস্থ, পারব কেন? সে জন্যই তো বলি—আপনারা আছেন, করুন একটা কিছু।

মিথ্যা তো নয়, নকুড়ই বা কি করবে? তবু এই সময় আরও কিছু সে করতে পারে না? কিন্তু তাই বা করতে চাইবে কেন? কেউ চায় না—বিনয় অনেক দেখেছে, কেউ চায় না। কিন্তু দেখেছেও আবার—তবু করে ফেলে—না চাইলেও করে ফেলে। নকুর ঘোষই করবে হয়ত। তবে কিছু না করলেও বিনয় তাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু সকলে মিলে-মিশে একটা ব্যবস্থা না করলে আজ বাঁচবে কি করে এই গাঁয়ের গরীবরা?

বারোয়ারী তলায় বৈঠক। লোকজনও এসে জুটছিল, আরও আস্‌ছিল। সকলেরই একটা হতাশ ভাব। সকলেই বিভ্রান্ত। মাহিষ্য পাড়ার মতি খুড়ো এসেছে। গ্রামে মাহিষ্যরাই সংখ্যায় বেশি; পোদও আছে। মতি খুড়ো এক রকম বুঝে নিয়েছে—সরকারের সঙ্গে বাদ সম্ভব নয়। জেলো মালোরা আশে পাশে দাঁড়িয়ে, বসে,—সামনে আস্‌তে সাহস নেই। ছোট জাত, তাতে আবার গরীব। মোল্লাপাড়ার হারুর জন্যই দেরী হচ্ছিল—মোল্লাপাড়ার মাতব্বররা আসে নি অনেকেই। হারু তেজী মানুষ; গোঁ ধরেছে, গ্রাম ছেড়ে যাবে না। সবাই তা জানে—তার সঙ্গে বুঝে পড়ে একমত হয়েই হয়ত ওরা আস্‌বে। অঘটন হারু ঘটাতেও পারে। আর তা হলে সেই পুরনো জমিছাড়া ভাগচাষীরা তার সঙ্গেই বেঁকে দাঁড়াবে—সেখানে পোদ বা মাহিষ্যই বা কি, জেলো মালোই বা কি?

সবারই এক কথা, যাই কোথা? বেশ বোঝা যাচ্ছে,—কারুর মনে সন্দেহ নেই—যেতেই হবে। তবু কেউ স্পষ্ট করে সভায় তা প্রথম বল্‌তে চায় না। ভেতরে ভেতরে সবাই হয়ত যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বিনয় দেখল চারদিকেই ভয় আর ভাবনা। কেউ নিরাশার সুরে বলছে, না গিয়ে করি কি? কিন্তু কেউ আবার বল্‌তেও ছাড়ছে না, না গেলে হবে কি? নকুড় ঘোষ বল্‌ছে: কি হবে সেতো জানা কথাই। ফৌজ আসবে, ঘোর-দোর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেবে। বৌ-ঝিরা বে-ইজ্জত হবে। এইতো এসেছেন ডাক্তার সাহেব। বর্মায় ছিলেন, ওঁদের ওদিকেও এমনি গ্রাম-ছাড়ানো হয়েছে। তাতেই কি রক্ষা পেয়েছে গ্রামের লোক? ফৌজ যে এলেকায় আসে সে এলাকায় মাগ্‌ ছেলে নিয়ে কেউ থাকে নাকি? আর আমাদের তো হুকুমই দিয়েছে; আমরা যদি হুকুম অমান্য করতে যাই, তা হলে রক্ষা আছে?

মাহিষ্য পাড়ার অক্রুর বল্‌লে: হুকুম দিলেই হোল নাকি? একি মগের মুল্লুক?

—আরে মুল্লুক কি তোমার না আমার ?

—সে কথা বললে মুল্লুক আমাদেরই। লুঠে খায় অন্যে।

দুর্গা ফিস্‌ফিস্ করে বল্‌লে: ওই ওরাই—সেই ধ্যাবড়ার স্বদেশীরা।

—যাওনা ? মুল্লুক কার, ত্মাখো না গিয়ে ?—নকুড় ঘোষ বিরক্ত হয়ে বল্‌লে অক্রুরকে।

অক্রুর বল্‌লে। তা দেখাই তো দরকার।

দুর্গার যেন সইল না: মুরদ দেখেছি তোমার আগেও কত।

মতি দাস ভাব্‌ছিল একটা গোলমাল এখনি পাকিয়ে ওঠে বুঝি। বল্‌লে: দশজনে মিলে বৈঠক হবে। আগেই দুর্গা অক্রুর তোমাদের অমন কথা বললে হবে কেন ?

হারু এসে গেল—মোল্লাপাড়ার ওরা তার সঙ্গে। বুঝা যাচ্ছিল—খুব উত্তেজিত আর চিন্তিত হারু।—বছর চল্লিশ বয়েস। ময়লা, শক্ত গড়ন, মুখে তার ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। দেখলে এ মুখ খানিকক্ষণ মনে থাকে—বিনয় তা মান্‌ল। সকলকে আদাব আর প্রণাম জানিয়ে হারু এসে সামনে বস্‌ল মতি দাসের পাশে। তার স্থান কোথায়—সেও যেন জানে, জানে অন্য সকল। দুর্গা উঠে গিয়ে তার পাশে বস্‌ল। কি বল্‌তে গেল, হারু হাত নেড়ে তার কথা বন্ধ করে দিলে।

বৈঠক আরম্ভ হল। নকুড় ঘোষ বল্‌লে—বড় বিপদের কথা। তাই আমরা একটা বৈঠক করে গ্রামের কর্তব্য ঠিক করছি। ভাগ্যের কথা, যতীনদা এসে গেছেন, দিদিরাও এসেছেন,—দুজনাই বি-এ পাশ।—সভায় একটা সসম্ভ্রম গুঞ্জন উঠ্‌ল অমনি। নকুড় ঘোষ তখন বল্‌ছে—আর এসেছেন ডাক্তার সাহেব। বর্মায় ছিলেন, বড় ডাক্তার। যুদ্ধ দেখেছেন, দেশে ফিরে এসেছেন। তাঁর নিজের গাঁয়েও এমনি হুকুম হয়েছিল, তেরটা গ্রামের এ রকম বিপদ তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন। ভাগ্য আমাদের—উনি আমাদের বল্‌বেন।

বিনয় বিমূঢ় হয়ে গেল। জীবনে সে বক্তৃতা করে নি। কি বল্‌বে সে? ওদিকে যতীনদা' বল্‌ছেন—উঠুন। সুধাও বীণা সমস্বরে বল্‌ছে—বলুন।

—কি বল্‌ব?

সুধা বল্‌লেঃ আপনার অভিজ্ঞতা—জাপানের বোমা আর নৃশংসতা।

কি তার অভিজ্ঞতা, কিছুই বিনয়ের মনে পড়ে না যে। বর্মা, বোমাবিধ্বস্ত রেঙ্গুন, হাসপাতালের মৃতদেহ, ত্রাস আর পলায়ন, জঙ্গল আর পাহাড়ের পথ, পীড়া আর মৃত্যু;—তারপর বাঙালা, তার গ্রাম সোনাকান্দি, আর শেষে গ্রাম-ছাড়া হয়ে সোনাপুর শহরে—বিনয়ের মনে সব একাকার হয়ে গেল।

বিনয় কি বল্‌লে মনে নেই। কিন্তু জাপানের বর্বরতার কথা বলে নি। বল্‌তে ভুলে গেছল; কারণ, সে তা দেখ্‌বার সুযোগ পায় নি। দেখেছিল রেঙ্গুনের মৃতের সার। অবশ্য সে কথা সে বলেছে, কিন্তু একটিমাত্র কথায়—'আধ ঘণ্টায় রেঙ্গুনের পথে ছু'-হাজার মানুষ শেষ হয়ে গেল বোমায় আর গুলিতে।' তারপরে বল্‌লে 'এই তো' দেখছি—এর বেশি কিছু বুঝি না যুদ্ধের। ফৌজেরা লড়াই করবে, আমরা কথা বল্‌লে শুন্‌বেই বা কেন? তাই সরতেই হবে। তবে, দেখুন, নিজেদের অবস্থা দেখে বুঝেছি, একটু বিধি-ব্যবস্থা করে সরবেন। আজ উঠে যাবেন ওখানে, কাল আবার সেখান থেকে আর একখানে, এমন যেন করতে না হয়। আর তাই দেখ্‌বেন লোকজন, মুটে-মজুর, গাড়ী-পত্র, যা পান দশ জনের দরকারমত তাও বেঁটে বন্দোবস্ত ঠিক করবেন। নইলে কিছু কাজ হয় না, দেখেছি। আমাদের গাঁয়ে তো শেষ পর্যন্ত যদি ডোগ্‌রা সৈন্যরা কেউ কেউ সাহায্য না করত তা হলে অনেক বুড়ো, ছেলে-মেয়ে না খেয়েই থাক্‌ত। কিন্তু অমনটা বড় হয় না। বেশি সময়েই সৈন্যরা নানা জুলুম করে—এটা মনে রাখবেন।

জুলুমের নানা কথা উঠে পড়ল। বিনয় বল্‌লে, হাঁ, যা শুনেছেন, তা সব মিথ্যা নয়। জুলুম কোথায় হবে, কখন হবে, কখন হবে না, তা কেউ জানে না। তাড়াতাড়ি গ্রাম থেকে সরে যাওয়াই সুবিধা।

—পালানো?—প্রশ্ন করলে কে, হয়ত অক্রুর।

বিনয় লজ্জিত হলেও স্বীকার করলে—হাঁ, তা ছাড়া উপায় কি?

কিন্তু তার কথা শেষ না হতেই সুধা দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল—আমি উত্তর দিই যতীনদা। সুধা বল্‌তে লাগ্‌ল: পালিয়ে এসেছে আমার দেশের লোক বর্মা ছেড়ে আমার দেশে—বর্মা তাদের দেশ নয়। যাঁরা গেছলেন সেদেশে তাঁরা এই ভুল করেছিলেন—বর্মীদের সঙ্গে তাঁরা একত্র হয়ে দাঁড়াতে পারতেন—বর্মার স্বাধীনতার জন্য, জাপানকে রুখ্‌তে, তাড়াতে, বর্মাকে স্বাধীন করতে। কিন্তু বর্মাকে তাঁরা নিজের দেশ মনে করেন নি, ভারতবর্ষকে মনে করেছেন নিজের দেশ। কি অন্যায় করেছেন? তাই বলে জাপান ভারতবর্ষে পা বাড়ালেও তাঁরা চুপ করে থাকবেন নাকি? নিজের দেশ রক্ষা করবেন না? দেখবেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেঙ্গুনের মতো হোক আমাদের চাটগাঁ, হোক মাদ্রাজ, হোক কলকাতা? আমাদের সোনার বাংলা আবার যাক্ বিদেশীর হাতে!

বিনয় কৃতজ্ঞ হল মনে মনে। চমৎকার সুধার বলার ভঙ্গী, যেমন স্পষ্ট, তেমন তীক্ষ্ণ। বিনয় মুগ্ধ হয়ে শুন্‌তে লাগ্‌ল আর তার চেয়েও বেশি দেখ্‌তে লাগল সুধাকে—গ্রামের লণ্ঠনের আলোতে জোর নেই, কিন্তু সুধার চোখের আলো, মুখের আলোতে জোর অনেক বেশি।

মিনিট দশ বোধ হয় চল্‌ল সুধার কথা। বোঝা গেল বৈঠকে একটা আলোড়ন উঠেছে। একে মেয়ের বক্তৃতা, তাতে এমন স্পষ্ট, তেজোময় কথা।—সাত শ' বছর অধীন হয়েছি আমরা—বারে বারে একদল বিদেশী দুর্বল হয়ে গেলেই মূর্খের মত আর একদলকে ডেকেছি। ভেবেছি তারা এসে আমাদের স্বাধীন করে দেবে।

দু'শ বছর আগে মীর্জাফর আন্‌ল ইংরেজদের—দু'শ বছর গুণে-গুণে তার দাম দিচ্ছি। আর ইংরেজের যাবার বেলা এল—জানি তাকে যেতেই হবে—এখনো আবার আর-এক বিদেশী।

—কিন্তু জাপান—আমাদের শত্রু কিসে?—সভার একপাশ্ থেকে কে বলে উঠ্‌ল—বরং তারাও এশিয়ার আমরাও এশিয়ার লোক।

দুর্গা আর একজন কে বল্‌লে: চুপ্ চুপ্, শুমুন শুমুন্।

হারু কিন্তু লাফিয়ে উঠ্‌ল: বেইমানের কথা! জাপান আমাদের শত্রু নয়? হাজার বার শত্রু। ইংরেজ মারছে বলে জাপানের মার মিঠে লাগবে? ইংরেজ অধীন করে রেখেছিল, আর জাপান আস্‌ছে স্বাধীন করে দিতে? তোমাদের ইংরেজও তো এসেছিল নবাবের হাত থেকে আমাদের স্বাধীন করে দিতে। বেইমানীর ধারাই এই—দুনিয়ার সব বেইমান এক জাত—সে শাদাই বা কি, আর কালাই বা কি? আমরা গরীবেরাই এই ফাঁকি বুঝে না,—আমাদেরও একজাত, সে হিন্দুইবা কি মুসলমানইবা কি? গরীবের জাতের মানুষ আমরা—বেইমানের জাত জাপানকে শত্রু বল্‌ব না? হাজার বার বল্‌ব, সে দুশ্‌মন।

বিনয় চম্‌কে উঠ্‌ল—লোকটার মধ্যে আগুন আছে, ভুল নেই। গ্রামের লোকেরা চমকিত হল। হারু ঠিক এরূপ কথা বল্‌বে তারা ভাবে নি। তারা জানত, হারুই দাঁড়াবে গ্রাম-ছাড়বার বিপক্ষে।

কিছুক্ষণ সকলেই নির্বাক হয়ে রইল। তারপর অক্রুর বল্‌লে: কিন্তু হারু মোল্লা তুমিই তো বলেছিলে—'লড়াই বেধেছে—তা আমাদের কি? আমরা কি দোষ করেছি?'

হারু প্রথম যেন একটু থম্‌কে গেল। পরে বল্‌লে: ঠিক কথা, বলেছি। আমরা চাষা লোক—লড়াই করেছি জমির জন্য, পেটের দায়ে। সেই লড়াই আমাদের লড়াই—গরীবের জাতের লড়াই। কেউ আমাদের বুঝিয়ে দিলে না এই জার্মানে-ইংরেজে

লড়াই, জাপানে-ইংরেজে লড়াই, এতে আমার ফয়দা কি ?—একটু থেমে হারু আবার বল্‌লে : আমরা চাষী মুরুক্ষু, এসব বড় কঠিন ব্যাপার, বুঝতামই না। দাদাবাবু বল্‌লেন আরও বেশি রাগ করলাম্ : 'তোমরাও বলো বাড়ি-ঘর ছাড়তে ? পুলিশে পাইকে পারে নি বাড়ি ছাড়াতে আমাকে।' এখন একটা কথা বুঝেছি—সরে যেতেই হবে। এখন গ্রামের তোমরা ঠিক করো যা ঠিক করতে হয়। আমি আছি তোমাদের সঙ্গে। গরীবের লড়াই যেভাবে চালাও চলব। দেখব—মানুষের বেইমানী আর পাপই বড়, না বড় আমাদের জান আর ইমান।

হারুর কথায় গ্রামের লোকের যেন একটা ভয় দূর হয়ে গেল। তারা জানত যেতেই হবে ; তবু ভয় ছিল যদি হারু ওরা বেঁকে বসে। এবার হারুই প্রথম যখন সভার স্বর এই পর্দায় তুলে দিলে তখন বাঁচা গেল। হারু বলছে : কিন্তু ওই আর-আর যা কথা ঠিক করে নাও। আর একটু সময় বাড়িয়ে নেওয়া দরকার। সরে যাবার খরচপত্র আগে আদায় করো, খেসারত ঠিক করো। মিস্ত্রী আছে, মালী আছে, তাঁতী আছে, আমরা ঠিকাচাষী, ভাগ চাষীরা আছি—আমরা কি খেসারৎ পাব, যাব কোথায়, করব কি; সে-সব বুঝে নাও ; জমি যাতে মেলে তা দেখো ; যতদিন কাজকর্ম না মেলে ততদিনের ভাতা আদায় করো, নইলে কর্জই বা এখন দেবে কে ? আর পুরনো কর্জ, খাজনা, সুদ—এগুলো কিন্তু এখন বন্ধ রাখতেই হবে, দোবই বা নইলে কোথা থেকে ?

বিনয় বুঝলে—হারু গোঁয়ার নয়। তার জ্ঞান আছে। বৈঠকের কথার মোড় ফিরিয়ে দিলে সে-ই কাজের কথার দিকে।

কিন্তু সময় বাড়ানো দরকার ; তার উপায় কি ? যতীনদা বললেন—চলুন, কাল আপনারা সবাই মিলে। হাকিম আছেন ক্যাম্পে—তাকে চাপ না দিলে হবে না।—তাই ঠিক হল। ঠিক

করতে হল—কি ভাবে কোথায় সরে যাওয়া উচিত। এবার যতীনদা বিনয়কে ধরলেন। বিনয়ের অভিজ্ঞতা কাজ দিল এবার। সে বল্লে: প্রথম চাই কি জানেন? বড়কে দেখতে হবে ছোটর স্বার্থ, সকলকে দেখতে হবে সকলের। বড়রা নেবে ছোটদের ভার। ঘোষজা?—জিজ্ঞাসা করলে সে নকুড়কে।

নকুড় বল্লে: তা হলে দিন। ছ' সাত ঘর? হ্যাঁ, সাতঘর আমার বাগানেই থাকতে পারে।—নকুড় ঘোষ নিজ থেকেই মেনে নিলে।

তার ভাগ্নে হেম বললে: মামা আমাদের কি হবে?

—আহা, তোরা যাবি কোথায় আবার? থাকবি আমার সঙ্গে।

—কিন্তু বাগানটা ওরা নষ্ট করবে যে?—বাগানের জন্য হেমেরই লোভ বেশি।

—তা করবে। কিন্তু—ওরা নইলে যাবে কোথায়? মরতে তো আর পারে না।

বাগানটা তার একার হবে না; হেম খুশী হল না।

এমন একটা পরিতৃপ্তি বিনয় জীবনে কম পেয়েছে—সেদিন নকুড় ঘোষের ঘরের মেঝেয় যখন রাত দুপুরে গিয়ে মাদুরের উপর সে শুয়ে পড়ল। পাশে নকুড়ের নিজের আর যতীনদা'র তেমনি শয্যা—আর অন্য ঘরে সুধা আর বীণা—মাঝখানে আধা-খোলা দরোয়াজা। বিনয় যেন দেখতে পেয়েছে তার দেশবাসীদের। সেই সোনাকান্দির মানুষের মতই এরাও। একটু নতুনও আবার, কিন্তু আবার বিনয়ের যেন কত চেনাও। বিনয়ও তাদের সাহায্য করতে পেরেছে, তাতেই বিনয়ের মনে এত তৃপ্তি এসেছে। সবাই বলছে—বিনয় নাকি সুন্দর বলে। সুধা তো মান্‌লই না যে, বিনয় আগে বক্তৃতা করে নি। বিনয়ের ভালো লাগছিল শুন্‌তে এসব প্রশংসা। সেও প্রশংসা করেছে সুধার, আর

বীণারও। তবে বিশেষ করে সুধারই প্রশংসা করতে হয়। কি পরিচ্ছন্ন কথা সুধার। না কোথাও ওর মনে আব্ছায়া নেই কিছু। উজ্জ্বল—যেমন চোখ, তেমন মন। চোখ যেন ওর মনের মতই—বড় সুন্দর, উজ্জ্বল। বিনয়ের মনে বারবার প্রশংসা জেগে উঠ্তে লাগ্ল—নির্ভাজ, স্পষ্ট আর পরিচ্ছন্ন এ মেয়ে সুধা গুপ্তা। বিনয় একটা পরিতৃপ্তি পাচ্ছিল এই চিন্তায়—সার্থক হয়েছে তার এখানে আসা।

বেশি ঘুম পাচ্ছিল না—হয়ত মনে উত্তেজনা ছিল, বা ঘুমের সময় বয়ে গেছ্ল। কারা এল যেন দুয়ারে। যতীনদা সঙ্গে ছিলেন, একবার বিনয় দিকে তাকিয়ে যারা এল তাদের একজনকে নিয়ে যতীনদা' সুধাদের ঘরে চলে গেলেন।

বিনয় তড়াক করে উঠে বস্ল—একি ব্যাপার?

যতীনদা' ফিরে এলেন, সহজভাবে বল্লেন: ঘুমোন নি?

—না। কিন্তু এরা কে?

যতীনদা' বল্লেন: আপনি তো বুঝ্ছেন সবই। আমাদেরই ফেরারী কম্‌রেড। উনি এসেছিলেন বলেই হারুকে পাওয়া গেল সহজে। নইলে হারু কি বুঝ্‌ত কিছু, না তাকে বোঝানো যেত?

বিনয় বল্লে: এখন, এখানে কেন?

—কাল ভোর না হতেই ওঁকে অন্য গ্রামে চলে যেতে হবে। এ গ্রামে পুলিশের এমনিতেই তো চোখ রয়েছে—ওঁর আসাই হয়েছে দুঃসাহসের কাজ। তবে উপায় ছিল না। যথাসাধ্য পাহারার বন্দোবস্ত করেছি—কিন্তু দেরীও আর করা চল্‌বে না।

—এখানে কি?

যতীনদা' বুঝালেন বৈঠকের রিপোর্ট দিতে হবে, তারপর কাজের রিপোর্ট, গ্রামের নানা স্তরের ও নানা মতের রিপোর্ট। তারপরে ওঁর থেকে নির্দেশ নিতে হবে আবার কর্মীদের। সুধার উপরে ভার—সে কলকাতার খবর দেবে, আর সেখানে খবর বয়ে নেবে।

ও-ঘরে সুধা হারিকেন জেলে নিলে, চারদিক ঢেকে দিলে যেন বাইরে আলো না যায়। কাগজ পেন্সিল নিয়ে বস্‌ল আর এক আব্‌ছায়া মূর্তি। একবার সুধা এ ঘরে এসে বল্‌লে: যতীনদা, চলুন। ডাক্তার মজুমদার, ঘুমোন্; শুন্‌বেন না যেন কথাবার্তা, পলিটিক্‌স্।

হেসে সে চলে গেল, বিনয়ের ঘুম এল না। শিশির সেন—কি বুঝেছিল? হাল্‌কা মেয়ে সুধা গুপ্তা?—তার সইবে না এ ভার? হালকা মেয়ে এই—সুধা গুপ্তা—ওই যে বসল এমন কাজ নিয়ে?—হয়ত বলেই নি শিশির তা, ওটুকু রমেশেরই রচনা। শিশির বলেছিল 'সাহসিকা, অপরাজিতা।'

প্রায় ঘণ্টা খানেক ওদের নোট নেওয়া আর চাপা আলোচনা চল্‌ল—তারপর যতীনদা বল্‌লেন—দেখি, সঙ্গী পাহারা ঠিক আছে কিনা। বেরিয়ে ফিরে এসে বল্‌লেন—চলুন। ঠিক আছে।

বিনয়ের শয্যার পাশ দিয়ে তরা যাচ্ছে। লোকটি দাঁড়াল, বল্‌লে: ডাক্তার মজুমদার, ঘুমিয়েছেন কি?

বিনয় বল্‌লে: না।—সে উঠে বস্‌ল।

লোকটি সামান্য হেসে বল্‌লে: আপনার সঙ্গে পরিচয়ও করতে পারলাম না। কিন্তু আপনার থেকে অনেক কথা শুনবার ছিল।

বিনয় বল্‌লে: আমারও আপনার থেকে জানবার ইচ্ছা ছিল অনেক কিছু।

স্নিগ্ধ হাসি হেসে সে বল্‌লে: ইচ্ছা থাক্‌লে আপনার পথ হবে।

—আপনি তো যাচ্ছেন এখনি?

—হাঁ। কিন্তু আপনি জান্‌বেন যা জান্‌তে চান—ওঁরা রইলেন। আমি যা জান্‌তে চাই, তা কিন্তু জানবার আমার সৌভাগ্য নেই। তবে একটা কথা শুনে নিই—শুনেছি, তবুও। অমিতকে আপনি তো দেখেছেন? খুব বেশি কিছু নয় তো?

—না। তবে প্ল্যুরিসি, বিশ্রাম চাই—রেষ্ট ইন্ বেড্।

সে হাস্‌ল : রেষ্ট ইন্ বেড্।—ফেরারীরা পাচ্ছেই তো তা। ডাক্তার মজুমদার, আমাদের লোক নেই একজনও। দেখছেন তো অবস্থা। সব কর্মীরা এখনো বন্দী। তবে বল্‌বেন একটু অমিতকে—আর ক'টা দিন। আমরা আসছি। তবু যেন কিছু বিশ্রাম নেয় সেও।

—কবে আস্‌ছেন আপনারা?

—জানি না। এক মাস, এক সপ্তাহ—যতদিন হোক্ আস্‌বই।

—কিন্তু সে কবে? দেখছেন তো ইংরেজের সুবুদ্ধি এখনো?

—অন্য রকম আশা করব কেন? সাম্রাজ্যবাদ তার স্বভাব বদ্‌লায় নাকি?—তুনিয়া বদ্‌লে, পৃথিবীর 'কায়াপলট' হয়—আর সাম্রাজ্যবাদ মরে। স্বভাব তার বদ্‌লায় না, বদ্‌লালে সে সাম্রাজ্যবাদ থাকে না। যাক্, দেরী করতে পারব না আর। চলি, সেলাম।

সে বেরিয়ে গেল। বিনয় ভেবে পেল না—কি রকম এ লোক? সে তেমনি বসে রইল। সুধা আর যতীনদা একটু পরেই ফিরে এলেন। সুধা বল্‌লে : কি ধ্যান করছেন, ডাক্তার মজুমদার?

—আপনাদের।

—পরম আহ্লাদের কথা। তবে নিশ্চিন্তে এবার শুয়ে পড়ি। কাল সকালে উঠেই কিন্তু চল্‌তে হবে, অনেক কাজ। আপনার পক্ষে বোধ হয় ঘুমোনো ঠিক না; অতএব আমরাই ঘুমোই।

কি হাল্‌কা ভাবেই না সুধা সব কথা, সব প্রশ্ন বন্ধ করে দিলে। বিনয় ঘুমুতে পারলে না। কি হাল্‌কা ওর কথার ধরণ—হাল্‌কা মেয়ে সে, না?

বিনয়ের ঘুম ভাঙলো দেরীতে। ততক্ষণে সবাই উঠে বেরিয়ে পড়েছে। গ্রামে জীবন-চাঞ্চল্য জেগেছে। হারু ওরা ঠিক করছিল—কার ক' গাড়ী মালপত্র নেবার জন্য দরকার, মজুর লোকজন কি দরকার হবে। যতীনদা' হাকিমের ক্যাম্পে যাবার জন্য লোকজন জুটিয়ে

নিচ্ছেন। সুধা আর বীণা একটা অসাধ্য সাধনায় হাত দিয়েছে—মেয়েদেরও যেতে হবে হাকিমের সেই দরবারে। পুরুষেরা শুনে বলে—দরকার কি? মেয়েরাও সাহস পায় না। সুধা বলছে—আহা, কাল তো যেতে হবেই, পথে বেরুতে হবে, তখন তো আর লজ্জা মানের কথা ফৌজেরা শুনবে না। বরং আজই চলুন; তাতেই লজ্জা মান বাঁচতে পারে। মতিখুড়ী রাজী হয়েছেন; মাহিষ্য বউদের তিনি জুটিয়ে নিলেন। আরও ক'জন বুড়ী মা-খুড়ী জুটল। এদিকে নকুড়ের স্ত্রী পারবেন না, তাঁর সন্তান-সম্ভাবনা; ভাগ্নে বধূ যাচ্ছে। মোল্লাপাড়ার মেয়েরা কিন্তু কেউ এল না—হারুও দু'জনের বেশি কাউকে রাজী করাতে পারে নি। তার চাচী বুড়ী অলিমা আর হারুর বিবি।

—তবু অসাধ্য সাধন একে বলতেই হবে—বিনয় বললেও তা সুধাকে।

—যাবার উপায় আছে এদের—আপনাদের পুরুষ মানুষদের জালায়?

—সর্বনাশ! এর পরেও! আবার কি চান?

—পুরুষগুলোর নাক-কান কেটে দিতে।

—এটাই বুঝি আপনার লড়াই? বুঝেছি, প্রবলের অত্যাচার তত মারাত্মক নয়, দুর্বলের অত্যাচার হবে আরও সাংঘাতিক। Tyranny of the weak is ever the worst of tyrannies.

শ' খানেক লোক এসে উপস্থিত সেন সাহেবের কাছে। নেয়ামতপুরের লোক তারা, দেখা করতে চায়। সেন সাহেব জানালেন—সবাইকার সঙ্গে কথা বলতে হলে তো কথা হবে না। দু'চার জন আসুন।

বিনয় যেতে চাইল না। যতীন দা আর সুধাকে যেতেই হল। বিনয় ততক্ষণ মোহনবাবুর সঙ্গে গল্প করবে। শুনল, মোহনবাবুদের ওখানে এসেছেন কংগ্রেসের ভূতনাথ ভদ্র আর গোবিন্দ মুখুজ্জে এসব কাজেই। বিনয় সাগ্রহে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে গেল। গোবিন্দবাবু তখন বলছিলেন, এলাহাবাদে কংগ্রেসের সভা হচ্ছে।

পণ্ডিতজী যাই বলুন, গান্ধীজী বুঝ্‌ছেন সুসময় এসেছে। জাপান আস্‌ছে, তা আমার কি?—এ দেশ কি আমার—যে আমি তা রক্ষা করতে যাব? আর দেখছেনই তো ইংরেজের কাণ্ড। কি অত্যাচার মানুষের উপর!

—বিনয় বল্‌লে: এদের ভার নিন কংগ্রেস থেকে আপনারা।

গোবিন্দবাবু বল্‌লেন: এতো বেশ কথা! বাড়ি ছাড়া করবে ইংরেজ আর তার হাঙ্গামা পোহাবে কংগ্রেস?

বিনয় বল্‌লে: উপায় কি বলেন? কংগ্রেসেরই তো হাঙ্গামা পোহাতে হবে। দেশের লোককে তারা দেখ্‌বে না দেখ্‌বে কে? আমি বর্মার ফেরৎ। ডাক্তার মানুষ—পলিটিক্‌স বুঝি না। বাঙলার সীমায় এসে যখন প্রথম কংগ্রেসের হাসপাতালে গেলাম—আমারও একটা গৌরব বোধ হল মনে। হাজার-হাজার টাকার অলংকার নিয়ে এক শেঠের স্ত্রী এসেছেন আমার সঙ্গে। এক নিমেষের জন্য আমাকেও বিশ্বাস করেন নি—আমি তাঁর লোককে বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছি কলেরা থেকে। দেখ্‌লেন—কংগ্রেসের হাসপাতাল, তার ডাক্তার,— হোক্ ডাক্তার সে—তাঁকেই রাখতে দিলেন ওঁর অলংকারের বাক্‌স—অন্য কাউকে নয়। 'কংগ্রেস কা আদমি'। বর্মা থেকে ওদের তাড়িয়েছে জাপানে, ইংরেজে,—তাই বলে কংগ্রেস তো ওদের ছাড়তে পারে না।

ভূতনাথ বাবু স্বীকার করলেন: তা ঠিক। কংগ্রেস কাউকে ছাড়তে পারে না। কিন্তু কংগ্রেস করবে কি বলুন?

বিনয়ত কাজের ফিরিস্তি দিতে গেল।

গোবিন্দবাবু বল্‌লেন: যা বলছি শুনুন, মোহনবাবুকে নিয়ে যান। ওঁরা দু তরফে ইচ্ছা করলে সব হয়ে যাবে। জমিদার ওঁরা; লোক-লস্কর আছে, পাইক-বরকন্দাজ আছে। টাকা-কড়ি তো দিতেই চাইছেন। বল্‌লে সবই পাবেন। বিশেষ কংগ্রেসের উপর ওঁদের টানও আছে।

বিনয় বুঝলে এঁরা নিজেরা দায়িত্ব নিতে চান না। কেই বা চায়? তবু এঁরা কংগ্রেসের লোক—একটু বেশি আশা করে বিনয়।

ভূতনাথবাবু বললেন: তবে ওই কৃষক সভা-টভা বল্‌বেন না। বিনয় ভাবল মন্দ কি? বল্‌লে: তা হলে আপনারাই ততক্ষণ মোহনবাবু ওঁদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে দিন।

মোহন শুনেই বল্‌লে: আমরা যা পারি তাতো করবই, তা কি আর করব না? তবে দেখুন গে ও তরফে—ন কাকাবাবু, রায়বাহাদুর, কি বলেন। সেন সাহেব এখনো ওঁদের বাড়িতে ক্যাম্প করে আছেন।

রায় বাহাদুর বড় তরফের মিষ্টার সেনের ওখানে ছিলেন; তাঁর জন্য দেরী করতে হল। ফিরে এসে তিনি নমস্কার আদি শেষে বল্‌লেন: আবার কি? ওঁরা তো আরও ক'দিন বাড়িয়ে নিলে সময়। তা ছাড়া সরে আসবার খরচ অগ্রিম পাচ্ছে। সেন সাহেব লোক ভাল। বল্‌লেন; 'আর্ধেক খেসারত তাড়াতাড়ি দেবার হুকুম দিয়ে দিয়েছি; তবে জানেন তদন্তে দেরী হয়ে যায়'।

বিনয় বল্‌লে: যাক্ সময় তো পেয়েছে তা হলে।

—সময় কেন? অনেক কিছুই তো পেলে—সরবার খরচ পাবে সকলে। আর পাবে না? বাবা, কোথা থেকে মেয়ে জুটিয়ে আন্‌লে যতে দাস আর হারু মোল্লা। মিষ্টার সেনকে রাজী করিয়ে ছাড়ল। ও সব তো দিলেনই, আরও বল্‌লেন, 'কথা দোব না, তা দেওয়া আমার সম্ভব নয়, তবে যা দাবি রাখছেন, তা আমি একটাও অন্যায় মনে করি না। যেটুকু আমার হাতে আছে দোব, তার পরে এই ভাগ-চাষী খেত-মজুর ওদের কথা আমি ব্যক্তিগত ভাবে যা লিখবার লিখ্‌ব। সরকার কি করবেন এখন দেখুন।' সে মেয়ে কি ছাড়ে বাবা? বলে, 'টাকা দাও, লোকজন দাও, নইলে ওরা যাবে কি করে?' সেন সাহেব নিরুপায়, 'সরবার টাকা নয় অগ্রিম দোব, কিন্তু লোক আমি পাই কোথা?' শেষে আমাকেই বল্‌লেন, 'রায় বাহাদুর, এদের

আপনি আপনার লোকজন দিয়ে সাহায্য করুন। আর জমিও দেখ্‌বেন। বানখালির জমিতে মনুষ থাকতে পারে না—ওটা কাগজেই থাক্‌বে। আপনারাই এদের ব্যবস্থা করুন এবার'। বল্‌লাম, 'আচ্ছা স্যর।'· করব কি? সেন সাহেব বললেন, 'আর এক কথা দোগাছির এলেকায় আবার দেবেন না। বলে না তো কিছু মিলিটারি। কিন্তু আমার ধারণা ওদিকে ওরা এরোড্রোম্ করবে—ওই মাঠ জুড়ে।' বুঝেছেন তো এখন ব্যাপার। ওখানে এরোড্রাম্ করলে আর রক্ষা আছে এগ্রামে? প্রথমেই তো বোমা পড়বে আমাদের মাথায়। ডিসেম্বরে এলাম কলকাতা ছেড়ে সব শুদ্ধ এই ম্যালেরিয়ার আস্তানায়—এখন আবার করি কি—এরোড্রাম হলে?

গোবিন্দবাবু বল্‌লেন: বলেন কি? তা হলে যে, মশায়, বাড়ি-ঘর ছাড়তে হয়।

—কনট্রাক্‌টের টেণ্ডার নাকি পর্যন্ত ডাকা হয়েছে। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার কাজ হবে এ জেলায়। মিলিটারি বড় কর্তাদের পকেট খুব ভরে উঠ্‌ছে—রায়বাহাদুর হাস্‌তে হাস্‌তে বিনয়কে বল্‌লেন: যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলাই দেখেছেন আপনারা বর্মায়। এখানে দেখবেন যুদ্ধ-যুদ্ধ ব্যবসা।

—কে নিচ্ছে কনট্রাক্‌ট?—গোবিন্দবাবু উৎসুক হয়েছেন।

—এখনও ঠিক নেই। ডাক চল্‌ছে—যে যত চড়া ঘুষে নিতে পারে। একটু থেমে রায়বাহাদুর বল্‌লেন: মশায় কি দিনই পড়েছে—টাকার স্রোত। আর স্রোতই বা বলি কেন? জোয়ার মশায়। কি করছেন, কংগ্রেস আর ক্ষেত-খামার? লেগে যান, মশায়। পূর্বপুরুষ কি এক জমিদারী করে রেখে গেছেন। হাঙ্গামা আর লাঠা-লাঠি। ইচ্ছা হয়, ছেড়ে দিই সব। নিক না ওরা এরোড্রোমের জন্যই এ সব। দিক্ আমাকে দাম চল্লিশ গুণ—দিক্ নয় পঁয়ত্রিশ গুণই দাম,—দেখি একবার এই মিলিটারি কনট্রাক্‌ট।

উপাদেয় আলোচনা। কিন্তু বিনয় তা ছেড়ে উঠ্‌তে চায়, দেখ্‌তে চায়—ওদিকে সুধারা কি করছে। আস্তে আস্তে বল্‌লে: তা হলে ভূতনাথ বাবু, রায়বাহাদুর তো সাহায্য করবেনই। তবে ওই নামটা একবার জিজ্ঞাসা করে নিন্।

রায়বাহাদুর বল্‌লেন: কি ব্যাপার? সব শুন্‌লেন তিনি। বল্‌লেন: হাঁ, সাহায্য তো করবই—তা যত হারামজাদাই হোক হারু মোল্লা আর মাহিষ্যগুলো। আমরা জমিদার, আমাদের তো আর ওদের উপর রাগ করা সাজে না। তবে ওসব কংগ্রেস-টংগ্রেস নাম আপনারা করবেন না। তাতে আমাদের অসুবিধা।

ঠিক হল, তা হলে যা আছে তাই চলুক। সকলেই এ সময়ে যা পারে করবে। ভূতনাথ বাবু ফিরতে ফিরতে বল্‌লেন, 'তবে কংগ্রেসের নামটা রইল না, এই যা।' গোবিন্দবাবু বল্‌লেন, 'যত নাম করে নিচ্ছে ওই কমিউনিষ্টগুলো। মেয়ে জুটিয়ে হাকিম-বাগানো! —বেহায়াপনারও একটা সীমা আছে।'

বিনয়ের কানে কি একটা বিস্মৃত প্রায় কথার প্রতিধ্বনির মত শোনাল এই শেষ কথাটা গোবিন্দবাবুর। কোথায় শুনেছে সে এরূপ কথা? সে বর্মায় মানুষ—মেয়েরাও কাজেকর্মে সমানে চলে এ দেখ্‌তেই সে অভ্যস্ত। তার চোখে তা অশোভন ঠেকত না; ঠেকেও না। তাই এসব কথায় তার কেমন চমক লাগে। কিন্তু এই বাংলাদেশে এমনি কথা যেন সে বারবার শুন্‌তে পায়। শুনেছে এর আগেও। কোথায়? কাল—কালই শুনেছে—মতি দাসের উঠোনে বসে। বল্‌ছিল রমেশ ওরা সুধার কথা। কি যুবক আর কি প্রৌঢ়—এত সহজ এমনি কথা এ দেশের মানুষের মুখে? কি কংগ্রেসের অহিংসাবাদী আর কি স্বদেশী হিংসাবাদী—এত তুচ্ছ ওদের চোখে নিজেদেরই মেয়ে কর্মীরা? অবশ্য ঠিক ওদের নিজেদের কর্মী সুধা ওরা নয়। তা'হলে বোধ হয় এমন ধারায় কথা বল্‌ত না। হয়ত

তাদের নিয়ে বড়াইও করত। করেও,—বিনয়ই দেখেছে। কিন্তু শ্রদ্ধা করত কি? শ্রদ্ধা করে কি ওরা ওদের সহকর্মিণীদের? হয়ত করে না। পলিটিক্‌সে যে মেয়ে যায় সে নাম করে—আর শ্রদ্ধা হারায়। পলিটিক্‌সে গেলে পুরুষেরাও নিজেরাও শ্রদ্ধা করতে ভুলে যায়—কাজের নেশায় ঘোরে। কিন্তু অত বড় কথাতেই বা লাভ কি? 'সোজা কথা, মেয়েদের শ্রদ্ধার চোখে দেখি না'—বিনয় মনে মনে তর্ক করতে লাগ্‌ল,—'না, এও বড় কথা—'শ্রদ্ধা।' ছেড়ে দাও তা—বর্মায় কি বর্মীরা তাদের মেয়েদের বড় 'শ্রদ্ধা' করে নাকি? তবে বর্মায় ওরা মেয়েদের সহজভাবেই মানে মানুষ বলে। ওরা মানে—আর তারাও তা জানে। এখানে,—বিনয় ভাব্‌লে,—আমার নিজ দেশে এইটিই আমরা মানি না,—আর ওরাও তা জানে না। জানবেইবা কি করে? 'পারবার উপার আছে আপনাদের পুরুষমানুষের জ্বালায়'—বলেছিল সুধা ঠিকই। পারবার উপায় কি?—গোত্রহীন 'স্বদেশীর' জন্যও পারা যাবে না, পারা যাবে না রায় বাহাদুরের মতো অভিজাতদের জন্যও।

মোহনবাবুর বাড়িতে তবু এই মেয়েদেরই আবার সাদর নিমন্ত্রণ হয়—বিনয় ভাব্‌লে—এইটাও সত্যি কথা অন্য দিকে। সুধা ওরা গেছে গ্রামের মেয়েদের শুদ্ধ কর্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে, মোহনবাবুর স্ত্রীর সঙ্গেও পরিচয় করতে। বাইরে হাকিম সাহেবের চাপরাশি দাঁড়িয়ে। মোহনবাবু বিনয়কে দেখে বল্‌লে: এই যে, ডক্‌টার মজুমদার, মিষ্টার সেন আপনাকে আর সুধাদি-বীণাদিকে চায়ের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বলে দিই যাবেন 'খন বিকালের দিকে, কেমন? সুধাদিরাও তাই বল্‌লেন।

জমিদার বাড়ির খাওয়া, দেরী হবেই। ততক্ষণ সুধা ওদের মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় শেষ করেছে। যতীনদাও বিনয় ততক্ষণ নকুড়বাবু আর হারুর সঙ্গে আলোচনা করে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়েছে।

ঠিক হল, বিনয় পারলে আবার আসবে—দিন তিনেক পরে। ইতিমধ্যে যতীনদা' রইলেন, সুধাদি ওঁরা আস্‌বেন।

৪

মিষ্টার সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সাদরে বসিয়ে তিনি সুধাকে বল্‌লেন :

—কিছু মনে করো না, একবারেই তুমি বল্‌ছি। আমি হলাম তোমার দাদারও বন্ধুর দাদা, বিভাস সেনের দাদা, বিহারী সেন। তোমার বাবা মা থাক্‌লে বলে দিতেন, আমি তোমার দাদাবাবু—মায়ের খুড়ো মশায়ের কোনো রকমের একটা ভাই—দাদাবাবু।

সুধা বল্‌লে : শুনেছি।

—কিন্তু চেনো না বোধ হয়। না চিনবারই কথা—আমরা হলাম নোকরশাহীর পাইক-বরকন্দাজ।

সুধা হেসে ফেল্‌ল : তা বল্‌লে হবে কি? এ যখন নোকরশাহী, তখন নোকর মাত্রই তো শাহ্।

মিষ্টার সেন হেসে বল্‌লেন : একটু ভুল করেছ, তোমরা আজকাল বিস্তি খেল না। আমাদেরই ছাত্র বয়সে তার যুগ শেষ হয়েছে। সে ছিল বাপখুড়োদের খেলা। আমার বাবা বল্‌তেন—'বাবা, কোন্ জাতের খেলা?—গোলাম-বড় খেলা। ওর রংএর গোলাম, রংএর সাহেব-বিবিকে ধরে আনে।' ভাইস্‌রয়ের কাছে তোমার ডিউক অব্ ওয়েষ্টমিনিষ্টারও কিছু নয়। কিন্তু সে হচ্ছে রং-এর গোলাম। আমরা গোলাম বদ্‌রং-এর, তাতেই তো মারা গেছি। তোমরা আমাদের সাহেব-বিবিরাও আমাদের মানো না, আর রঙের সাতাটুকু পর্যন্ত আমাদের কান মলে যায়—সে ব্যাটা সার্জেণ্টই হোক্, কিংবা হোক্ রেলের ফিরিঙ্গী।

সুধা হাস্‌তে লাগ্‌ল : যাই বলুন, আপনারা হলেন ছবির তাস। হাঁ, রঙের রাজত্ব আছে বটে। তবু মিনিষ্টার হয়ে কেউ টেক্কা দেয়, কেউ হয় হাইকোর্টের জজ, আর আই-সি-এসের গিন্নী। কিন্তু আপনিই কি কম? 'ছবির তাস।' বাদবাকী দেশটা সবই আপনাদের নিচে। আমরা তো আবার চুরি, তিরির দল।

মিষ্টার সেন খুশী হয়ে উঠ্‌লেন সুধার কথায়! বুঝ্‌লাম। কিন্তু চুরি তিরির দলে তোমরা জুটলে কি করে, সুধা? কমিউনিষ্ট হয়েছ? ফোটা কমিয়ে কমিয়ে একেবারে টেক্কা হয়ে উঠ্‌বে বুঝি। বুদ্ধি খারাপ নয় কমিউনিষ্টদের। কিন্তু তোমাকে এ বুদ্ধি পেল কেন? জিজ্ঞাসা করছিলাম কাল, ডাক্তার মজুমদারকেও।

—তিনি কি বল্‌লেন?

—গভীর জলের মাছ। বর্মা থেকে জাপানের হাতে ধরা না পড়ে এলেন—আর আমার হাতে ধরা পড়বেন?

বিনয় উত্তর খুঁজে পেল না। সুধা বেশ খুশী হয়ে উঠ্‌ল : কিন্তু অবস্থা হয়েছে ওঁর অন্য রকমের। জলের মাছ উঠে পড়েছেন ডাঙায়।

—বলো কি, দিদি? তুলে ফেলেছ ডাঙায় এরি মধ্যে—সাবাস্! কিন্তু কেমন করে বলো তো?

সুধা লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে : ডাঙায় তুলেছে ওকে জাপান। পলিটিক্‌স উনি করবেন না, এই নাকি ওঁর প্রতিজ্ঞা। আর পলিটিক্‌সও ওঁকে ছাড়েই না।

—কেন? কমিউনিষ্ট মানুষ, পলিটিক্‌স করবেন না। অরুচি হয়েছে নাকি?

বিনয় বল্‌লে : রুচি কি সহজ আমার? আমার নাপ্পির রুচি, কিন্তু এদেশের এই পলিটিক্যাল ঘোল দেখে তাও গুলিয়ে যায়।

—তা নাপ্পি-পলিটিক্‌সও তো বল্‌লেন না। কথা ছিল, কাল আস্‌বেন। পালালেন ওদের ঘোল-ঢালাঢালির নেমন্তন পেয়ে।

কি ব্যাপার বর্মার.? আজকের খবর জানেন? রায় বাহাদুর বলে গেলেন। প্রতিদিন তিনি যথানিয়ম টৌকিও আর সাইগন রেডিও শোনেন। রায় বাহাদুর—কাজেই শোনেন খুব গোপনে।

—নতুন খবর কিছু আছে?

—খবর তো মশায় নতুনই হয়। এত নতুন যে কোনো কালে,—কাগজে বেরোবে না।

এসে গেল চা আর খাবার। জোর করে মিষ্টার সেন সুধা ও বীণাকে খাবার খাওয়াবেন: খাও, খাও, জাত যাবে না। কি বলো, দু দফা দাবি আরও পূরণ করবার কথা দিচ্ছি—কাজকর্ম আর খেসারৎ যাতে হয়। কি মেয়ে বাবা! ওই হাজার দুই লোক না নিয়ে এলে কি আমি সময়টা বাড়িয়ে দিতাম না?

—দিতেন?—সুধা সকৌতুকে প্রশ্ন করলে।

স্পষ্ট প্রশ্নে মিষ্টার সেন একটু খুশী হলেন, বল্‌লেন: তা বলা যায় না। তবে তুমি একা এলে একটু মুশ্‌কিলে পড়তাম আমি। একেবারে 'না' করি কি করে? তুমি না হয় আমাকে চেনো না, আমি তো চিনি।

—'না' করতেন না। কিন্তু 'হাঁ' করতেন কি?

মিষ্টার সেন হেসে বল্‌লেন: 'হাঁ'? আমরা 'হাঁ' বল্‌তে ভুলেই গেছি। এই তো আছেন ডক্‌টর মজুমদার, জিজ্ঞাস করো—সেই বর্মা থেকে একটানা 'না না-না' ক'রে আমরা এসে গেছি বাংলায়। 'আমরা হারি না,' 'আমরা মরি না,' 'আমরা ছাড়িও না'—না, না, না। এই হল আজ আমাদের 'ওঙ্কার' আর 'হুঙ্কার'। আর আমরা—এই তোমাদের ইণ্ডিয়ান এম্পায়েরের পারিষদরা? আমাদের কাজ হল সেই সুর ভাঁজা—'তা—না-না-না—তারে নারে নারে না—নারে না, নারে না।' নড়িও না, চড়িও না,—না, না, না। এই তো পাঠাব তোমাদের দাবি আর দাওয়া। এতক্ষণে আমার নোট টাইপ হচ্ছে

থামে পোরাও হয়ে গেছে। 'ইমিডিয়েট' টিকেট মেরে আজ লোক মারফৎ যাবে সদরে। মিলিটারির কাজ—এক লহমা দেরী সইবে না। জবাব? 'তারে নারে নারে না'—'এত সহজে কিছুই বলা যায় না, কিছুই করা যায় না,'—না, না, না।

—তা হলে বলেছিলেন কেন, একা এলেও হত।

—বল্‌ছিলাম, কারণ গল্প করা যেত—তোমার সঙ্গে। ছাখো, ওই একটা কাজ এখনো বন্ধ হয় নি। কোন্ দিন তার ওপর অর্ডিন্যান্স হয়ে যাবে।—অসম্ভব কিছু নয়।

সুধা বল্‌লে: কিন্তু এদের যে প্রাণ যাচ্ছে।

—এই ছাখো! প্রাণ আছে কেন? থাক্‌লে যাবেই। ও জিনিস সকলের জন্য নয়। বুঝ্‌লে। ওদের দেহ থাক্‌লেই চলে, প্রাণ আবার কেন?

—আপনাদের অসুবিধা হয়, না?

—নিশ্চয়। আর শুধু আমাদের? তোমাদেরও কি কম? প্রাণ থাক্‌লে ওরা বল্‌বে 'এ প্রাণটা আমরা বা দিই কেন? নেতাবাবুরা, আপনারাই তার চেয়ে আগে দিন—বড় বড় প্রাণ আপনাদের।' আর ছাখো, অসুবিধা ওদের নিজেদের সব চেয়ে বেশি। 'প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত' তো। ছাখো, কত কষ্টে আমরা তা রাখি। দিনে ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনারের সঙ্গে ছোট হাজিরী, বড় চা, কেক্, টোষ্ট, বিসকুট জুড়ে দিই। ভালো ড্রিংকস্ দিয়ে প্রাণ তাজা করি—তবু কি থাকে! বিলাত থেকে সার্ডিন্‌স্ আসে না, বিয়ার আসে না, হুইস্‌কি আসে না, ব্লেড্ পাই না,—ব্লেড্, ব্লেড্। কি প্রাণান্তকর ব্যাপার বোঝো। এ হেন প্রাণ না থাক্‌লে কি ক্ষতি হত ওদের? বাড়ি-ঘর গেছল, যেত; গরু-গোয়াল না-ই বা রইল; মাঠ আছে, গাছতলা আছে—কি চমৎকার আনন্দময় জীবন! Behold the lilies of the valley—and the Indian peasants of the plains; they eat not,

neither do they drink, and yet they increase and multiply. কিন্তু সুধা, রাগ করো না। বলো এদেরকে, উপায় নেই—কিন্তু বলেই বা কি লাভ হবে? এরা তো জানেই। এই জেলায় জেলায় আমরা চাষ বন্ধ করে বেড়াচ্ছি—নৌকো শালতি আমাদের হাতে এনে দিতে বলছি।—চাষ বন্ধ, বাজার বন্ধ, হাট বন্ধ, মাছ ধরা বন্ধ, লোক চলাচল বন্ধ—সব বন্ধ—জাপানের পথ বন্ধ করছি তো। কড়া হুকুম দিচ্ছি এক পালা ধানও যেন বেশি না থাকে এসব এলাকায়। জাপান যেন এলেও শুকিয়ে মরে। এমনিতে এদের জমি নেই, ক্ষেত নেই, লাঙ্গল নেই, ভাত নেই, কাপড় নেই—সব আগুন হয়ে গেছে। বরাবরই নেই,—নেই, নেই, নেই। এই চব্বিশ পরগনা আমি চোখে দেখেছি—অন্য জায়গারও সে অবস্থাই। আমি তো আর ফৌজদারী হাকিম নই। ছিলাম মেঠো হাকিম, ঘুরেছি সেটেলমেণ্টে। তারপরে একেবারে সিনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টরীতে বসে থাকি। বাংলা দেশের জমি আমার চেনা, চাষী আমার চেনা। তাতেই বলছি, সুধা, এদের আর পথ নেই। আজ শতকরা ওদের ষাট জন চাষীর জমি নেই—ভাগ চাষী, ঠিকাচাষী ক্ষেত মজুর তারা,—যারা এখানেও ক্ষতিপূরণও পাবে না। বলছি যদি পারে এরা শহরে যাক্, কারখানায় যাক্—হয়ত খেতে পাবে।

—আপনাদেরই তো দেখা উচিত—ওরা যাতে কাজ পায়।

—আমাদের? বলে ছেলের কাজ হল কিনা, শালীর ছেলের কাজ হল কিনা, তাই দেখে উঠ্‌তে পারি না! তার উপর আবার ওদের কাজ হল কিনা তাও দেখব?

—কিন্তু কিছু কাজ এদের দেওয়াটা আপনাদের দায়িত্ব—ওদের বরাবরকার কাজ যখন যাচ্ছে। বিনয় বললে।

—বেশ, দিচ্ছি। নতুন সড়ক হচ্ছে—মিলিটারি রোড্। বোধ

হয় এরোড্রাম হবে—তারও মজুর দরকার। ওদেরই যাতে কাজে প্রথম নেয়, সেরূপ কথা থাকবে।

বিনয় উৎসাহিত হল, বল্‌লে: থ্যাংক্ ইউ, মিষ্টার সেন। ওদের আপনি বাঁচবার পথ করে দিলেন। এরা খেটে খেতে পারবে।

মিষ্টার সেন মৃদু হেসে বল্‌লেন: ধীরে, ডক্টর মজুমদার, ধীরে। এরা এ কাজ করবে না। করছে না। কেন? এদিককার রাস্তার কাজের জন্য ইতিমধ্যেই বি, এন, আর-এর পথে মজুর আসছে।

বিনয় দেখেছে সোনাপুরে এই গ্রামছাড়া মানুষেরা দলে দলে সৈন্যদের ছাউনির কাজে ও পথের কাজে—লেগে গেছে। সে অভিজ্ঞতা মিষ্টার সেনকে বল্‌লে। মিষ্টার সেন শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: তারা কি জাত?

—মুসলমান।

—তবেই বুঝেছেন। এরা আমাদের হিঁদু—জেলে, মালো, কৈবর্ত, তাঁতী। তারা মাটি টানবে? ইট বইবে? মজুরী হবে? সে হয় না। সে সচলতা এখানকার পুরুষ-মেয়ের নেই, ডাক্তার মজুমদার।

সুধা তা মান্‌ল। বল্‌ল: কিন্তু হবে। হচ্ছে। বজবজে বাঙালী গ্রামের লোকেরাই কলেও কাজ করে।

—আর তারা বেশির ভাগই মুসলমান। সুধা, পূর্ববাংলার মুসলমান খিদিরপুর ছেয়ে আছে, জাহাজে জাহাজে তারাই ভাসে, ডোবে, খেসারৎ পায়। আজ তারাই কলকাতার আশে-পাশে কল-কারখানায়ও ঢুকছে। আমাদের হিন্দু ছোটলোকের অত সাহস নেই, অনেক কাল ধরে তারা সাহস পায় না—তারা পা বাড়াতে জানে না, পা বাড়ানো তাদের মানা—অনেক কাল শুনেছে সেই নিষেধ মন্ত্র—'না, না, না'; আজ আর তারা সাহস পায় না।

—পাবে। পেতে হবে। এই চব্বিশ পরগনায়ও এরা আজ সাত বছর ধরে দেখেছেন জমির জন্য লড়াই করছে—আপনারা হাকিম মানুষ, জানেন তা। তমলুকে, কাঁথিতে হিন্দু চাষী এখনো হার মানে নি। উত্তর বাংলায় রাজবংশীরা আছে, এদিকে নমঃশূদ্রেরা; তারা মরে যায় নি। তবে বাঁচবার পথ তারা নিজেরা দেখতে পেলে ছাড়বে কেন?

—কিন্তু জমিতে আর বাঁচবার পথ কই?

সুধা বল্‌লে: তা হলে কলেই যাবে। যাচ্ছেও।

বিনয় বল্‌লে: মাপ করবেন। আমি এদেশ ভালো জানি, তা নয়। কিন্তু বর্মা দেখেছি। দেখেছি ক্ষেত ভরা সোনা কাকে বলে। আমাদেরও তো নদীপ্রধান দেশ, বর্ষাও বর্মার মতই। তবে ক্ষেতে ফসল ফল্‌বে না কেন? চাষীর ভাগ্য অত মন্দ হতে যাবে কেন?

সেন সাহেব হাস্‌লেন, বল্‌লেন: পড়বেন সেটেলম্যাণ্ট রিপোর্টগুলো-প্রায় প্রজাসত্ত্বের এনাটমি।

—অত পারব না, এক এনাটমি অনেক কষ্টে পার হয়েছি।

—তবে আর কি বল্‌ব? বর্মা ডক্টর মজুমদার, বর্মা; তার খনিতেও সোনা, ক্ষেতেও সোনা। কিন্তু আমাদের এহল "সোনার বাংলা।" আপনাদের এ রকম ডিপার্টমেণ্ট অব এগ্রিকালচার আছে বর্মায়? এমন ডিপার্টমেণ্ট অব ইরিগেশ্যান? থাকলে বুঝতেন—জমিতে সোনা ফলে না, ফলে বেচেলর অব এগ্রিক্যালচার। আছে বর্মায় জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, কোর্ফা রায়ত, রায়ত, ভাগচাষী? থাকলে বুঝতেন চাষীর মাথা-পিছু কি জোটে, ক্ষেতের ফসল কত হাত পেরিয়ে কোথায় যায়। মহাজন আছে, আছে চেট্টিরা,—তাই বুঝেছেন, কতকটা হয়ত তার মানে। কিন্তু আছে বর্মায় এমন গরু আর বলদ, এমন সার ছাড়া চাষ, সেচ ছাড়া ক্ষেত? আছে বর্মায় পানাপুকুর, ডোবা, হাজা-মজা খাল আর নদী, বাঁধ ছাড়া

খাল, ভেরি-ভাঙ্গা জোয়ার, জলে ডোবা বিল, কচুরিপানায় বদ্ধ নদী, পুলে বাঁধা জল, বছরে-বছরে বন্যা, বছরে-বছরে অজন্মা, বছরে-বছরে একদিকে জলাভাব আর দিকে বানে-ডোবা? আর আছে ম্যালেরিয়া? আছে এই ম্যালেরিয়া?

বিনয় হতাশ হল। বল্‌লে: কিন্তু বাড়ানো যায় না? ফসলের উন্নতি করা যায় না?

—নিশ্চয় যায়। নইলে এগ্রিক্যালচারাল এক্‌স্‌পার্ট আসুন বিলাত থেকে। কলের লাঙ্গল দেখেছেন? যাবেন সরকারী ফার্মে। বাংলার বলদে টানতেই পারবে না। তা হলে মোটরের লাঙ্গল চালান। ক্ষেত ছোট-ছোট—কিন্তু তাই বলে জমিদারী ছোট নয়। আর দেখুন—কেমিক্যাল সার কিনুন—চিলির আমদানী; নেপিয়ার ঘাস দেখুন, বীজধান দেখুন। এখানকার গমের গবেষণা কাগজে পড়ুন—হার মেনে যায় আপনাদের রুশিয়া আমাদের ইম্পীরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব এগ্রিকালচারের কাছে। স্বয়ং বড়লাট হলেন ষণ্ড-বিশারদ, বুঝেছেন? এর পরে যদি জমির ফলন এই ক' বছরে চার আনা কমে গিয়ে থাকে ক্ষেতে, তা হলে কার দোষ, বলুন?

সুধা কথা বল্‌তে পারল না। বিনয় একেবারে হতাশ হয়ে গেল।

সেন সাহেবই বল্‌লেন: এজন্যই বলি, সুধা, এবার ওদের ছেড়ে দাও। ভালো যদি চাও ওদের, ভালো করতে যেয়ো না। সে অনেক বিড়ম্বনা। 'ফুড্‌ কমিশন' করো—'বিপ্লব করো'; কিন্তু ভালো করতে যেয়ো না। বরং কলকাতায় তুমি মাষ্টারি করো—এদিকে এসো না। পার্টিতে যাও, পজিশ্যান হোক—হাঁ, সোসাইটির একজন হও, ঘর-দুয়ার করো, প্রেম করো,—হাঁ, হাঁ, প্রেম করো—করো না পলিটিক্‌স্‌।—হেসে বিনয়ের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে সেন সাহেব বল্‌লেন: দেখুন, ডক্‌টর, ওকালতি করেছি—কিন্তু মনে রাখবেন—শুধু আপনার জন্য নয়, সুধার এই বুড়ো-দাদার প্রাণেও একটু সখ আছে। বুঝলে, সুধাদি,

প্রেম করোগে—প্রেমে পড়বার, লোক পাচ্ছ না ? আমি আছি—কিন্তু, হাঁ, মাষ্টারি করো কোন্ ইস্কুলে ? তা আমি জিজ্ঞাসা করি নি।

সুধা নাম বল্‌লে। হঠাৎ এবার চুপ করে গেলেন সেন সাহেব। পরে জিজ্ঞাসা করলেন—কতদিন করছ মাষ্টারি ?

—প্রায় পাঁচ বছর হতে চল্‌ল।

সেন সাহেব উন্মনা হলেন। তারপর বল্‌লেন: অমিয়া সেনকে চিন্‌তে ? বছর চার আগে পাশ করেছিল সে ইস্কুল থেকেই।

—অমিয়া সেন—অমিয়া সেন—হাঁ, হাঁ, আমাদের 'ষ্টুডেণ্ট ফেডারেশ্যানের' ছাত্রী—'আশুতোষে' পড়ে—

—পড়ত।

—পড়ত ? কি হয়েছে ? পড়া ছেড়ে দিয়েছে ? অমিয়া আপনার কিছু হত ? কি হত ? দেখুন তো, এতক্ষণ বলেন নি।

—বল্‌লে আর নতুন কি হত ? হত আমার মেয়ে, আমার একমাত্র মেয়ে।

—মেয়ে ? আপনার মেয়ে ? শুনেছিলাম বটে তাঁর বাবা ছিলেন সরকারী বড় চাকুরে—আলীপুরে না কোথায়। তা অমিয়া কি করছে আজকাল ? হঠাৎ ছেড়ে দিলে সব—কি গোলমাল হয়েছিল বাড়িতে !

—আরে সেই তো মজা ! ইস্কুল ছেড়ে কলেজে গেল অমি'। আমার বাড়িতেও কলেজের ছোক্‌রাদের যাতায়াত বাড়ল। বাড়বে না কেন ? কি বলো ? শুন্‌লাম তারা 'ষ্টুডেণ্ট ফেডারেশ্যান্' করে। দেখে মনে হল—তাই হবে। সব ব্রিলিয়েণ্ট—মানে, কথায়। পাশ করাটা ওরা সেকেণ্ডারি ছেড়ে টারশিয়ারি করে রেখেছে। সেকেণ্ডারি বোধ হয় ওদের পলিটিক্‌স্ ? প্রাইমারি ? ভয়ে বল্‌ব, না নির্ভয়ে বল্‌ব, দিদি ?

সুধা হেসে বল্‌লে: হাকিমের পক্ষে হাকিমের ন্যায় বলাই শোভন।

—শোনো তবে। ভেবেছিলাম ছোক্‌রারা কাজের। দেখলাম ভুল। আমি ভেবেছিলাম—বুদ্ধিমান যখন, প্রাইমারি হবে তখন ওদের প্রেম। তাইতো তোমাকেও বল্‌ছিলাম—প্রেম করো, পলিটিক্‌স্‌ ছাড়ো। কিন্তু পরে দেখলাম—প্রাইমারি ওদের কথা। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, এরা যে বুদ্ধিমান নয়, সে বুদ্ধি আস্‌তে আমারও দেরী হয়েছিল। ভুল করেছিলাম—আর ভুল কি আমার একার? স্বয়ং গৃহিণীই ভুল করে বসেছিলেন—তা আমি তো কায়া এব তদনুগামী।

—ছায়া এব—সুধা শুদ্ধ করে বল্‌লে।

—উহুঁ। সূর্য্যের দিকে যারা পিছন ফিরে চলে তাদের পক্ষে কায়াই হয় ছায়ানুগামী। আর আমরা বরাবর—আলোর দিকে মুখ করতে নারাজ। অতএব, গিন্নীই যখন ভুল করলেন—আমি আর কি?

—ভুলটা কি?

—মারাত্মক। দুপুর বেলা আপিসে আমাকে ফোন্‌। জ্বালাতন! কে? 'আমি অমিয়া।' একেবারে হাওড়া ষ্টেশান্‌ থেকে। 'মাকে বলি নি, অন্য সব ঠিক করে রেখেছিলাম—এই একবার ষ্টুডেণ্ট ফেডারেশ্যানে নাগপুরে যাচ্ছি'। আমি অমিয়ার বাবা, এ পর্যন্ত বাংলার বাইরে পা বাড়াতে পারলাম না, আর সে নাগপুরে? কিন্তু ফোনে আর কি করি বলো, সুধা? ফোন্‌ করে তো বোম্বাই মেল বন্ধ করা যায় না। সে কথা ওর মা বুঝলেন না। বলেন, 'মেয়েকে আমি আদর দিয়ে মাথায় তুলেছি। বল্‌লাম—'তা হয়ত ঠিক। কিন্তু মেয়ের ওপর মায়ের এজন্য জেলাসি ভালো দেখায় না।' না, না, দ্যাখো, তোমরা হাস্‌ছ। কিন্তু এ শুনে অমি'র মা তো জ্বলে আগুন হলেন। বলেন—'ধিঙ্গি মেয়ে! যত রাজ্যের ছেলের সঙ্গে রাতদিন ঘুরে বেড়ায়। তখনি জানতাম—গেল তো এখন পালিয়ে?' আমি বল্‌তে চাইলাম—কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। ওর বয়স কুড়ি হতে চল্‌ল, বিয়ে দাওনি। এত বয়স পর্যন্ত বিয়ে না হলে তুমি বছরে দু-তিনবার

পালাতে। যত গিন্নীকে বলি তিনি ততই আগুন। 'দেখবে না, শুন্‌বে না—মেয়ে যে কি করে না করে?' না দেখা, না শোনা যে কত নিরাপদ ব্যাপার তিনি বুঝবেন কি করে? 'প্রেম'? বললাম—গ্যাখো ওর ত কুড়ি বছর হতে চল্‌ছে। পনের বছরে তুমিই আমাকে কি নাকিনি-চুবানি না খাইয়েছ!—কিন্তু এসব কথায় কি হবে? অমি' ফিরে এলে তার মা তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন। তাতে তার কিছু হল না; আমারই হল বিপদ। কারণ গিন্নীর কথা স্থদে-আসলে আমার উপর এবার বর্ষিত হতে লাগ্‌ল। অতএব, ঠিক করলাম—এবার আমি শাসন করব। আমি হাকিম, আলীপুরের সিনিয়র হাকিম, শাসনকার্যের একটা কর্ণধার। বল্‌লাম অমিকে, 'বেছে নাও, অমি, প্রেম, না পলিটিক্‌স।' সেও তো তার মায়ের মেয়ে, বললে, 'দুইই।' আমি বললাম—উহুঁ একটা। প্রেম না পলিটিক্‌স? বুঝে দেখো। যদি বলো প্রেম—বেশ, বাড়িতেই ফেডারেশ্যানের মিটিং ডাক্‌ছি; স্বয়ম্বরা হও। যদি বলো পলিটিক্‌স্—কালই বিয়ে দেখছি, সকালে উঠে যার মুখ দেখব, তাকেই করব কন্যাদান। বেছে নাও কোন্‌টা। অমিয়া হার মান্‌লে না। বললে—'নিলাম।' কি? 'পড়া'। বুঝলাম—তার মানে প্রেমও, পলিটিক্‌সও। হঠাৎ বড় মনোযোগ অমিয়ার পড়ায়। গিন্নী খুব খুশী, আর আমি নিশ্চিন্ত। অমিয়ারও বেজায় ভারিক্কি চাল। পড়বি তো পড়—একেবারে ফ্লুড্ কমিশনের রিপোর্ট। শেষে কি না সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট। এ যে বাপকে মারবার বন্দোবস্ত। প্রমাদ গণলাম। শেষে দেখি—পড়ছে 'সোশ্যালিজম্, সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইউটোপিয়ান্।' একটু নিশ্চিন্ত হলাম—সবটাই ইউটোপিয়ান্। তবু একটা ভালো উপন্যাস দেখি এর মধ্যে জোগাড় করে ফেলেছে—সেই তোমাদের ওয়েব্‌দের লেখা—'সোভিয়েট কমিউনিজম্—এ নিউ সিবিশিজেন্‌স্যান্।' খাশা উপন্যাস।

—উপন্যাস?

—হাঁ, হাঁ। চমৎকার উপন্যাস। সবে তখন বেধেছে রুশে জার্মানে যুদ্ধ। তাই সে উপন্যাসটা আমিও পড়ে ফেল্‌লাম—দু' ভলুম। যুদ্ধ চল্‌ছে। রোজ সকালে কাগজ পড়ি, রোজ রাত্তিরে দত্ত সাহেব রেডিওর জার্মানে-বলা খবর শোনান। কিন্তু এবার বেধে গেল এক মুশ্‌কিল—রোজ তর্ক জুড়ে দেয় অমিয়া। লেনিনগ্রাদ গেল-গেল, মস্কো যায়-যায়। ও বলে, যায় নি. যাবে না। দত্ত সাহেব শুনে হাসেন—লিট্‌ল্ গার্ল। বেশি মুশ্‌কিল হল আমার। দত্ত সাহেব আই-সি-এস্, জার্মানে শোনেন রেডিও, কি করি আমি? আমি বলি, চাষা-মজুরের কথা উপন্যাসেই ভালো—যুদ্ধটা সৈন্য-সেনাপতির কাজ। অমি' ক্ষেপে যায়—আর তার সঙ্গে সঙ্গে তার পক্ষ হয়ে ক্ষেপে যান তার মা? কি যে বিপদ—এ দিকে দত্ত সাহেব এডিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্‌, আই-সি-এস্, রোজ শোনেন জার্মান রেডিও; ওদিকে অমি' আর তারও পিছনে গৃহিণী। কি জানি মস্কো গেল না রইল—নাম্‌ল জাপান যুদ্ধে। আপনারা রেঙ্গুন থেকে পালালেন তো কত পরে—বোমার পরে। আমরা একটু দূরে কিনা—বাঙালার খাঁটি বাঙালী,—যুদ্ধে আমাদের মাথা খেল্‌ল—বিনা বাধায় তথ্‌খুনি। দেখেন নি সে 'ডিসেম্বরি বঙ্গ অভিযান'—এই রায় বাহাদুরেরাই দেখুন তিন পুরুষ পরে ভিটায় ফিরলেন। আমাদের ভিটে মাটি নেই। তিন পুরুষের গবর্মেণ্ট সার্ভেণ্ট আমরা। জন্মেছিলাম বিহারে,—তোমার বাবাকে, সুধা, সেখানেই দেখেছি, গয়ায় মাষ্টার। কিন্তু এবার আমি প্রথম বিহার আক্রমণ করলাম—দেওঘর—বদ্যিনাথ। কিন্তু যাবে না অমিয়া—'কিছুতেই পালাব না।' যাবেন না অমিয়ার মা—'কিছুতেই ছাড়ব না।'—আমাকে নয়, তাঁরা ছাড়বেন না কলকাতা। বাবা, কলকাতা যে এমন প্রেমের পারাবার তাতো জান্‌তাম না। কিন্তু যেতে হল অমিয়ার মাকে, আর তাই অমিয়াকেও—সেই দেওঘরে আমিই জোর করে তাদের চালান দিলাম। সপ্তাহান্তে তখন উইক্‌

এও পালন করছিলাম—রীতিমত একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার। কিন্তু কি হল, হল অমিয়ার জ্বর। তারপর টাইফয়েড্, তারপর ডেলিরিয়াম—আর সে কি? না, 'মস্কো' আর 'লেলিনগ্রাড,' আর 'জিন্দাবাদ'। তারপর—তারপর আর কি?

বিনয় বুঝল। দেখলে সেন সাহেবের চোখের কোনে তখন একটু জলের আভাস, কিন্তু মুখে তেমনি হাসি। সুধা আর মাথা তুলতে পারছে না। আবার সেন সাহেব বল্‌লেন: বুঝলেন ডক্‌টর মজুমদার, ইভাকুয়েশন্ এক্‌স্‌পার্ট আমিই,—বর্মাওয়ালারা নয়,—তাতেই তো এখানেও অমনি সাহেব পাঠালেন আমাকে। আর ছাখো দিকি সুধা, এই গ্রাম-ছাড়ানোর ভার না পেলে তোমার সঙ্গেই কি দেখা হত? দেখা করবে আবার কলকাতায়? মাথাই নাড়ছ—কাজে হবে না। প্রেম না করে যে মেয়ে পলিটিকস্ করে তাকে আমি বিশ্বাস করি না। দেরী আছে ফিরতে আমারও। এর পরে যাব ডায়মণ্ড হারবারের দিকে—মগরাহাট, ডায়মণ্ড হারবারে চাষ বন্ধ করেছি অনেক দিন—জাপান আর ধান পাবে না। বর্মা, ইন্দোচীন, ফর্মোজা, শ্যাম হাতে পেয়ে ওদের ধানের লোভ বেড়ে গেছে কিনা, তাই চাষ-বন্ধ। কিন্তু এখন নৌকোগুলো ফুটো না করলে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না—জাপানকে রুখতে হবে যে। ওদিকেও তুমি আবার যাবে নাকি? ঠিক নেই? বাঁচালে, আবার হয়ত এক ফিরিস্তি দাবী আর দাওয়া পেশ করতে। মরতাম আমি।

মিষ্টার সেন পাশের দেরাজ থেকে কি একটা খাম বের করে নিলেন, বল্‌লেন: সরকারের কাছে পাঠিয়েছি তোমাদের দাবীর নোট। এবার তোমাদের সোভিয়েটের হাতেও দিই এই নোট—এটা অমিয়ার বাবার। ভিটে ছাড়াতে বরাবর তার উৎসাহ।

পাঁচখানা দশ টাকার নোট সে খামে। সুধা খাম ধরে চুপ করে বসে রইল। আর অমনি দাদাবাবুর কথাটা মনে রেখো—নো মোর পলিটিক্স,—এবার প্রেম।

মোহন কিছুক্ষণ হল এসেছে। লজ্জিত মুখে এদিক ওদিক ঘুরছে। কি যেন বল্‌বার আছে—বল্‌তে পারছে না।

সেন সাহেব দেখ্‌লেন—কি মোহনবাবু? আসুন না?

মোহন ঘরে এসে লজ্জিত ভাবে বল্‌লে: না, স্যর। তবে ওঁরা যাবেন বলেছিলেন। বাড়ির ওঁরা তাই—কথাটা লজ্জায় যুবক মোহনবাবু শেষ করতে পারে না।

—নিশ্চয়ই। আস্‌ছি।—সুধা উঠে দাঁড়াল, চক্ষে তার সেন সাহেবের নিকট বিদায় প্রার্থনার অনুমতি ভিক্ষা—যেতে হবে এবার।

সেন সাহেব বল্‌লেন: মোহনবাবু, এদেরকে বাড়ির ভেতরেও পথ দেখিয়েছেন নাকি? মরেছেন তা হলে।

—স্যর,—মোহন আবার লজ্জা পেল।

—ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ, সুধা। না, প্রেম না, পলিটিক্‌সও না, একেবারে ইন্‌কেলাব। তবে মনে রেখো, চাঁপাডাঙ্গার বাবুদের বাড়ির বউ। পার যদি, বল্‌ব—'টেকিও বোম্বড্‌ এগেন।' 'ডু-মোষ্ট রেড্‌ অন্‌ চাঁপাডাঙ্গা'। তা হলে ওই ক্ষতিপূরণ না পেলেও নেয়ামতপুরের ওদের দিন যাবে।

নেয়ামতপুরের ওরা অধিকাংশেই ফিরে গেছল। তবু দু'চার জন অপেক্ষা করছিল—যতীনদার নিকট। তাদের চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা যথেষ্ট। আবার আস্‌ছে, বলে সুধা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলে। বিনয় কথা দিলে না; বল্‌লে, আস্‌তে চেষ্টা করব। বিনয় ভাবতে লাগ্‌ল: কত অল্পে এরা সন্তুষ্ট। অথচ এদেরকে কর্তারা সেটুকু দয়া দেখায় না—কত বড় নির্বুদ্ধিতা! না, নিয়তি এ?

সেই বিকেলের রৌদ্রে ষ্টেশনে। গাড়ীর সময় বেশি নেই। যতীনদা বল্‌লেন সুধাদের: মোহনের স্ত্রীর সঙ্গে কথা-টতা হয়েছে আপনাদের?

—হুঁ। বেশ বউটি। তবে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে উমারাণী এখানে। কথা বল্‌তে লোক পায় না। বল্‌লে, 'আমরা কলকাতা ফিরে যাব—বিষ্টি নাম্‌লেই, তখন দেখা করব। খবর দোব আপনাদের।' মোহন বাবুর থেকে টাকা আদায় করে নেবেন—এদের কাজে। সব ভালো, কি জানেন? সেই 'রাম গরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা'। এরা চাঁপাডাঙ্গার বাবুদের বউ—এদের পড়তে মানা, লিখ্‌তে মানা, মিশতে মানা, খেতে মানা, যেতে মানা, উঠ্‌তে মানা, বস্‌তে মানা—এও সেই 'না', 'না'র রাজত্ব। জমিদারী চালের জয়-জয়কার।

একবার বিনয়ের মনে পড়ে গেল আবার মিষ্টার সেনকে। বিনয়ও উন্মনা হয়ে গেল, সুধাও উন্মনা হয়ে রইল।

একটু পরে সুধা বল্‌লে: বীণা, তোমাকে বাড়ি গিয়ে খুব এখন শুন্‌তে হবে, না?

বীণা একটু লজ্জিতভাবে বল্‌লে: না, তেমন বিশেষ কিছু নয়।

—অ-বিশেষ তো বটে। কি যে জ্বালা! চাকরি করে খাই—তবু সেই 'না' 'না'র রাজত্ব ছাড়াতে পারি না। তিন শ' মেয়ের আমরাই নাকি গার্জেন। তবু, বাবা, আমাদের গার্জেনের অভাব কি? হেড মিষ্ট্রেস্‌, ইস্কুলের সেক্রেটারি, মেয়েদের বাপ-মা—আবার এদিকে বাড়িতে প্রত্যেকের দাদা আর মামা, কাকা আর পিসে। পৃথিবীর সবাই আমাদের গার্জেন—আমাদের জন্য সবারই বুঝি মুখে কালি পড়ে। অবশ্য চাকরি না করলেও বিপদ ছিল অনেক। গার্জেনদের তাতে মাস মাস সিগারেটের খরচও উঠ্‌ছে। তবু এখন যা হোক চলেছে। বীণা, আবার আস্‌তে হবে তো।

বীণা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বল্‌লে: দেখি, কি করতে পারি। পরে একটু সলজ্জ নিম্নস্বরে কি বল্‌লে: ওরা আস্‌তে পারে আজকাল আবার।

সুধা বল্‌লে : হয়েছে। এর মধ্যে বারীন বোস উপস্থিত হবেন? ওঃ, শুনেছেন বুঝি হাত-ছাড়া হচ্ছে তাঁর ভাবী ওয়াইফ্‌—কবি অনিল বোসের সঙ্গে জুটে পড়ে বা। নইলে ঘুরে বেড়াবে আমাদের সঙ্গে। তিনি কি করে তা'ই বা পারমিট করবেন? অতএব, যাও তার ঘর করতে কাট্‌নি, না, জব্বলপুর?

বীণা হেসে বল্‌লে : এত যদি আপত্তি—নয় তুমিই যেও।

সুধা পরিহাসে আবার সহজ হয়ে উঠ্‌ল : বাবা, তবেই হয়েছে। বল্‌লাম, একদিন দেখাও বারীন্‌বাবুকে। তুমি দেখাতেই রাজী হলে না। এদিকে অনিল বোস্‌ আমাদের উপর বিরক্ত—আমরাই বুঝি বীণা দত্তকে আগ্‌লে রাখ্‌ছি। নইলে তুমি গায়িকা, সে লেখক; তবু প্রেম করছ না কেন অনিলের সঙ্গে?

বীণা এবার সহজ হয়েছে : তুমিই করো না বরং, বাধাটা কি?—অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে সে বল্‌ল।

তেমনি স্বরে সুধা বল্‌ল : অদৃষ্ট মন্দ, ভাই, কেউ চায় না—বাদে দেখ্‌ছি এই দাদাবাবু।

যতীনদার কথার জবাব দিতে হচ্ছিল বিনয়ের—সুধাদের পরিহাস ও কথাবর্তার খেই সে হারিয়ে ফেল্‌ল। তবু যেন কানে গেল বীণার মৃদু পরিহাস—আর কেউ নয়?—কিন্তু বিনয় আর শুন্‌তে পেল না, ভাব্‌তে পেল না। সে তখন শুন্‌ছিল আশেপাশের জমির কথা, লোকজনের কথা।

সন্ধ্যা হল কলকাতায় পৌছুতে। আর কলকাতা পৌছে দেখ্‌ল—ট্রাম ষ্ট্রাইক।

সুধা বল্‌লে : আমাদের কর্মী নেই—এদিকে শহরে ষ্ট্রাইক।

ট্যাক্‌সিতে বসে বিনয়ের মনে পড়ল—তাইতো, হেনার সঙ্গে যাবার কথা ছিল না আজ মিত্তির সাহেবদের বাড়ি!

হেনা সত্যাই রাগ করেছিল। কেমন অদ্ভুত মানুষ তার দাদা! কোথায় চাঁপাডাঙা না নেয়ামতপুর, সেখানে গিয়ে বসে রইল দুদিন। কেউ যায় ওসব গ্রামে? আর তাও বা বিনয় গেল কেন? না, লোক-সরানোর হুকুম দিয়েছে গবর্মেণ্টে। এদিকে সেদিন সন্ধ্যায় তাদের মিসেস্ মিত্তিরদের ওখানে নিমন্ত্রণে যাবার কথা। বিনয় বল্‌ছে—সত্যি, ভুলে গেছলাম সে কথা। কিন্তু কতবার বলেও দিয়েছিল হেনা বিনয়কে আগেই যেন তা মনে থাকে। ওঁরা নিজ থেকে এসে গেছেন একদিন—মানে, শুধু মিষ্টার আর মিসেস্ মিত্তির। মিষ্টার কে, পি, মিত্তির আগে ছিলেন লাহোরে, পরে দিল্লীতে, এখন এসেছেন কল্‌কাতায়, রেলওয়ে অডিটের একজন ভারী দিক্‌পাল তিনি। আর মিসেস মিত্তির—মীরা মিত্তির—তাঁর স্ত্রী যেমনি চতুর তেমনি সুন্দরী। শচীপ্রসাদ পরিহাস করে বলেন: তুমি ভুলে গেলে বিনয়? আর মিসেস্ মিত্তির আস্‌বেন জান্‌লে আমি কি, আমার বাহাদুর ড্রাইভার পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে গাড়ী নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবার জন্য।—বিনয় দেখেছে, সত্যাই মিসেস্ মিত্তির সুন্দরী, আর তেমনি চটুলভাষিণীও—মানে, যাকে বলা যায় স্মার্ট—এণ্ড ফ্লার্ট। আর তার সঙ্গে আলাপে পুরুষ মানুষ খুশীই হয়। তবে আলাপে মিষ্টার মিত্তিরও চমৎকার লোক। বুদ্ধিমান স্বচ্ছন্দ সরস প্রকৃতির মানুষ—হাস্‌তে জানেন, সুমিষ্ট রসিকতাও আছে কথায় মাঝে মাঝে—বুঝা যায় শুধু স্মার্টনেস্ নয়,—অনেকখানি শিক্ষাদীক্ষার ফল তা। বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের আলাপ হয়েছিল সেদিন। নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেছলেন মিসেস্ মিত্তির—ডক্টর মজুমদার, আপনি আস্‌বেন—আমাদের বন্ধুরা অত শুন্‌তে চান আপনার কথা—আর আমার ননদ চিত্রাও;—ওরা বর্মার খবর শুন্‌তে চায়। বিনয়ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যাবে। কিন্তু সেই দিনটাই কাটাতে হল চাঁপাডাঙায়। বাড়ি ফিরতে মনে

পড়ল—মিষ্টার মিত্তিরদের ওখানে আজই তো যাওয়ার কথা ছিল। হেনা তাই অভিমান করেছে।

বিনয় বল্‌লে: বেশ, তুমি ঠিক করো না হেনা। কালই যাব আমরা ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে।

—কিন্তু আজ যে তাঁরা অপেক্ষা করে ছিলেন।

—বুঝিয়ে বল্‌লে আর মনে কিছু করবেন না।

হেনার মুখ গম্ভীর হয়ে রইল তখনো। তবে এই কথা শুনে যে হেনা কিছু সন্তুষ্ট হল, তাও বিনয়ের বুঝতে দেরী হল না। বল্‌লে: না, কালই যাব দেখা করতে।

এদিকে দাদাকে আর শচীপ্রসাদকে খাওয়াতে খাওয়াতে হেনা শুন্‌তে লাগল নেয়ামতপুরের কথা, চাঁপাডাঙার কথা—বিনয় বলছিল তাদের কাছে যতীন দাসের কথা, দুর্গার কথা, মোহনবাবুর কথা—বলেনি সুধার কথা। হেনা শুন্‌ল মানুষের কত দুর্দশা আর দুরবস্থা সেখানে। তারপর নিজেও জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌ল—কি করবে তবে এখন সেখানকার লোকেরা? আর শুন্‌তে শুন্‌তে ভুলেও গেল যে, সে দাদার উপর অভিমান করেছিল। শচীপ্রসাদ শুন্‌তে শুন্‌তে বল্‌লে: না, এরা যাবার আগে আমাদের সর্বনাশ না করে যাবে না।

বিনয়ের মনে পড়ল অমিতের পরিহাস। তারই প্রতিধ্বনি করে সে বল্‌লে: তা আর যাবে না? তোমরা মনে করেছ কি শচীদা'? 'যুদ্ধ বেধেছে; ইংরেজের কাছে তো খুব বেঙ্গল টেক্‌স্‌টাইলের কাপড় আর ন্যাশনাল ষ্টিলের লোহা বিক্রী করলাম এ বেলা—দ্বিগুণ তিন গুণ দামে। এর পরে আসুক জাপানীরা, তাদের কাছেও লোহা কাপড় বিক্রী করব আবার দ্বিগুণ তিনগুণ দামে।' যে-হারে যে-জিতে কি যায় আসে? তোমার ন্যাশনাল ষ্টিলের কাজ ঠিক চল্‌বে, মাল বিক্রী করে যাবে।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে: কেন বিক্রী করব না?

—তার জন্যই তো ওরা পুড়িয়ে দিয়ে যেতে চায়।

—কোন যুক্তিতে? এই ন্যাশনাল ষ্টিল কিংবা ওরিয়েন্ট্ বাল্বের কারখানা গড়তে ওরা সাহায্য করেছে কোনো দিন? যা গড়েছি, গড়েছি ওদের সমস্ত বাধা ঠেলে। এখনো কি দিচ্ছে নাকি কিছু আমাদের গড়তে—মোটর, এরোপ্লেন? দিচ্ছে করতে জাহাজের ব্যবসা? আজ যাবার বেলা ওরা কেন তবে ধ্বংস করে দিয়ে যেতে চায় যা আমরা সামান্য গড়েছি তাও? কোন্ যুক্তিতে?

বিনয় শচীপ্রসাদের এ যুক্তি মানে। সে এ যুক্তি শুনেছেও ইতিপূর্বে শচীদা' ও মুরারি সেনের মুখে। তারা সবাই সত্যই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে; বিনয়ের কাছ থেকেও শুন্তে চেয়েছে কি ঘটেছে রেঙ্গুনে। তবে বিনয়ের পরেও অনেকে এসেছে উড়ো জাহাজে। তারা আরও বেশি এসব বিষয়ে জানে। তাদের থেকে সে-সব কথা শুনে নাকি মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত বিচলিত হয়েছেন, বোম্বাইর পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস প্রভৃতি ধনকুবেররা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। শচীপ্রসাদ এ জন্যও অধৈর্য হয়ে উঠেছিল—বিনয় কলকাতা আস্‌ছে না কেন? বিনয় এলে তাকে নিয়ে সে প্রথম দিনেই গেছল তার ব্যবসাপত্রের বন্ধুদের সঙ্গে বিনয়ের পরিচয় করিয়ে দিতে, শোনাতে কি ঘটেছে বর্মায়—আর শুধু কি বর্মায়? ঘটছে বাঙলায়ও।

শচীপ্রসাদের কল-কারখানা আজ বাড়তির মুখে। বিনয় দেখ্‌ল, অনেক সংগ্রামের পর সে নিজের স্থান এবার করতে পেরেছে—আরও সাম্‌নে দেখ ছিল সে কত নূতন সম্ভাবনা। কিন্তু সামনে জুট্‌ছে আবার 'পোড়ামাটি'র দুস্বপ্নও। ন্যাশনাল ষ্টিলের নতুন কারখানা যুদ্ধে এবার জেঁকে উঠছে টালিগঞ্জে—কাঁচের কলকারখানাও আছে তাঁর, ওরিয়েন্ট্ বাল্‌বের কারখানা হয়ে তা এবার দাঁড়াচ্ছে, জাপানী বাল্‌ব তো জুটবে

না। তার পুরনো কারবার আছে 'বিল্ডিং মেটিরিয়াল্‌স্ লিমিটেড্'। বর্মার টিক্ সরকার হাত করছে; শচীপ্রসাদ সরিয়েছে তা ঠিক্ সময়ে। ইটালির গোলায় কিছু পাবে না কেউ। শচীপ্রসাদ বিনয়কে বলে: বর্মার কাঠও রাখতে পারব না। এর পরে এরা বলবে—বর্মার স্ত্রীই বা তোমার থাক্‌বে কেন? তাও রিক্যুইজিশেন করব।

হেনা ছল ক্রোধে বলে: গ্যাখো!

—কি অন্যায় বলো? গিয়েছিলাম কাঠের ব্যবসায়েই প্রথম—সেগুনের খোঁজে। কপালে আগুন—মানে, কপাল ভালো—পেয়ে গেলাম তোমাকে। এখন যদি সেই সেগুন নিয়েই টান দেয় তা'হলে মূলের সঙ্গে সবই তো যায়—কিসে টান না পড়বে?

বিল্ডিং ছেড়ে ব্যবসায়েই চলে গেছে এখন শচীপ্রসাদ—ষ্টিল আয়রন, বহুদিনের স্বপ্ন তার। পুরনো গ্লাস্ ফ্যাক্‌টরিও। এখন তা বাল্‌বের ফ্যাক্টরি হচ্ছে। তাতে মেহ্‌রা এসে জুটেছেন—চৌধুরী এণ্ড কোংএর সঙ্গে ম্যানেজিং এজেন্সিতে, টাকার অভাব হবে না, মেটিরিয়ালেরও অভাব হবে না। শচীপ্রসাদই তবু এখনো তার কর্তা।

বিনয় কলকাতা এলে তাকে নিয়ে শচীপ্রসাদ প্রথম দিনই সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

—চলো তেল নিয়ে নিই।

—ক' গ্যালন পাও?

—যত গ্যালন চাই। আমার বাল্‌বের কারখানা আর ন্যাশনাল্ ষ্টিল থাকাতে মিলিটারি অর্ডার আস্‌ছে—দু'টো লরীর তেল আমার পাওনা। আরও বাড়াতে হবে।

—তা হলে তো তুমি 'অয়েল কিং'—বিনয় পরিহাস করে বল্‌লে।

—তা নইলেও কি কেউ বসে আছে নাকি?

—কিসে পায়?

—সকলেই যে ভাবে পায়—দেড়া দামে।

—এখানেও চলে নাকি এসব ?

হাস্‌ল শচীপ্রসাদ : পৃথিবীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চল্‌ছে আর এ চল্‌বে না ? ওরা জার্মান নয়। ওদের রাজ্যটা ঘুষের উপর গড়া ! ওরা সিঙ্গাপুর কন্‌ষ্ট্রাকশান থেকে রেঙ্গুন ডেকৃষ্ট্রাকশানএ পর্যন্ত ও জিনিসের মর্যাদা রেখেছে।

একটা মোড়ের ষ্ট্যাণ্ড থেকে শচীপ্রসাদ তেল ভরে নিয়ে বল্‌লে : তা হলে, চলো প্রথম মিষ্টার সেনের সঙ্গে দেখা করে বেরুই—মিষ্টার মুরারি সেন—

—মুরারি সেন ?

—নাম শোনো নি ? ফ্রি ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্সএর ম্যানেজিং এজেণ্ট, ব্যাঙ্ক অব্ দি ইষ্ট-এর ম্যানেজিং এজেণ্ট, বেঙ্গল টেক্‌স্‌টাইল মিল্‌সএর কর্তা, আমাদের ষ্টিল কোম্পানির ও ওরিয়েণ্ট ইলেকট্রিক্‌স্‌এর একজন ডিরেক্টার। সেনেরা এখন খুব বাড়িয়ে ফেল্‌ছে ওঁদের বিজ্‌নেস নানাদিকে।

মুরারি সেন মোটা খদ্দরের ধুতি পরে আর গলবন্ধ খদ্দরের কোট গায়ে বেরিয়ে এলেন। দাড়ি কামিয়ে স্নান করে আস্‌ছেন। ময়লা রং, গোল মুখ, ব্যক্তিত্ববান্ মানুষ। গোঁফ স্যর আশুতোষের মতো—বোঝা যায় ইচ্ছা করেই এই অনুকরণ .করছেন। বিনয়ের তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল। বল্‌লেন—স্যর আশুতোষের মত অনাড়ম্বর ভাবে সুজাসুজি—আপনিই ডক্টর মজুমদার ? নমস্কার ! আপনার নাম শুনেছি মিষ্টার চৌধুরীর থেকে। তারপর—বর্মার কাণ্ড দেখে এলেন ?

বিনয় হাসল। মুরারি সেন বল্‌লেন : এদিকে দেখেছেন এলাহাবাদের কংগ্রেসের প্রস্তাব গবর্মেণ্ট বন্ধ করে দিয়েছে। জানেন তো, কি ছিল সে প্রস্তাবে ?

শচীপ্রসাদ বেশ গর্বের সঙ্গে বল্‌লে : জান্‌বে কি ? ওসব কাজেই এ জড়িত ছিল যে—তাতেই এখানে আস্‌তে দেরী হল।

আকৃষ্ট হলেন মিষ্টার মুরারি সেন: তাই নাকি! বলুন তো কি হয়েছিল, ডক্টর মজুমদার?

বিনয় বল্‌লে। শুনে মিষ্টার সেনের গোঁফ ফুলে উঠ্‌ল ক্রোধে। বল্‌লেন: অথচ কাগজে টুঁ শব্দটি নেই।

বিনয় বল্‌লে: সৈন্য-সংক্রান্ত ব্যাপার, কোনো কথা বেরুবে না—মানা আছে।

—আর সেই মানা মান্‌তে হবে?

—কি করেন ওঁরা? মতীশবাবু ওঁরা?—বললে শচীপ্রসাদ।

মিষ্টার সেন বল্‌লেন: বলেছি সেদিন মতীশবাবুকে—তুলে দিন্ না কাগজ? ন্যাশেনাল প্রেস,—তার দায়িত্ব পালন করতে না পারলে কাগজ বন্ধ করুন।

শচীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলে: কি বলেন ওঁরা?

মিষ্টার সেন একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করলেন। ওঁরা বলেন, এমনিতেই উঠে যাবে, কাগজ পাই না। বাজে কথা। ওরা কাগজ পাবেন না কেন? পাচ্ছে না আমাদের 'স্বদেশী'—নতুন কাগজ তো। 'হিন্দু মেলা'র কাগজ দু' বছরের মত ঘরে জমা আছে। তবু তাড়া দিচ্ছে। আর সে ফিকিরে 'হিন্দু মেলা'র সাইজ কমাচ্ছে, দাম বাড়াচ্ছে, বিজ্ঞাপনের দরও বাড়াবে।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে: লুট! লুট! মিষ্টার সেন, লুট!—ওই প্রোজেক্‌ট্‌টার কিছু করলেন না তখন। আমি বল্‌ছি—মিলের কাগজের যা দর বাড়ছে দিন দিন,—একটা কাগজের কল আমরা অনায়াসে গড়তে পারতাম সাঁওতাল পরগনায়।

মিষ্টার সেন বল্‌লেন: কাগজের মিল, মিষ্টার চৌধুরী, এখন হয় না। ভীমানীরা নিয়ে নিয়েছেন সুবিধা করে উড়িষ্যায়। তখন কংগ্রেস মিনিষ্টরি ছিল। মন্ত্রীরা ওয়ার্ধার ওপরওয়ালার হুকুম পেলেন, প্রায় বিনি পয়সায় মস্ত কন্‌সেসন পেলেন ভীমানীরা। আপত্তি

করছিল গবর্ণর। মন্ত্রীরা জানালে—ভীমানীরা বলেছে যথাসাধ্য আমরা এ প্রদেশের লোকদের কাজ দোব। যেন উড়িষ্যায় উড়িয়া মজুর না এলে মজুর আস্‌ত বিলাত থেকে! তবু দেখুন ভীমানীরা ঠেকে আছে, ওরা মেশিনারি পাচ্ছে না।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে: কিন্তু আমরা বাঙালীরা কি পারতাম না কিছু করতে? একটা কাগজের কারখানা গড়তে পারতাম না?—তার এত কাঁচা মাল বাঙালায়।

মিষ্টার সেনও একটু উত্তেজিত হলেন; বল্‌লেন: পারব কি করে? সুভাষবাবু উঠছিলেন—আমরাও একটা সুবিধা পেতাম, কথাও হয়েছিল, কিন্তু সবাই মিলে চেপে দিলে তাঁকে—অ্যান্টি-বেঙ্গলী ক্লিক্।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে: আজাদ রেডিও শুনেছেন কাল? দেখ্‌ছেন তো এখন গান্ধীজীরও মত বদ্‌লেছে? কি মনে হয়?—জিজ্ঞাসা করলে সে।

মিষ্টার সেন বল্‌লেন—গান্ধী গুজরাটীদের হাতে। তবে যা করবার এবেলা; যুদ্ধের পরে আর নয়।—পরে মিষ্টার সেন বল্‌লেন—এখন এ কথা বোম্বেওয়ালারা বুঝ্‌ছে। এখনো ইণ্ডাষ্ট্রি উঠ্‌তে দেয় না—এমন হারামজাদা জাত মশায়! বলে স্কর্চড আর্থ করব। যাবে, কিন্তু আমাদের মেরে যাবে।—ফুলে উঠ্‌ল মিষ্টার সেনের গোঁফ আক্রোশে, চোখ জ্বলে উঠ্‌ল ক্রোধে।—মতলব দেখেছেন? স্কর্চড আর্থ পলিসি খাটাবে। এমনি গলা টিপে মারতে চেয়েছে আমাদের সমস্ত ব্যবসা—এখন যাবার বেলাও পুড়িয়ে দিয়ে যেতে চায়!

—পারলে এখনি খাটায়। এই তো শুনলেন ওঁর কথা—বাড়িখানা পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছে।

মিষ্টার সেন বল্‌লেন: এ সব চব্বিশ পরগনায় বারাসত-বসীরহাটেও শুরু হয়েছে। রায়বাহাদুরের বাড়ির ওঁরা বল্‌লেন, মানুষকে ভিটাছাড়া করছে—ওরা লড়াই করবে।—হাঁ, আপনি গেছলেন সেখানে?—আগ্রহান্বিত হলেন আবার মুরারি সেন তা শুনে। ঔৎসুক্য তাঁর

চোখে মুখে!—দেখলেন কিছু?—সেখানে নাকি এরোড্রোম হবে? বল্‌তে বল্‌তে তাঁর কি মনে পড়ল: মিষ্টার চৌধুরী, সে সব কনট্রাক্‌ট কে নিচ্ছে?—জাগ্রত শার্দূলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবার মুরারি সেনের চোখে।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে: ঘুরছে অনেকে। তবে বাঙালী পাবে কি? পাঞ্জাবী, ভাটিয়া, মারোয়াড়ী, খোজা, দিল্লীওয়ালা সব জুটে গেছে।

মুরারি সেন গম্ভীর হলেন: এইগুলো যদি আমরা না পাই তা হলে আমাদের চলবে না।

শচীপ্রসাদ বল্‌লেন: উপায় কি? আমরা এগুব কি করে?

—এগুতেই হবে, যে করে হোক এগুতে হবে।—দৃঢ় মুরারি সেনের কণ্ঠ—এবার আশুতোষের মত সুদৃঢ় ও গম্ভীর।

শচীপ্রসাদ একটু পরে উঠে পড়ল। বল্‌লে: বিনয়, একবার মেহ্‌রার ওখানে। বিনয় হাস্‌ল: ব্যবসায়ের গন্ধ পেয়েছ বুঝি শচীদা।

গাড়ী চল্‌ল। শচীদা বল্‌লে: খাঁটি লোক।—বিনয় বুঝলে মুরারি সেনের কথা হচ্ছে। মনে মনে বিনয়েরও তা'ই মনে হয়েছে সেনকে দেখে। শচীদা'র মত অস্থিরতা নেই কথায়, চলায়, বলায়; গম্ভীর ও স্থির তিনি। প্রত্যেকটি কথার ভার আছে। শচীদা বল্‌লেন: গত যুদ্ধের সময় ছিল ইণ্টার্ণড্‌। বেরিয়ে এসে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি আরম্ভ করলে। আজ ও কি ব্যবসায়ে যে নেই, তাই ভাবি। অথচ এখনো তেমনি খাঁটি স্বদেশী। বিশেষ করে বাঙালী ব্যবসায়ীদের বড় অবলম্বন। এজন্য সুভাষবাবুকে সাহায্য করেছে। দেশী কাপড়ের কলগুলোতে টাকা ঢেলেছে। ওর আপিসে সব জেল-ফেরৎ স্বদেশী। তারাও বলে কি জানো? 'জাপান নাম্‌লে কিন্তু, স্যর, আমাদের আর পাবেন না।'—শচীপ্রসাদ হাস্‌ল পুলকিত হয়ে: সব কেবল অপেক্ষা করছে। সেন? সেন বলেন, 'ততদিন সাবধান। আফিসে গোল বাধিও না—নাম্‌লে কি করতে হবে সে আমিও জানি।'

মেহ্‌রার আপিসে একটু দেরী হয়ে গেল। শচীপ্রসাদকে তিনি খুব খাতির করলেন। তাঁর বন্ধুরা অনেকে বর্মাতে ছিল। বিনয়ের সঙ্গে পরিচয় হতে মেহ্‌রা সে সব গল্প তুলে দিলেন। ধনী ব্যবসায়ী তারা।। মালয় থেকে বর্মা রোডের শেষ পর্যন্ত তাদের ব্যবসা ছিল। লক্ষ লক্ষ টাকা খাটত; কেউ অর্ধেক, কেউ সিকি নিয়ে ফিরেছে। অবশ্য চল্‌বে দিন—ব্যবসায়ে লেগে গেছে। 'সমস্ত পাঞ্জাবে আজ ইন্‌ডাষ্ট্রির বুম্—এখানকার বড় বড় বিলাতী ব্যবসায়ীও লাহোর-অমৃতসরের দিকে চলেছে। এখানে তো আর বেশি দিন নেই। কি মনে হয় আপনার, ডক্‌টর মজুমদার?

বিনয়ের চমক ভাঙল। কি জানে বিনয় এ সবের?

—আবার মেহ্‌রাও বললেন স্কর্চড আর্থের ভয়ের কথা।

কিন্তু শচীদা' দেরী করলে না—কারখানা দেখ্‌তে যেতে হবে। সরাসরি এরোড্রোমের কথা সে জিজ্ঞাসা করলে। মেহ্‌রা বল্‌লেন: এক আধটা নয়, অনেকগুলো এরোড্রোম হচ্ছে। চৌধুরী, এক-আধটা কন্‌ট্রাক্ট পেতে হবে বৈ কি? পাই যদি বিল্‌ডিং মেটিরিয়াল্‌স্ আপনার থেকে নোব, আর ন্যাশনাল ষ্টিল তো আছেই—তা বলাই বাহুল্য—যেমন আমাদের বরবর বিজনেস টার্মস আছে, থাক্‌বে। এর আর সন্দেহ কি? কিন্তু বাল্‌বের ব্যাপারটা কিন্তু আপনার দেখ্‌তে হচ্ছে—এবার পাচ্ছি তার কন্‌ট্রাক্ট। জাপানী বাল্‌ব তো আর বাজারে পাবে না।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে: কিন্তু ক' দিন? সব এরা পুড়িয়ে দিয়ে যাবে—অথচ কি ভাবে এই বাল্‌বের কারখানা আমাদের গড়তে হয়েছে, দেখছেন তো।

আর ছ' মাস সময় পেলে আমরা সব খরচ তুলে ফেলব—জানালে মেহ্‌রা।—মিলিটারিই বাল্‌ব্ এবার চাইছে।

বিনয় দেখল শচীপ্রসাদের কারখানাও—'এই কারখানা আমি যেদিন নিই ছ' বছর আগে সেদিন ইরা জন্মে। 'লাকি' মেয়েটা। তখন অবশ্য কিছু ছিল না এতে। এখনো গড়ছি'—

এই বিনয়ের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা। কলকাতার এসব কথা তুলেই বিনয় তর্ক করেছিল অমিতের সঙ্গে। তাতেই অমিত করেছিল সেদিন পরিহাস: দেশের লোককে আধ হাত কাপড় পরতে দেয় নি ইষ্টার্ণ টেক্‌স্‌টাইল্‌। এ দু' বছর কেবল মিলিটারি সাপ্লাই করছে। কলের মজুরদের একটা পয়সা মাগ্‌গী ভাতা বাড়ায় নি—নিজেরা যুদ্ধের অর্ডারে মুনাফা করেছে শতকরা তিন শ' পার্সেণ্ট। এই তো 'স্বদেশী' মালিক। তবু ওরা যদি কারখানা বাঁচাতে চায়—সে-সব দেশের ভিতরের দিকে সরিয়ে নিলেই পারে?—আসানসোল ঝরিয়ার দিকে, নাগপুর জামসেদপুরের দিকে? সরকারকে সে-সবের জন্য চাপ দিক—খরচ আদায় করুক, মালগাড়ী আদায় করুক। নইলে শুধু এসব কথা বলে লাভ কি? ব্যুরোক্রাসির কেমন বুদ্ধি লোপ পেয়েছে দেখছে তো; কখন কি করবে এই বান্‌চাল ব্যুরোক্র্যাসি ঠিক আছে কিছু?

বিনয় তাই শচীপ্রসাদকে এবার বললে: তোমরা তোমাদের কল-কারখানা সরাও না কেন—যেমন রুশিয়া করছে? এজন্যই কেন সরকারকে চাপ দাওনা? খরচটা আদায় করো, মালগাড়ী আদায় করো—

শচীপ্রসাদ হাসল।—যেন ওরা তোমার শ্বশুরকুল। নিজের বাড়ি ছেড়ে এসেছ—কেড়ে নিয়ে গেল, তার ক্ষতিপূরণের জন্য পথে পথে ঘুরছ—আর বলছ এসব কথা!

বিনয় সত্যই লজ্জিত হল। সে অমিতদের আজগুবি কথাতে কান দেয়। বাস্তব সত্য দেখে না সাম্‌নে। এ সরকার কেন শুন্‌বে এসব পরামর্শ? এ যে আজ ধৃতরাষ্ট্র!

সে বল্‌লে : একটা ব্যবস্থা করো তো এবার তার—ক্ষতিপূরণটা যাতে তাড়াতাড়ি পাই। মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখাশুনারও তো বন্দোবস্ত হল না।

—চলো কাল। মুরারি সেনকে নিয়ে যেতে হবে—অন্তত খাঁ বাহাদুর আর চাটুজ্জে সাহেব দেখা করবেনই। আর সব থেকে ভালো মেহ্‌রাকে বলছি। ঘোষ সাহেব তোমার খোদ কর্তা—অনেক মামলা করেছেন মেহ্‌রাদের। অমনি দেখা করবেন—মেহ্‌রা বল্‌লে। চলো কালই।

হেনা বল্‌লে : এই বল্‌লে না দাদা, মিত্তিরদের ওখানে যাবে কাল?

—হ্যাঁ, সে তো সন্ধ্যায়। সন্ধ্যায় যাবই হেনা—ঠিক বলছি।

পরদিন শচীপ্রসাদ বল্‌লে : তা হলে প্রথম কোথায় যাবে?

বিনয় বল্‌লে : রাজদরবারে, মানে, উজীরে হাজিরা দিতে।

—ও ছেড়ে দাও। সে মিষ্টার মেহ্‌রা বা সেনকে দিয়ে ফোন্ করিয়ে ঠিক করাব আগে। নইলে দেখেছ তো সেদিন কাণ্ড? ঘোষ সাহেব বাড়িতে দেখা করেন না। চ্যাটুজ্জে সাহেব রাত্তিরের পরে অত শীঘ্র ঘুম থেকে উঠ্‌তে পারেন না। আর খাঁ বাহাদুর? বাড়িতে তার এতক্ষণে আর ছুঁচ ফেলবার জায়গা নেই—ফুটপাত থেকে বাড়ির বারান্দা, বারান্দা থেকে ঘর, তারপর সিঁড়ির আনাচে-কানাচে, বস্‌বার ঘরে, খাশ কামরায়, একেবারে অন্দর মহলে, আমার মনে হয়—খাটের তলায়ও—সর্বত্র ওঁর উমেদার, তাঁবেদার,—আর পাওনাদারও।

বিনয় হাস্‌ল, বল্‌ল : তা হলে এখন কোথায় যেতে চাও?

—একবার চলো মেহ্‌রার সঙ্গেই দেখা করে ঠিক করি। অমনিতে জেনেও নেই—সেই কণ্ট্রাক্ট কিছু পেল কিনা।

আলীপুরে মেহ্‌রার বাড়ি। মেহ্‌রা তখনি এসে বস্‌বার ঘরে বসেছেন, ফোন ধরেছেন, নানা ব্যবসায়ের খবর নিচ্ছেন ফোনে। ফোনে কথা বল্‌তে বল্‌তেই শচীপ্রসাদ ও বিনয়কে নীরব হাস্যে সংবর্ধনা জানালেন—মাথা নেড়ে জানালেন নমস্কার। তারপর কথা শেষ করে ফোন্ রেখে বল্‌লেন: মিষ্টার চৌধুরী, এবার বাল্‌বের কারখানার মেটিরিয়াল্‌স্‌ও কিছু হাত করছি। মিলিটারিরই প্রয়োজন; তাই সব দেবে, ছোট খাটো যন্ত্রপাতি পর্যন্ত। সামনের সপ্তাহে তারা এসে যাবে কারখানা দেখতে। তার আগে একবার আপনি ভালো করে ইন্‌স্পেক্ট করবেন—মিষ্টার দত্ত কি করেছেন। এবার একটু মনোযোগ দিন আবার।

শচীপ্রসাদ তা ঠিক করে ফেলবে, জানালে। তারপর বল্‌লে: এদিকে আর একটা কাজ আছে। একবার ঘোষ সাহেবকে তো আপনার তাগিদ দিতে হয়—দেখাই করে না ভিটে-ছাড়া লোকদের কথা বল্‌লে।

মেহরা বল্‌লেন: ঘোষ সাহেব করবে কি? মন্ত্রী বলে? ওদের কে পরোয়া রাখে? মিলিটারির তো কথাই নেই। গবর্মেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়াই সব কাজ করছে। এই তো চালের ব্যাপার—শুনেছেন? ওদের 'বঞ্চনা নীতির' চাল-কেনা? শোনেন নি? আপনারা করছেন কি? কি করছেন মুরারিবাবু? তাঁর তো চালের কলও আছে? নাকের উপর দিয়ে লুঠে নিয়ে যাচ্ছে সব অন্যে।

শচীপ্রসাদ উদ্‌গ্রীব হল।—কি ব্যাপার?

মেহ্‌রা জানালেন: দিল্লী সরকার হুকুম দিয়েছে—খবরটা পেয়েছি আমি এপ্রিল মাসেই—বাঙ্‌লার বাড়তি চাল কিনে ফেলতে হবে। সব নয়—যে-সব জায়গায় জাপান আসতে পারে—তার মানে সমুদ্র উপকূলের জেলাগুলির চাল। দিল্লীর ঢালা হুকুম—বেঙ্গল গবর্মেণ্ট এজন্য যা টাকা চায় তা'ই পাবে, কিন্তু কাজটা সারতে হবে

তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি। বেঙ্গল গবর্মেণ্ট এজন্য তাদের এজেণ্ট নিযুক্ত করছে—এ কাজে ভালো কমিশনে। বরাবরকার সাহেব কোম্পানি মরিস্ উইল্‌সন্ আছে। কিন্তু মিষ্টার চৌধুরী, মরিস্ উইল্‌সন্‌কেও এবার ঠকিয়েছে—এজেন্সি পেয়ে গেল ইব্রাহিম ভাই এণ্ড কোং।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে: ইব্রাহিম ভাই? কি করে পেল তারা?

মেহ্‌রা বল্‌লেন: সেটাইতো রহস্য। ইব্রাহিমভাই ওরা তো চালের ব্যবসায় ছিল না। ছিল প্রথম চামড়ায়, তারপরে এলো আবার পাটের ব্যবসায়ে। তাও করিমভাইর পাশে পাশে। অবশ্য ব্যবসা ওদের বেড়ে গেছে। ওরা এখন লাট দরবারে, এদিকে-সেদিকে, সবটাতেই ঢুকে পড়েছে—অনেকটা ভীমানীদের মতো। তাতে এখানে-ওখানে ওদের চারদিকে ছাড়িয়ে গেছে ব্যবসা,—শুধু আফ্রিকা আর বোম্বাইএর আপিসে আবদ্ধ নেই। কিন্তু চালের কারবারে এল ওরা নোতুন। বিশেষ করে, আমি অবাক্। তোমাদের মন্ত্রীরা রয়েছেন—বাঙালী মন্ত্রী, বাঙলার চাল, বাঙালী চালের ব্যবসায়ীও আছে—অবশ্য তারা প্রায়ই শুধু আড়ৎদার, আর ধানকল চালায়—আমদানী-রপ্তানিতে সাহেব আর বোম্বাইওয়ালারাই বড়। কিন্তু তবু এই মন্ত্রীরা কি করে ইব্রাহিমভাইকে দিলে কণ্টাক্ট? সাহেব কোম্পানি নেয়, তা বুঝি—সাহেবরা দিচ্ছে। কিন্তু এই ইব্রাহিমভাইদের কি বলে দিলে কণ্টাক্ট?

—ওঁরা দিয়েছেন? মিলিটারি নয়?

—গবর্মেণ্ট অব বেঙ্গলের কণ্টাক্ট। তবে কি জন্য আমরা সেবার মোস্‌লেম লীগ মন্ত্রীদের তাড়াবার জন্য এত করলাম—হিন্দু সভা ও কংগ্রেসের মন্ত্রীত্বের জন্য খরচ করলাম? সেনের সঙ্গে এই মন্ত্রীদের লোকদের যদি খাতির থাকে—সেন আদায় করে নিক চালের কণ্টাক্ট। কোটি-কোটি টাকার কারবার। বলুন মিষ্টার

সেনকে—তার তো একটা চালের কলও আছে। নিন্, বলুন সেনকে এখনি।

মেহ্‌রা ফোন এগিয়ে দিলেন। শচীপ্রসাদ ফোন ছুঁলে, কিন্তু তুলল না, আগে বল্‌লে: কিন্তু মিষ্টার মেহ্‌রা, এরোড্রোমের কি হল? সেখানেও কি আমাদের ঠক্‌তে হবে নাকি?

মিষ্টার মেহ্‌রা জানালেন: বলেছিই তো, কিছু আদায় করব—তা ঠিকও প্রায় হয়েছে। আমি কণ্ট্রাক্ট সম্বন্ধে আমাকে বল্‌তে হবে না। আর আমি থাকলে আপনারাই রইলেন।

শচীপ্রসাদ এবার ফোন্ ধরলে। বিনয় ততক্ষণ মেহ্‌রাকে জিজ্ঞাসা করলে: আচ্ছা, এ চাল দিয়ে কি হবে?

মেহ্‌রার সমস্ত মন ফোনের দিকে—কান সেদিকেই রইল। তবু বিনয়ের দিকে ফিরে সস্মিত মুখে বল্‌লেন: মিলিটারির দরকার হচ্ছে তো।

—কিন্তু এযে অনেক চাল।

মেহ্‌রা হেসে বল্‌লেন:—মিলিটারিরও অনেক ক্ষুধা। তা ছাড়া চাল শুধু এখনকার জন্য নয়—ওদিকে দেশী-বিদেশী সব সৈন্য এখন ভাত মারছে—

শচীপ্রসাদ কথা শেষ করে বল্‌লে: আধ ঘণ্টার মধ্যে মিষ্টার সেন এসে যাচ্ছেন। আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে বুঝতে চান, সব শুন্‌তে চান।

মেহ্‌রা বল্‌লেন: খুব বেশি পরামর্শ করতে গেলে সময় থাকবে না। এখনি যে সব ওঁর কলকাঠি আছে তা টিপ্‌তে হবে। কোটি-কোটি টাকায় কারবার। দেখ্‌ছেন তো, আজ পৃথিবীর সমস্ত চালের দেশ জাপান দখল করে নিয়েছে। মিষ্টার চৌধুরী, আপনাদের তো চাল দিয়েই জাপান হাত করতে পারে—বলে মেহ্‌রা হাস্‌লেন। বল্‌লেন—আমরা কিন্তু গমের দেশের মানুষ—কানাডা অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার

জুড়ি। বুঝ্‌লেন, তুনিয়াতে এ লড়াইর রূপটা কি? গমে আর চালে লড়াই। বলে মেহ্‌রা পরিহাস করে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

—হিটলার কি খান? মুসোলিনিই বা খান কি?—শচীপ্রসাদও হেসে উত্তর দিলে।

পরিহাস চল্‌ল। মেহ্‌রা বিনয়ের সঙ্গেও স্বচ্ছন্দভাবে গল্প করছিলেন। মুরারি সেন এসে গেলে তাঁদের আলোচনা শুরু হল। ঠিক হল—না, এভাবে চলে না—একটা ভালো পলিসি আর প্ল্যান নিয়ে বাঙালার ব্যবসায়ীদের এগুনো দবকার—যত বোম্বাইওয়ালা আর গুজরাটীরা আজ দেশটাকে কী করছে! স্থির হয়ে গেল—এখনি সেন তাঁর চেনা পরিচিতদের কাজে লাগাবেন, দেখ্‌বেন, চালের অর্ডার যাতে তাদেব মেলে, মন্ত্রীদের রেহাই দেওয়া চল্‌বে না। কিন্তু সেনই বা অত টাকা পাবেন কোথায়? মেহ্‌রা বল্‌লেন: প্রথম তো এগোন্‌, তারপর পাঞ্জাব কমার্সিয়াল বাংক আছে—শেষে ইণ্ডিয়া বাংক, না পেলে সেনট্রাল বাংক, তখন ভাটিয়া আর মারোয়াড়ীদের সঙ্গেও কথা বল্‌বেন। নইলে এখনি তাঁরা খোঁজ পেলে নিজেরা সব মারতে চাইবে—দেখ্‌ছেন চিনির ব্যবসা? ওরা আপনাদের কোনো দিকে কি আর পথ রাখবে বাঁচবার?

মেহ্‌রা পাঞ্জাবী, কাজের লোক, সুপুরুষও রেল আর আর্মির কন্‌ট্রাক্ট ওর কাজ। তাই সাহেব ঘেঁষা। বাঙলা দেশে সে ভাটিয়া আর মারোয়াড়ীর ব্যবসা-পতিত্ব দেখ্‌ছে—দেখ্‌ছে বোম্বাইওয়ালা-দিল্লীওয়ালার দৌলত। কিন্তু বাঙালী কই? বাঙলার ইনডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে সে নতুন প্রবেশ করছে—বাঙালীর সঙ্গে মিশে। তাই সেনও চৌধুরী এদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ—অবশ্য ভাটিয়ারাও হাত বাড়াচ্ছে ওকে পাবার জন্য। উনি বুঝে সে দিকে পা ফেলেন।

বিনয় একবার জিজ্ঞাসা করলে: আচ্ছা, এত টাকা গবর্মেণ্টই বা পাচ্ছে কোথায়?

সেন হাস্‌লেন: কেন? ছাপা কাগজ তো,—ছাপলেই টাকা হয়।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে : যা মুশকিল হয়েছে আর বল্‌বেন না। কারখানায় লোকজন নোট নিতে চায় না।

—তাদেরই বা দোষ কি? কি এসব কাগজের দাম হবে, কে জানে?

শচীপ্রসাদ বল্‌লে : যদি এভাবে নোট ছাপা চলে তবে জাপান এলে রেজকিও হবে রাজা। যা কাণ্ড হচ্ছে—। আমি গেলাম জার্মানিতে যখন যুদ্ধের পরে মার্ক ফেল মারতে থাকে। সস্তায়ই যেতে পারলাম—ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিয়ারিং‌এর ট্রেনিং নোব। দেখ্‌লাম—তখন মার্ক ফেল মারল চোখের উপর। লক্ষ লক্ষ মার্কের থেকে এক টুকরো রুটি হল বেশি দামী।

সেন গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন : তাই ইনফ্লেশানের নিয়ম। দেখ্‌ছেন না, মিষ্টার চৌধুরী আজ নোট আর টাকায় তফাৎ কি? দুয়েরই দাম কমে গেছে। জিনিস পত্রের দাম যাচ্ছে বেড়ে—আগুন আর আগুন—দেখ্‌বেন আমি লিখেছি 'ন্যাশনাল ওয়েল্‌থে'।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে : ওদিকে আমার লোহার কারখানায় ওরা বল্‌ছে—চাল ডাল মাগ্‌গী ; আমাদের ভাতা দিন, মাগ্‌গীভাতা দিন।

সেন গম্ভীর হল : দু'বার তো আমরা বাড়িয়েছি ভাতা, তাই না?

—হাঁ, দুবারে প্রায় মোট সাড়ে আট পার্সেণ্ট বেড়েছে ;

—আবার কি চায়?—কণ্ঠ তার আশুতোষের মত গম্ভীর।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে : 'দেখ্‌ছেন তো চা'লের আটার দর'—বলে হিসাব দেয় তখনি। আবার এই টামের ষ্টাইক্ হল তো। এখনি সবাই নেচে উঠবে। ষ্টাইক্ তো ছোঁয়াচে রোগ। বল্‌বে, ভাতা বাড়াও।

—তা বল্‌লেই হবে নাকি? ট্রাম একটা মনোপলি কন্‌সার্ন—বিলেতি পুঁজির কারবার। আর আমাদের দেশী কারখানা। বরং বলুন, বেশ—'চা'ল দেবো আর ভাতা দোব না।' তাতে সব ভেগে যাবে। গোঁফের মধ্য দিয়ে হাসি ফুটে উঠ্‌ল সুতীক্ষ্ণ।

বিনয় বুঝলে মিষ্টার সেনের চালের কল আছে, তাই কি তিনি ভাতা বাড়াবার পক্ষপাতী নন,—চা'ল দেবার পক্ষপাতী? তার কলেরই চা'ল কাটতি হবে?

মিষ্টার সেন বল্‌ছেন: বল্‌বেন রেশন দোব। দেখ্‌বেন সব পালাবে। কেউ এ চাল খায় না ও চাল খায়, কেউ চাল খায় বেশি, কেউ আটা খায় বেশি, কেউ চাল কেনে না, জমি আছে তাতে চাল পায়,—এমনিভাবে বেধে যায় ওদের মধ্যেই এ নিয়ে গোল। আমাদের কাপড়ের কল এখন বেশ চল্‌ছে—ওরা নিজেরাই ঠিক করতে পারে না কিছু। নগদ টাকার উপর ওদের লোভ বেশি। চেপে থাকুন আপনি—আর ভাতা বাড়ানো চলে না!—একটু থেমে সেন বল্‌লেন: আর, সত্যি খাঁটি অর্থনীতির দিক থেকে মজুরী, ভাতা এসব বাড়ানো উচিতও নয়। কীন্‌সের নতুন বই দেখেছেন? 'হাউ টু পে ফর্ দি ওয়ার'—ছোট বই, এক শিলিং। জানেনই তো কীন্‌সের ব্যাপার। কিন্তু ওঁরা বেশ সম্‌ঝে নিয়েছে। একদিকে ভারতবর্ষ শুদ্ধ সব মরগেজ হয়ে গেছে আমেরিকার কাছে। শেষ সোনাটুকু পর্যন্ত আমাদের ফুঁকে দিয়ে যাচ্ছে; বল্‌ছে বিলাতের খাতায় আমাদের নামে ষ্টার্লিং জম্‌ছে। বিনি পয়সায় এদিকে আমাদের মাল যাচ্ছে যুদ্ধে—লিজ্‌ এণ্ড লেণ্ড হচ্ছে—সোনা পাচ্ছে সব আমেরিকা, আমরা পাচ্ছি কাগজ—নোট্‌ আর নোট্‌। আপনার জার্মানী হতে বাকী নেই আর—সব নোট। জিনিস চাই, কাজ চাই—ছাপাও নোট্‌।

বিনয় আশ্চর্য হয়ে শুনতে লাগ্‌ল মিষ্টার সেনের কথা—অর্থনীতির সবগুলি পথ তাঁর চেনা! এমন তার পাণ্ডিত্য—যেন আশুতোষের মতো।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে: যন্ত্রপাতি কিছু আন্‌তে দেবে না—না বিলাত থেকে, না আমেরিকা থেকে। অথচ আজ কারখানা বাড়াবার দিন! মেশিনারি আন্‌তে দেবে না।

মুরারি সেন হেসে বল্লেন :—পরশু এক ছোকরা এসেছিল। ব্লেড্ সান্ দেওয়ার এক রকম যন্ত্র তৈরী করেছে, এখন কিছু পুঁজি চায়। বল্লাম—যন্ত্র তো দেখছি ছারপোকা মারার মতো—'একটি একটি করিয়া ধরিয়া সাবধানতাপূর্বক পিষিয়া মারিতে হইবে।' তবে এ বাজারে তা-ও চলবে। বলেছি—বেশ তুমি এষ্টিমেট দিও—আমরা বুঝে দেখ্ব।

শচীপ্রসাদ বল্লে : এ সব যন্ত্র নাকি? মেশিনারি চাই।

মুরারি সেন বল্লেন—তা চাই, ব্লেডও চাই,—নইলে দাড়ি রাখতে হয়।—বলে হো-হো করে হাস্লেন মুরারি সেন।

মেহ্রা বল্লেন : আমার বন্ধু বেডী বল্বে—তাই ঠিক হবে।

একটু হাসি-গল্প হল। কিন্তু শচীপ্রসাদ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্লে : আমায় যেতে হবে। উঠে পড়ল সবাই; সকলেরই ওদের সময়ের দাম আছে। শচীপ্রসাদ গাড়ীতে উঠে বল্লে : বিনয়, একবার বোঁ করে টালিগঞ্জ ঘুরে আস্তে হয়। দেখে আসছি, কেমন চল্ছে কারখানা। না গেলেই কাজে ঢিলে দেবে, এতক্ষণই কি হয়েছে না জানি।

কারখানার তদারক শেষ করে ফিরতে ফিরতে বারোটা বেজে গেল। বিনয় ছু' চারটে বড় কারখানা দেখেছে, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ্ তার সুপরিচিত। সে তুলনায় ন্যাশনাল ষ্টিল সামান্য জিনিস—সবে গড়ে উঠ্ছে। শত তুই আড়াই লোক কাজ করে। বড় কথা এই, কাজ তারা করে। একটা কর্মতৎপরতার চিহ্ন কারখানার সর্বত্র। ছু' শিফ্টে কাজ হচ্ছে—তিন শিফ্টেও হবে শীঘ্র। দেখেই বুঝা যায়—ওর প্রথম কৈশোরে এ কারখানা পদার্পণ করছে। মানুষের দেহে যেমন সে সময়ে আসে চাঞ্চল্য, পরিবর্তন, ভাবী সম্ভাবনার আভাস—কারখানার গায়ে আজ তাই। এখানে নতুন একটা চুল্লি, ওখানে এখনো চল্ছে পুরনোটা—শচীপ্রসাদ সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে

বল্‌ছে : 'এইটা নিয়ে আরম্ভ—বছর ছয় পূর্বে। বলেছি, সে দিন ইরা জন্মেছিল, যেদিন আমি এ কারখানা কিনি—মেয়েটা পয়মন্ত—সবাই ভয় পেয়েছিল। চুল্লিটা কিন্তু সত্যই কাজ দিয়েছে অসম্ভব।' প্রত্যেকটি জিনিসের উপর শচীদা'র অসম্ভব মায়া আর সজাগ দৃষ্টি! কারখানায় ঢুকতেই তার চেহারা বদ্‌লে যায়—দৃঢ়তা আর কর্মিষ্ঠতা তার স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে কথাবার্তায়, কোথাও পরিহাসের তরলতা নেই—শাণিত, সচেতন; লৌহের মতই যেন শচীপ্রসাদের গঠন। বিনয় তাকে জানে—দৃঢ় বলেই জানে। কিন্তু সে যেন বর্মার সেগুনের দৃঢ়তা, তাতেও একটা প্রাণ আছে, একটা জীবনের খেলা আছে। এখানে ওকে দেখ্‌ছে—লৌহের মত—স্থির ধাতব উজ্জ্বল্যে সমুজ্জ্বল একখণ্ড মানুষ—যে মানুষ কাজ করে, কাজ চিনে, কাজ চায়।

—এ বেলা কাচের কারখানায় যাওয়া আর সম্ভব হবে না। তুমি রয়েছ, হেনা রেগেই খুন হবে দেরী হলে—এমনিতেই কি না বল্‌বে, ভাবছি। তার দাদাকে শুদ্ধ না খাইয়ে মারবার ফন্দি—রক্ষা আছে আর আমার? চলো বাড়ি; খেয়ে-দেয়ে নিইগে।

গাড়ী এল বাড়িতে। সত্যি হেনা রাগ করলে—বারান্দায় বেরিয়ে এসে বল্‌লে: আচ্ছা, আক্কেল তোমার।

শচীদা' হেসে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—এই নাও! কেমন?

বিনয় হেসে বল্‌লে: আক্কেল বলে আক্কেল, হেনা। কোথায় বাঙালী ব্যবসায়ীর কি, না, কি ওর মিলিটারি কন্‌ট্রাক্ট—তারপর আবার ওর টালিগঞ্জ। মাঝ থেকে বল্‌লে, আজ বেলা হয়ে গেল, তোমার কাজ আর হল না।

—ওঁর সঙ্গে বেরিয়েছ যখন, দাদা, তখনি জানি এই হবে।

শচীদা' হেসেই বল্‌লে: অতএব, তোমার সঙ্গেই বেরুনো ওর দরকার—কাজ হবে। তা হলে আর কি? এবার থেকে ভাই-বোনেই বেরিয়ে পড়ো।

হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে ওদের খাওয়া-দাওয়ার আরম্ভ হল, চল্‌ল, শেষ হল। বিশ্রামও করতে হল—মানে, যে বিশ্রামের বিনয় কোনো দিন প্রয়োজন দুপুরে অনুভব করে নি, সেই বিশ্রামের নামে করতে হল তর্ক হেনার সঙ্গে। অবুঝ হেনা কিছুতেই বুঝবে না ওর দাদার বিশ্রামের দরকার নেই, কিংবা কোনো সুস্থ পুরুষেরই দুপুরে বিশ্রাম দরকার হয় না। শচীপ্রসাদও দুপুরে বিশ্রাম করে না। 'ওঁর কথা শোনো', দাদা? ওঁর বাড়িতে বস্‌লেই কাজ নষ্ট হয়। আর দেখ্‌লে তো কোথায় সেন, কোথায় মেহ্‌রা—তাতে ওঁর সময় নষ্ট হয় না। কিন্তু মনে আছে তো সন্ধ্যায় যেতে হবে মিত্তির সাহেবদের বাড়ি?

শচীদা বল্‌লে: মিসেস্‌ মিত্তিরের বাড়ি, বলো। সন্ধ্যায় কেন, বলো তো এখনি যেতে পারি।

হেনা সকৌতুকে বল্‌লে: তা পার—যদি আমরা না জানি।

'কাল কিন্তু আপনার জন্য আমরা বসেছিলাম।'

স্মিত সলজ্জ হাস্যে চিত্রা বিনয়কে বল্‌লে। সুশ্রী সে, আর স্মিতহাসিনী, তরুণী। স্মিতহাসিনী কিন্তু মিতভাষিণীও। দেখ্‌লেই বোঝা যায়, মিষ্টার মিত্তিরের বোন্‌,—আর সে বুদ্ধিমতী। মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে, আছে সহজ শ্রী আর হ্রী, শোভনতা আর সংকোচ। বিনয়ের সঙ্গে তার এই প্রথম পরিচয় হচ্ছে। এ পরিচয়ের পিছনে যে উদ্দেশ্য আছে, তাও সে নিশ্চয় জানে। তাই সে হয়ে পড়ছে আরও একটু বেশি সলজ্জ, আর শোভনই—যে সংকোচকে বলে বুঝি ব্রীড়া।

বিনয় নির্বোধ নয়। হেনার প্রয়াস থেকে সে বেশ বুঝেছিল কি হেনার উদ্দেশ্যে, কেন এই পরিচয়ের আয়োজন। হেনাও তা বুঝিয়ে

দিয়েছে তার আগ্রহ দিয়ে আর নানা কথার আভাসে। বিনয় মনে মনে হেসেছে। কিন্তু কৌতূহলী হয়েছে, একটু আগ্রহও বোধ করেছে। আপত্তির কারণও দেখেনি। সত্যই তো, সে এবার স্থির হতে চায়। বর্মার পথে দেশে ফিরে সে বুঝেছে—বর্মা তার দেশ ছিল না, সেখানে সে যেন ভেসে বেড়িয়েছে। সে দেশে ভাব্ছিল—বিলাত যাবে কত কিছু হবে ; তার পরে অন্য কথা যা হয় ভাব্বে। আজ সে সব সম্ভাবনা আর নিকটে নেই। ফিরেছে বর্মা ছেড়ে, বর্মার বাড়ি ঘর, নিশ্চয়তা, সব চুকে গেছে। বুঝ্ছে এ দেশ তার ; এই ভারতবর্ষ তার দেশ। এখন তা হলে সে আর ভেসে ভেসে বেড়াবে কেন? সে স্থির হবে, স্থির হতে চায়। নিজ দেশে, নিজের ঘরে, নিজের লোক নিয়ে সে এবার দশ জনের মত মানুষ হবে না তো কি? এ দেশেরই দশ জনের একজন হবে বিনয়। আর তাই চায় হেনা—তার বোন্, চায় শচীপ্রসাদ। ওরা কত ভালোবাসে বিনয়কে। কী গর্ব হেনার দাদাকে নিয়ে—তার দাদা—ডাক্তার মজুমদার—যেমন সে কাজের মানুষ, তেমনি সে মানুষের মত মানুষ। শচীপ্রসাদ ছল করে খেপাত—কেবল বুঝ্লে না বর্মার মেয়েরা। না, বুঝেছিল? কি বলো হেনা?

হেনা কিন্তু সগর্বেই প্রতিবাদ করত—তোমাদের মত কিনা, দাদা? মেয়ে দেখ্লেই ছুটবে—

—মাডাম্,—শচীপ্রসাদ বল্ত—আমরা নির্বোধ। সাগর পর্যন্ত পাড়ি দিয়ে আমরা বর্মা যাই মরতে—সে পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে বর্মা ছেড়ে পালিয়ে আসছে এদেশে।

হেনা তার দাদার বিষয়ে গর্বিত। বিনয় তা বোঝে—হাসে, একটু তৃপ্তিও পায়। দশ জনের কাছে হেনা বলে তার দাদার কৃত গুণ। বিনয় কি সাধারণ মানুষ? মিষ্টার মিত্তিরেরাও হয়ত তা কতবার শুনে থাক্বেন। আর বিনয়কে তারাই বা নিতান্ত সামান্য

ভাব্‌বেন কেন? বিনয় তো নির্বোধ নয়। সে জানে, মিষ্টার মিত্তিরেরা দেখ্‌ছেন—বিনয় শিক্ষিত, কর্মঠ। তার ওপরে সব গেলেও তাঁর যে টাকা আছে তা কম নয়। অধিকন্তু তার অন্য কেউ পোষ্য নেই। একমাত্র আত্মীয় হচ্ছেন মিসেস চৌধুরী আর মিষ্টার এস্, পি, চৌধুরী, উঠ্‌তির মুখে যিনি আজকাল শিল্প-ব্যবসায়ে। না, বিনয়কে বাঙালা দেশে কেউ সামান্য বলে মনে করবে না। সেদিনকার মিসেস মিত্তিরের নিমন্ত্রণের আগ্রহ দেখেও বিনয় তা বুঝেছিল। আর মনে মনে একটু গর্বিতও বোধ করেছিল। বেশ লোক এঁরাও—মিসেস ও মিষ্টার মিত্তির। তাই বিনয় যখন পরদিন সন্ধ্যায় তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চল্‌ল তখন এ সব ভেবে একটু সঙ্কুচিত বোধ করছিল। কাল সে কথা রাখতে পারে নি; কাজটা অন্যায়ই হয়েছে।

মিসেস মিত্তির পরিহাস কুশলা। বিনয়কেই আজ তিনি তাঁর আদর আপ্যায়নের লক্ষ্যস্থল করলেন প্রথম থেকে। তাঁর এক পার্শ্বে বস্‌ল বিনয় আর অন্য পার্শ্বে হেনা। বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লেন মিসেস মীরা মিত্তির: আমি কাল ভাব্‌লাম, মিসেস্ চৌধুরী, ডক্‌টর মজুমদার বুঝি আবার বর্মায় রওনা হয়েছেন।

হেনা সহাস্যে বল্‌লে: মিসেস মিত্তির, মিথ্যা বলেন নি। কোথায় কি এরই মধ্যে আবার জুটিয়ে নিয়েছেন—সেই মিষ্টার মুরারি সেন, মিষ্টার ধর্‌ম্‌বীর মেহ্‌রা। আর যাচ্ছেন কোথায় ঘুঘুডাঙা, কোথায় চব্বিশ পরগনা।

বিনয় মনে মনে একটু লজ্জা পেল। কিন্তু বুঝ্‌লেও, হেনা তার দাদার কথা বাড়িয়ে না বলে পারে না।

মিষ্টার মিত্তির বল্‌লেন: মিষ্টার চৌধুরীরা 'কপি রাইট' করে নিয়েছেন বুঝি আপনাকে, ডক্‌টর মজুমদার? আর পারা গেল না—সর্বত্রই বিগ্ বিজনেস্-এর রাজত্ব।

বিনয় হেসে বল্‌লে : এদেশে কিন্তু "বস" আপনারা—ব্যুরোক্র্যাসি। তার মনে পড়ছিল বিহারী সেনের কথা, সুধার উত্তর 'গোলাম-বড় দেশের মানুষ আমরা'।

—মিষ্টার মিত্তির বল্‌লেন, তা'ই বা আমরা কি? আই-সি-এস্‌রা বরং কিছু—দেশী আই-সি-এস্‌রা অবশ্য আবার নয়।—বল্‌লেন হেসে আবার মিষ্টার মিত্তির।

মিষ্টার মিত্তির ভালো ছাত্র, কিন্তু আই-সি-এস্ হতে পারেন নি। এদেশের পরীক্ষায় তাঁকে মৌখিক প্রশ্নে ফেল করে দেওয়া হয়। সে দুঃখ তাঁর মনে রয়েছে। অবস্থা তখন তত স্বচ্ছল ছিল না যে বিলাত যান। পরীক্ষার ও বুদ্ধির জোরে তিনি অন্যদিকে বড় চাকরি লাভ করেছেন। আর তাই মীরা দে'র সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তিন পুরুষের এটর্ণী সেই দর্জিপাড়ার দে'রা—তাঁদের মেয়েরা আগে মোটরে পর্দা টাঙিয়ে বেরুতেন, পরে মীরার মত পড়ত লরেটোতে আর ঘরে; এখন তার বোন্ ধীরার মতো পড়ে লরেটোতে আর ইউনিভার্সিটিতে।

—দেশী আই-সি-এস্!—মীরা মিত্তির হেসে বল্‌লেন—দেখছি তোমাদের সে ছোট রাজাদের মহিমা। সিমলা দিল্লীতে তো তারা কেরানীখানার আমলা। কে খোঁজ রাখে? এখানেই বা কি? সতীকে বললাম সেদিন—'চল্, ছ'টার শো'তে।' বলে, 'না ভাই, আজ পীরজাদার বাড়িতে টি পার্টি, ওঁকে থাক্‌তেই হবে, উনি হলেন তার ডিপুটি সেক্রেটারি। আর আমি না গেলে পীরজাদা 'মাইণ্ড' করবে না?' বুঝ্‌লে তো পজিশ্যান? আর এই তো পীরজাদা—ইংরাজিতে নাম সই করতে শিখেছিলেন। এখন তেমন-তেমন সিনিয়র আই-সি-এস্‌এর কাউকে পাঠান চাটগাঁ, কাউকে রঙ্গপুর। দুঃখ হয় দেখ্‌লে।—মিসেস্ মিত্তির দেশী আই-সি-এস্‌দের জন্য সত্যই দুঃখিত বোধ করলেন বোধ হয়—'অমন সব ভদ্রলোক।'

মিষ্টার মিত্তিরও খুশী হলেন এ ধরণের কথায়। তবে বেশ নরম করে তাঁর ব্যঙ্গ জানালেন: তা বল্‌লে হবে কি? হেভ্‌ন্ বর্‌ন্ সার্ভিস্।

বিনয় বল্‌লে: ফর ব্রিটিশ-বর্‌ন্ মেজেষ্টিস্।

মিষ্টার মিত্তির প্রীত হলেন এই মন্তব্যে। তাঁর চোখে দেখা গেল একটু বুদ্ধির আর কৌতুকের শান্ত ঝলক্। বল্‌লেন: সেও তো ভালো ছিল। এখন যে হয়েছে ফর্ ষ্টিল্-বর্‌ন্ ডিমোক্র্যাসি।—বল্‌তে লাগলেন মিষ্টার মিত্তির—শুন্‌লেন তো মিসেস্ রায়ের কথা—পীরজাদার পার্টিতে তাঁর থাকতে হবে—তার ফোর্থ বেগমকেও রিসিভ্ করতে হবে। অথচ অজিত রায়—মিষ্টার এ কে, রায়—প্রসিদ্ধ ছাত্র আমাদের সময়কার। বাবা তাঁর ভালো এ্যাড্‌ভোকেট পাটনা হাইকোর্টের। সে এখন হল পীরজাদার ডিপুটি সেক্রেটারি। ভাবুন তো ব্যাপারটা? কাজ কর্মে লেখাপড়ায়, মানে মর্যাদায়, জ্ঞানে গুণে আর ভব্যতায় শীলতায়, ভাবুন তো তফাৎটা! বল্‌লে সেদিন অজিত, 'এক-এক সময় সব ছেড়ে-ছুড়ে দিতে ইচ্ছা করে। কিছু বোঝে না, কিছু করে না, কিছু শোনে না। কতকগুলো এম-এল-এ আর ঘুষের দালাল আবার জুটেছে। তাদের কথা মত হুকুম হবে—মাথা মুণ্ডু কিছু নেই।'—সত্যি, দেখুন তো, পরীক্ষা নিয়ে বাছাই করে তোমরা করো কর্মচারী। আর মুনিবের বেলা না আছে লেখাপড়ার বালাই না কারেক্টারের! শুধু ভোটের মালিক হলেই মন্ত্রী হল? না, যাই বলুন, এদেশে ডিমোক্র্যাসির কোনো মানে হয় না।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে: কোনো দেশে হয় নাকি মানে, মিষ্টার মিত্তির? হলে হিট্‌লারের দরকার হত না,—দেখেছি তো জার্মানিতেও আগে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দশা।

মিষ্টার মিত্তির কিন্তু অতটা মানলেন না। তিনি ব্রিটিশ লিবারলদের ভক্ত। তিনি বল্‌লেন: দেখুন, তা ঠিক নয়। ডিমোক্র্যাসিই

আসল জিনিস—তবে দেশের লোককে তার উপযুক্ত হতে হয় তার আগে।

—কোনো দেশ তেমন উপযুক্ত হয়? হয় না। আমেরিকা ধরুন্, ব্রিটেনের কথা ধরুন্,—চার্চিলও নাকি ডিমোক্র্যাট?

মিষ্টার মিত্তির তা মানবেন না। বল্‌লেন: তবু দেখুন এই যুদ্ধকালেও ওদের খবরের কাগজে স্বাধীন মত বেরোয়, হারজিত নিয়ে কড়া মোলায়েম সমালোচনা হয়, পার্লেমেণ্ট চলে, যুদ্ধের ভুল নিয়ে বড় তর্ক সেখানে হয়—যদিও লণ্ডনে বোমা পড়ছে তখনো।

—আর যুদ্ধের নামেই এসব সব বন্ধ করছেন ওরাই আমাদের দেশে—এই তো ওদের ডিমোক্র্যাসি—বল্‌লে বিনয়।

মিষ্টার মিত্তির বল্‌লেন: সে ওদের ইণ্ডিয়ান পলিসি। কিন্তু কি হবে এ দেশে বলুন? আছে তো এ্যাসেম্‌ব্লি কাউন্সিল, আছে মন্ত্রী, সবই আছে তো কিছু কিছু। কিন্তু দেখুন এম্-এল্-এ-দের, দেখুন মন্ত্রীদের। এরা না থাক্‌তে কাজ এক রকম চল্‌ত আগে। ব্যুরোক্র্যাসি অন্তত কাজ করতে জানে—

বিনয় এবার হেসে বল্‌লে: বর্মায় থাক্‌লে এ বিশ্বাসও আর এবার আপনার টিঁক্‌ত না, মিষ্টার মিত্তির।

মিষ্টার মিত্তির স্মিতহাস্যে বল্‌লেন: এখানেই আর ক'দিন টিঁক্‌বে জানি না, যা দেখছি।

কিন্তু বড় বেশি রাজনীতিক আলোচনা হচ্ছে। মিসেস্ মিত্তিরের ভালো লাগ্‌ছিল না। হেনা চিত্রা ওরা শুন্‌ছে, কিন্তু এসব বিষয়ে কথা বল্‌তে পারছে না কিছু। মীরা মিত্তির ড্রয়িং রুমের তত্ত্ব জানেন—যে করেই হোক্ এই আলোচনার মোড় তাঁকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। কি করবে, কি কথা বলে মীরা ঘোরবে সে মোড়?—কোন্ পরিহাসে, কোন্ বুদ্ধি-তীক্ষ্ণ মন্তব্যে? মীরা ভাব্‌ছিল—মুখে হাসি, কিন্তু মনে তার ভয়ানক চিন্তা—কি ভাবে সে মোড় ঘোরাবে। এই

তো, এই তো পেয়ে গেল সে সুযোগ। বিনয়ের কথা শুনেই মনে হল তাঁর—বর্মা! বর্মা! দীর্ঘজীবী হোক বর্মা।

মিসেস্ মিত্তির বল্লেন: এখন কিন্তু সবাই বুঝে গেছে বর্মার ব্যাপার। আশ্চর্য্য, আপনারা এলেন কি করে?

বিনয় হাস্‌ল, বল্‌লে: সত্যি কথা বল্‌বে?—আপনাদের টানে।

পরিহাসে খুশী হয়ে উঠলেন মীরা মিত্তির। এই তো এসে গেছে তারা আলোচনার ঠিক জায়গায়। বল্‌লেন: আমাদের? না বিশেষ কারুর?

বিশেষ আছে বৈ কি? বিশেষ একটি লোকের প্রাণের দায়ই আসল কথা—

—সে লোকটি কে?

—বিনয় মজুমদার।—বল্‌লে বিনয় হেসে। হাস্‌ল সবাই।

—অতই বা তার ভয় ছিল কি? আপনি যখন এলেন তখনো তো রেঙ্গুন ওরা ছাড়ে নি—বল্‌লেন মিষ্টার মিত্তির।

—না। তবে বুঝেছিলাম, আপনাদের ব্যুরোক্র্যাসির এফিসিয়েন্সি। রেঙ্গুন কেন, কিছুই ওরা রাখতে পারবে না।

—কিন্তু কি করে এমন হল?

মিসেস্ মিত্তির দেখ্‌লে মোড় ঘুরে গেল গল্প ও আলোচনার। আর কথা নেই—বিনয় এবার হয়ে উঠেছে তার ড্রয়িং রুমের এই সন্ধ্যার হেরো—ঠিক যেমন মিসেস মিত্তির চেয়েছিলেন, চেয়েছিল হেনা, চেয়েছিল সবাই তারা। আর বিনয়ও চেয়েছিল হয়ত মনে মনে। যে বর্মার গল্প সে মিষ্টার সেনের নিকট করতে চায় নি চাঁপাডাঙায়, করে নি মোহনবাবুদের বাড়ি, তাই বিনয় এখন বেশ তৃপ্ত মনে করতে লাগ্‌ল। বেশ বুদ্ধিমানের মত তার বলবার ধরণ—খুব বেশি উৎসাহ বা উদ্‌গ্রীবতা নেই গল্প বল্‌তে; যেন যা ঘটেছে তা বলতে হবে বল্‌ছে,—বল্‌ছে সংযত ভাষায়, সভ্য মানুষের মত।

মিষ্টার মিত্তির খুশী হচ্ছিলেন শুনে। আর মিসেস্ মীরা মিত্তির নিশ্চিন্ত হয়েছেন দেখে। তার প্রথম লক্ষ্য তিনি সিদ্ধ করেছেন। এখন দ্বিতীয় লক্ষ্য—এরই মধ্যে এক সময় তিনি নিজে চলে যাবেন পশ্চাৎ ভূমিতে, আর বিনয়ের পার্শ্বে এসে যাবে চিত্রা—মানে, একটু কাছে যাতে দু' জনায় অন্তত দু' একটি কথা হয় পরস্পরের সঙ্গে, বিনিময় হয় একটু দৃষ্টির, একটু হাসির। আর তারপর? তারপর—তা জানেন মীরা। আর হেনা হবে তাঁর সহায়, সে কথাও জানেন তিনি। এখন শুধু সেই দ্বিতীয় স্তরটিতে তুলে দেওয়া তার সন্ধ্যার আয়োজন। কি বুদ্ধি সে অবলম্বন করবে? যেন বুদ্ধির অভাব মীরার! এই তো চা নিয়ে এসেছে 'বয়'। মীরা মিত্তির উঠে গেলেন। বিনয়ও নিজ থেকেই থাম্‌ল একটু—বুঝলে চায়ের জন্য মীরা মিত্তির উঠেছেন, কিন্তু তাঁর কান বিনয়ের কথায়। বিনয় গল্প বলে চল্‌ল—শুনছে; না, সবাই শুনছে তাঁর কথা।

বিনয় চা তুলে নিলে কখন। শচীপ্রসাদের পেয়ালায় চা ঢেলে দিতে দিতে মিসেস্ মিত্তির কি পরিহাস করলেন, বিনয় তা ধরতে পারল না। মিষ্টার মিত্তিরকে বল্‌ছিল সে ওদিক্‌কার সাহেব কর্মচারীদের ত্রাস ও মূঢ়তার কথা। আর লোভের কথাও; অন্যায়ের ও অবিচারের কথাও। মিষ্টার মিত্তির বলছিলেন: এফিসিয়েন্সি একেবারে খুইয়ে বসেছিল ওরা। এখানেও তাই হচ্ছে। এডমিনিষ্ট্রেশ্যানে ঘুণ ধরেছে।—এইটাই মিষ্টার মিত্তিরের বড় কথা—এফিসিয়েন্সি চাই। নইলে সব নষ্ট হয়।

বিনয় বল্‌তে লাগ্‌ল তারই নানা গল্প। বোমা পড়তে-না-পড়তে প্যাক্ করে প্রথম পালাল সাহেবরা—বড় বড় আপিসের বড় বড় 'বস্' তারা।

মিষ্টার মিত্তির হেসে বল্‌লেন: মানে, বিলিতী মারোয়াড়ীরা।

বিনয় হেসে বল্‌লে: যেমন খুশী বলুন। কিন্তু সাহেব ব্যুরো-ক্র্যাটও পালাতে কম ওস্তাদ নয়।

এ গল্প জম্‌ল আরও।

মীরা মিত্তির নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন। চা নিয়ে এসে তিনি বস্‌লেন এবার মিষ্টার চৌধুরীর পার্শ্বে। তখন চিত্রাব হাত দিয়ে এাগয়ে দিতে লাগ্‌লেন বিনয়কে স্যাণ্ডউইচ্। —নো থ্যাংকস,—বল্‌লে বিনয় একটু পবে—কত খাব আর?—ভালো কবে তার চোখ পড়ে নি তখনো কে এগিয়ে দিচ্ছে খাদ্য। মিষ্টার মিত্তিবেব কথায় সুমিষ্ট কৌতুক আছে—যাকে বলে উইট্, তাই গল্প ভালো লাগ্‌ছিল। আব তারপবে এক সময়ে বিনয় দেখ্‌লে—তাইতো ওব পার্শ্বে বসে ওব গল্প শুনছিল একদিকে মিষ্টার মিত্তিব আব অন্য দিকে চিত্রা। মধ্যে কখন মিসেস্ মিত্তির শচীপ্রসাদকে নিযে পডেছেন পবিহাসে। আর তাতেও আবার মিষ্টাব মিত্তিব হেনাকে নিয়ে দিয়েছেন যোগ। এখন গল্প বল্‌ছে বিনয় আব শুন্‌ছে চিত্রা। একটু থেমে গেল বিনয় আপনা থেকেই তা দেখে। কি কববে বিনয? কি বল্‌বে বিনয়? চিত্রা তাব পার্শ্বে, আর খুব জোর কবেই চিত্রা চেষ্টা কবছে তাব সলজ্জ সঙ্কোচ গোপন কবতে। কি বল্‌বে বিনয়? ইংবাজি উপন্যাস থেকে একটা কথাও মনে এল না। ওড্‌হাউস্ ওড্‌হাউস্—কোথায় গেল?

বিনয় বল্‌লে: আপনিই বুঝি একা শুন্‌তে শুন্‌তে পালাতে পারলেন না, মিস মিত্তির?

সলজ্জ চিত্রা বল্‌লে: বাঃ, পালাব কেন?

—শুনেছিলেন? আগা-গোডা? ঘুম পায় নি?—বিনয় পরিহাসে স্বচ্ছন্দ হতে চায়।

চিত্রা একটু আরক্তিম হয়ে উঠ্‌ল: ঘুম পাবে কেন?

—ঘুম-পাডানি গল্প বলে।

চিত্রার লজ্জা সুন্দর হয়ে উঠ্‌ছে: একে ঘুম পাড়ানি গল্প বলেন? শুন্‌লে যে রাত্রিতেও বরং ঘুমই পালাবে। কি ভয়ঙ্কর কষ্ট গেছে আপনাদের। কি করে পারলেন এত সহ্য করতে?

বিনয় বল্‌লে : বলেছি—আপনাদের টানে।

চিত্রা এবার লজ্জায় সত্যই আরক্তিম হয়েছে। বিনয় বুঝ্‌লে—এবার একটু সংযত হতে হয় আবার। বিনয় বল্‌লে : তখন ভাবছিলাম, কি করে দেশে পৌছুব। দেশে পৌছুলেই বাঁচলাম। এ নিয়ে আবার গল্প করতে বসব, ভাবিও নি।

চিত্রা বল্‌লে : কাল কিন্তু আপনার জন্য আমরা বসে ছিলাম।

—আমার জন্য?—বিনয় যেন পুলকিত হল, বল্‌লে—কেন?

—সবাই শুনতে চাই যে আমরা বর্মার কথা।

বিনয়ও একটু উৎসুক হল। বল্‌লে : 'সবাই' আবার কে কে?

—আমার বন্ধুরা এসেছিলেন—ইউনিভার্সিটির মেয়ে দু'জনা—একজনা বৌদির বোন্ ধীরা, আর জনা আমার বন্ধু মণিকা।

—আপনারা এক সঙ্গে পড়েন বুঝি, মিস্ মিত্তির? কি আপনাদের সাবজেক্ট?

আমি আর্ট ও আর্কিয়োলজি হিষ্টরি—ওরা ইকোনোমিক্স্ পলিটিক্স্।

যাক্, বাঁচা গেল—আপনি তো পলিটিক্স্ পড়েন না?

চিত্রা একটু বিস্মিত হল : না। কিন্তু বাঁচা গেল কেন?

—বাঁচা গেল না? বর্মার পথে ভাব্‌লাম, দেশে পৌছুলেই বাঁচব। দেশে ফিরে দেখ্‌ছি—আমার মৃত্যু। আমি পলিটিক্স্ বুঝিই না, এদেশে সব পলিটিক্স্—খেতে পলিটিক্স্, শুতে পলিটিক্স্, উঠ্‌তে পলিটিক্স্, বসতে পলিটিক্স্। বাপেরা করে পলিটিক্স্, ছেলেরা করে পলিটিক্স্, পুরুষরা করে পলিটিকস্, আর মেয়েরা তো পলিটিকস্ ছাড়া অন্য কিছুই করেন না। অথচ—আমি পলিটিক্স্ বুঝি না।

চিত্রা হাস্‌ল, বল্‌লে : আমিও কিন্তু পলিটিক্স্ বুঝি না।

—বোঝেন না? সত্যি?—বিনয় সকৌতুকে বল্‌লে। সে শুনে খুশী হল। খুশী হল বিনয়, তার মনে পড়ছিল সুধার সঙ্গে প্রথম দিনের কথা। আশ্বস্ত হল—যাক্, চিত্রা মেয়ে, মেয়েই; মেয়েই

থাকতে চায়। বিনয় আশ্বস্ত হল—আর মনে মনে একটু নিরাশ হল না কি?—প্রত্যাশা করেছিল কি চিত্রাও সুধার মতোই তাকে এ কথার জবাব দেবে—সপ্রতিভ সহজ সে রকম কোনো সুস্পষ্ট উত্তর?

চিত্রা বল্লে: আমার ওসব ভালো লাগে না। মেয়েরা টানাটানি করে ক্লাশে। আমি বলি, বুঝি না, ভাই।

কি ভালো লাগে চিত্রার? বিনয় জানে কি তার ভালো লাগে। শুনেছে। গান চিত্রা গাইতে জানে—চমৎকার নাকি তার গলা। কিন্তু বিনয় তাকে কি অনুরোধ করতে পারে তাই বলে আজই গাইতে? না, না, তা বোধ হয় ঠিক হবে না। বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। বিনয় বল্লে: আপনার বুঝি গান ছাড়া কিছু ভালো লাগে না? চিত্রা যেন লজ্জিত হল:—না, তা নয়। ভালো লাগ্‌বে না কেন? তবে সব জিনিস যে বুঝতে পারি না।

—দরকারই বা কি অত বুঝ্‌বার সব—অমন গান যখন জানেন?

চিত্রা বল্লে: গান আপনার খুব ভালো লাগে বুঝি?

—আমার? জানি না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন—ফেল করব, না, পাশ করব জানি না।

আবার লজ্জায় একটু আরক্তিম হল চিত্রা: কি যে বলেন?

এগিয়ে এল হেনা, কিছু একটা গাইবে না তুমি চিত্রা এবার?

—না, না, আজ নয় মিসেস্ চৌধুরী।

কিন্তু এসে গেল মীরা মিত্তিরও।—গাইবে বই কি। কেন? সঙ্গত নেই? তবু গাও—যা হয়।—চিত্রা গাইবে, এ তার প্ল্যান আগে থেকেই রয়েছে। আর চিত্রাই কি তা জানে না?

গাইতে হল চিত্রার। আর বিনয় শুন্‌ল—বুঝলে যে এতক্ষণে সত্যকারের চিত্রাকে সে দেখ্‌ল।

একটি আশ্চর্য কণ্ঠস্বর নীল ভয়েলের শাড়ীর মধ্যে,—শাদা জড়ি বাঁধানো পাড়ের শাড়ী—একটি কণ্ঠস্বর যেন নীল আকাশের তলে।

কালীধনবাবুর সঙ্গেও এখন বিশ্বাসের কারখানাটা দেখ্‌বার বন্দোবস্ত করব 'খন—এক সঙ্গেই যাব। আমার কথা বলছ? তুমি ব্যবসায়ে থাকলে আমি কি দূরে বসে থাকব? তবে দেখ্‌তে হবে তোমাকেই।

—সে তো বুঝ্‌ছি। কিন্তু সে ব্যবসা নিলেও একটু দেরী হবে যে আমার কলকাতা আস্‌তে। বেশি নয়—ধরো, এক মাস। মানে, ওখানে গিয়ে ক্ষতিপূরণ-টরণ পাওয়া, লোকজনদেরও তা আদায় করে দেওয়া—কিছু ওষুধ, তাদের কিছু কাপড়-চোপড় দেওয়া—সাম্‌নে বর্ষা, ওরা কি খাবে, কি পরবে এবার?

বিনয়েরও প্ল্যান আছে নাকি? শচীপ্রসাদ থাম্‌ল। কোথায় যেন তার ধ্যান বাধা পেল। বল্‌লে: অত করতে গেলে তোমার কিছুই করা হবে না। কারখানা গড়া এত সহজ কথা নয়—ওসব ছাড়ো। না হলে যাও, ফেলে রাখ টাকা ব্যাঙ্কে। কিম্বা ইন্‌ভেষ্ট করো।—ইন্‌ডাষ্ট্রি গড়া শুধু টাকা ফেল্‌লেই হয় না; খাট্‌তে হয়, গড়তে হয়।—কত টাকা পাচ্ছ?

—নগদ তো বেশি ছিল না,—পাইও নি তখন। সব শুদ্ধ লাখ দেড়েক হবে—সুদে আসলে। বর্মার বাড়ি তিনটেতেই তো বাবা বেশি টাকা খরচ করে যান।

—এখন তাতে জাপানীরা নিশ্চয়ই খানা-পিনা করছে। করবেই বা না কেন? দেশের বাড়িতে করছে 'টমি'রা খানা-পিনা—বর্মার বাড়িতে জাপানীরা—এই হল আমাদের দশা। এখন ওই ব্যাঙ্কের টাকাটাই তো সম্বল—বেশ বুঝে সুজে আরম্ভ করো।

বিনয় বল্‌লে: একটা কথা ভাবছিলাম—কারখানা করব, কিন্তু যদি জাপান এসে যায়—তোমরা তো বল্‌ছিলে। তখন?

শচীপ্রসাদ ফিরে তাকাল বিনয়ের দিকে, হাস্‌ল। গাড়ী থেকে নাম্‌তে-নাম্‌তে বল্‌ল—তখন কি থাক্‌বে কেউ জানে না। ওই ভাবনা

ছেড়ে দাও। জাপান আসার ভয়ে কেউ একটা বিলাতী ব্যাঙ্কেরই কি টাকা তুলেছে? না, কারবার গুটিয়েছে? তোমার যেমন কথা।

জীবন চক্রবর্তীর মায়ের সঙ্গে বিনয় দেখা করতে গেল—গাড়ী গলিতে ঢুকল না। শচীপ্রসাদ গাড়ীতে রইলেন।

একটি মহিলা দোর খুলে দিলেন। বছর কুড়ি বয়স। বিনয় বর্মা থেকে এসেছে শুনে তাড়াতাড়ি বল্‌লেন: বসুন।

বিনয় ভিতরে প্রবেশ করলে। বোধ হয় ইতিপূর্বে সেখানে বসেই মহিলাটি কিছু কাঁথা ও ছেলে-পিলের জামা সেলাই করছিলেন। তা মেঝে-পাতা মাদুরের উপর রয়েছে, দু'হাতে তা সরিয়ে নিলেন। একখানা টিনের চেয়ার এগিয়ে দিলেন এক কোন থেকে। বিনয় বস্‌ল। দেয়ালের কলুঙ্গিতে তাকে এখানে সেখানে বই রয়েছে—মলিন জীর্ণ, কিন্তু সযত্নে গোছানো। চারদিকেই তাদের অভাব স্পষ্ট। মেয়েটি তাতে যেন লজ্জিত, অপদস্থ। তা সে মুছে ফেল্‌তে চায় তাড়াতাড়ি, তার সমস্ত অপ্রতিভ আচরণের মধ্য দিয়ে সেই সত্যই আরও প্রকট হয়ে পড়ছিল বিনয়ের চোখে। ঘর থেকে বেরিয়ে মহিলাটি ডাকলেন ভিতরের ঘরে—পিসি মা, বোধ হয় সেই ডাক্তার সাহেব বর্মার।

বেশভূষা সামান্য সাম্‌লেই এক বিধবা বিনয়ের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরও বয়স বেশি নয় জীবন চক্রবর্তীর মা নিশ্চয়ই। রূপসী কোনকালে ছিলেন না, কিন্তু স্বাস্থ্য হয়ত ছিল—আর ছিল শ্রী। স্বাস্থ্য যাচ্ছে, কিন্তু শ্রী ও লাবণ্য আজও স্পষ্ট। বিনয় উঠে প্রণাম করলে। বল্‌লে—আমি বিনয়কুমার মজুমদার, বর্মার ডাক্তার। আপনার চিঠি পেয়েছি, দেখা করতে এলাম।

এক নিমেষ চুপ করে থেকে বিধবা বল্‌লেন: আপনার মনে আছে।—বলে যেন কি শুনবার অপেক্ষায় রইলেন।

—মনে থাক্‌বে না কেন ? কিন্তু কিছু তো জানতে পারিনি আর। তবে এখানকার বর্মী পরিচিতদের সঙ্গে আমি এখনো বিশেষ দেখা করে উঠতে পারি নি। প্রথমেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম—নতুন কিছু খবর পেলে আমিই পরে আবার জানিয়ে যাব।

উদ্‌গত অশ্রু এবার আর জীবনের মা সংবরণ করিতে পারলেন না। —খবর আর কি পাবেন ? সবারই এক কথা—'জানি না।' 'শুনি নি তার কথা।'

বিনয় চুপ করে রইল। কিছু বল্‌তে তো হয়। বল্‌লেওঃ হয়ত কিছুকাল পরে রেড্‌-ক্রসের মারফৎ জানা যাবে যদি বন্দী হয়ে থাকে।

—সে খবর কতদিনে আস্‌বে ?—রেড্‌-ক্রস সম্বন্ধে তিনি একটু উৎকণ্ঠা দেখাতে সে সম্বন্ধে বিনয় তাঁকে কথা বল্‌তে লাগল। নতমুখে শুনে গেলেন বিধবা। বিনয় বুঝলে দুয়ারের পাশেও আরও কেউ হয়ত অপেক্ষা করছে। হয়ত সেই প্রথম দেখা মহিলাটি, হয়ত বা জীবনের স্ত্রী। কোথায় জীবন চক্রবর্তী, আর কোথায় এই পরিবারের এই উদ্দেশহীন অপেক্ষা ?

জীবনের মা বলছেন: গেল বার বিয়ে করে গেল। বল্‌লাম, বউ নিয়ে যা। বলে, সে দেশে আমি বউ ব'য়ে ফিরি! তুমি চল তা' হলে।—যাই কি করে তখন ? ছোট জা'র তখন ছেলে হবে। ঠাকুর ছিল, দেবসেবা ছিল, গরুও আছে। সংসারে কিছু না থাক্‌, এগুলো তো আছে—আমি যাই কি করে ? সবই তো আজও আছে সংসারে—আমি যে ওর কোনো খোঁজ পাই না। হরিনাথ ঘুরে ঘুরে কোথা থেকে আপনার ঠিকানা বের করে আন্‌ল—

এ কাহিনীও বিনয়ের পক্ষে নূতন জানা নয়। চোখের সামনে সেই পুরনো ট্রাজিডির এই দৃশ্য আবার খুলে গেল। বিনয়ের মনে হল বর্মার কথা। নতুন করে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলে—কেন ? কেন এই দুঃখ এদের ?

জীবনের মা বল্‌ছেন : জীবন বলেছিল—মা ওখানে যাবে কি? দশটা বছর অপেক্ষা করো, তার বেশি নয়। তার বেশি আমি চাই না—ফিরব আমাদের গ্রামে, ডাক্তারখানা দোব, ডাক্তারি করব ;—শুধু দশটা বছর।

আবার তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে এল। বিনয় উত্তর দিতে পারল না। এ আশা আর স্বপ্নও বিনয় জানে, চিনে। কয়েকটা বছর বর্মায়, তারপর দুহাত ভরে সোনা নিয়ে ফিরব দেশে—দু হাত ভরে, কিংবা দু মুঠো ভরে,—একই কথা। সেই আশা, না লোভ—স্বপ্ন, না স্বর্ণমৃগের সন্ধান,—এই কি ছিল আমাদের সকলের কাছে বর্মা? শুধু একটা সোনার খনি—ঐশ্বর্য কুড়োবার জায়গা? লোভেরই তাই জয় হয়েছে।—কিন্তু শুধু কি লোভের? পরিশ্রমের নয়? পৌরুষের নয়? মানুষের নয়?—বিনয় জিজ্ঞাসা করলে নিজেকে।

কি লোভ ছিল জীবন চক্রবর্তীর? কত সামান্য ছিল তার আশা—শুধু আপনার পরিশ্রমে কিছু সঞ্চয় করে ফিরবে দেশে, ডিস্‌পেন্সারি দেবে, ডাক্তারি করবে। শুধু এই সামান্য ছিল তার স্বপ্ন। বাঁচবার অধিকার, আপনার আত্মীয়বর্গকে বাঁচাবার অধিকার—তার বেশি জীবন চক্রবর্তী চায়নি। হয়ত চাইত, ক্রমশই চাইত—যেমন বর্মায় পা বাড়িয়ে ক্রমশই আরও অনেকে-অনেকে চেয়েছে। চেয়েছে, পেয়েছেও। আর সেই পাওয়ার নেশায় চাওয়ার নেশা বেড়ে উঠেছে ; চাওয়ার তাড়নায় পাওয়ার উন্মত্ততা বেড়ে উঠেছে। হয়ত তেমনি জীবন চক্রবর্তীরও চাওয়ার সীমা ক্রমশ বিস্তৃত হত। মিলিয়ে যেত তাতে তার মন থেকে তার ঢাকা জেলার বেত-আর-বাঁশ-বনে ঘেরা ছোট গ্রাম, সেখানকার সুখ দুঃখ, সেই অভাব-অভিযোগ, তার আয়োজন-প্রয়োজন, জীবন চক্রবর্তীর উপর তাদের দাবী আর তাদের কাছে জীবন চক্রবর্তীর দায়িত্ব—সবই হয়ত বর্মার সোনা-কুড়োনোর ঝোঁকে সে ভুলে যেত—যেমন অনেকে গিয়েছে, অনেকেই যায়।—কিন্তু জীবন চক্রবর্তীর

তো এখনও পর্যন্ত মনে জেগে ছিল সেই গ্রামের কথাই—সেই মা আর তার এই অতি-সামান্য পরিচিতা বধূর কথা; আর মনে ছিল এখানে ফিরবার আকাঙ্ক্ষা। ছিল আশা—সে আপনার পরিশ্রমে জীবিকা অর্জন করবে, আত্মীয়দের পোষণ করবে, বাঁচাবে, বাঁচবে। এই সাধারণ আশা মানুষের, কে না স্বীকার করবে? কোন্ মানুষ আর কোন্ দেবতা করবে একে অশ্রদ্ধা? অথচ, সেই দাবী তার কে শুন্‌ছে আর আজ? কেউ বা শুনেছে তার স্বদেশে? পৃথিবীর একি পঙ্গুতা, একি মানুষের অব্যবস্থা, মানুষের পাপ! কোথায় শান ষ্টেট্‌সের কোন্ জঙ্গলে, কোন্ অর্ধ অসভ্যের গ্রামে, না কোন্ দূর বন্দীশালায়,—বুঝি বা কোন্ জাপানী হাসপাতালের নির্বান্ধব কর্ম-ত্রস্ত নির্বাসনে,—জীবন চক্রবর্তী রইল এই মানুষের পাপে, আর রইল সেই বাঁশবন ঘেরা গ্রামের তার বাড়ি, তার ঘর-সংসার, তার ঠাকুর সেবা, তার তুলসী-তলা, তার সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা—এল তার মা এই কলকাতায়—এই ক্ষুদ্র ঘরের ক্ষুদ্র বন্দীশালায়,—এল তার মা, আর তার বধূ—জীবনে যে স্বামীকে পাবার আগেই আজ স্বামীকে না পাবার আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে পড়েছে,—জীবনে যে এই বুঝি প্রথম পুরুষের পরিচয়ে আপনার অভাবনীয় পরিচয় জেনেছে—আর সেই পরিচয়ের অপরূপ বিস্ময় বুঝতে-না-বুঝতে অপরিমেয় দুঃস্বপ্নে হয়ত বিভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে পড়ছে।

দুয়ারের আড়াল থেকে একটি নীতিগৌর দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে দিলে এক পেয়ালা চা—জীবনের মা মুখ ফেরালেন। বিনয়ের কল্পনা-স্রোত হঠাৎ বাধা পেয়ে গেল। তার সাম্‌নে জেগে উঠ্‌ল একটি অপরিচিত দীর্ঘ সুন্দর বাহু, তাতে সোনার বলয়, আর ছোট্ট অঙ্গুরীয়ক বিকেলের এক ফালি রৌদ্রে জ্বল-জ্বল করছে। বিনয়ের মন এক নিমিষে বুঝল—কার এই হাতখানি। সেই জীবন চক্রবর্তী, তার হাঁসপাতালের নতুন এ্যাসিষ্টেণ্ট, কর্মিষ্ঠ, নূতন ডাক্তার শ্যামবর্ণ

সহজ বাঙ্গালী যুবক—বিনয়ের মনে এক মুহূর্তে সেই যুবক মূর্তিও আবার ফুটে উঠ্‌ল। এই সম্মুখস্থ বিধবার মতোই সেই মুখেও শ্রী আছে, সেই দেহে স্বাস্থ্য আছে—কোথায় সেই যুবক, তার মুখ?—আর এখানে এই দীর্ঘ সুন্দর একখানি বাহু।

জীবনের মা চা'এর পেয়ালা নিয়ে বিনয়ের দিকে এলেন। চিন্তাজাল সরিয়ে দিয়ে বিনয় বল্‌লে: কিন্তু আমি যে এখনি ফিরব, আপনি চা করলেন কেন?

—আমাদের কিছু করবার সাধ্য কোথায়? তবু দেখুন একটু দয়া করে।

ছোট্ট একটি সযত্ন-মার্জিত কাঁসার রেকাবিতে এল কিছু মিষ্টিও। বিনয় দ্বিধা বোধ করলে। এখনি ফিরতে হবে, হেনা অপেক্ষা করছে; ওদিকে গলির মোড়ে গাড়ীতে অপেক্ষা করছে শচীদা'। বিনয় বড় দেরী করে ফেল্‌ছে। অন্যায় হচ্ছে। কিন্তু এদের চা না খেয়ে গেলে আরও অন্যায় হবে। পৃথিবী ন্যায়-অন্যায়ে তাল-গোল পাকানো। বিনয় বল্‌লে—এ সময়ে চা আমি খাই না, আবার মিষ্টি?

—যা আপনার ইচ্ছা, একটু দেখুন। এদিকে আমরা বেশি ভালো জিনিস পাইও না, হরিনাথ থাক্‌লেও বা নিয়ে আস্‌তে পারত। ভাব্‌ছিলাম, হয়ত সে এসে যাবে।

সত্যই হরিনাথ এসে গেল—বিনয় তখন বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে দুয়ারে। পরিচয় তবু হল। বছর ত্রিশের যুবক—একটু শ্রান্ত, কিন্তু বেশ ভদ্র ও বিনয়ী। জীবন চক্রবর্তীর মামাতো ভাই সে—হরিনাথ ঘোষাল; বি-এ পাশ করে আট বছর আগে। অনেক কিছু করেছে তারপর—স্বদেশী, ব্যবসা; শেষে ঢাকুরিয়ার এক ইস্কুলে মাষ্টারি করত, পেত সে পঞ্চাশ টাকা। তা ছাড়া প্রাইভেট পড়িয়ে এবেলা-ওবেলা পেত কিছু বেশি। চলে যাচ্ছিল দিন। এল যুদ্ধ,—জিনিসপত্রের দরও বাড়ছিল,—'তারপরে জাপানের যুদ্ধারম্ভ।

আপনাদের বিপদের সঙ্গে তো তুলনা হয় না। তবু, দেখুন, সব কলকাতা ছাড়ল। ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেল, উঠে যেতেও আর বাকি নেই। বড় বড় ইস্কুল তাদের ব্রাঞ্চ খুল্‌ছে বাইরে। আমাদের পথ কই? প্রাইভেট্‌ও কেউ পড়ে না, ছেলেরা সব বাইরে; মাইনেও পাই না। ইউনিভার্‌সিটি ও গবর্ণমেণ্ট এ সবের দরবার করছি—কিছু হয়ত পাওয়া যাবে। এদিকে, আমি কিছু লিখতাম-টিখতাম। পরিচয় হয়েছিল মতীশ দত্তের সঙ্গে, তাঁর ভাইপো পড়ত আমার কাছে,—সেই পরিচয়েই তাদের কাগজে পেয়ে গেছি একটা 'নাইট্‌ এডিটারি'। তাতেই টিঁকে আছি।—খুঁটিয়ে সে জেনে নিলে জীবনের কথা—এগিয়ে দিতে গেলে বিনয়কে গাড়ী পর্যন্ত। বল্‌লে: পিসিমা প্রতিদিনই ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করেন—কই, কোনো খবর পেলি, কি পাব বলুন?

শচীপ্রসাদ গাড়ীতে অস্থির হয়ে উঠ্‌ছিলেন। হরিনাথ তাঁকে নমস্কার করলে। বিনয়ও হরিনাথের পরিচয় দিলে। কোনোরূপে প্রতিনমস্কার সেরে শচীপ্রসাদ ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে বল্‌লেন: বাপ! বর্মা মানুষকে এমনি করে গিলে খায়—ভাব্‌লাম, বুঝি ভুলেই গেছ।

চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়ে বিনয়ের ভালো লাগ্‌ল না। এমন কেন হল? হরিনাথ বাবুদের বাড়িতেও চা ভালো লাগে নি। বিনয় ভেবেছিল সস্তা চা। কিন্তু এ চা ঢেলে দিচ্ছে হেনা—সোনালি বর্ণের চা; চমৎকার পট থেকে হেনা ঢাল্‌ছে ইংলিস্‌ পর্সিলেনের পেয়ালায়। ভালো লাগে নি, একথা শুন্‌লে হেনাও কম দুঃখিত হবে না। কিন্তু ভালো লাগ্‌ছে না—চা ভালো লাগ্‌ছে না। কি হল বিনয়ের? মনে একটা সংশয় উঁকি দিতে লাগ্‌ল। ম্যালেরিয়া? কুইনাইন খাবে কি? না, বাজে চিন্তা। ইষ্টার্ন কেমিক্যালের মিষ্টার সরকারের সঙ্গে দেখা

করতে যেতে হবে কাল ;—শচীপ্রসাদ বল্‌ছে, কালীধন বাঁড়ুজ্জে কি কি করবেন—ন্যাশনাল মেডিসিনের কত বড় সম্ভাবনা।

বিনয় প্রশ্ন করলে: আচ্ছা, কিছু কুইনাইন পাওয়া যাবে না সরকারের কাছ থেকে? একদম লোকে পায় না ও অঞ্চলে। সোনাপুরেও না, আর এই চাঁপাডাঙ্গার দিকেও না।

শচীপ্রসাদ হাস্‌ল; বল্‌লে: তিনি দেবেন কেন? যুদ্ধ বাধতেই উনি রাতারাতি সাত লক্ষ টাকার মত কুইনাইন কিনে ফেলেন। আর আজ তাতে ওঁর অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা এসেছে।

বিনয় নিস্পন্দ নয়নে শচীপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শচীপ্রসাদ বল্‌লে: বুঝ্‌ছ? তা হলে দেবে কেন?

কুইনাইন! কিন্তু কুইনাইন চাই মানুষের। কুইনাইন চাই। বিনয়ের মুখে চা ভালো লাগ্‌ছে না। কেমন শীত শীত করছে খানিকক্ষণ ধরেই। ভাব্‌ছিল সে, কুইনাইন খাবে নাকি? নিজেরই হাসি পেল। পাগল হল নাকি বিনয়? কুইনাইনের দাম বেড়েছে; আর অমনি বড় লোকের নিউরোটিক গিন্নীদের মত তাঁর খেতে হবে তবে কুইনাইনই?

কিন্তু বাধা মান্‌ল না। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে গেল বিনয়ের সন্ধ্যার আগেই। ব্যস্ত হয়ে পড়লে হেনা। বল্‌লে—চাঁপাডাঙ্গা। বিনয়ের একবার মনে হল ঠিক। সেখানে না গেলেই ভালো করত সে। আর যাবে না। কাল উষা এসে লিখে রেখে গেছে, সুধা জান্‌তে চেয়েছে বিনয় যাবে কি আবার? না বিনয় আর যাবে না। উষার সঙ্গেও তা হলে সুধার পরিচয় আছে। কি করে? কিন্তু সুধা একবার দেখা করলেই পারত তো বিনয়ের সঙ্গে?—বোঝা উচিত ছিল বিনয়ের জ্বর হতে পারে।

পরদিন সকালেই জ্বর ছেড়ে গেল। একটু শ্রান্ত বিনয়। সারাদিন ঘরে শুয়ে আর বসে দেখ্‌ছে হেনার কাজ। কেমন নিপুণ ওর হাত,

কেমন ওর যত্ন! সত্যই, বোনেদের তুলনা হয় না—অথচ ভাইরা তাদের কথা ভাবেও না। ওই ওদের প্রকৃতি—মেয়েদের। ওরা আছে বলেই বাঁচা যায় সংসারে। বিনয়ের কেবলি মনে হল—এমনি একটু যত্ন, একটু নারী হস্তের কল্যাণ স্পর্শ, একান্ত একটু সাহচর্য, বিশ্রামের স্থান—এই তার মনও চাইছে। সারাদিন বিশ্রাম করতে করতে একথা মনে হল বিনয়ের—আর মনে পড়ল চিত্রাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় সুধা এসে উপস্থিত। শুনেই বিনয় বসবার ঘরে নেমে গেল—হেনা ততক্ষণ কথা বল্‌ছে সুধার সঙ্গে। হেনা সব বুঝে উঠ্‌তে পারছে না—কি করে দাদার সঙ্গে হল সুধার পরিচয়, আবার কি করে ঊষা,—তার মামাত বোন্ ঊষা,—জান্‌ল তা। সে শুন্‌ছে, বুঝে নিচ্ছে। বিনয়কে দেখে সুধা বল্‌লে: নেমে এলেন দেখ্‌ছি? আপনাকে দিয়ে আর কাজ হয় না। সে হেনাদি'কে আমি বলেছিও।

ইতিমধ্যেই হেনা 'হেনাদি' হয়েছে? সুধার অসম্ভব কিছু নেই। বিনয় একটু কৌতুক বোধ করলে। মনে মনে খুশীও হল। তাই স্বচ্ছন্দ আনন্দে পরিহাস এসে গেল—কেন? এবার তো বাঙালীত্বে দীক্ষা নিলাম—Qualified for Bengali citizenship. আর কি? বাঙালীর ম্যালেরিয়ায় আমার মর্মভেদ, বা চর্মভেদ, হয়ে গেল—ইণ্টার-মাস্কুলার কুইনাইন্ ইন্‌জেক্‌শান্ পর্যন্ত।

সুধা বল্‌লে: কিন্তু নিচে এলেন কেন এখন আবার? পাঠিয়ে দিন ওপরে, হেনা দি।

হেনা একটু হাস্‌ল! বিনয় বস্‌ল। বুঝ্‌ল, হেনার মন প্রসন্ন হয় নি এখনো। হেনা বল্‌লে: আমি কিন্তু মানা করেছিলাম। একটু আগে এসেছিলেন মিষ্টার মিত্তির, তাঁর স্ত্রী, বোন্—আমিই বলেছিলাম তাঁদের আজ আস্‌তে। বল্‌লাম তোমার অসুখ। বারণ করলেন মিষ্টার মিত্তির ডাক্‌তে তোমাকে।

—ডাক্‌লে না কেন? অন্যায় করেছ। এমন কি অসুখ এক রাত্রির জ্বর তো মাত্র।

সুধা জিজ্ঞাসা করলে: কে এসেছিল? মীরা?—মীরা আমার সঙ্গে পড়ত এককালে ডায়োসিশানে। পরে অবশ্য বিয়ে হল, চলে গেল দিল্লী, লাহোর। তার ননদ চিত্রা এসেছিল নাকি? চমৎকার গায় কিন্তু চিত্রা। সেবারকার সঙ্গীতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে-ই হয় গানে ফার্ষ্ট। এম-এ পড়ে, না? জান্‌ব না কেন তাকে?

বিনয় বল্‌লে: যাই হোক, হেনা তুমি ডাকলে না কেন আমাকে। তুমি বড় বেশি বেশি মনে করছ অসুখটাকে।

সুধা বল্‌লে: করবেন বৈ কি? এক রাত্রির মশার কামড়েই ডাক্তার যে অজ্ঞান! 'ফিজিসিয়ান্, হিল দাইসেল্‌ফ্।' যান উপরে যান্, আমি বরং হেনাদি'র সঙ্গে কথা কই।

—পরিচয় কি আছে নাকি আপনার হেনার সঙ্গে?

—কেন, থাকাটা কি অন্যায়? উষা যে আপনার মামাত বোন তাতো বলেন নি? হেনাদি'কে বলছিলাম ডক্টর মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় কি করে?—অমিদা'র অসুখ, আমি সেখানে গেছি। ডক্টর মজুমদার বল্‌লেন—'আমি পলিটিক্‌স্ করি না।' আমিও বল্‌লাম—'আমি পলিটিক্‌স্ ছাড়াই অন্য কিছু করি না।' বুঝিনি এক রাত্রি চাঁপাডাঙ্গাতেই হবে এমনি কাণ্ড! ভাবছেন আপনি এমন একটা নন্-পোলিটিক্যাল লোককে কেমন করে নিয়ে গেলাম চাঁপাডাঙ্গায়? কিন্তু জানেন না—উনি হলেন লোক-সরানোর বিশেষজ্ঞ। বর্মা ছেড়েছেন, নিজের বাড়ি ছেড়েছেন—এসে এখানেও করছেন সে সব দরবার মন্ত্রীদের কাছে। ইতিমধ্যে মন্ত্রীদের একটা ওলট-পালট কিছু করতে পেরেছেন কি, ডক্টর মজুদার?

বিনয় জানাল, সেদিন দেখা হয় নি, সাম্‌নের শনিবার দেখা হবে। বিনয় বল্‌লে: শনিবার একটা পার্টি ঠিক হয়েছে—ধরমবীর

মেহ্‌রা, মুরারি সেন, শচীদা' ওঁরা ঠিক করেছেন—ওঁরা দিচ্ছেন পার্টি।

—যাক্। সেই 'টি-পলিটিক্‌স্ তো' ? তাতে মেহ্‌রা আছেন, মিষ্টার চৌধুরী আছেন, মুরারি সেনও আছেন—যা কিছু চান সব কিন্তু এবার মানিয়ে নিতে পারবেন—ওখানে। পরে কি হবে, কে জানে। সে তো কীড্‌-ফক্‌স্‌-হগ্‌-এর মর্জি। কিন্তু হেনাদি—যাই বলুন আপনার দাদা,—ওসব নব-পোলিটিক্যাল লোকে আমার বিশ্বাস নেই। আমি এবার হোম পোলিটিক্‌সের অস্ত্র ছাড়ছি—আপনার দাদাকে বাদ দিলাম, কিন্তু মিষ্টার চৌধুরীকে দিয়ে সেদিন এসব কাজ আদায় করাতে হবে মন্ত্রীদের কাছ থেকে।

হেনা সচকিত হল, বল্‌লে : সে আমি কি জানি ?

—এই এখনি দিচ্ছি নোট—এই দু'দফা দাবী-দাওয়া। বিনয়কে সুধা বুঝিয়ে বল্‌লে : সে শনিবারই হয়'ত এসে যাচ্ছে ওরা ডিপুটেশ্যানে। কুলটি, ডায়মণ্ডহারবার, জয়নগর, ওদিক্‌কার দশটা থানায় হুকুম হয়েছে নৌকো শালতি সাইকেল জমা দাও। জমা দাও তো দাও একেবারে শান্তিপুরে। কোথায় বা জয়নগর মথুরাপুর আর কোথায় নদে-শান্তিপুর। যাও নৌকো নিয়ে, নিজের খোরাকী খেয়ে শান্তিপুরে, তারপর কবে পাবে ক্ষতিপূরণ কে জানে ? মগরাহাটের দিকে সতের খানা গ্রামের ছিল চাষ বন্ধ ; এখন সেখানেও আবার লোক সরানোর হুকুম বেরিয়েছে। আবার সেই সমস্যা। কোথায় যাবে, কোথায় খরচপত্র, কোথায় ক্ষতিপূরণ ? তারা শনিবারই আস্‌ছে এখানে মন্ত্রীদের সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে।

বিনয় বল্‌লে : কিন্তু নেয়ামতপুরের ওদের কি করলেন ?

সুধা কুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করলে : সেই নেয়ামতপুরে আর যাওয়া হয় নি আমার। এদিকে ট্রাম ষ্ট্রাইক, গেছলাম কুলটির ওদিকে—অথচ সত্যই বেশ কাজ হ'ত নেয়ামতপুর গেলে।

বিনয় বল্‌লে : যতীন'দা আছেন তো, হারু, দুর্গা ওরাও জানে। আর শেষ পর্যন্ত আছেন মিষ্টার সেন—আপনার যখন তিনি দাদাবাবু।

সুধা বল্‌লে হেনাকে : হেনাদি, আপনি কিন্তু ভুলবেন না—হেনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা হয়নি, তাই তার দিকে ফিরে বস্‌ল সুধা গল্প করতে।—এই হতভাগাদের জন্য কিছু টাকা দেবেন, ফণ্ড করছি। তারপর দেখবেন—যাতে মিষ্টার চৌধুরীও এদিকে সাহায্য করেন। ঊষাকে দিয়েও আমি মনে করিয়ে দোব আবার।

হেনা এখনো তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে না—তা সুধা বুঝছিল। কিন্তু বুঝে উঠ্‌ছিল না, কি করে সহজ হবে সে তা হলে। তাই সে কথা বল্‌ছিল আরও বেশি।

শচীপ্রসাদ এসে গেল। বিনয়ের অসুখ বলে সে আজ সকাল-সকালই ফিরেছে। মেহ্‌রার সঙ্গে ক্লাবে ফ্লাশের আড্ডায় বসে নি। বিনয় পরিচয় করিয়ে দিতেই সুধা বল্‌লে—দেখা হয়ে গেল। ভালো হল। কিন্তু হেনাদি'ই হুকুম করবেন—বলে সে দু'খানা কাগজ শচীপ্রসাদের হাতে দিলে—শনিবারের পার্টির খরচ তুলবেন এসব আদায় করে। শচীপ্রসাদ একটু শুনে বল্‌লে : ওঃ! আপনিই বুঝি বিনয়কে পাকড়ে ছিলেন। বেশ! বেশ!—একটু প্রসন্ন হাস্য ফুটল তার মুখে। খানিক পরে আবার কি মনে পড়ল, গম্ভীর হয়ে বল্‌লে : এই লোকদের আপনারা পাঠাচ্ছেন কোথায়? খাবে কি করে ওরা?

সুধা বল্‌লে : কোথায় পাঠাব? যেখানে পারছে, যাচ্ছে।—কিছু কাজ পাবে, তবে তো খাবে।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে : বলেছি আমি বিনয়কেও। ওরা যদি চায় আমরা কিছু লোক নিতে পারি। সাহায্য আরও করতে পারি—কলে কাজ পাবে। দেখুন গে, এ হল আসল সমাধান। ঠিক না?—কাজের মানুষ শচীপ্রসাদ সচেতন হচ্ছে কাজের কথায়।

—ঠিক! কিন্তু কত লোককে আপনারা নেবেন? এ যে হাজার হাজার লোক।

—নিতে পারা যাবে অনেক। মিস্ গুপ্তা, আজ কি কাজের অভাব? না, কল বন্ধ? সব কল বাড়ছে, কারখানা বাড়ছে, দু শিফ্ট ছেড়ে তিন শিফ্টে চল্ছে—যন্ত্রপাতি নেই, তবু কাজ বাড়ছে। মাল চাই, লোক চাই, লোক!—দেখ্ছেন না, যে কোনো রকম মিস্ত্রী পেলে সরকার নিয়ে নিচ্ছে যুদ্ধের কাজে। টেক্‌নিসিয়ানে টান পড়ে গেছে। লোকেরও; স্যাপার্স, মাইনার্স, দমকলের কাজ,—পাড়ার বখাটে ছোঁড়াগুলোর পর্যন্ত জায়গা হচ্ছে এ-আর-পি, সিভিক্ গার্ড-এ।

সুধা বল্‌লে: কিন্তু ওরা এখনো গ্রাম ছাড়তে চায় না, কলে কাজ করতে চায় না। দেখেছেন তা ডক্টর মজুমদার—শুনেছেনও সব সেদিন চাঁপাডাঙ্গায়।

—দেখুন তবে অবস্থা! বোঝান ওদের, ওরা মরবে গ্রামে থাক্‌লে। জমিতে কি আর এত লোকের খাওয়া-পরা সম্ভব? ওদের শহরে আস্‌তে হবে। কারখানায় ঢুক্‌তে হবে। বোঝান তা,—এইতো আপনাদের কাজ।—শচীপ্রসাদ সুধাকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চায় তার কথারদ্বারা।

সুধা কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলে: বোঝাতে পারি কই? দেখুন না—লোকজন নেই কেউ আমাদের। এই তো ট্রাম ষ্ট্রাইক—

—কি করছেন তার? চালান কিছু দিন। ট্রাম কোম্পানি বিলিতি মালিক, একচেটে ব্যবসায়ী, কিছু মজা বুঝ্‌বে। শ্রমিকদের বলুন—কিছুতে যেন ষ্ট্রাইক না ছাড়ে।

সুধা হেসে বল্‌লে, কিন্তু আমাদের যে তা হলে হেঁটে হেঁটে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

বিনয় বুঝ্‌লে সুধা গুপ্তা আর একবার পাশ কাটিয়ে গেল। সে বল্‌ছে: এখন বালিগঞ্জ ষ্টেশনে গিয়ে ধরব ট্রেন, তারপর শেয়ালদ, তারপর মধ্য কলকাতার ইউনিয়ন আপিস, পরে হেঁটে হেঁটে বাড়ি।

আমি তো বলি, সব ষ্ট্রাইক হোক্, ট্রামে যেন না হয়। অবশ্য যদি মোটর কিনি আমি আর একথা বল্‌ব না—তখন আমিই ট্রাম ষ্ট্রাইক লীড্ করব!

সুধার বলবার ভঙ্গী সরস হয়ে উঠেছিল। সবাই হাস্‌ল। উঠে দাঁড়াল সুধা। বল্‌লে: তা হলে শনিবার। মনে থাকে যেন—আমিও সেদিন মোগরাহাটের ওদের সঙ্গে ফিরব কলকাতায়—নেয়ামতপুর থেকে মোগরা হাটের দিকে যাব। আর শনিবার সন্ধ্যায় একবার শুন্‌তে আস্‌ব কি হল কথা।—বলে হেনার দিকে ফিরল সুধা—হেনাদি', বুঝব আপনার বাহাদুরী।

তাকে এগিয়ে দিতে দিতে হেনা একটু হেসে বল্‌লে: নিজেই তো বল্‌লেন। আপনি যা পারবেন আমাদের কি সাধ্য তা করি?

যেতে যেতে সুধা বল্‌লে: আমি! আরে আমি কি পারি? আমাকে দেখলে—মিষ্টার চৌধুরীদের তো কথাই নেই, আমার দাদাও পালান, আপনার দাদাও পালান।

শচীপ্রসাদ বলে ফেল্‌লে: পালান? কোথায়? চাঁপাডাঙ্গা তো?

সুধা গুপ্তা লজ্জিতা হল। বল্‌লে: হেনাদি', আপনার কিন্তু আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে পালালে চলবে না। আমি আস্‌ছি আবার—যখনি আমার দরকার তখনি উৎপাত করতে আস্‌ব। এবার তো জানলাম উষা আবার আপনার মামাত বোন।

হেনা সস্মিত মুখে বল্‌লে: ওই ও পর্যন্ত। আপনাদের কত কাজের তাড়া। আবার দেখা হলে বল্‌বেন—'সময় পাই না'।

—বেশ, দেখ্‌বেন—বলে সুধা চলে গেল।

ফিরে এসে শচীপ্রসাদ হেসে ইংরাজিতে বল্‌লে বিনয়কে: নাউ ওল্‌ড্ বয়। না, তোমার চোখ আছে। একটা রাতের ম্যালেরিয়ায় ভুগবার মত কারণ তোমার যথেষ্ট ছিল বটে।

বিনয় একটু কেমন বোকা বনে গেল: কিন্তু তুমি ভুল করছ, শচীদা'।

—আর তুমি ভুল করো নি? আমি তা মান্‌ছি। বাবা, কি কুক্ষণে বর্মা গেছলাম, নইলে দেখতাম ভুলের বয়স আর আছে কি না।

হেনাও হেসে বল্‌লে: ভাগ্যিস্‌ বর্মা গেছলে! বর্মী মেয়ে না হলে আর এমন রাজার হালে রাখত তোমাকে কে?

৭

শনিবারের পার্টিতে সব কথাই হল। লোকসরানোর কথাও উঠ্‌ল। মেদিনীপুরে দাঁড়িমাঝিদের নৌকো পুড়িয়ে দিয়েছে, ভেঙে দিয়েছে পুলিশ—এ সব শুনেছিল বিনয়। ঘোষ সাহেব বল্‌তে চাইছিলেন—অতটা কিছু নয়। কিন্তু খাঁ বাহাদুরের পক্ষে তা সত্য বলে স্বীকার করতে বাধল না।

ঘোষ সাহেব বল্‌ছিলেন: হয়ত কিছু ঘটেছে—যা শুনেছেন। তমলুকে ঘাটালে গোলমাল কিছু কিছু হয়েছে, তা ঠিক। তবে পুলিশই বা করবে কি? হুকুম গেছে—নৌকো এনে পৌঁছে দাও। আর মিলিটারির হুকুম। মেদিনীপুরের দাঁড়ি-মাঝিও তো কম নয়। দেয় না কিছু; নৌকো তুলে রেখেছে ডাঙায়। পুলিশ করে কি?

সমস্ত কথাটাকে হাল্‌কা করে তোলা ঘোষ সাহেবের স্বভাব—হাল্‌কা আর মোলায়েম। খুব মিথ্যা বলেন না মিষ্টার মিত্তির—কাজ করা এঁদের স্বভাব নয়, ক্ষমতা চান, দায়িত্ব নিতে চান না।

খাঁ বাহাদুর বল্‌লেন: মেদিনীপুরের পুলিশ তো? ছাড়ুন তাদের কথা। আমাদেরই পুলিশকে যদি বলি, 'ধরে আন,' আনে বেঁধে। আর মেদিনীপুরের পুলিশ—সে আনবে মেরে, টেনে-হিঁচড়ে। হুকুম গেছে নৌকো যেন না থাকে। বস্‌, ভেঙে, পুড়িয়ে দাও নৌকো,—

নৌকো আর রইল না। তবেই তো জাপান এসে একেবারে অথৈ জলে পড়বে।—উচ্চ হাসিতে তাঁর সুগোল বপু কাঁপতে লাগ্‌ল। কোনো বিশেষ শালীনতা বা মার্জিত কথাবার্তা খাঁ বাহাদুরের নয়। একেবারে সহজ সাধারণ মানুষের মত কথাবার্তা, এমন কি প্রায় তা ভাল্‌গার।

ঘোষ সাহেব কিন্তু হাস্‌লেন না—ব্যাপারটা তাঁর বিভাগের হয়ত, তাই তিনি বল্‌লেন: এখন করা যায় কি? ওরা বল্‌ছে—আমি গিয়ে একবার দেখি। আমি গেলেই নৌকো সব জোড়া লাগ্‌বে নাকি? না তা ফেরৎ দেওয়ার হুকুম হবে?

খাঁ বাহাদুর বল্‌লেন: আরে, হুকুম কি আর নড়ে? তবে আমাদেরই বা নড়তে চড়তে আপত্তি কি? দুটো ভালো কথা বলে আসা তো? এসো গে—এ দেশের লোক তাতেই খুশী।

সেই সহজ মানুষের সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান। বাস্তব পৃথিবীর নিয়মকানুন তাঁর বেশ জানা, জানা মানব-চরিত্র। বিনয়ের মনে হল, তাঁর কথাবার্তা বিদূষকের মত, পৃথিবীকেও হয়ত তিনি বিদূষকের দৃষ্টিতে দেখেন।

খাঁ বাহাদুরের কথা কত সত্য বিনয় তা বেশ জানে। কিন্তু ঘোষ সাহেব তাতে প্রীত হলেন না। একটু নীরব থেকে বল্‌লেন: যাচ্ছিই তো। 'টুর প্রোগ্রাম' হয়ে আছে। কিন্তু, খাঁ বাহাদুর, যা-ই বলুন—অত ভালো মানুষ নয় এরা। যত পায় তত চায়। ওরা খুশী হয় না, দাবী আরও বাড়িয়ে দেয়। কি যে জ্বালাতন ওদের সঙ্গে কথা বলা! আপনিই পারেন। এদিকেও তো দেখ্‌ছেন কিড্‌-ফক্‌স-হগ্‌ এদের কথাবার্তা। মেদিনীপুরে যাবার আগে এদিক থেকে একটা বুঝাপড়া করে গেলে ভালো হয়।

—ও বুঝাপড়া আর হবে না। ওটা এরা আমাদের সঙ্গে করবে না। জাপান এলে তারা যদি করে—বলে খাঁ বাহাদুর তাঁর দিলখোলা হাসি আবার হাস্‌লেন। বল্‌লেন: আর আস্‌ছেও। শুনেছ তো বোমার কথা? বোমা পড়্‌ছে চাটগাঁয়ে।

—রিপোর্ট পেয়েছেন নাকি ?—এবার সবাই উৎসুক হলেন।

তেমনি বিদূষকের মত হাসি—খাঁ বাহাদুর বল্‌ছেন: পেয়েছি। অত্যন্ত গোপনীয়। এত গোপনীয় যে আমাকেও অনেক কেটেকুটে পাঠিয়েছে, নইলে যুদ্ধের ক্ষতি হবে। আর তাতে যা আমি জানলাম, তার থেকে বেশি জেনেছি সকালেই—চাটগাঁর লোক এসেছে কাল রাত্রে। সকালে সব বলে গেল।—বলে তিনি আবার হাস্‌লেন। বল্‌লেন: আমরা জান্‌ব কি? খবর যাবে দিল্লী, বুঝবে সেখানকার নবাব বাদশা'রা কতটুকু তার জানা আমাদের পক্ষে মঙ্গল। তা বুঝে, তা পাঠাবে কলকাতায়। আবার এখানে বুঝে দেখবেন ফকৃস—আপনার-আমার কতটুকু জানা মঙ্গল। তারপরে পাব আমি-আপনি। ততক্ষণে বাজারের আজব গুজব লোকে গোগ্রাসে গিল্‌ছে।

চাটুজ্জে সাহেব তিক্তকণ্ঠে বল্‌লেন: এ কিন্তু স্কেণ্ডেলাস—ব্যুরোক্রাসির এ আচরণ।—প্রথম থেকেই তিনি কথা বল্‌ছিলেন—স্পষ্ট তাঁর কথা, কথায় ভার আছে, সচেতনও তিনি মর্যাদা সংবন্ধে। আর তাই ক্ষোভ তাঁর কণ্ঠে স্পষ্ট। বিনয়ের মনে হল, ক্ষমতাও এঁরা পান নি,—দায়িত্ব তো নেইই,—তাই ওঁর রুদ্ধ বিক্ষোভ।

খাঁ বাহাদুর বল্‌লেন: তাই তো বলি, ওদের ধর্মের কাহিনী বলেও লাভ নেই। যেমন যুদ্ধ ওরা মালয় বর্মায় করেছে, করুক তা'ই। আমরাও দেখব—যদি না মরি। দেখব কে থাকে, কে যায়।

চাটুজ্জে সাহেব একটু আবেগ দিয়েই বল্‌লেন—তা নিতান্ত অভিনয় বলেও মনে হল না: কিন্তু তাতে দেশটা ছারখার হবে। দেশ আমাদের,—এরা না পারে যাক। জাপানীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াই আমরা—দেশ বাঁচাই।

এবার খাঁ বাহাদুরের স্বর গম্ভীর। তিনি বল্‌লেন: তা দিলে তো? পারলেন এত বলে—সেই কথাটা মানাতে? এরা থাক্‌তে কিছু

হবে না। আর এরা যাবেও না—আমাদের না মেরে। নৌকো তো নৌকো—না খেয়েই মরব। জিজ্ঞাসা নেই, কথা নেই, কিছু নেই,—নিয়ে আয় সব নৌকো। আপনারা পশ্চিম বাংলার লোক—বুঝছেন না। নৌকো না হলে জানেন খুলনা বাখরগঞ্জের লোকেরা পানি পর্যন্ত খেতে পাবে না। হাট-বাজার যাবে, সওদা-পত্র করবে—দক্ষিণের নোনা জলের এলেকার লোকেরা নৌকো করে ভেতরের থেকে পানি আন্‌লে তবে তারা পানি পর্যন্ত খেতে পায়। কে বলে সে কথা ?—শোনে কে ?

বিনয় দেখ্‌ল শুধু বিদূষক নন খাঁ বাহাদুর। সত্যই তাঁরও কথায় একটা বিক্ষোভ স্পষ্ট। আবার তিনি বল্‌লেন : করব কি ? আমি তো খুন হচ্ছি। এদিকে শুনেছেন চা'লের হুকুম ? একবার জিজ্ঞাসাবাদ নেই—এখন চা'ল উবে যাবে ওদিক্‌কার জেলা থেকে। আমিও ছাড়ছি না, দেখি কি হয়।—বল্‌তে বল্‌তে কথায় তাঁর আক্রোশ ফুটে উঠ্‌ল।

মুরারি সেন এবার ধীরে ধীরে বল্‌লেন : আমরা তো বিশ্বাস করি নি, খাঁ বাহাদুর, আপনারা এমন একটা কাজ দিয়ে দেবেন একটা অবাঙালী ব্যবসায়ীকে। ওঁরা বাঙলার কি জানে ?

—আমি দোব ওদের সে সব ? মুরারি বাবু, আপনিও পাগল হয়েছেন ? তবে আমিও বল্‌ছি, অত সহজ হবে না।

উঠে পড়্‌ল ওদের চা'লের আলোচনা। মুরারি সেন আর আশুতোষের মত গম্ভীর কণ্ঠে কথা বল্‌ছেন না ; বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর মতো তাঁর কথা, হাসি, কণ্ঠস্বর পর্যন্ত। চালের দালালি যে বাঙ্গালীদের চাই, মানে মুরারি সেনেরই চাই, তা কারুর বুঝ্‌তে দেরী হল না। খাঁ বাহাদুরও তা মেনে নিলেন।

বিনয় ধীরে ধীরে বল্‌লে : আমাদের ও অঞ্চলে কি হবে ? চাষবন্ধ অনেকটা জায়গা জুড়ে,—ধান-চাল চর অঞ্চল থেকে আস্‌বে না, নৌকো

নেই। এখনি বাজারে চালের টান। ব্যপারীরা বলে, আর উপায় নেই। একটা সস্তা দর বেঁধে না দিলে যে গরীবেরা মরবে।

মুরারি সেন অমনি বললেন: দর বাঁধলে কি হবে? বাজারের টান-চাহিদা তাতে উল্টানো যায় না।

মুরারি সেন বুঝাতে লাগ্‌লেন—চালের দর বাঁধা একটা কৃত্রিম পথ। তাতে বিপদ বাড়বে।

খাঁ বাহাদুর বল্‌লেন: তাই তো বলছি—করব কি? এক-একবার ভাবি 'জাহান্নামে যাক' বলে সব ছেড়ে দিই। লাভ হবে কি? ওঁরাই আরো রাজত্ব করবে।—তাঁর কথায় এমন একটা অকপটতা, মনে হল যেন এখনি তিনি ছেড়ে দিচ্ছিলেন। মুরারি সেনও যেন দশ জনের হয়েই তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছেন: না, না, তা হলে বাংলা দেশ উচ্ছন্ন যাবে। ওসব কথাই নয়, আপনাকেই থাক্‌তে হবে খাঁ বাহাদুর। —বেশ একটু খোসামদী তাঁর কণ্ঠে স্পষ্ট; কোথায় তাতে স্যর আশুতোষের দৃঢ়তা?

খাঁ বাহাদুরও যেন নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিলেন: বুঝি তো তা, তাতেই আছি। যতদূর পারি করছি।

শচীপ্রসাদ সুধার অনুরোধ ভোলে নি। বল্‌লে: ওদের কি করবেন—নৌকো-সরানোর ব্যাপারে? শুনেছেন তো এই ডক্‌টর মজুমদারের কথা। ওখানকার লোকেরা কিছু পায় নি এখনো।

অমনি ঘোষ সাহেব বল্‌লেন: পাচ্ছে, ডক্‌টর মজুমদার, গবর্মেণ্টের সেই এপ্রিলের প্রেস নোট্ দেখেছেন? তার হিসাবমত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হুকুম হয়েছে, পাবেও।

সমস্ত জিনিসটাকে হাল্‌কা করে দেওয়ার চেষ্টা তাঁর—ভদ্র, নিষ্ক্রিয়, আগ্রহশূন্য কণ্ঠস্বর।

বিনয় ধীরে ধীরে বল্‌লে: মুশ্‌কিল হয়েছে। সার্কেল অফিসার হবিব সাহেব তা দিতে চাইলেন। কালেক্‌টর দিলেন ধমক—

'চিঠা, দাখিলা না দেখে, সর-জমিনে তদন্ত না করে টাকা দিলে তুমিই হবে টাকার জন্য দায়ী।' তদন্ত কবে হবে এখন দেখুন—বসে আছে সবাই। তারপরে তদন্তে যাচ্ছে, বুঝ্ছেন, সব সামান্য আমলা-কর্মচারী। যা দেখছে তারা তাও লিখ্ছে না। বুঝ্তেই পারছেন—একে মানুষের কিছু নেই, তার ওপরে একটা ঘুষের রাজত্ব বসে গেছে। আপনারা দেশী লোক, সবই তো বোঝেন।

ঘোষ সাহেব গম্ভীর হয়ে বল্লেন: আপনার দেশের লোকই যদি এ রকমের হয়, কি করবেন, বলুন?

ঘোষ সাহেবও পাকা ইংরেজদেরই কথার সমর্থক—দেশে মানুষ নেই। অতএব, তাঁর আর কর্ত্তব্যও নেই।

বিনয় বল্লে: অন্ততঃ ভালো অফিসার দিলেও কিছু কাজ হয়। এই আমিই দেখে এলাম চাঁপাডাঙ্গায় এখন একটু সুরাহা হবে, মনে হচ্ছে।

ঘোষ সাহেব বল্লেন: কিন্তু চব্বিশ পরগনায় যে ভারি গোলমাল। —বলে খাঁ বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বল্লেন: খাঁ বাহাদুর, আপনার কিন্তু একটা ধাক্কা সইতে হবে আরও। বেলা একটার সময় এসে হাজির আজ এক পাল লোক—ওই চব্বিশ পরগনার। সেই লোক-সরানো, নৌকা-সরানো—এই সব। দেখা করবেই। আমি পারি না এ সব লোককে ঠেকাতে। বল্লাম—বেছে পাঁচজনকে পাঠাও। এলো এক ছাপানো দাবী-দাওয়া—টাইপ করা কপি; পাকা কারবার,—হাজার তের লোকের সই-করা দরখাস্ত—কোথা থেকে জোগাড় করলে এ কয়দিনের মধ্যে? বলেছি—দেখ্ছি, যতটা পারি করব।

খাঁ বাহাদুর বল্লেন: কি চায় তারা?

ঘোষ সাহেব বল্লেন: চায় অনেক। ঘর-বাড়ি, রাহা খরচ, ক্ষতিপূরণ; ভাগচাষী ঠিকা-চাষী ক্ষেতমজুরের ছ' মাসের মত আয়,

একুনে—একশ' বিশ টাকা করে; জেলেমালো মিস্ত্রী, কামার, কুমোর সকলের অমনি ছ' মাসের ক্ষতিপূরণ—দু'শ' চল্লিশ টাকা করে। ম্যায় ধান ভেনে খায় বিবধা তাদেরও ক্ষতিপূরণ। হাট-বাজার, শিল্পকেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আবার ওদিকে নৌকো, শালতি, সাইকেল, তার মালিকের ক্ষতিপূরণ; আবার মাঝির, দাঁড়িরও—সব সেই ছ মাস হিসাবে। চায় কম কি, খাঁ বাহাদুর? চাইতে ওরাও জানে।

চাটুজ্জে সাহেবের কিন্তু এই ব্যঙ্গ সহ্য হল না। বল্‌লেন: অন্যায় তো চায় নি—সবই তো ঠিক। আর এ সব দেওয়াবার চেষ্টাও করতে হবে আমাদের।—একটা সংগ্রামশীল মনোভাব তাঁর,—তিনি যেন খর্বিত হয়ে থাক্‌বেন না। কিছু করেন, এই তাঁর ইচ্ছা। বিনয়ের ভালো লাগ্‌ল তা। কিন্তু কার্যকরী হবে কি এ মনোভাব? —বিনয় তা বুঝ্‌তে পারল না।

মিষ্টার ঘোষ চাটুজ্জে সাহেবের কথা ইচ্ছা করেই লক্ষ্য না করে বল্‌লেন: তাদের বিদায় দিলাম—কিছু কিছু বলে। গেল তারা খাঁ বাহাদুর, আপনার বাড়ি, আপনার সঙ্গে দেখা করবে।—বলে ঘোষ সাহেব হাস্‌লেন—আপনি এখন দেখা করুন। ওসব আমার দ্বারা হয় না।

খাঁ বাহাদুর গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন: বসে আছে হয়ত—গিয়ে দেখব। আর দিন আপনারা পাঠিয়ে আমার বাড়ি—যতদূর পারি সাম্‌লাব। কি জানেন, যাই চাক্‌, ওরা মিষ্টি মুখটা দেখলেও খুশী। মুখের কথা, ওটুকুও না দিলে চল্‌বে কেন? আর, আমরা কি দিতে পারছি? কিন্তু মানুষকে দিতেই হবে কিছু। তোমারও এগিয়ে লড়াই করতে হবে, ঘোষ সাহেব, ক্ষতিপূরণ আরও বাড়াতে হবে। ডক্‌টর মজুমদার, হবিবকে বল্‌বেন—আমার নাম করেই না হয় বল্‌বেন—দিয়ে যাক টাকা, মানুষ বাঁচুক।

বিনয় যেন একটা নতুন সুর শুনলে, 'মানুষ বাঁচুক'। ঠিক এই জিনিষই সে চেয়েছিল—এই এমনি একটি কথা। বর্মা থেকে বাংলার গ্রামে শহরে পর্যন্ত এমনি একটি অনুভূতি মনে নিয়েই সে ফিরেছে —'মানুষ বাঁচুক।' 'হে বিধাতা, মানুষকে বাঁচতে দাও'—সে বলেছে বর্মার মৃত্যু-বিছানো পথে চল্‌তে চল্‌তে। 'হে মানুষ! মানুষকে বাঁচতে দাও'—বলেছে সে আপনার মনে, মানুষই যখন মৃত্যুকে আকাশ থেকে নিক্ষেপ করছে মানুষের উপর। 'মানুষ, বাঁচতে দাও মানুষকে। মানুষ বাঁচুক'।

পার্টিতে সেন আর মেহ্‌রা ব্যবসায়ের আরও অনেক কথা তুল্‌লেন—সে সব বিনয়ের বেশি কানে গেল না। আশ্বাস পেয়েছে সে একটা কথায়—'মানুষ বাঁচুক'।

অতিথিদের চলে যাবার পরেও মিষ্টার মেহ্‌রা প্রভৃতি জিনিসপত্র গোছানো দেখতে দেখতে এক দফা আলোচনা করে নেবেন। মেহ্‌রা বয়কে হাঁকলেন,—বয়, ড্রিংক্‌স। তারপর মিষ্টার সেনের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন: আপনি যেন রাগ করবেন না। আপনার অদ্ভুত প্রেজুডিস্‌ কিন্তু সেন!

মিষ্টার সেন হাস্‌লেন, বল্‌লেন: থাক্‌লই বা দু' একটা সেকেলে প্রেজুডিস্‌!

মেহ্‌রা বল্‌লেন: এবার আপনি চালান চালের কারবার। খাঁ বাহাদুরের দেখছেন তো মনোভাব।

মুরারি সেন হেসে বল্‌লেন; দেখুন কতক্ষণ থাকে।

বিনয় কিন্তু শুনে খুসী হল না। এরা মানুষকে বিশ্বাস করে না।

মেহ্‌রা বল্‌লেন: কতক্ষণ থাকে না থাকে সেটা তো অনেক জিনিসের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে একজন আপনার ইয়াকুব—আর জন আপনার ডকটর খাঁ। তাদের কমিশন ঠিক রাখবেন।

সেন বললেন: শুধু তাতেই হবে? দেখবেন পরে। ওদিকে আবার পীরজাদা—তাঁর তো কিছু-না-কিছু হাত থাকবে।

—তাঁর সঙ্গে সরাসরি কাজ করবেন—সস্তায় হবে—হাজার টাকাতেই হবে।

কিন্তু ড্রিংক্স এসেছে! মুরারি সেন আর তাই বেশিক্ষণ বস্‌বেন না; হেসে বিদায় নিলেন। মেহ্‌রার সঙ্গে শচীপ্রসাদ ও বিনয়কে এক পেগ্‌ নিয়ে বস্‌তে হয়েছে। কিন্তু বিনয় প্রায় তা স্পর্শ করলে না। শচীপ্রসাদ দু' এক পেগের বেশি এগুতে চাইল না—মেহ্‌রা পরিহাস করলে কি হবে? বাড়ি ফিরতে হবে, হেনা রাগ করবে টের পেলে।

বাড়ি ফিরে বিনয় দেখ্‌ল সুধা বসে। শুধু বসে নয়, হেনা খুব উৎসাহে তার সঙ্গে গল্প করছে। বুঝা গেল, এবার তারা পরস্পরের নিকট হয়ে পড়েছে। বসেছেও দু'জনে একই সোফায় কাছাকাছি—ইরা বসেছে একেবারে সুধার কোল ঘেঁসে, শুনছে দু' জনার কথা। এই সান্নিধ্য সাধনের গোড়ায় ছিল প্রথমত ইরা। একটু আগে সে এসেছে একটা হ্যারল্ড লয়েডের ছবি দেখে। খুব খুশী সে,—সে গল্পই করছিল মায়ের কাছে। সুধা আস্‌তেই একটু সে থেমে গেল। কিন্তু সুধাও তাকে পেয়ে গল্প জমাতে পারল। ইরার সঙ্কোচ দূর হয়ে গেল সুধার উৎসাহে—ইরার কথার অবাধ স্রোত বয়ে চল্‌ল আবার।

খুশী হয়ে উঠল ইরা, আর খুশী হয়ে উঠ্‌ল তাতে তার মা। কখন সুধা বর্মার গল্প তুলে দিলে। হেনা আরও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠ্‌ল, সহজ হয়ে উঠ্‌ল। ভালো লাগছিল হেনার আজ বর্মার কথা বল্‌তে। ওর শৈশব-কৈশোরের সেই বর্মা। হাঁ পুরুষেরা বাবু, মেয়েরাই বেশী কাজ করে। সেখানকার ওই মেয়েদের সঙ্গে হেনা খেলেছে, নেচেছে, গেয়েছে; কত বর্মী গান গেয়েছে তখন, করেছে কত ফুলের উৎসব,

কত আনন্দ! তারপর এল হেনার কনভেণ্টে পড়ার দিন—সেখানেও পড়েছে বর্মী মেয়েদের সঙ্গে; ভারতীয়, চীনা, মাদ্রাজী, গুজরাটী, খোজা, যেমন, আরও নানা জাতের মেয়েদের সঙ্গে—সেও এক সুন্দর জীবন। সে বর্মা আজ কোথায়? কোথায় তার বর্মী সখীরা? রশিদভাইর কন্যা শিরীন্? বোস সাহেবের মেয়ে আইভী? সে বর্মা আজ কোথায়? সমস্ত জড়িয়ে সুদূরের স্বপ্ন হয়ে উঠ্ছে তা হেনার চোখে—বল্তে বল্তে সময় সে ভুলে গেছে।

বিনয় আর শচীপ্রসাদ এসে ঘরে ঢুকল। হেনার চমক ভাঙ্ল—কেমন যেন একটু লজ্জাও বোধ হল হেনার।—এসে গেছেন ওঁরা। যাও, সুধা, ফুরোলো আমাদের বাজে গল্প—শুরু হোক তোমাদের কাজের কথা। চা খাবে তো তোমরা?—উঠে দাঁড়াল হেনা।

সুধা বুঝলে হেনা হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়ছে। বল্লে: সে হবে না, হেনাদি', তুমি পালাতে পারবে না। বুঝছ না ওরা সব বর্মীপুরুষের জাতভাই—বাবুর জাত। ওরা তোমাকে খাটিয়ে মারবেন—বর্মার বোকা মেয়েদের মতই।

হেনা হেসে বল্লে: চায়ের কথা বলে আস্ছি ভাই।

শচীপ্রসাদ উৎফুল্ল। পার্টিটা খুব ভালো জমেছে। সুধাকে দেখেও সে এখন উৎসাহিত হয়েছিল—সান্ধ্য পার্টির গল্পটা শোনাবে সে সুধাকে।

সুধা বল্লে: বলুন তা হলে—কতদূর আদায় করতে পারলেন কর্তাদের কাছ থেকে?

—কথার দিক থেকে বল্লে বারো আনা। জোর করলে ষোল আনা ছেড়ে আঠারো আনাও পারতাম।

—কিন্তু কাজের দিক থেকে কি আদায় হল, বলুন।

—তা ক্রমশ প্রকাশ্য।

বিনয় বল্লে: আপনাদের ডিপুটেশ্যানের খবরও শুন্লাম। কত লোক গেছল? ওই খাঁ বাহাদুরের বাড়িতেও গেছলেন নাকি?

সুধা বল্‌লে: আপনারা কি শুন্‌লেন, বলুন।

ঘোষ সাহেবের কথাগুলো বিনয় তাকে জানাল। সুধা একটু হাস্‌ল, বল্‌লে:- জানতাম, দেখাই করবে না। ভদ্র লোক, বড় লোক, বড় বিদ্বান, বড় ব্যারিষ্টার, বড় লোকের ছেলে, বড় লোকের জামাই—বড় বাড়ী, বড় গাড়ী, সুন্দরী স্ত্রী,—বস্‌ অতএব, তারা কংগ্রেসের মেম্বর, হবে রাজা-উজীর। কি করে বোঝাব আমাদের এই গরীব লোকদের—ওরে, কংগ্রেসের দোষ এটা নয়।

—তারা তা'ই বল্‌ছে নাকি?

—বল্‌বে না? ওঅঞ্চলে কংগ্রেসের নামে লোকে এখনো ভরসা রাখে। ভূতনাথবাবুরা লোকের সঙ্গে মেলেন-মেশেন—এমন তো নয় শহরে বসে কর্পোরেশন-পলিটিক্‌স্‌ করেন। তাই ওদের কাছে কংগ্রেস চেনা জিনিস। এদিকে মুসলমানও ছিল ওঅঞ্চলের। এখনো তারা একেবারে কংগ্রেসকে বরবাদও করে না—তবে ঝুঁকছে লীগের দিকেই। এসব হিন্দু কংগ্রেস কর্তাদের দেখে তারা বলে—'ওঁরা অমনি। চলো খাঁ বাহাদুরের বাড়ি। দেখি তিনি কি বলেন।'

—গেছে নাকি সেখানে?

—গেছে। গেছলাম আমিও—মেয়ে ছিল যে জন ত্রিশ।

—তারপর?

—এদিকে সন্ধ্যা হয় হয়। সারাদিন ,ওরা হেঁটেছে, গাড়ীতেও এসেছে। জন সাতেকের কোলে-কাঁখে ছেলে-মেয়ে।

ছেলে নিয়ে এল কেন?

কি করবে? ছেলে থাকাটা অপরাধ নাকি?—যে ওরা আস্‌তে পারবে না নিজেদের দাবি জানাতে আপনাদের দরবারে? আপনাদের চোখে লাগে? তা ঠিক, মিষ্টার চৌধুরী। ওদের দুঃখটা চোখে দেখি না, বেশ থাকতে পারি। দেখ্‌লেই চোখে লাগে। তাই তো ঘোষ সাহেবও দেখা করেন না। দেখ্‌লে তাঁরও চোখে

লাগে। লোক তিনিই কি মন্দ? কেমন ভদ্র, কেমন বিদ্বান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুবেশ, সুন্দর দেখতে। কিন্তু ওই চোখে দেখ্‌তে চান না—অন্য রকম জিনিস। বিশ্রী তো,—একটা ময়লা ন্যাকড়া-পরা বাঙালী মেয়ে—স্কার্ট হলেও বা হত,—বাঙালী মেয়ে; শরীর তার ঢাকাও পড়ে নি, ঢাকেও না ওরা—আর তাতেও আবার ওই তো শরীর! ছোট জাত, যেমন রং, তেমন রূপ,—হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে হাড়-গোড় সার—আবার তার ওপরে বোঝা একটা তেমনি ছেলে বা মেয়ে, ন্যাংটা, রোগা, ময়লা, হয়ত হাড়-হাবাতে কাঁদুনে।

বিনয় জানে এসব সত্য। সুধার মুখে এসব শুনে ভালোও লাগ্‌ল। সুধা কি বুঝেছে—মানুষের এই দুঃখ? চায় সে 'মানুষ বাঁচুক?' চায়? সত্যি চায়?

শচী প্রসাদ বল্‌লে: কিন্তু বল্‌ছেন তো, পাঠান না ওদের কারখানায় কাজ করতে। আমরা থাক্‌বার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সুধা একটু শান্তভাবে বল্‌লে: মিষ্টার চৌধুরী, তাই হবে। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি হয় না। কলের মজুরদের আপনারা চেনেন। বোঝেন তো, ঘর ছেড়ে এসে বস্তীতে কেউ সহজে মজুর হতে চায় না। পারতে চায় না; না পারলে সব হয়। হবেও। এই ঘর-ছাড়ারাই আস্‌ছেও আপনাদের কলে-কারখানায়; মজুরের অভাব আপনাদের পড়বে না। তবে আরও সস্তা মজুরীতে লোক চান হয়ত। পাবেন তাও। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন—জিনিসপত্রের দাম, চারদিকে টাকার ছড়াছড়ি। বাঁচবার মতো মজুরী দিতে হবে বৈ কি আজ?

—আমরা ঠিক করেছি—টাকা বাড়িয়ে ওদের লাভ নেই—দাম বেড়েই যাবে—তার চেয়ে জিনিসপত্রই দোব,—চাল, তেল, হিসেব করে হপ্তায় হপ্তায় দোব।

সুধা একটু নীরব রইল। বল্‌লে: ট্রামও তাই দেবে। চট্‌কল দিচ্ছেও। কি জানি সে কেমন ব্যাপার দাঁড়াবে। তবে গ্রামের এসব

লোকজন শহরে এখনো আস্‌তে চায় না। তবু তারা আস্‌ছে। তা'ছাড়া, ওদিকেও ফৌজের কাজে লোক চায়—সেখানেও কাজ মিলে ওদের।

—যে ফৌজের জন্য ওদের ঘর-দুয়ার ছাড়তে হল তাদেরই মাল টান্‌বে ওরা! এদের আপনারা কি করে বাঁচাবেন?

সুধা হাস্‌লে, বল্‌লে: মনে হয়, তা'ই। কিন্তু তবু বাঁচবে—আমরা বাঁচাব বলে নয়, ওঁরাই মরতে চাইবে না বলে। নইলে পৃথিবীও বাঁচত না।

বিনয়ের এ সব আলোচনা বেশি ভালো লাগ্‌ল না। সে বল্‌লে: কিন্তু খাঁ বাহাদুরের বাড়ি কি হল?

—শেষ পর্যন্ত থাকি নি। সন্ধ্যা হয়-হয়। মেয়েদের বাড়ি ফেরা দরকার। পথ তো কম নয়—সেই মথুরাপুর ডায়মণ্ডহারবার। তার আগে একবার বিবি সাহেবার কাছে ওদের নিয়ে গেলাম।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে: হোম্ ফ্রণ্টে আক্রমণ! অদ্ভুত কৌশল।

সুধা হেসে বল্‌লে, বেশি খাটে নি। বিবি সাহেবার অসুখ, দেখা করেন না। তবে ওঁর মেয়ে দেখা করলেন। বেশ মহিলা। বছর চল্লিশ বয়স হবে—বেশ লোক। বল্‌লেন—'বাপজান্ আসুন, হবে সব। কিন্তু এঁদের আর কষ্ট করাবেন কেন? এ বহিন্, আপনারা বাড়ী যান।' কোথা থেকে ছেলেপুলেদের হাতে একটা করে মণ্ডা দিয়ে দিলেন। বস্। আমাদের গ্রামের মেয়েরা আশীর্বাদ করতে করতে চল্‌ল। বালিগঞ্জ পর্যন্ত শুন্‌তে শুন্‌তে এলাম—'মেয়েটা কেমন ভালো গো দিদি, কেমন ভালো। আমাদের অদৃষ্ট খারাপ, তার কি হবে?' ভাব্‌লাম, কত সহজে ওরা খুশী হয়। আর কত মুশকিল তাই ওদেরকে বাঁচানো।

বিনয় বল্‌লে: মুশকিল কেন? সহজ বরং।

সুধা বল্‌লে: সহজ ওদের ঠকানো—যেমন আপনাকে আজ ঠকিয়ে দিলেন খাঁ বাহাদুর। শক্ত ওদের বাঁচানো—যেমন মিষ্টার

চৌধুরীও বুঝ্ছেন একভাবে, আমরাও জানি আরও বেশি করে অন্য ভাবে।

শচীপ্রসাদ এ কথায় আবার প্রীত হল, বল্লে: বুঝ্ছেন তো, ?

সুধা বল্লে: বুঝ্ছি, কিন্তু বুঝ্ছি ওদের বাঁচতেই হবে; নইলে পৃথিবীই বাঁচবে না। ওরাই তো আসল জোর—যাকে বলে জনশক্তি।

শচীপ্রসাদ হেসে বল্লে: আমি কিন্তু বৈজ্ঞানিক মানুষ—ছিলাম ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার, জার্মানিতে ওসবই তৈরী করা শিখতে যাই। দেখ্ছি, এ জনশক্তি কিছু নয়। আসল হচ্ছে 'বিদ্যুৎশক্তি'—যাকে বলে, 'পাওয়ার'; তারপর, ওই সংগঠন-শক্তি, মানে, শক্তিমানের নেতৃত্ব। দেখছেন তো দুনিয়ার আজ হিটলার আর তোজো চাই। নইলে কিছুতেই কিছু তৈরী করা যায় না—শিল্প না, যুদ্ধ না, জাতি না, মানুষ না—কিছু বল্তে কিছু না। ভগবান একা কর্তা বলেই দুনিয়া গড়তে পেরেছেন, বুঝ্লেন? আর ভগবানের রাজত্বে অন্যকে হাত দিতে দেন বলেই দুনিয়াতে এত গোলমাল জমে ওঠে।

সুধা একটু মৃদু হাস্ল, বল্লে: রাজাদের ভগবান রাজা, একচ্ছত্র। গরীবের ভগবান পুলিশের দারোগার মত—ঘুষ দিতে হয়, নইলেই মারবে। মধ্যবিত্তের ভগবান্ মিড্ল্ম্যান, পূজো দিলে ফল দেন—নগদ বা বাকী কারবার করেন। ডিক্টেটারদের ভগবানও নিশ্চয়ই ডিক্টেটার—তার প্রমাণ 'হেইল হিট্লার', 'রাম রাম বাবুজী'।

—আপনাদের ভগবান? —জিজ্ঞাসা করলে শচীপ্রসাদ সকৌতুকে।

—মাষ্টারনীদের? হেড মিষ্ট্রেস্, সেক্রেটারি, ছাত্রীর বাপ-মা।

বিনয় সন্তুষ্ট হল না। এ সব কথা সুধার নয়, যদিও বল্ছে সুধাই। এ ধরণের দৃষ্টি অমিতের, তাকে মানায়ও। তাতে ব্যঙ্গ থাকে, কিন্তু থাকে তার বেশি কৌতুকবোধ, আর এক সকরুণ মমতা। কিন্তু সুধার বড় চোখ, উজ্জ্বল দৃষ্টি, এসব কথা বল্তে বল্তে হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ, বিদ্রূপ-ভরা। পরের দৃষ্টিভঙ্গীকে মানুষ আপনার দৃষ্টিভঙ্গী করতে

গেলে এমনিভাবেই তাকে অস্বাভাবিক বস্তু করে ফেলে। বিনয় বল্‌লে: মিস্ গুপ্তা, আমরা হতভাগ্যরা পুরনো ভগবান্ নিয়ে দিন কাটাচ্ছি—সে বুড়োকে আর টানাটানি কেন?

সুধা বল্‌লেন: না, না; ভগবানেরও ইভোল্যুশন হচ্ছে। এটা ভগবানের ফ্যাশিস্ত যুগ। অমিতদা' বলেছেন—একটা আমেরিকান্ বইতে মজার গল্প আছে। ভগবান বসেছেন তিনশ' তালা বাড়ির আকাশী কোঠায়। ঘরে শত দশ বারো টেলিফোন আছে, তিনি টেলিভিসনেই সব দেখছেন, শুন্‌ছেন। সেক্রেটারিরা আস্‌ছে—এক নম্বর, দু' নম্বর এমনি নানা সেক্রেটারি—পপুলেশান বিভাগ, কাঁচা মাল বিভাগ, দেনা-পাওনা বিভাগ, এমনি নানা বিভাগের আবার সে সব নানা সেক্রেটারি। তারা নোট্ নিয়ে যায়, ডিক্‌টাফোনে ভগবান্ বলে দেন; ইত্যাদি। মানে রীতিমত ফলাও করা 'বিগ বিজ্‌নেস্', তার 'বস্' হলেন ভগবান্। এ হল মার্কিনী ভগবান্ 'নিউ ডীলের' আগে। ওদিকে দেখুন জার্মানিতে একটা ছিল সেকেলে 'প্যাসান্ প্লে'; যীশুর জীবন-কথা অভিনয় করত গ্রামের লোক—ওবারমেংগো, না কি সে গ্রামের নাম। সেই মধ্য যুগ থেকে এ নাটক চলে আস্‌ছে—খোলা পার্কে অভিনয় চলে সপ্তাহ খানেক ধরে। আমাদের 'রামলীলা' গোছের কাণ্ড আর কি। আগে আগে অন্য সব গ্রামেও হত, কিন্তু উঠে গেছে। এখনো বেঁচে আছে সেই দূরের পাহাড়ী গ্রামে। আর তাই দেখ্‌বার জন্য দেশ-বিদেশের লোকের ভিড় হয়—মেলা বসে, স্পেশ্যাল ট্রেন চলে ডজনে ডজনে, ব্যবসা বাড়ে। তাতে যীশুও বেশ চলছিলেন, দয়ার দেবতা, ইত্যাদি। কিন্তু হিট্‌লার কর্তা হলেন যখন, তখন তো এ য়িহুদী যীশু চলে না, আর তাঁর প্রেম করুণার বাড়াবাড়িও চলে না। ওবারমেংগোর এই অভিনয়ে তখনও "যীশু" রইলেন, তবে তাঁর ইভোল্যুশন হল—এবার তিনি হলেন বীর যীশু, প্রাণ দিচ্ছেন 'ফোলকের' জন্য। মুখভঙ্গীতে, বেশভূষায়, এমন কি চীৎকার-করা

কথাবার্তায় এ যীশু ফ্যুহ্রায়ের ছাঁচে-ঢালা,—নিউ টেষ্টামেণ্টের নয়,—'মাইন ক্যাম্পের' যীশু। বুঝ্ছেন, ভগবান্ও বেশ আধুনিক হন—হতে হয়। আমাদের কার্তিককেই দেখুন না। আমরা কত কিছু করেছি তাঁকে—'ফুলবাবুটি' করেছি, শাম্লা-পরা কোম্পানির আমলের দেওয়ান-মুচ্ছুদ্দির মতো করেছি, বন্দুক হাতে শিকারী পোষাক-পরা গোবর-ডাঙার বাবুদের মত করেছি; তার পরে 'ইণ্ডিয়ান আর্টের' কার্তিক করেছি, আজ করছি আবার সেনাপতি কাতিক সার্বজনীনে। এ ভাবেই ভগবান্ ইভোল্যুশানে টিঁকে যাচ্ছেন—নানা শ্রেণীর লোকের কাছে নানা রকমে। হবেই তো,—'যাদৃশী অবস্থা যস্য তাদৃশী ভবতি ভাবনা'—ভগবানের ভাবনাও তার তেমনি, দুনিয়ার ভাবনাও তার তেমনি।

বিনয় বল্লে: বুঝলাম, কিন্তু এতো অমিতদা'র কথা। তাঁদের কমিউনিষ্টদের ভগবান্ কিরূপ? লেনিনরূপী থেকে এখন ষ্টালিনরূপী হয়েছেন ইভোল্যুশানে, না?

সুধা বল্লে: হবেও বা। কিন্তু অমিতদা, বলবেন—সে ভগবান্ তৈরী হচ্ছেন,—হচ্ছেন আর হচ্ছেন। সে ত্রিমূর্তি; তার নাম দেওয়া যায় 'সংগ্রাম'।

বিনয় বল্লে: যথেষ্ট হয়েছে তা। চারিদিকেই তো আজ দেখ্ছি সংগ্রাম—আর কেন? এখন আমাদের একটু শান্তি দিলেই বাঁচি—মানুষকে একটু বাঁচতে দেন। না হয় বুড়ো ভগবানকে নিয়েই বাঁচুক ওরা, একটু শান্তি পাবে।

সুধা বল্লে: শান্তি পাবে কোথায়? বাঁচতে হলে জীবনসংগ্রামে যোগ দিতেই হবে—এক পক্ষে নয় অন্য পক্ষে। দেখছেন তো কি দুর্দশা ওদের? তবু ছেলে বুকে নিয়েও মা আসে হেঁটে—মথুরাপুর থেকে লালদীঘির দুয়ারে, একটু যদি উপায় হয়। বাঁচতে ওরা চায়, তাই সংগ্রামও করছে; শুধু জানে না কোন্ পথ বাঁচবার পথ।

উঠে পড়ল আবার সেই ঘর-ছাড়া মানুষের কথা। বিনয় বল্‌লে: আমরা তো ভেবেই পাই নি সোনাপুর কি হবে। খাঁ বাহাদুর যা বললেন তাতেই একটু যা আশা দেখ্‌ছি। দেখি এখন গিয়ে—

—তুমি যাবে নাকি সোনাপুর এখন, দাদা? এখন বোমা পড়ছে ওদিকে।—হেনা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে।

—একবার যেতে হবে তো।

শুনে সমভাবে আপত্তি তুলল হেনা ও শচীপ্রসাদ।

বিনয় বল্‌লে: নিজের ক্ষতিপূরণের টাকাটা আদায় করতে হবে: মানুষও যাতে তা পায়, তা দেখতে হবে—সোনাকান্দির ওরা আমাকেই এ ব্যাপারে তাদের সমিতির সেক্রেটারি করেছে কিনা। এই তো খাঁ বাহাদুরের কথা পাওয়া গেল, হবিব সাহেবকে টাকা দিতে বলেছেন—

শচীপ্রসাদ হাস্‌ল।—এই ভরসায় তুমি যেতে চাও? খাঁ বাহাদুরের কথা শুনে! তুমি ক্ষেপ্‌লে দেখ্‌ছি।

কেন আপত্তি হল তার সোনাপুর যাবার প্রস্তাবে, বিনয় বুঝাতে পারছে না। বিনয় সেখানে তো থাক্‌বে না। একবার ওদের একটু সুব্যবস্থা করে দিয়ে আস্‌বে, নিজের ক্ষতিপূরণের টাকা ও মাইক্রোস্‌কোপটা নিয়ে তারপর কলকাতায়ই এসে সে বস্‌বে; ঔষধপত্রের কারখানা চালাবে। সে সব কথা তো পাকাই হয়ে গেছে। ওখানকার কাজ যারা করবার করবে ঠিক—বীরু, মজিদ, নীরদ দত্ত, বিনোদ ভৌমিক, শিবুদা' আর কংগ্রেসের ওরা; বিনয় একবার শুধু তাদের এই বর্তমানের বিপদটা পার করিয়ে দেবে। এই বর্ষার আগে কোনো রকমে যাতে পায় ওরা ওদের পাওনা। সে টাকাটা হাতে নিয়ে ওরা তৈরী হোক।

হেনা বললে: কাল রবিবার। আগেই আমি কথা দিয়েছি; মত্তির সাহেবরা নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন কাল। সন্ধ্যায় আমরা যাব; তিনিও বাড়ি থাক্‌বেন।

বিনয় বুঝল। হেসে বল্‌ল : বেশ তো, আমি তো কালই যাচ্ছি না।

ঘরোয়া আলোচনা দেখেই বোধ হয় সুধা উঠে দাঁড়িয়েছিল। বল্‌লে : হেনা দি', এবার আমি যাব। শেষে নইলে ধর্মতলায় ট্রাম পাব না।

—যাবেন ? আচ্ছা, ইরা কোথা ? বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। যাক্‌, তাকে আপনি খুব হাত করে ফেলেছেন কিন্তু। কিন্তু এবার থেকে সাবধান ; এলেই ধরবে, গল্প বলো।

বিনয়ের মনে পড়্‌ল অমিতকে। তার সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত, আলোচনাও করতে হবে সোনাপুর যেতে হলে। সে বল্‌লে : মিস্ গুপ্তা, অমিদা'র সঙ্গে আর একবার দেখা হয় না ?—যাবার আগে তাকে একবার দেখে যেতে চাই।

সুধা বল্‌লে : এখনো 'যাবার আগে' ছাড়ছেন না ! যাক্‌, অমিদা' এবার তো কিছু সময় পাবেন। ট্রাম ষ্ট্রাইক নেই—অবশ্য জের চল্‌ছে। কাল রবিবার—ঠিক করব কি ?

বিনয় বল্‌লে : কালই তো, হেনা, মিত্তির সাহেবদের ওখানে ঠিক করছ না ? আমাকেও কি যেতে হবে ?

হেনা বল্‌লে : বাঃ ! বেশ কথা ! তোমাকে যেতে হবে না তো কি ?

শচীপ্রসাদ হেসে বল্‌লে : বলে তুমিই হলে কালকের নাটকের নায়ক, অবশ্য কাল শুধু তার 'প্রস্তাবনা'।

সুধা মৃদু হেসে বল্‌লে : ডেনমার্কের রাজপুত্রকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট চলে না।. আর আপনিই বুঝি কালকের সেই রাজপুত্র ? ওদিকে রাজকন্যাও থাকবে অপেক্ষা করে। না, এ হয় না। বেশ, যে দিন আপনার সময় হবে—তার আগের দিন একটা খবর দেবেন।

তাই ঠিক হল। সুধা বিদায় নিয়ে গেল, রইল বেঁচে তর্ক আর ডিনার—সোনাপুরে বিনয়ের এখন যাওয়া হতে পারে, না, হতে

পারে না ;—মিষ্টার মিত্তিরদের বাড়ি কাল নিমন্ত্রণ ; মানে, তারপরে আরও নিমন্ত্রণ, আর দেখা-সাক্ষাৎ! ওদিকে ঔষধের কারখানা, কথাবার্তা ঠিক করা, পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করা চাই ;—কলকাতা বিনয়ের ছাড়া চলে কি এখন ?—বিশেষ মিষ্টার মিত্তিরদের সঙ্গে সবে পরিচয় হচ্ছে, বারে বারে হেনা তা বুঝাতে চায়।

৮

অমিতের সঙ্গে বিনয়ের দেখা করতে করতে দেরী হয়ে গেল। তার আগে অনেক অভিমান তর্ক গেছে হেনার সঙ্গে বিনয়ের—বিনয়কে সে যেতে দেবে না সোনাপুর। বিনয় বোঝাতে চায়—জিনিসপত্র রয়েছে সব। তা ছাড়া এবার গেলেই ক্ষতিপূরণের টাকাটা পাবে—তা ঔষধের কারখানায় লাগবে। শচীদা' এ যুক্তি বুঝ্‌লে ; 'তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো গে তা হলে তা।' এদিকে আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে করতেও গেল কয়েকদিন—বিনয় তাদের অনেককে পূর্বে দেখেনি। বর্মার দু' একজন বন্ধুর সঙ্গেও দেখা করলে। ইটালির কারখানাটার লেখাপড়া ততদিনে পাকা হয়ে যাচ্ছে। মিত্তির সাহেবরা একদিন ডিনারে বল্‌লেন। পাল্টা তাদেরকে আবার হেনা নিমন্ত্রণ করছে ডিনারে। মামাতো বোন্‌ ঊষাও ছাড়ে নি—তার স্বামী শৌরীনকেও বিনয়ের বেশ ভালো লাগ্‌ল।

বুদ্ধিমান্‌ যুবক শৌরীন। ত্রিশের কাছাকাছি এসেছে। ব্যাংকিং-ও ইন্‌সিওরেন্স সংবন্ধে চমৎকার তার জ্ঞান আর পরিষ্কার লেখার ধরণ। সাহিত্যেই সম্ভবত ছিল তার রুচি—বাড়িতে তাই এখনো সাহিত্যিকদের আড্ডা জমে। কিন্তু এখন শৌরীন্‌ ব্যবসাপত্র বিষয়েই অর্থনীতিক লেখা লেখে বেশি। সে মুরারি সেনের 'ন্যাশনাল্‌ ওয়েল্‌থের' সম্পাদক,—সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদেরও দু'পয়সা পাইয়ে দেয়

মুরারি বাবুদের কাগজ থেকে, তাদের প্রচার-বিভাগ থেকে; ওর বাড়িতে সাহিত্যিকদের আড্ডাও তাই থাকেই। মুরারি সেন তাকে পাকড়াও করে শচীপ্রসাদের মারফৎ—শৌরীন তখন ব্যবসাবাণিজ্যের আশে পাশে ঘুরছে। 'ন্যাশনাল ওয়েলথ্'-এ মাঝে মাঝে লেখে। মিষ্টার সেনের চোখ পড়ল—পড়বারই কথা। তিনি লোক চেনেন। শৌরীনকে ন্যাশনাল বেঙ্গলী চ্যাম্বার অব্ কমার্সের মাইনে-করা এ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী করা হল। মিষ্টার সেনের নিজেরও তো লেখার দরকার আছে। "আর তা'ই মিষ্টার মুরারি সেন বাংলা দেশের একজন অজস্র লিখিয়ে বিশেষজ্ঞ আর আশ্চর্য লিখিয়ে অর্থনীতিক চিন্তার নায়ক"—হেসে শচীপ্রসাদ বিনয়কে বল্‌লে।

বিনয় বুঝলে না, বল্‌লেঃ তার মানে? মুরারি সেন নিজে লেখেন না?

শৌরীন্দ্র দত্ত মৃদু হেসে কথাটা চাপা দিতে চাইল—এমন ভাবে যে তা চাপাও পড়ল না—নিজে লেখেন না বড়, বলে দেন আমাদের।

বিনয় এবার বিস্মিত হয়ে বল্‌লেঃ তাঁর নামে তা বেরোয়! কেন, কি দরকার?

শচীপ্রসাদ হেসে বল্‌লেনঃ সে তুমি বুঝবে পরে। বাংলাদেশে প্রত্যেক ইনসিওরেন্সের আর ব্যাংকের কর্তাই ইকোনোমিষ্ট—তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পুরুষোত্তমদাস কিংবা নলিনী সরকার হবেন। অসুবিধা কি? ইকোনোমিক্‌সে ফার্ষ্ট ক্লাসের অভাব নেই—হাফ-টাইমার, পার্ট-টাইমার ঢের মিলে।

বিনয় বল্‌লেঃ বুঝ্‌লাম। সে দিন তো তাঁর ইনফ্লেশান্ সম্বন্ধে কথা শুনে আমার মনে হল বেশ ওয়াকিব্ হাল লোক।

শচীপ্রসাদ একথা মান্‌লঃ এইটি ঠিক। মুরারি সেন ওটি পারেন—বুঝে নিতে পারেন কিছু বুঝিয়ে বল্‌লে। এইটিই ওঁর আসল গুণ—অন্যদের তা নেই। মুরারি সেন ছেলে তো খারাপ ছিলেন

না। নিজেও ইকোনোমিক্‌সের ছাত্র; এতদিন আছেন এ সব দিকে। ননকো-অপারেশানের মুখে উনিশ শ' বিশে বেরিয়ে এলেন জেল থেকে—স্বদেশী ইন্‌ডাষ্ট্রি গড়বেন। লাজপৎ রায় তখন লক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স গড়েন, দেশবন্ধুও মুরারি বাবুকে বল্‌লেন—বেশ, তাই করো। দেশবন্ধুকে ধরে আরম্ভ করলেন 'ফ্রি ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স।' তখন ফ্রি আয়ার হয়েছে। ওঁরও মাথায় তাই ফ্রি ইণ্ডিয়া। দাঁড় করিয়েছেন সে কোম্পানি। কতদিকে ওঁর নজর। একটা ব্যাংক আবার গড়ে তুললেন। সহজ কথা তা নয়—বোম্বাইওয়ালাদের সঙ্গে প্যাঁচ কষে দাঁড়ানো। ইন্‌সিওরেন্স বিল যখন এল সেবার, সে কি কাণ্ড। দিল্লীতে বোম্বাইওয়ালাদের টাকার ছড়াছড়ি—কত মেম্বর তারপরে ওয়ার্লড টুরে বেরিয়ে গেলেন সপরিবারে,—বা পরের পরিবারের সঙ্গে। কেউ বা হলেন বোম্বাইর কোনো কোম্পানির ডিরেক্টর। সে সময়ে দিল্লীতে বসে একদিকে বোম্বাই'র সঙ্গে তাল রাখা, আর দিকে বাংলার স্বার্থ ঠিক রাখা—মুরারি সেন ছাড়া কে পারত তা? জানো, পরিষ্কার মাথা। বলছিলাম না তোমাকে কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রির কথা? সেনের সঙ্গে আজও সে কথা হল। অত বড় কোম্পানি ইণ্ডিয়ান্ কেমিক্যালস্; ওরা হেভি কেমিক্যালস্ তৈরী করে না। ম্যানেজিং ডিরেক্টর দ্বিজেনবাবু বলেন, 'যুদ্ধ শেষে ইম্পীরিয়াল কেমিক্যালস্ আমাদের কোণঠাসা করবে; তখন গবর্ণমেণ্ট তো আমাকে রক্ষা করবে না।' সেনকে বললাম তা। শুনে বললেন, 'ওঁদের ভীমরতি ধরেছে—জমিদারী চালে পেয়েছে। ওঁরা দেখ্‌ছেন না আজ ভারতীয় ইণ্ডাষ্ট্রির বাড়বার দিন, বিলাতী ইন্‌ডাষ্ট্রির গুটানোর দিন। দেশের ক্ষমতা আমাদের হাতে আস্‌ছে—যত কম হোক্, ক্ষমতা আস্‌ছে। সেই ক্ষমতাতে ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিষ্টদের ব্যবসায়ে পথ হবে, আবার স্বদেশী ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিষ্টদের জোরে রাজনীতিকদের ক্ষমতাও বাড়বে। দেখ্‌ছেন না বোম্বাইর সিন্ধিয়া গ্রুপ কেমন দাঁড়াচ্ছে—বিলাতী জাহাজওয়ালাদের সঙ্গে টক্কর লড়ে? দেখ্‌ছেন না চিনির

কলগুলো? কেমিক্যাল্‌সে বাঙালীর হাত ছিল—এবার তাও যাবে। টাটা, বিড়লা এরা নেমে পড়ছে এ সুযোগে। দ্বিজেন্‌বাবুরা বসে বসে জমিদারী করুন ততক্ষণ।'—মিষ্টার সেন তো আমার সেই ন্যাশনাল মেডিসিনের আইডিয়ায় খুব উৎসাহ দিলেন।

শচীপ্রসাদ বিনয়কে নিয়ে চলল। কালীধন বাড়ুজ্জেকেও পথে শচীপ্রসাদ তুলে নিলে। গুরুপদ বিশ্বাসের সঙ্গে পাকা কথা হয়েছে। কালীধন বাবু গাড়ীতে উঠে ড্রাইবারের পাশে বসতে গেলেন, শচীপ্রসাদ জোর করে পাশে বসাল তাঁকে। ওদের পাশে তবু একটু যেন তিনি সঙ্কুচিত। বিনয় দেখ্‌ল—প্রৌঢ়, অমায়িক প্রকৃতির লোক কালীধনবাবু। আস্তে আস্তে সব দেখেন শোনেন, কিন্তু কোথাও সবলতা নেই। তবে খাঁটি, স্থির প্রকৃতির লোক—যার উপর নির্ভর করা চলে। কথাবার্তা এক রকম ঠিক হয়ে ছিল। আপাতত কারখানা যা চলছে তাই চল্‌বে—মানে, গুরুপদ বিশ্বাসের যা অংশ তা বিনয় বিশ হাজার টাকায় কিনে নিচ্ছে—আর বাকী পাঁচ হাজার তার এখনকার মত 'রয়েলটি'। ম্যানেজমেণ্ট এখন দেখ্‌বেন শচীপ্রসাদ—গুরুপদ বাবু মাইনে পাবেন দেড় শ। বোনাসও পাবেন নিট মুনাফার উপর শতকরা দুটাকা হারে—যতদিন বিনয় ফিরে এসে কারখানা তার নিজের হাতে নিতে না পারে। বাজারে মুনাফা হচ্ছেই তো, তবে এখন থেকে আসল ম্যানেজমেণ্ট দেখবে মিষ্টার এস্‌-পি-চৌধুরী।—অন্য ষ্টাফ্? কালীধন বাবু আছেন, শচীপ্রসাদ দেখে নেবে। তেমন দরকার হলে কালীধন বাবু নিজে আসবেন। কি বলেন কালীধন বাবু?—শচীপ্রসাদ সব ঠিক করতে করতে বল্‌লে।

কালীধন বাবু সবিনয়ে মৃদু হেসে বল্‌লেন: সে হবে মিষ্টার চৌধুরী, ঠেকবে না।

পরদিনই টাকা তুলে আন্‌লে বিনয়। এটর্ণি আপিসে লেখাপড়া, অন্যান্য আইনের ব্যাপারে যা করবার তা করলে সব শচীপ্রসাদ।

হেনা বল্‌ছিল: মিষ্টার মিত্তির ওদের যে খবর পাঠিয়েছি কাল সন্ধ্যায় আস্‌তে—আস্‌বেনও। তুমি থাকবে তো দাদা?

শচীপ্রসাদ হেসে বল্‌লে: একটুকুও দেরী কর নি দেখ্‌ছি হেনা?

বিনয় মনে মনে খুশী হল। বল্‌লে: আমি তো আছিই। কাল সময় পেলে সন্ধ্যায় যাব আমি অমিদা'কে দেখতে—

হেনা বল্‌লে: তুমি থাক্‌বে না, দাদা, সে কি ভালো দেখাবে?

বিনয় বুঝ্‌লে, বল্‌লে: কি আর হবে? বুঝিয়ে বল্‌বে নয়।

শচীপ্রসাদ হেসে বল্‌লে: ওর বুঝানোতে কি তাঁরাই বুঝবেন, না তুমি নিজেই বুঝ্‌ মান্‌বে।

অতএব বিনয়ের সেদিন অমিতকে দেখা হল না; সে সন্ধ্যা কাটাতে হল এই অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়নে। আবার দেখা হল চিত্রার সঙ্গে, আর খারাপ লাগল না নিশ্চয়ই। হেনা বেশ সমাদর করেছিল সবাইকে—মিষ্টার মিত্তির, মিসেস্ গুপ্তা আর তার ননদ চিত্রা মিত্রকে। আর ভালো লেগেছিল সেই সন্ধ্যাটি হেনারও। বেশি কথা বলে নি চিত্রা। সেদিনও বিনয়ের সঙ্গে সে বলেছে কম কথা। কিন্তু শুনেছে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে বিনয়ের গল্প। চিত্রা নিজে বিশেষ কিছু বলে নি, বল্‌বে কেন? তার না বলাই তো বলার অপেক্ষা বেশি। বিনয় জানে, সে বাঙালী মেয়ে। তার সমস্ত আচরণে থাকবে একটু সলজ্জ কুণ্ঠা, একটি সচেতন সুসঙ্গতি-বোধ, লজ্জা আর সঙ্কোচে-ভরা এক শোভনতা। তাই স্বাভাবিক,—আর তাই বাঞ্ছনীয়ও, বিনয় জানে। ঝড়ের মতো বইতে যারা পারে, আর মানুষকেও ঝড়ের মতো উড়িয়ে বয়ে নিয়ে চল্‌তে পারে, চিত্রা তেমন মেয়ে নয়। যতটুকু বিনয় দেখেছে তাকে এরূপই বুঝেছে। সে মেয়ে, মানে

মেয়েই,—যারা গৃহাশ্রয়ী, শুধু পুরুষসঙ্গিনী নয়; ঘর চায়, ঘর চেনে, ঘর বাঁধে—আর বাঁধে তাই নিজেকে আর প্রিয়জনকে শতপাকে, শত সুখ দুঃখ আর আনন্দে। এরাই মেয়ে—অন্তত বাঙালী মেয়ে। ভালো লেগেছে বিনয়ের চিত্রাকে তাই। আজ বর্মা থেকে ফিরে সে বুঝেছে—সে বিশ্রাম চায়, স্থিরতা চায়, চায় সুস্থির হয়ে বসতে।

মিত্তিররা প্রীত হয়ে বিদায় নিলেন—সন্ধ্যাটি ভালো লেগেছে তাদের।

ভালো লেগেছে বিনয়েরও রবিবারের এই সন্ধ্যা ;—আর তা দেখে হেনা আর শচীপ্রসাদ যে আশ্বস্ত বোধ করেছে, তাও বিনয় বুঝেছে; বুঝে খুশীও হয়েছে। ভালোভাবে চুকে গেল সেদিনকার ব্যাপার, খুব ভালোভাবে। হেনা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, বিনয়ও ভাবলে—'যাক্, বাঁচা গেল।' এতক্ষণ যেন ওরা দু'জনেই একটা আয়াস-সাধ্য কাজের মধ্যে কাটিয়েছে। মনে মনে দু'জনেই শ্রান্ত হয়েছে, এখন দু'জনেই পেল একটা বিশ্রামের অবসর। আর তা কত আকাঙ্ক্ষিত আর উপাদেয় অবকাশ। শুন্‌তে ভালো লাগছিল ওসবের পরে রাত্রিতে শচীপ্রসাদের কথা। মিষ্টার মিত্তির ছিলেন দিল্লীতে, এসেছেন এখানে, অনেক তাঁর জানা শোনা। দু' এক দিনের দেখা-শুনায় তাঁর সঙ্গে শচীপ্রসাদও এদিকে একটা নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছে, ভবিষ্যতে তাতে সে অনেক কিছু করতে পারবে। এই সৌহার্দ্যের বলে শচীপ্রসাদের বিশেষ সুযোগ কখন আয়ত্ত হবে, কে জানে? সে মনে মনে খুব পরিতৃপ্ত এই মিত্তিরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধিতে। বিনয়ও তা বুঝে বেশ আরাম পেল। সে যখন সেদিন শুতে গেল তার মন কেন অকারণে যেন বল্‌লে, 'বাঁচা গেল। কাল তা' হলে বাকী কাজ চুকিয়ে দিই—সুধা গুপ্তাকে আবার খবর দিই, ব্যবস্থা করুক, অমিদা'র সঙ্গে দেখা করে যাই।'

অমিতের সঙ্গে দেখা করতে হল একটু রাত্রিতে,—এখনো সে প্রকাশ্যে বেরোতে পারে না। অমিত বল্‌লে: ভাগ্যিস্, ডাক্তার, তুমি ঠিক টাইমে আসো নি। এলে দেখতে আমি নেই। তবে সুধাকে বলেছিলাম একটু আগে এসে থাক্‌তে, নিতান্ত হতাশ হতে না। কিন্তু সে দেখ্‌ছি আমাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

—কেন? আসেন নি?

—এসেছিলেন, কিন্তু বলে গেলেন আবার আস্‌তে পারবেন কিনা সন্দেহ।

—কোথায় গেছেন?—বিনয় জিজ্ঞাসা করলে।

—সে হিসাব সে দেয়?

—তোমার আস্‌তে দেরী হয় নি, দেখছি।

—দেরী কি আর হত না? ফাঁকি দিতে পারলাম বলে হল না। গোলমাল তো মেটেনি।

—মিটেছে শুনেছিলাম যে।

—শুনেছ আর কি? দেখেছ তো ড্রাইভার কন্‌ডাকটাররা একজনও কাজ করলে না—আর সে তাদের ইউনিয়নের কথায়। কিন্তু যাও শোনো গে কোম্পানির এজেণ্টের কাছে। তাদের সে ইউনিয়নের নামে কোনো ইউনিয়ন সে এজেণ্ট চেনেই না; সে চেনে শর্মা, ডাক্তার খাঁর ইউনিয়ন। তা'ছাড়া যাও লেবর কমিশনারের দপ্তরে—এ ষ্ট্রাইক মেটাতে পারে মজ্‌হর আলী,—চিঠি দেখাবে তার লেখা; সে হল মোস্‌লেম লীগের লোক। মেটাতে পারে শর্মা—সে কংগ্রেসের। আর ডাক্তার খাঁ, সে প্রজা সভার—রয়েছে তাদেরও চিঠি। মেটাতে পারে পুলিশ কমিশনার;—তিনি থাক্‌তে এসেনশিয়াল সার্বিসে গোলমাল?—ডাণ্ডা আছে কেন? তা'ছাড়াও মেটাতে পারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস; তার ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট সেয়ানা লোক—'শতং বদ'—ফোন্ করেছেন লেবর কমিশনারকে বারবার, ফোন্,—'মা লিখ'—

বেনামীতে কাগজে ছাড়া। এতগুলো মেটানোর লোক যখন ছিল তখন ষ্ট্রাইক্ মিটে গেছে বল্‌লে চলবে কেন? এ যে তাদের কার্যশক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ। অতএব—

—অতএব?

—শোনো গে, ভগ্নীপতির মোটর ছেড়ে ট্রামে চেপো, শুন্‌বে—কত হাজার টাকা এসেছে এজেণ্টের থেকে কমিউনিষ্টদের হাতে।

বিনয় শুনেছিল। কথায় কথায় মুরারি সেন বলেছিলেন, বিলিতী কোম্পানিকে জব্দ করলে না, কমিউনিষ্টরা টাকা খেয়ে ষ্ট্রাইক মিটিয়ে দিলে। বিনয় তাই বল্‌লে: টাকা তোমরা পাও নি তবে?

অমিতের মুখে একটা বিষাদের হাসি ফুটল—করুণ আর ব্যথিত। বোধ হয় এই হাসিই যথেষ্ট উত্তর হত বিনয়ের চোখে। অমিত হাস্‌ল। বল্‌ল: আমরা যদি নির্মল নিষ্কলঙ্ক হব তা'হলে এদেশের কেলেঙ্কারীর গল্পই ফুরিয়ে যাবে। শোনো নি আমাদের মেয়েদের নাম, শোনো নি ছেলেদের নাম? আরে এতক্ষণে তোমার নামই হয়ত ধ্যাবড়ার রমেশের মুখ থেকে কল্‌কাতায় কাগজের আপিসের মারফৎ ঘরে ঘরে রটে বেড়াচ্ছে। 'বর্মার ওস্তাদ'; —দু'দুটো মেয়েকে দু'বগলে নিয়ে চাঁপাডাঙ্গা জয় করে এলে তো।

বিনয় ক্লিষ্ট হল, পীড়িত হল। এক মুহূর্তে তার অনেক কথা মনে পড়ল—'শিশির সেন ব্রিলিমেণ্ট কথাবার্তায়, পড়াশুনায়।' —হয়ত সবই মিথ্যা, সেই নেয়ামতপুরের শোনা রমেশদের কথা। বিনয় বল্‌লে: থাক্। তোমাদের পলিটিক্‌সের প্যাঁচ আর তার পয়েজন্। এখন একটা পরামর্শ দাও। সোনাপুর ফিরতে চাই। আত্মীয়রা কিন্তু মানা করছেন; বলেন, ওদিকে বোমা পড়ছে।

—করবেনই তো মানা। এখন সেখানে তোমার মাথায় বোমা পড়লে অন্যদের কি যায় আসে? আমার নয় একজন ডাক্তার যাবে—কিন্তু তোমার বোনের যাবে তাঁর একমাত্র দাদা, ভগ্নীপতির একমাত্র

শালা—আর কেউ আছে নাকি? থাকলে তার যাবে একমাত্র স্বামী। ডাক্তার, আত্মীয়দের আপত্তি হয়—কারণ 'বুকে যার বাজে সেই বোঝে।' প্লুরিসিতেও একথা বুঝ্‌ছি আমি।

—তা'হলে কি করা যায়? সোনাপুরে ওরা অপেক্ষা করবে যে?

—ইতিমধ্যে যদি আবার তাদেরও আত্মীয় হয়ে পড়ে থাক তা'হলে মুশ্‌কিল করেছ। তা'হলে ঘর করেছ বাহির আর বাহির করেছ ঘর; পরকে করেছ আপন,—এখন ভেবে ছাখো, আপনদের পর করবে কিনা।

বিনয় চুপ করে রইল। একটু পরে বল্‌লে: সেখানে আমি গিয়েই বা কি করব? তবে ক্ষতিপূরণের টাকাটা আদায় করতে হবে—যাতে লোকজনও তা পায় তা দেখতে পারি।

অমিতের সঙ্গে আরো আলোচনা করে বিনয় উঠে দাঁড়াল। বিদায় নিতে গিয়ে বল্‌লে: বোধ হয় মিস্ গুপ্তা আর আস্‌বেন না।

অমিত একবার বিনয়কে দেখে নিলে, বল্‌লে: না। পারলে না বোধ হয় আস্‌তে।

সকালের গাড়ী ছাড়ল ষ্টেশন থেকে। শচীপ্রসাদ ও হেনা এসেছিল বিনয়কে তুলে দিতে। হেনার দু'চোখ ছাপিয়ে উঠল জল।

—একমাস পরেই আস্‌ছি—সত্যি আস্‌ছি—একটুও কেঁদো না—বিনয় বল্‌লে। মিথ্যা বলে নি সে। সে আস্‌বে—একবার ওখান থেকে টাকা আদায় করেই জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিয়ে চলে আস্‌বে। হেনাকে ছেড়ে সে থাকবে কোথায়? সোনাকান্দির ওরা কি তার আত্মীয়? তেমন আত্মীয় তার চাঁপাডাঙ্গায় আছে, মথুরাপুরে আছে, মেদিনীপুরে আছে—সোনাকান্দিতেই তো শুধু নেই। তবু সেখানে পিতৃপুরুষের বাড়ি ছিল? তাদের দাবিও সে মিটিয়ে দিচ্ছেই তো?

গাড়ী চলল। খবরের কাগজের পাতা সামনে। জানালা দিয়ে বিনয়ের মন ভেসে চলল। ওই ঘুঘুডাঙ্গা গেল। মনে পড়ল—চাঁপাডাঙ্গার লোকেরা কেমন আছে এখন? নেয়ামতপুরের সেই হারু মোল্লা—মতি দাশ, নকুড় ঘোষ, সেই দুর্গা মণ্ডল—আধা-পাগ্‌লা দুর্গা? আর যতীন দাশ? তারাও তো তার আত্মীয় হয়ে উঠ্‌ছে। মনে পড়ল—দুটি মেয়েকে সুধা গুপ্তা আর বীণা দত্ত। তাদেরও হয়ত লোকজিহ্বা বিনয়ের নামের সঙ্গে জড়িয়ে দিচ্ছে। মনে পড়ল, অনেক সূত্রে মনে পড়ল, দুটি সুন্দর বড় হাসিতে উজ্জ্বল চোখ। মনে পড়ল বার বার চিত্রার কথাও। মূর্তি তার স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে না—কেবল মনে পড়ল নীল ভয়েলের শাড়ী, আর শাদাজড়ীর পাড়, আর সেই কণ্ঠ।—আর রইল দুটি বড় চোখ—বড় বড় চোখ—বিনয়ের মনের সাম্‌নে।

সোনাপুর চল্‌ছে বিনয়। জানালার বাইরে মাঠ, ক্ষেতে ধান উঠছে—কত ক্ষেত। কিন্তু ধান তো কেনা হতে চল্‌ছে সমুদ্র পারের জেলা থেকে। মনে পড়ল তার সোনাপুরের কথা—সে চলেছে সোনাপুরে। দেখে এসেছে তাদের কত দুশ্চিন্তা। বর্মা থেকে চাল আস্‌বে না, অনেক খানে চাষ বন্ধ, নৌকা নেই, শূন্য ক্ষেত তার দেশে, হাট-বাজারেও ধান নেই—শূন্য ক্ষেত, শূন্য গোলা, শূন্য ভবিষ্যৎ।

৯

দুপুর রাত্রিতে গাড়ী পৌঁছুবার কথা; গাড়ী পৌঁছুল যখন, তখন গ্রীষ্মের রাত্রি আর বেশি নেই। মাইল পঞ্চাশেক পথ আস্‌তে ট্রেণ নিলে প্রায় একটা রাত্রি। বিনয় নেমে পড়ল। ষ্টেশন অন্ধকার, কিন্তু তবু চারদিকে লোকজনের খুব যাতায়াত। এদিকে ওদিকে চারদিকেই মানুষ, মালপত্র, গাড়ী, লরী। দিন পনের কুড়ি মাত্র বিনয় ছিল বাইরে। অবশ্য তখনি দেখে গিয়েছে একটা অদ্ভুত তাড়া। দলের

পর দল ফৌজ আস্‌ছে, তাদের মালপত্র, যানবাহন, মোটর-লরী, খচ্চর,—এসব যেন ছোট শহরকে প্লাবিত করে বয়ে চলেছে। ভয়ে ভাবনায় শহরবাসী শহর ছাড়তে ব্যস্ত। এই পনের কুড়ি দিন পরে আজ শেষরাত্রে সোনাপুরে নাম্‌তেই মনে হল—সেই ফৌজী জোয়ার যেন আরও উজান বইছে। এখানে-ওখানে ষ্টেশানের চারদিকে তাঁবু, লোক-জন, কুলি-মজুর, খাকীপরা নানা বিভাগের ফৌজী পাইক-লস্কর, তাদের ছোট বড় কর্তা,—ষ্টেশনের দেশী ও বিলাতী রেল-কর্মচারীরাই যেন এর মধ্যে লোপ পেয়ে গেছে, সব ফৌজী লোকের হাতে। বিনয়ের সঙ্গে তার কাম্‌রা থেকেই নাম্‌ল জন দুই ব্রিটিশ সাব্‌-অলটার্ণ আর জন দুই দেশী পাঞ্জাবী শিখ্‌। তাদের একজন প্রৌঢ় পুরনো দিনের জমাদার, আর জন যুবক—এদেশীয় নতুন ক্যাপ্‌টেন। কামরাটায় বিনয়ের প্রায় ঠাঁই হচ্ছিল না। বিনয় উঠেছিল প্রথম, কিন্তু ফৌজের জায়গা করতে হবে বলে তাকেই প্রায় পরে নামিয়ে দেয়। ফিরিঙ্গী ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে এ নিয়ে বিনয় তর্ক করছে, লাভ পাচ্ছে না; তখন একজন ব্রিটিশ যুবকই বল্‌লে ফিরিঙ্গী ইন্‌স্পেক্‌টারকে,—থাক্‌ না লোকটি। গাড়ীর মেঝে তারা তখন কিড্‌স্‌ রেখে বস্‌বার উদ্যোগ করছে—আসনে আগেই লোক রয়েছে। খাশ গোরার কথায় ফিরিঙ্গী ইন্‌স্পেক্টর যেন অপদস্থ হল, কিন্তু বিনয় রয়ে গেল। পথে সঙ্গীদের সঙ্গে তারপর এক-আধটা কথাও হয়েছে। ওরা বিমান বহরের জমিনী কর্মচারী। একজন গ্লাস্‌গোর আরজন লণ্ডনের ম্যাট্রিকুলেট—কারখানা ছেড়ে এসেছে যুদ্ধে। বিনয় বুঝছিল—এদিকেও বিমানের আড্ডা হচ্ছে। এরা নাম্‌তেই এদের ফৌজী তদারক ষ্টাফ্‌ এসে গেল, সঙ্গে লোক-জন, কুলী-মজুর, কুলীর সর্দার। আহ্নু সর্দার বিনয়ের চেনা। এক কালে সোনাকান্দির দিকে ছিল বাড়ি। ডাক্তার সাহেবের থেকে সেবার ঘাড়ের দরদের একটা দাবাই নিয়ে গেছে। বিনয়কে দেখে বল্‌লে: ডাক্তার সায়েব, এলেন?

বিনয় আন্নুকে পেয়ে খুশী হল, বল্‌লে : হাঁ, ভালো আছ তো সর্দার ?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে আন্নু সর্দার বল্‌লে : আছি, হুজুর।

বিনয় বুঝলে খুব ভালো নেই তারা, তবে তা এখানে বল্‌তে সাহসও করছে না। আন্নু লোকজনদের বল্‌ছে—যা, সায়েবদের মালপত্র তোল, দেখছিস্ কি ? এর পরেই নইলে খাবি ডাণ্ডা।

ফৌজী সাহেবদের মালপত্রের জন্য ছুটে গেল কুলীরা।

বিনয় বল্‌লে : সর্দার, রিক্‌সা কি গাড়ী ওসব পাব না—সে আগেই দেখে গেছি—সব নিয়ে নিয়েছে ওরাই। একটা লোক দাও, স্যুটকেস্ আর হোল্‌ডল নিয়ে চলি হেঁটেই।

আন্নু একটু দেখ্‌লে বিনয়ের জিনিস-পত্র। বল্‌লে : ডাক্তার সায়েব! একটু দেরী করতে হবে। এদের কাজ না সেরে তো ওরা হাত দিতে পারবে না আপনার মালে। মিলিটারির কাজ আগে তো।

ওদিক থেকে ফৌজী কর্মচারী হাঁক্‌ল : সর্দার!

আন্নু সর্দার তখ্‌খুনি সাড়া দিলে : সা'ব্! ছুটে গেল এগিয়ে। যেতে যেতে বিনয়কে বল্‌লে : দেখ্‌ছেন তো ?

বিনয় নিরুপায় হয়ে পড়ল। দূর বেশি নয় হয়ত, কিন্তু একা তার পক্ষে স্যুটকেস্, হোল্‌ডল এসব নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। সকালের আগে রিকশাও আবার আস্‌বে না। এদিকে ওদিকে এগিয়ে বিনয় হাঁক্‌ল—'কুলী', 'কুলী'! কেউ আসে না—সব ফৌজী মালপত্র তুল্‌ছে। গোরা যুবক দু'টি তাদের কীড্‌স্ তুলে নিয়ে চল্‌ল। ভারী মাল, কিন্তু তোয়াক্কা নেই, কুলীর অপেক্ষাও করলে না। বিনয় ওদের দিকে একবার বিস্ময়ে তাকাল। শক্ত, বলিষ্ঠ পুরুষ ওরা। ওরা সৈনিক, ওদের মাল বইতেই হয় ; তাই এদেশী সাহেবদের মত এখনো মাল বইতে দ্বিধাও জাগে নি। আর বেশ চমৎকার ওদের মালপত্রও—পৃথিবীতে ওরা খালি হাত পায় চল্‌তেই যেন এসেছে—ঝুলুক কাঁধে স্কন্ধই

বোঝা, কোথাও ঠেকে থাকতে হবে না। শিখ্ যুবক ইংরেজিতে বিনয়কে বললে: তোমার লোক জুটল না?

বিনয় সহানুভূতির যেন একটা রেশ পেল সে কথায়। উত্তর দিলে: না। আনু সর্দারকে শিখ্ যুবক হিন্দী বুলিতে বললে—এ কুলী, সাহেবকো মেল লে চলো।

আনু সর্দার বাংলায় বললে: হুজুর! হুকুম, মিলিটারির কাজ আগে করতেই হবে।

শিখ্ যুবক তার কথা বুঝলে না। বিনয় ইংরেজি করে তা বলে দিলে। চড়া গলায় শিখ্ যুবক হিন্দুস্থানিতে বললে—হুকুম পহিলে তামিল করো। হাম দেখেঙ্গে তুমহারা হুকুমওয়ালাকো পিছু।—গলায় দৃঢ়তা আছে, রূঢ়তা আছে।—আনু সেলাম করে বললে: জী!—ডাকলে: হাসন! ডাক্তার সাহেবের মাল পৌঁছে দে।

হাসনের খুব উৎসাহ নেই। আনু বললে: নে, নে, ডাক্তার সাহেব বখ্শিস্ দিয়ে দেবেন এখন। বিনয়কে আনু বললে: হুজুর! একটা আধুলি দেবেন ওকে। আজকাল মিলিটারির মাল-পত্র তুলে খুব লাভ কিনা, এরা তাই অন্য মাল নিতেও চায় না। সাইকেল রিক্সা পাবেন না হুজুব, ফৌজেরা রিজার্ভ করে রাখে। লোকের মাথায় মাল বইতে হবে, রেট্ বেড়ে গেছে—তবে আপনার সঙ্গে তো সে কথা নয়।

বিনয় বললে: বেশ, তাই হবে। কিন্তু একেবারে চার আনার থেকে রেট্ আট আনায় তুলে দিলে, সর্দার?

হাসন বললে: চার আনায় বাবু, আজ ষ্টেশানের বাইরেও কুলী যায় না।

বিনয় বুঝলে তার মানে, চার আনায় ও পর্যন্তই যায়।

আনু সর্দার বললে: হুজুর, রাস্তার কাজেই তো মজুরী বেড়েছে, তাও দশ আনায় এখন। আর চালের দরও তো দেখছেন—

বেগমপুরার হাটে কাল তের পয়সা সের গেছে চাল—নুন, কেরোসিন পায়ই নি কেউ।

বিনয় তর্ক করলে না, মালপত্র নিয়ে চলল হাসন। আম্বু সেলাম করে চলে গেল অন্য কাজে।

ষ্টেশনের বারান্দায় ঘোম্‌টা-ঢাকা আলোতে দেখা হল বিলায়েত হুসেনের সঙ্গে। তিনি এ্যাসিষ্টেণ্ট ষ্টেশান মাষ্টার। ভয়ে ভয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ভালয় ভালয় সব ফৌজ আর মালপত্র নেমে গেলেই রক্ষা; নইলে তাঁর চাকরিতে কি গোল হবে কে জানে? অথচ, করবারও তাঁর কিছু নেই। এই ষ্টেশনে বিলায়েত হুসেন দু' মাস আগেও বিচরণ করতেন বাঘের মত—যাত্রীদের দিকে দৃকপাতও করতেন না। ষ্টেশান মাষ্টার হেমন্ত বকসী বুড়ো মানুষ, বিলায়েতকে ভয় করে চল্‌তেন। বিলায়েত ছিলেন ষ্টেশনের রাজা! আজ সে দাঁড়িয়ে আছে যেন রাজ্যহীন রাজা—সবই আছে, কেবল তার কোনো ক্ষমতা নেই। বিনয়কে দেখে আজ সে গায়ে পড়ে কথা বল্‌লে: ডাক্তার সাহেব যে।—কেমন যেন একটা ভয়কাতর সুর তাঁর প্রশ্নে। বিনয় হেসে বল্‌লে: হাঁ, আছেন তো ভালো?

বিলায়েত যেন মরীয়া হয়ে বল্‌লে: আছি। দেখ্‌বেন সব।

বিনয় চলে যাচ্ছিল। বিলায়েত জিজ্ঞাসা করলে: এখন উঠ্‌বেন কোথা?

বিনয় বল্‌লে: আমার বাসা রয়েছে, চাকর আছে।

—কোথায় বাসা?

—বেণী চাটুজ্জের সেই বাড়ি—তা ভাড়া নিয়েছিলাম তো।

—তাতেই তো বল্‌ছি। সেই পাড়া তো মিলিটারি নিয়ে নিয়েছে!

বিনয় দাঁড়িয়ে পড়ল।—মানে? কবে থেকে?

—নোটিশ একবার দিয়েছিল—নিতে পারে; তার পরেই নোটিশ

—এখনি নেবে। পরশু দিয়েছে। সময় দিয়েছে তিন দিনের, মানে আজই শেষ দিন।

বিনয় স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে: তা হলে—উপায়? আমার জিনিস পত্র রয়েছে সেখানে। কি করি এখন?

—উপায় আর কি! আজকে তো এসেছেন—গিয়ে দেখেন এখন। কিন্তু এখনো সান্ত্রী রয়েছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, দু-একবার সান্ত্রীরা জিজ্ঞসা-বাদ করবে।

বিনয় দাঁড়িয়ে রইল, একটু ভাব্‌ল, বল্‌লে: মাষ্টার সাহেব, তা হলে এই এক-আধ ঘণ্টা আপনাদের ওয়েটিং রুমেই অপেক্ষা করে পরে বেরুই। কি বলেন?

বিলায়েত হুসেন যাত্রীদের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখ্‌ছে, বল্‌লে: —এই, এখানে? দেখ্‌ছেন তো—মালপত্র, মানুষ, কুলী ভিখারী, একাকার।

—আমার অপার ক্লাস্‌ টিকেট; সে ওয়েটিং রুম তো আছে?

—সেখানে কি জায়গা আছে? দেখুন।

বিনয় মালপত্র নিয়ে সেদিকে গেল। জায়গা ছিল, কিন্তু লরী-চালানো ফৌজের মিস্ত্রী, ড্রাইবার প্রভৃতি সব বেঞ্চে টেবিলে ঘুমুচ্ছে; সকাল হলে ওরা উঠ্‌বে, লরী ছাড়বে ছাউনির দিকে।

মালপত্র রেখে বিনয় ফিরে গেল। বিলায়েত হুসেনকে বলে ওয়েটিং রুমে জায়গা করাতে হবে। বিলায়েত হুসেন তখন নিজের কোয়ার্টারে ফিরছে, ওদিকে পা বাড়াতেও চাইলে না। বল্‌লে: ডাক্তার সাহেব, বোঝেন তো, জান দিতে কেন যাই? যে অসভ্য এরা।

বিনয় ফিরে গেল। কুলীকে বিদায় করে দিতে গেল চার আনা দিয়ে। হাসন তর্ক করলে—তার আট আনা প্রাপ্য। মিলিটারি মাল তুললেই সে তা পায়। বিনয় তাকে নিয়ে গেল না কেন যেখানে যেতে চায়? সে তো যেতে রাজী। আট আনাই তার হক্‌।—বিনয়

জানাল, সকালে ওকে আবার নিয়ে রওনা হবে—তখন আবার দু আনা দেবে। হাসন মিঞা গজ্ গজ্ করে আপত্তি জানিয়ে চলে গেল; পাবে তো মাত্র সে এক আধুলি, সর্দারকেই দিতে হয় তার দু আনা।

ওয়েটিং রুমের দুয়ারের সাম্নে দাঁড়িয়ে বিনয় কি করবে ভাব্তে লাগ্ল। রিফ্রে্শমেণ্ট রুমের ভেতরে আলো দেখা যাচ্ছে। বিনয় যেন একটা পথ দেখ্তে পেল—চা। বসে বসে চা খেতে খেতে বাকি রাত্রিটুকু শেষ করে দেবে; তারপর বেরুবে। বেরুবেই বা কোথায়? জিনিসপত্র বাড়িঘর সব আবার খুঁজতে হবে। আর না. এবার সে আর সোনাপুর থাক্ছে না। হেনা ঠিকই বলেছিল—না এলেই হত। হেনা কষ্ট পেল; মিষ্টার মিত্তিররাই বা কি ভাবলেন? চিত্রাই বা কে জানে কি ভাব্বে। বেশ মেয়ে চিত্রা। না, কালই চলে যাবে বিনয় কলকাতায়। কেন হেনা ওদের কষ্ট দেওয়া? নিজেও কষ্ট পাওয়া? না এখানে তার আর থাকা হবে না—এসেই ভালো করে নি। হেনা ঠিকই বলেছিল। টাকা আদায় করবে কি? সে চলে যাবে কলকাতায় যত শীঘ্র পারে। এসব জিনিসপত্র কি করে নিয়ে যাবে সেখানে? মালগাড়ী পাবে কি? বুক্ হবে কি?

—ডাক্তার সাহেব?

আমু সর্দার রিফ্রেশমেণ্ট রুমের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। অপেক্ষা করছে ফৌজের যে সাহেব ষ্টেশান তদারক করে তার জন্য; সে ভিতরে গেছে কি খেতে।

বিনয় বল্লে: সর্দার এখানে!

—আপনি যান নি এখনো, ডাক্তার সাহেব?

—না সর্দার। মুশ্কিল হয়েছে। শুন্লাম পথে ফৌজের সাত্রী বসেছে। তার থেকেও ভয়ানক কথা শুন্লাম পুরনো উকিল পাড়া ফৌজের দরকারে নিয়ে নিচ্ছে—আমার বাসাটা শুদ্ধ।

—হাঁ, ডাক্তার সায়েব। আপনি তা জানতেন না? আমি ভেবেছি জেনেই বুঝি জলদি এসেছেন—ইস্তেজাম করতে।

—কি ইস্তেজাম করব আর আম্নু সর্দার বলোত? আর পারি না। ভেবেছিলাম কাজকর্ম গুছিয়ে চলে যাব ক'দিন পরে। কিন্তু এখন দেখছি রাত্তিরের গাড়ীতে ফিরতে হবে। ভালো কথা, কি করে যাব বল্‌তে পার সর্দার? আমার তো মালপত্র কিছু রয়েছে—বুক্ করে দিতে পারবে?

—মালপত্র তো বুক্ এখন হয় না, ডাক্তার সায়েব।

—তবে উপায়? ফেলে যাব সব? কি করি? তোমরা পার না কিছু করতে, সর্দার?

আম্নু বিনয়ের রোগী। তাই একেবারে অস্বীকার করতে পারলে না। গলার স্বর একটু নামিয়ে পরামর্শ দিলে।—সবই হয়, সায়েব, সবই হয়। একটা কাজ করুন—ফৌজের ওই ইদ্রিস কণ্ট্রাকটারের সুবিধা আছে, ইদ্রিস,—ওকে কিছু দেবেন। আর আমাদের মালবাবুকে সামান্য দু-এক টাকা। তারপর আমরা ঠিক করে ফেল্‌তে পারব। কিন্তু আগে ওই ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টারের সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করবেন—নইলে পারবেন না।

আম্নু সর্দার কাজের লোক—জানে কি করে কাজ করতে হয়, করাতে হয়।

বিনয় বল্‌লে: কাল তা হলে হয়ে যাবে, কি বলো সর্দার?

—ওসব বন্দোবস্ত হয়ে গেলে এদিকে আটকাবে না। কিন্তু আপনিও চলে যাবেন, ডাক্তার সায়েব?

তার স্বরে একটু দুঃখ ও নিরাশা ছিল। বিনয় বল্‌লে: কি করি আর বলো? যাবার তো ইচ্ছা ছিল না। ভেবেছিলাম আমাদের সোনাকান্দির ওদিক্‌কার লোকদের একটু সুরাহা করে দিয়ে তবে যাব।

—সুরাহা কি করবেন, ডাক্তার সায়েব? এ দিকে যে আবার ছ আনি, বেনেতলা সব খালি করবার হুকুম দিয়েছে।

—কোথা?

—ছ' আনি, বেনেতলা—শহরের লাগোয়া পুব। আট-দশ মাইল জুড়ে খালি করবে। সবে শহরের দিককার পাঁচখানা গ্রামে হুকুম দিয়েছে পরশু। লোকজন কান্নাকাটি করছে—যায় কোথা? এদিকে শহরও খালি। লোক সব পালাচ্ছে—শুনেছেন তো চাটগাঁয়ের খবর?

—হাঁ তোমরা জেনেছ নাকি কি হয়েছে?

গলার স্বর নিচু করে একবার এদিকে সেদিকে তাকিয়ে আনু বললে: শুনবেন পরে। কিছু নেই বাবু আর। তিনশ লাশ দরিয়ায় ফেলে দিয়েছে—সব ছিল কুলী। কাজ করতে গেছল ঘাটিতে। তাই তো এখানেও এখন লোকজন পাওয়া যায় না। বলে, 'ওসব কাজে যাব না; জাপানীরা বলেছে তা হলে মরবে।' তবে না এসে কি আর করবে? যে মাগ্‌গী আজ চাল বাজারে। বেগমপুরায় তের পয়সা দর, আমাদের বাজারে তো কি হয় কে জানে? এদিকেও কণ্ট্রাক্টাররা নগদ মুজুরী বাড়িয়ে দিয়েছে, ফৌজের কাজে এত পয়সা। মানুষ তাই আসছে; তবু খেয়ে বাঁচতে পারবে তো?

বিনয় গল্প করতে চায় না—একটু চা খাবে। বললে: সর্দার, সেই হাসনকে পাঠিয়ে দাও, আমি চা খেয়ে বেরোই। কিন্তু আসল কথা যাব কোথা? বাড়িতে ফৌজের লোক এসে হানা দেয় নি তো ইতিমধ্যে?

ভিতরে তিনজন সাহেব বসে গেছে এক টেবিলে। বিনয় অন্য টেবিলে বসল। বেয়ারাকে বললে—চা দাও। সেই যুবক দুটিও আছে। চোখাচোখি হল একবার। ছোকরা দু'টি হেসে বললে: অন্য কিছু পেতেও না। ড্রিংক্‌সের নাম গন্ধ নেই—কেবল চা।

বিনয় শিষ্টাচার সম্মত হাসি হেসে তা স্বীকার করে নিলে। তৃতীয় সাহেবটি তার দিকে পিছন ফিরে গোরা দুটোকে বুঝোচ্ছে—

শীগ্রই ক্যান্টিনে ড্রিংকস্ পাওয়া যাবে, ইত্যাদি। বিনয় আপনার মনে ভেবে চল্‌ল—এরা বেশ আছে। ড্রিংকস্—ওদের তাই ভাবনা। মনে পড়ল তার মেহ্‌রার কথা। বিনয় সেদিন তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ বোধ করে নি এক পেগ্‌ও খেতে। সব দেখে শুনে তার এখন এ সব জিনিসে রুচি কমে যাচ্ছে। শচীপ্রসাদ তা অতটা বোঝে না। কিন্তু এরা বেশ আছে। পৃথিবীর ওলট-পলট হচ্ছে—এরাই তো বেশি দেখ্‌ছে—অথচ তোয়াক্কা নেই।—ড্রিংকস্। কি যুদ্ধ এরা করবে?—অনেক চিন্তা আবার বিনয়ের মাথায় চেপে এল—ঘর-দুয়ার জিনিসপত্র, কলকাতা ফিরবার বন্দোবস্ত। ওঃ! একটা ঝড়ের মুখে বিনয় এসে পড়ল আবার। কি যে কাণ্ড! সে যেন ঝড়ের পাতার মতই কেবল উড়ছে—উড়িয়ে নিয়ে চল্‌ছে তাকে অদৃষ্ট। কোথা থেকে কোথায় নিচ্ছে তাকে? সে কিছুই এর জানে না, চায় না, বোঝে না। যুদ্ধ? কার যুদ্ধ, কোথায় যুদ্ধ, কেনই বা যুদ্ধ?—মানুষের একি অদ্ভুত উন্মত্ততা! যুদ্ধই একটা নেশা। নেশা কেন? ব্যবসা! মানুষের একি পাপ।

চা শেষ হয়ে গেছে। সেবার চার আনা ছিল চা—এবার ছ'আনা নিলে। বিনয় বাইরে এসে দেখে ফর্সা হচ্ছে। এবার বেরুতে হয়। হাসনকে খোঁজ করলে। ওয়েটিং রুমের সাম্‌নে সে শুয়ে পড়েছে, বিনয়ের ডাকাডাকিতে উঠ্‌ল। মালপত্র মাথায় তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে।

পথের দুপাশে ছোট বড় তাঁবু। গাছ তলায় মানুষ; গাড়ী, বলদ, ষাঁড়,—চারদিকে ফৌজের জিনিসপত্র, এখানে আরও বেশি ফৌজ জমা হচ্ছে, যাচ্ছে, আস্তানা বাঁধছে, তা বুঝা গেল। পুরনো উকিল পাড়ার ঘরবাড়ি ইতিমধ্যে খালি হয়ে গেছে—এদিকে-সেদিকে জমানো ছড়ানো মালপত্র, দু-চারটা গাড়ী,—গাছগুলো পর্যন্ত কাটা হয়ে গেছে—বিশেষ কেউ আর নেই। বিনয় তার বাড়ি পৌঁছে গেল। হাঁকল চাকরের নাম ধরে—ক্ষীরোদ, ক্ষীরোদ। কেউ সাড়া দেয় না।

বিনয় পাশের দুয়ার দিয়ে বাড়ির দিকে গেল—দুয়ার ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। দেখ্‌লে তার ঘর বাড়ির ভেতর থেকে তালাবন্ধ। বুঝলে, ক্ষীরোদ বাড়ি নেই, হয়ত পালিয়েছে। রুষ্ট বিরক্ত হয়ে তালাটা ভেঙে ফেল্‌ল বিনয়। ঘরে ঢুকল। সুইচ্ টিপ্‌ল—আলো জ্বলে না কিন্তু। মিটার বক্স বন্ধ করা হয়েছে। অন্ধকার ঘরে জিনিসপত্র যেন শ্বাস রুদ্ধ করে অপেক্ষা করছে। বাইরের দিকের দুয়ার খুলে বিনয় ঘরে টেনে নিলে স্যুট্‌কেস্, হোল্‌ড্-অল্; বিদায় করতে গেল হাসনকে ছ'আনা দিয়ে। হাসন অমনি আপত্তি করলে—অভ্যাসগত এই আপত্তি: বাবু একি দিলেন?—আধুলি দিন। নইলে ফেরৎ নিন্।—বিনয় ক্ষেপে গেল। আটা আনার জায়গায় সে দশ আনা দিয়েছে, তবু আপত্তি? নিজের উপর রাগ হল—আপত্তি করাই এদের অভ্যাস, সে তো তা জানে; তবে একবারে সব দিতে গেল কেন? খানিকটা বচসা করে তবে পয়সা না দিলেই এ দশা। কিন্তু সে পারে না বচসা করতে—কোনো দিনই পারে না, আর আজ এখন তার সে রকম মনোভাবও নেই। ক্ষীরোদটা পালিয়েছে, ঘর দুয়ারে ঝাঁটা পড়ে নি, তালাটা ভেঙে খুল্‌তে খুল্‌তে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে; তার পরে বিজলির আলো জ্বল্‌ল না—মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বিনয় চেঁচিয়ে বল্‌লে: নিকালো, নিকালো হিঁয়াসে। হাসন কেমন ভড়কে গেল। একবার কি বল্‌তে গেল, বিনয়ের ক্রোধ আরও তাতে বেড়ে উঠ্‌ল: বেরোও, বেরোও—লোক ঠকাবার জায়গা পাও না আর?—কি সে বল্‌লে বিনয় নিজেই জানে না।

হাসন বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে আর একবার পিছন ফিরে তাকাল; বিনয় তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে, শুন্‌লে হাসন বল্‌ছে: সবাই মিলিটারি! মিলিটারি তবু পয়সা দেয়। ভদ্রলোকরা তাও দেয় না—আবার মেজাজ করে, দ্যাখো না।—বিনয় একবার ভাবল ছুটে গিয়ে পাকড়াও করে হাসনকে—পয়সা সে দেয় নি? যা কথা,

তার থেকে দু' আনা বরং বেশিই দিয়েছে বিনয়। কিন্তু ক্রমশ তার আত্মসংযম ফিরে আস্‌ছিল, সে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের ভিতরে এসে একবার চারদিকে তাকাল, বসে পড়ল তারপর তার ইজি চেয়ারে। ধুলো জমে আছে তাতে—থাক্। ধুলোতো তার গায়েও জমে আছে—কয়লার গুঁড়া আর ধুলো। পরিষ্কার হতে হবে তো—এখনি সব ছাড়তে হবে, হাত মুখ ধুতে হবে; স্যুটকেস্ খুলে দাঁতন, তোয়ালে বের করতে হবে। জল নেই—যেতে হবে পুকুরে। সে জলও গ্রীষ্মে শুকিয়ে গেছে তো;—নলকূপ থেকেই তুলতে হবে তা হলে জল। কি ঝক্‌মারি। কিন্তু এত রাগ সে করলে কেন? এত রাগের কি ছিল? এই ওদের অভ্যাস—যা-ই পাক বল্‌তে হবে, আরও চাই। আর ওদেরই বা কি দোষ?—বিনয় ভাবতে লাগ্‌ল—আমরাও তো দিই না। একবারে পাওনা মিটিয়ে দিই না। যা-ই দর হোক—প্রথম কম দোবই। আমাদেরও তাই অভ্যাস—প্রথম কম দোব, পরে খানিকটা কথা কাটাকাটি করে দোব আবার কিছু। ওদেরও যেমন অভ্যাস আমাদেরও তেমন অভ্যাস—তা হলে, অতটা ধৈর্যচ্যুতির কি আছে?

—ডাক্তার দা! বীরু হাজির হল—বীরু!

উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল দু'জনার মুখ। বিনয়ের থেকে সামান্য ছোট হবে বীরু; বছর সাতাশ-আটাশের যুবক—ফর্সা রং, রৌদ্রে পুড়লেও একেবারে তামাটে হয় নি সে রং। শরীরটাও মোটের উপর শক্ত। কার্যক্ষম যুবক বীরু, হতাশ হয় না, হতাশ হতে জানে না। এরই সম্পর্কে এসে বিনয়ের পরিচয় হয় অমিতের সঙ্গে। ইতিমধ্যেই 'ডাক্তার মজুমদার' তার কাছে হয়ে উঠেছেন—'ডাক্তার দা।'

বীরু সহাস্যে সংবর্ধনা জানাল: খবর পেয়ে গেছি উঠ্‌তেই। মৃন্ময় দেখেছে আপনাকে ষ্টেশন থেকে যেতে—সে তখন ঘুম থেকে

উঠে পড়েছে। এলাম তাই। যাক্, এসে গেছেন ভালো, ভাবছিলাম আজ জিনিসপত্র সরিয়ে ফেল্‌ব। শুনেছেন তো সব?

—সব শুনেছি কিনা কি করে বুঝব? কিছু কিছু শুনেছি। বলুন আপনি শুনি।—বিনয় সহাস্তে উত্তর দিলে।

—এ বাড়ি ছাড়তে হচ্ছে আজ জানেন?

—কি করব, এবার বলুন? এবার সত্যি তাড়ালেন আমাকে। রাত্রির গাড়ীতেই ফিরে যাব। মালপত্র কি করা যায়? কি কি চান নিয়ে যাবেন—বাদ বাকী একটা ব্যবস্থা করে ফেলবেন। মাইক্রোস-কোপটা আর দু একটা জিনিস নিয়েই চলে যাব রাত্রিতে।

বীরু একটু চম্‌কে গেল। বল্‌লে: আপনি সত্যি চলে যেতে চান না কি? ক্ষতিপূরণ না নিয়েই? আমরা যে আপনার জন্য বাড়িঘর ঠিক করে ফেলেছি। সব ঠিক—জিনিসপত্র নিয়ে যেতে লোক আস্‌বে একটু পরেই। ক্ষীরোদকে সে বাড়িতে ঘর-দুয়ার গুছোতে পাঠিয়ে দিয়েছি। কাল থেকে রান্নার বাসন-কোসন চলে গেছে—গেলেই চা পাবেন।

—সব ঠিক! কিন্তু ঠিকানাটা কি হবে, বলুন তো?

—সুরেন সরকার, মনে আছে? আপনাদের নাকি আত্মীয়ও। ঠিক জানেন না? আরে কেই বা বড় লোকের আত্মীয় না হয়—তারপরে যদি আবার বিনি পয়সার ডাক্তার হন সেই বড়লোক। সুরেন সরকার পাকা লোক। বাড়ি ছেড়ে দিয়ে গেলেন। কোথায় আর যাবেন? চাটিগাঁয়ে বোমার পরে এখানে থাক্‌বেন না কি? টাকাকড়ি এখানে ঢের করেছেন—এখন এখানে থেকে তা খোয়াতে হবে নাকি? গেলেন আপাতত ঢাকা। বাড়ি আছে সেখানেও—রেলের কাজকর্মও এক আধটুকু আছে। সমস্ত পাহাড়তলীর কারখানা সরে যাচ্ছে ওদিকে। অতএব, সব সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। এখানে বাড়ীর একটা অংশ থাক্‌বে তালাচাবি দেওয়া—সুবিধা বুঝলে নিজে এসে কাজকর্ম তদারক করতে এক-আধদিন থাক্‌বেন। নইলে

গোটা বাড়িটা খালি—আর খালি হলেই নেয় এ-আর-পি। আমরা বল্লাম—আপনার নামে ভাড়া নিতে চাই। আশ্বস্ত হলেন—আপনি হলেন তাঁর আত্মীয়, তার ওপরে ডাক্তার; ভাড়া তিনি কি করে নেবেন? অবশ্য ভাড়া দিলে তো এখন অনেক টাকা পান। এ-আর-পি নেবে, সরকারের এদিককার অনেক কর্মচারী আস্‌ছে, তারা চাইবে। দুটা পাকা ঘর শোবার, ভাঁড়ার, আর রান্নাঘর—কম তো নয়। তবে আপনি আত্মীয় আর ডাক্তার। অতএব সহজে সুরেন বাবু ছেড়ে দিলেন—পঁচিশ টাকা মাস ভাড়া। আর বিজলির যা চার্জ পড়ে—দু'তিন টাকা। কি বলেন? আগে দশ-বারো টাকাতেই হত এ বাড়ি।

বিনয়ের এতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল, সে চলে যাচ্ছে—আজ কিংবা কাল। এই চিন্তা ইতিমধ্যেই তার মনে স্থির হয়ে এসেছিল। এক মুহূর্তে বীরু তাতে ওলট-পালট বাধিয়ে দিলে। বীরু আবার প্রশ্ন করলে: কি? কি বলেন?

বিনয় বল্‌লে: বলব কি? তা'হলে এখন এখানে থাক্‌তে হবে?

—নয় তো আপনিও যাবেন না কি? ওদিকে সবাই বসে আছে, আমরাও সবাই বসে আছি আপনার জন্য—ক্ষতিপূরণ পায় নি কেউ, চাষ বন্ধ, নৌকো বন্ধ—

বীরু উঠ্‌ল—চলুন ডাক্তার'দা, যেতে যেতে শুন্‌বেন সে সব। দেখি গিয়ে নতুন ঘরে ক্ষীরোদ কতদূর করেছে, চা হবে কিনা।

বিনয় উঠ্‌ল, ভাব্‌তে লাগল—তা হলে সে তার ক্ষতিপূরণটা আদায় করেই যাক্‌—এসে যখন গেছে।

অবশ্য হেনা অপেক্ষা করছে, আর অপেক্ষা করছে—চিত্রা? সত্যই অপেক্ষা করছে কি তারা?

শহরে কোথায়, কোথায় ফৌজের ছাউনি পড়ছে, ছ' আনি বেনেতলায় বিমান ঘাটি হবে বোধ হয়, বীরু বল্‌ছে এসব কথা। বিনয় ভাব্‌ছে—কলকাতা ছেড়ে সে এল কেন?

না, হেনা ওদের থেকে সে দূরে থাক্‌তে পারবে না। হেনা যে তার দাদাকে ছেড়ে থাক্‌তে কত দুঃখ পাবে, কত দুর্ভাবনায় ভুগবে, বিনয় তা বোঝে তো। সে কি হেনাকে ভালোবাসে না? বসে ছিল পরশু রাত্রিতেও হেনা বিনয়েরই অপেক্ষায়—সে না এলে খাবে না, এক সঙ্গে খাবে। খেতে খেতে আবার বল্‌লে—'কিন্তু দাদা, তোমার না গেলেই নয়?' সে কথার মধ্যে ছিল একটা শান্ত মিনতি। বিনয় বলেছে, 'এখন যাব, তবে ফিরে আস্‌ব—টাকা আদায় হলেই; শীগ্‌গির ফিরে আস্‌ব।' যেন শুধু তার অনুরোধ নয়, হেনা তা বুঝাবার জন্য বল্‌লে, 'একটা কথাও তা ছাড়া ছিল। তুমি চলে যাচ্ছ, কি যে বল্‌ব মিসেস্ মিত্তিরকে, তাও বুঝ্‌ছি না।' বিনয় কথাটা বুঝেও বুঝল না। বিনয় খুব হাস্‌ল, যেন পরিহাস। কিন্তু মনে মনে সে জান্‌তও যে তা পরিহাস নয়। শেষে হেনা বিনয়কে বল্‌লে,—যতটুকু বল্‌বার,—তা'ই যথেষ্ট। তারপর বিনয়ের হাসির উত্তরে বল্‌লে, 'কিন্তু বিয়ে তোমাকে এবার করতে হবে, দাদা।' বিনয় তাও পরিহাসে উড়িয়ে দিতে চাইলে। কিন্তু হেনাকে বুঝিয়েও দিলে সেই স্বচ্ছন্দ হাসির মধ্য দিয়ে সত্যই বিনয়ের তাতে আপত্তি নেই। হেনার তা ইতিপূর্বেও বুঝতে দেরী হয় নি। তবে মিসেস্ মিত্তিরদের কি বল্‌বে হেনা? বিনয় জানালে, 'সে তুমি জানো? আমার সঙ্গে তো কথা হয় নি। তবে আমি আস্‌ছি তো আবার—তাই বলো না কেন?'

বিনয় আস্‌বে, তাতে সন্দেহ নেই। হেনা অপেক্ষা করছে—অপেক্ষা করছে কি চিত্রাও?

বিনয়ের চা হচ্ছে, ক্ষীরোদ উনুন ধরাচ্ছে এখনি। নতুন বাড়িতে তার মালপত্র নিয়ে আস্‌বে শিবুদা—এসে যাবেন এখনি। চায়ের খবরে পেলে তো আস্‌বেনই। সন্ধ্যায় মজিদ শহরে ফিরবে।—এ সব বল্‌ছিল বীরু। কি বলি বলি করে যেন বীরু তবু বল্‌তে পারছিল না

একটা কথা—বিনয় তা লক্ষ্য করেও লক্ষ্য করছে না; ভাব্‌ছে হেনার কথা, চিত্রার কথা, আর লোক-সরানোর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ভাবছে সুধা গুপ্তার কথাও। —শিবুদা' আস্‌ছেন না যে—কোথায় জমে গেলেন বুঝি—বল্‌লে বীরু আবার। একবার খোঁজ নিতে হয় তো।

বিনয় বল্‌লে: চা হচ্ছে। চা খেয়েই নয় যান্‌ না।

—চা? তা মন্দ নয়।—বস্‌ল আবার বীরু।

চা হতে লাগ্‌ল। কিন্তু বীরু যেন একটু অন্যমনস্কও। শেষে নিজেই সে বলে ফেল্‌লে: একটা কাজ কিন্তু করে ফেলেছি, ডাক্তারদা।

—কি?

বীরু খুব সচ্ছন্দ কণ্ঠে বল্‌তে চেষ্টা করলে: বিয়ে।

—বিয়ে!—সবিস্ময়ে বিনয় বল্‌লে, আপনি করলেন বিয়ে? কবে?

বীরু বল্‌লে, এই তো দিন এগারো।

বিনয়ের মহা উৎসাহ: শুনি বলুন, একটু খরবও দিলেন না। দেরীও করলেন না।

বীরু বল্‌লে: সময় ছিল না।—তারপর বীরু বলে চল্‌ল,—সোনাকান্দির স্নরথ সেন,—মনে আছে তার মেয়েকে? বেণুকে?

বিনয়ের মনে পড়ছে না; কিন্তু তার কৌতূহল যেন বেড়ে উঠ্‌ল। তা হলে সোনাকান্দির জন্য বীরু সেনের আকর্ষণ বোঝা গেল এবার। —সে আকর্ষণ বেণু। কিন্তু বীরু বোঝাতে চায়, তা নয়; বেণু নয়, বরং নীহার সেন, বেণুর দাদা। জেলে সে ত্রিশ না একত্রিশ শাল থেকে—আন্দামানে ছিল, ছাড়ছে না তাকে। ঘরে মা আছেন বিধবা, প্রথম বোন্‌ রেণু, সেও বিধবা—একটি ছেলে হয়েছিল তার, বাঁচেনি—আর বোন্‌ এই বেণু। নীহার ছিল বীরুদের বন্ধু—সে গেল আন্দামানে, ওরা হয় ডেটিনিউ। তারপর, এরা বাইরে, সে জেলে। তবে রেণু এদের ভোলে নি—দাদার বন্ধুদের সে নানাভাবে গোপনে

সাহায্য করেছে বরাবর। গ্রাম-ছাড়া হলে ওরা গেল মামাবাড়ি। মামারা রাখতে চায় না। বিধবা বোন, বিধবা ভাগ্নী, তার উপরে আবার বয়স্থা ভাগ্নী, বিয়ের ভারও চাপে বুঝি। অনেক কথা কাটাকাটি। নীহারের মা বলেন—'মরেও না।' বড় বোন রেণুই শেষে জিদ করলে, 'তোমাকেই বিয়ে করতে হবে বীরুদা।' বীরুর টাকা নেই, পয়সা নেই—কিন্তু সে শুন্‌বে না। নীহারের মাও শুন্‌বে না, মামারাও শুন্‌বে না। করে কি বীরু? নীহার সেনের বোন্—ফেলবার মত সম্পর্ক নয় তো তাদের সঙ্গে ওদের। একদিন ওরা এক সঙ্গে মরতে যাচ্ছিল, মরতেও পারত। আর আজ নীহারের বোনকে বীরু বিয়ে করতে পারে না?

—করে ফেল্‌লাম বিয়ে তিনদিনের মধ্যে।—খুব বাহাদুরী করে বল্‌লে বীরু—যে কথাটা এতক্ষণ বলি-বলি করে বলতে পারে নি।

বিনয় খুব খুশী হল। বল্‌লে, খাওয়ান এবার।

বীরু বল্‌লে, উল্টো, খাওয়াবার চিন্তা করতে হবে আপনাদের। আমি তো বিয়ে করেছি,—খাওয়াবার কথা দিই নি।

একটু পরিহাস চল্‌ল, তারপর স্বচ্ছন্দ হয়ে বীরু বেরিয়ে গেল শিবুদা'র খোঁজে,—আর বিনয় বসে বসে সস্মিত মুখে ভাব্‌তে লাগ্‌ল আর একটি আনন্দময় সম্ভাবনার কথা। হেনা চুপ করে নেই নিশ্চয়—তবে বিনয়কেও ফিরে যেতে হবে কলকাতায় তাড়াতাড়ি।

১০

ভদ্র, মিতভাষী হবিব সাহেব শুনে সব হাস্‌লেন: খাঁ বাহাদুরের প্রাণ আছে। কিন্তু চরিত্রের সেই দৃঢ়তা নেই। বিনয় তার কথায় গেল কীনের সঙ্গে দেখা করতে। নিতান্ত যুবক কীন্—একটু ক্ষ্যাপাটে ধরণের। বলেছিলেন হবিব সাহেব—এখনো আই, সি, এসের

দলে মিলিয়ে যায় নি—বলে, 'আমি লাস্‌কির ছাত্র।' বিনয় দেখল, সত্যি মাথায় ওর চেপে আছে ওই প্রোফেসার লাস্‌কি আর ডিমোক্র্যাসির যুদ্ধ। কিন্তু বিনয় তার কি জানে? বল্‌লে, আমার পলিটিক্যাল সায়েন্স বা পলিটিক্‌স্ কোনটাতেই জ্ঞান নেই।

কীন্ যেন বিশ্বাস করলে না। মৃদু হেসে বল্‌লে: বাঃ, এ তো মজার কথা। তা হলে তুমি কৃষক সভার ওদের সঙ্গে জুট্‌লে কি করে?

বিনয় বল্‌লে, জুট্‌লাম কই? আমার বাড়ি-ঘর সরকার নিয়ে নিলে, গ্রামের দশজনের মত আমিও নিঃসহায়, দশজনের সঙ্গে তাদের পাশে দাঁড়াতেই হল। বঞ্চিত যারা তারাই করেছে আমাকে সমিতির সেক্রেটারি। তারপরে তো দেখ্‌ছই—নিজের ক্ষতিপূরণের টাকাই আদায় করতে পারি না।

কীন্ বল্‌লে, তা এবার আট্‌কাবে না। তোমার হিসাব-পত্র দাখিল করেছ তো? ভালো কথা, তুমি তো ছিলে বর্মার ডাক্তার! বল্‌তে পার, তোমার কি মনে হয়েছে বর্মার সমস্ত কাণ্ডটা?

বিনয় বিপদে পড়ল।—বল্‌লে, আমরা খুব কম বুঝি তোমাদের যুদ্ধ আর মিলিটারি ব্যাপার। কি কারণে কি হয়, কোন হুকুম কেন বেরুয় তা—এসব একেবারেই বুঝি না। তবে দেখেছি, লোকের অসম্ভব দুর্ভোগ, মনে হয়েছে, তা অকারণ।

কীন্ নিজ থেকেই বলে চল্‌ল, ব্যুরোক্রাসি আর সাম্রাজ্যবাদ দুয়ে মিলে কি করেছে ব্রিটেনের, ব্রিটিশ পীপ্‌ল তা এবার বুঝবে।—কথা বলে চল্‌ল সে নিজে থেকেই, থাম্‌ল না সহজে।—এ যুদ্ধটাই এই কেলেঙ্কারির শেষ—এইটা তুমি বিশ্বাস করতে পার।

বিনয় বল্‌লে, কি জানি, কিছু বুঝি না। তোমার মতই এ বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস দেখি কৃষক সভার ওদের—আমি নিজে বিশেষ তা বুঝি না। কিন্তু ছাখো তো, সবাই ওদের টিট্‌কিরী দেয়, অথচ ওদের বন্ধুরা সব জেলে, একটা সভাও করতে দাও না ওদের এ অঞ্চলে।

—কেন ? করুক না সভা ? দেশের লোককে ওরা ফৌজের দরকার বুঝিয়ে দিক, আমি তো কোনো আপত্তি দেখি না। তবে, হাঁ, মনে রাখতে হবে, ফৌজের উপর জনতার অবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলা সহ্য করা হবে না। কিছুতেই না। তোমাদের এলাহাবাদের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কিন্তু এদিকে ভয়ানক ভুল করেছে। কি করে মিষ্টার নেহ্‌রু এতে সায় দিলেন ? ভয়ানক ভুল করেছে।—একটু আহত এবং রুষ্ট হয়ে উঠে কীন্ বল্‌তে লাগল—অন্যায় করেছে, অন্যায় করেছে।

বিনয় বুঝলে কীন্ সাহেবের মাথায় একটু ছিট আছে।

বীরু সেন ও মজিদ এসব শুনে কীনের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সভা-সমিতির অনুমতি নিয়ে এল। কীন্ বল্‌লে, এক সপ্তাহের মত আমি অনুমতি দিচ্ছি। যে সব অঞ্চলে লোক সরানো হয় নি, সে সব দিকে এখন তোমরা সভা-সমিতি করো। যদি দেখি তোমরা 'অনেষ্ট', আমিও দেখবে অনেষ্ট হব।

মিটিং করতে বেরিয়ে পড়ছে ওরা। সভা হবে ওদের মীরপুরে; শাহেদ সাহেব আছেন—'মীর শাহেদুদ্দিন।'—মজিদ বল্‌লে: আপনাকে ডাক্তার দা যেতে হবে। দেখবার মতো মানুষ। খুব ক্ষেপে আছেন এখন আমাদের উপর। অত কালের খাঁটি ন্যাশনালিষ্ট আর কংগ্রেসম্যান্।

বীরু বল্‌লে, রাগ করলেন ? তবে ?

মজিদ বল্‌লে, তবে আবার কি ? রাগ করলেই তিনি কি আমাদের ছাড়তে পারবেন নাকি তাই বলে ?

—রাজী হবেন আপনাদের কাজ কর্মে ?

—ওঁকে রাজী করাতে পারব না, তা হলে রাজী করাব কি করে ওঁর ছোটভাই—জাহেদ সাহেবকে ? তিনি তো এম-এল-এ, আর মুসলিম লীগ—আমাদের বিশ্বাসও করেন না। মহা মুশকিল হচ্ছে তাতে আমাদেরই। কিন্তু আপনি মীরপুরে যাবেন জানলে অবশ্য

জাহেদ সাহেবও আর সে মিটিংএ না থেকে পারবেন না। ডাক্তার যে আপনি—সবাই তাই মানে। হোক্ গে এম্-এল-এ। কেন? —এখন তো মন্ত্রিত্ব ওঁদের হাতে নেই; সরকারী ডাক্তার বাবুও আর ওঁর তোয়াক্কা ততটা রাখবেন না। অতএব, আপনার সঙ্গে জাহেদ সাহেবের খাতির রাখতেই হবে। দেখ্‌বেন, সে বাড়িতে আমাদেরও হয়ত এবার জুটে যাবে একটা দাওয়াৎ।

বিনয় হাস্‌ল, বল্‌লে আপনি যে এখন থেকেই প্রায় তার জন্ম তৈরী হচ্ছেন।

—আগে থাকৃতে প্ল্যান করে কাজ করার নামই না সভ্যতা? আর প্ল্যানিং হল কমিউনিষ্ট সভ্যতার দান।—মজিদ সহাস্যে উত্তর দিলে। পরে বল্‌লে :—দুবেলা হোটেলের খরচ বাঁচাতে পারলে আজ কম লাভ?

লোকজন ক্ষতিপূরণ পাবে এবার।

বিনয়ের টাকাও আদায় হবে—যা দাবি তার থেকে বেশিই হবে। কারণ জরিপ করে যে আমিন সে বল্‌লে—তাদের বাগানে যা জমি লেখা তার থেকে বেশি জমিই আছে। মধু দাসের পোড়ো ভিটে কবে বিনয়দের বাড়ির সামিল হয়েছে, কে তা জান্‌ত? তাই বিনয় এখন একটু দেরী করবে—এ রিপোর্টের পরে সে ক্ষতিপূরণ বেশি পাবেই তো? অন্যরাও যাতে ঠিক মত টাকা পায় বিনয়ই দেখবে তা; শিবুদা থাক্‌বে, বিনয়কে সাহায্য করবে দরকার মত।

মজিদ বল্‌লে, শুধু শিবুদা'র উপর ভরসা রাখা চলে না। কোথায় কোন্ চায়ের দোকানে চা খেতে বসে যাবেন, কিংবা কোন ছাত্রদের সঙ্গে বা প্রোফেসারদের সঙ্গে জুড়ে দেবেন তর্ক—'এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ।'

বিনয়ও জানে কথাটা খুবই ঠিক। 'শিবুদা' এখানকার পাব্লিকের শিবুদা। দু' জেনারেশান্ ছাত্র তার সহপাঠী। তাঁর এক-আধজন

সহপাঠী অনেক দিন আগেই অন্যত্র অধ্যাপক হয়েছেনও; শিবুদা'র তবু আই-এ পাশ করা হয়ে ওঠে নি। পরীক্ষাই দিতে পারে নি যে সে। দেয় কি করে? সেবার একাদিক্রমে তিন মাস চাটগাঁ কাটিয়ে এল—এক পুরনো বন্ধু বিয়ে করছে, সে উপলক্ষে সেখানে গেছল। তারপরে অনেক নতুন বন্ধু জুটে গেল। তা ছাড়া ছাত্র আন্দোলন তো সেখানেও গড়া দরকার? একবার ওকে পরীক্ষার আগে পুলিশে ধরলে—অবশ্য ছেড়ে দেয় পরে—কিন্তু শিবুদা আর তো পরীক্ষার জন্য তৈরী হবার সময় পেল না। এ বছর তার কলেজে নাম আছে কি না বলা শক্ত। সে বলে আছে,—মানে, ছিল,—এখন তো গ্রীষ্মের বন্ধই। প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী বলেন—'না, তাকে আর ভর্তি করব না।' শিবুদা কিন্তু এক-একদিন ভয়ানক ঠিক সময়ে কলেজে যেত, ক্লাশ করত, নোট্ নিত এবং তারপর বোর্ডিংএ বইপত্র রেখে বেরিয়ে পড়ত। ক'দিন আর কলেজে বা বোর্ডিংএ ফিরবার সময় পেত না—হয়ত বুড়ো বরদাবাবুর বাড়ি অসুখ। কিংবা হয়ত বৃদ্ধ প্রোফেসার পরেশ মুখুজ্জের স্ত্রী যাবেন সীতাকুণ্ড দেখতে—শিবু না হলে তাঁর হবে না। সোনাকান্দির লোক-সরানোর সময় শিবুদা' আর নিশ্চয়ই সময় পেল না। তারপরেও ছুটোছুটি আছেই। শহরের থেকে ওই পাহাড়খাড়ীর দিকে তাঁর কার্যস্থল হয়েছিল। আবার দেখ্‌ত সে সব গ্রামও যেখানে লোকজন ঠাঁই নিয়েছে। তবে সম্প্রতি শহরে বাড়ি-ঘর যখন খালি হচ্ছে তখন তো আর শহর তার ছাড়া চলে না। বিনয়ের পুরনো বাসাই হয়ে উঠেছিল তার আস্তানা। কারণ, যখন খুশী ফেরা যায়, আর না ফিরলেও কেউ বলবার নেই। দাদা আর বৌদি নিজের বাসায় এতটা আর বরদাস্ত করে উঠতে পারেন না। বিনয়ের এই নূতন বাসাটাও শিবুদা'র আস্তানা হবেই। সে না হলে কে বাড়ী জোগাড় করত? কেই বা আসবাবপত্র বয়ে আন্‌ত? আর তা না গুছিয়েই আবার ষ্টেশানে তুলে দিতে যেত চিত্ত রায়ের মাকে দুপুরে?

আর গেল যখন, অত ভিড়ে তখন শিবুদা' সঙ্গে না গেলে চিত্ত পারত তার মাকে নিয়ে যেতে? টাকা তাদেব যথেষ্ট আছে; কিন্তু টাকাতেই কি সব হয়? শিবুদা'র যেতে হল তার সঙ্গে, আব ফলে বিনয় সেদিন দুপুরে বাড়ি ফিরে দেখে সব অগোছাল। বিকালে বীরু সেন এসে দেখে বিনয় খাট নিয়ে খুব হয়রান হচ্ছে—শিবুদা'র খোঁজ নেই। বীরু রেগে খুন—'শিবুদা'কে আর কোনো আস্কারা দেওয়া চল্‌বে না। চিত্ত রায়ের মা যেন ওর বড আপনার'। গুছিয়ে ফেল্‌ল বীরু আর ক্ষীরোদে মিলে সেদিন বিনয়ের ঘর-দুয়ার। দু' দিন পরে শিবুদা' এসে উপস্থিত। বীরু সেন তাকে মারতে বাকী রাখলে। শিবুদা' প্রথমটা হাস্‌ল। তারপর ব্যাপারটার অসঙ্গতি যেন বুঝলে। চুপে চুপে এসে বিনয়কে বল্‌লে: ডাক্তারদা' বড অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু চিত্ত ছাড়ল না যে—কি করি?

বিনয় সহাস্যে বল্‌লে: ঠিকই তো। এ সব বীরুবাবুব অবুঝপনা, শিবুদা।

এ হেন শিবুদা'কে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ের ভার দিলে চলে কি?

ঠিক হল মস্তুরজ্জমানও দেখবে—সে সাধারণ লোকদের চেনেও বেশি, বিনয়কে সাহায্য করবে সেও।

সব ঠিক হলে বীরু বল্‌লে: তা হলে মজিদ কাল আমি একবার ঘুরে আসি।

—কোথায়?—মজিদ জিজ্ঞাসা করলে।

বীরু উত্তর দিতে একটু সংকোচ বোধ করলে। বল্‌লে: লরী যাচ্ছে। যশোদা দা'র দুধ-আন্‌বার লরী যাচ্ছে শেষ রাত্রিতে—তেজপুরের দিকে।

মজিদ বল্‌লে: আবার? দেখুন ডাক্তার দা, তখনি বলেছিলাম ওকে আর রাখা যাবে না। লক্ষী তো নয়—পেয়েছে পরীতে।

বিনয় বুঝলে বীরু তার নব-পরিণীতা স্ত্রীকে দেখ্‌তে যেতে চায়। সে হাস্‌ল, তার মনেও একটু খুশীর সঞ্চার হল। ততক্ষণ বীরু তাদের বোঝাচ্ছে: দেখ্‌লে পরে বুঝ্‌তে কেমন সে পরী। সব শুন্‌লেই বুঝবে—আমাকে পেয়েছে সে কেমন। ওর মামারা এরই মধ্যে স্বর তুলেছেন, 'এদিনে দশ টাকায় কি হয়? তুমি বেণুকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেই ভালো।' আর ওঁর দিদি রেণু তাতে অপমানে রেগে খুন—বিধবা মানুষ, ভালোবাসেন ভয়ানক বোন্‌কে।

মজিদ বল্‌লে: বেশ এ সবই করো গে এখন—স্ত্রী, শ্যালীর তত্ত্ব।

বীরু বল্‌লে: তত্ত্ব করব কি? বাড়ীতে দু'বেলা আমারই খাবার ব্যবস্থা নেই। ভাইপো রবি গেল বার পরীক্ষা দিতে পারে নি—ফি'র টাকা নেই। কেঁদে আকুল। দাদা আমাকে কিছু বলেন না, এই যা।

—তবে বিয়ে করলে কেন?

—আহা, সে তো বুঝি। নীহার সেনের বোন—নীহার ছিল সে যুগে আমাদের কি, তা কি বল্‌লে বুঝতে পারবে তোমরা? বড় বোন রেণু আমাদের এত কাজ করেছে। জানো তারও আগ্রহ—বেণুকে আমার বিয়ে করতে হ'বে। শেষটা পথ নেই দেখে হই রাজী। নীহারকে ভালোবাসতেন আমার পিসতুতো ভাই এই যশোদা চৌধুরী। —মিলিটারির কণ্ট্রাক্ট্ পেয়েছেন এখন কিছু কিছু। এককালে আমাদের স্বদেশীর তিনি ছিলেন গুরু। পয়সা কড়ি কিছু তাঁর ছিল—মন্দ নয় অবস্থা। তিনি এখন কণ্ট্রাক্ট নিয়েছেন ফৌজের দুধ, মাছের। বেশ তাতে পাচ্ছেন, অবশ্য তোমার শ্বশুর ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টরের মত তত নয়। যশোদা দা'ও বলেছিলেন, 'বিয়ে কর বেণুকে।' তিনিই টাকাও দিচ্ছিলেন—দশ টাকা করে বেণুর মামা বাড়িতে। টাকা পাচ্ছেন, দেবেন না কেন? তারপর—একটু থামল বীরু। বল্‌লে: যশোদা দা এখন বল্‌ছেন, 'যা এখন বিয়ে করেছিস্, বউকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আয়। আমার পরিবার এখানে থাকলে এখানেই আনাতাম।'

মজিদ হেসে বল্‌লে : তবে আর কি ? যাও।

বীরু মজিদকে বল্‌লে : না, তোমার মত বউ-এর ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াব—ভয়ে পা বাড়াব না ওদিকে। ভয়টা কি মজিদ ?

বিনয় বুঝ্‌ল মজিদের জীবনের কোনো একটা বিষয় নিয়ে বীরু বল্‌ছে। কি তা বিনয় জান্‌ত না। এখন জানবার অবসর হল না ; কারণ সে দেখ্‌লে মজিদ কথাটার পাশ কাটিয়ে গেল : না, ভয় কি ? এখন বউ বয়ে বেড়াও, নাও আর আনো। এই করো।

চলে গেল ওরা।

বিনয় বসে বসে ভাবতে লাগল—ভয়েলের নীল শাড়ীর উপর সেই চক্‌চকে শাদা জড়ি পাড় আর এমটি মধুর কণ্ঠ—তার বেশি আর মনে পড়ছে না। কি করছে এখন তারা কলকাতায় ? কতদূরে যেন আজ তারা। বিনয়ের চারদিকে কত স্বতন্ত্র এই পরিবেশ এখানকার। যেন একটা অন্য পৃথিবীর বীরু এরা,—ওদের সঙ্গে যোগ আছে বরং অমিত সুধা ওদের। নানাসূত্রে তাদের কথা বিনয়ের মনে পড়ে, যতীন দাশ, অমিত, সুধা ওদের—আর এই বীরুর বিয়ে সম্পর্কে কথা উঠলে বিনয়ের মনে পড়ে আবার চিত্রাকে—নীল ভয়েলের শাড়ী, আর শাদা জড়ির পাড়।

বিনয় দেখে আশ্বস্ত হল—টাকা বেশ ভালো ভাবেই আদায় হচ্ছে। কেউ এখন আর হতাশ হচ্ছে না। তখন দাবি সবাই বেশি করে লিখেছিল, সেদিকে মজিদ ও বীরু ভুল করে নি। আর আজ আবার সবাই যেমন দাবি করেছে, তাই পাচ্ছেও। বিনয়দের পুরনো প্রজা আলী মিঞা টাকা নিয়ে কেঁদে ফেল্‌ল—আড়াই শ টাকা তার ছোট কুঁড়ে আর ভিটের দাম ! এত টাকা ! সে যাবে আসামের দিকে। জায়গা-জমি কিনে সেখানে আবার চাষবাস করবে। আশায় উৎফুল্ল মুখ তার—তার আবার ক্ষেত জমি হবে।

বিনয় বুঝছে, টাকা পেয়ে ওরা বাঁচবে, বাঁচতে ওরা চায়।

বীরু সেন হেসে বল্‌লে: বেণুর মায়ের অবস্থা ফিরে গেছে—সোয়া তের শ' টাকা তাঁর হাতে। ভাইদেরও কাছে এখন সমাদর কত! আর মামাশ্বশুররা দুঃখ করছিলেন, 'তুমি দিয়ে দিলে, দিদি, রেণুকে শ্বশুর বাড়ি তখন। সেখানে ও খাবে কি? মথুর সেনদের কি খাবার পরবার আছে কিছু? রেণুকে খাওয়াতে পারি, আর আমরা কি পারতাম না তোমার বেণুকে খাওয়াতে-পরাতে, বিয়ে দিতে? দশটা নয়, বিশটা নয়, এই তো মাত্র দু' ভাগ্নী—ওই বেণু আর রেণু, তাও রেণুর তো পোড়া অদৃষ্ট।' শাশুড়ীও বোধ হয় এখন ভাবছেন—তাই তো রেণুর পরামর্শে তাড়াতাড়িতে মেয়েটাকে এমন একটা লক্ষ্মীছাড়ার হাতে দিলেন তখন!

নীরদ দত্তের কাণ্ডজ্ঞান আছে, বল্‌লে: বীরু দা' টাকাটা মামাদের হাতে পড়ে নি তো?

—কিছু তো পড়েছেই—নগদ তিন শ'। নইলে কি ভাইরাই এতটা বোন্‌কে সমাদর করতেন।

—আর বাকী হাজার? নিজে নিয়েছ তো তুমি? খাওয়াও আমাদের। থ্রি চিয়ার্স পর 'বঞ্চনা-নীতি'। সমস্ত দেশটাকে বঞ্চনা করুক ইংরেজ যত পারে—আমাদের যদি এমন ভাগ্যে জোটে খাওয়া।

বীরু সেন বল্‌লে: তা হয় নি, নীরদ। যশোদা দা' জুটলেন। নীহারের জন্য তার মা টাকা রাখ্‌ছেন আগ্‌লে—একেবারে ওয়ার বণ্ড কিনে। নীহার এলে বাড়ি করবে, ঘর করবে, তার বউ আস্‌বে, তাকে তিনি গয়না দেবেন—অর্থাৎ হাজার টাকায় পৃথিবী কিনবেন—যদি ওয়ার বণ্ডের তখনো দর থাকে।

মজিদ বল্‌লে: তা'হলে রেণু পেল কি? বেণু নয় পেল তোমার মত সুপুরুষকে।

কিন্তু বিনয় বুঝ্‌ল, আসল কথা টাকা আদায় হচ্ছে। নিরর্থক কষ্ট পাচ্ছে না মানুষ। ছোট আমলারাও আর টাকা আটকিয়ে রাখ্‌তে পারে না। একে হাবিব সাহেব এসব বরদাস্ত করবেন না, তার উপর নতুন এ-ডি-এম্‌ কীন্‌ সাহেব যেন চরকি ঘুরছে। কখন আমলাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে; কখন সাম্‌নে; —কখন গিয়ে আবার গাছতলায় লোকজনের সঙ্গে কথা বল্‌বে, নতুন পাশ-করা বাংলা বিদ্যা ফলাবে;—কিছু ঠিক নেই। তবু লোকজন যারা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে, খুশী হয়েই তারা অনেকে দস্তুরী দিয়ে যাচ্ছে আমলাবাবুদের। 'বাবুরা তো মিথ্যা বলেন না—আট টাকা মন চাল। সাম্‌নে বর্ষা—কাপড় আর কেউ কিনতে পারি না, জোড়া ছ' টাকা; তোমরা তো বাঁচলে, এত টাকাও পেয়েছ, আবার মিলিটারির কাজও আছে—আমরা খাব কি ?'

মিথ্যা নয় ছোট আমলাদের কথা, বিনয় তাও দেখলে। সামান্য কর্মচারী কেশব চক্রবর্তী, বয়স্ক লোক, বিনয়ের এপাড়ার প্রতিবেশী। ক্ষতিপূরণের অপিসে তিনিই নাকি ঘুষ আদায়ে ওস্তাদ। না পেরে সেদিন ডেকে পাঠিয়েছেন বিনয়কে। বিনয় গিয়ে দেখে—রক্ত আমাশয়। একা মানুষ, রান্না করে খেতেন—পরিবার পাঠিয়ে দিয়েছেন দেশের বাড়ীতে,—শহরে মিলিটারির এই কাণ্ড তো। কিন্তু নিজে রান্না করেও আর পারেন না, গত সাতদিন ধরে খাচ্ছিলেন কানাই ঠাকুরের হোটেলে। জীবনে হোটেলে খান নি—প্রবৃত্তি হয় না এখনো খেতে। সাতদিনেই দাঁড়িয়ে গেল অসুখ। দুদিন চুপ করে ছিলেন, শিবুও নেই শহরে;—ঘুষের ব্যাপার নিয়ে মজিদ ওরা যা করেছে তাতে কেশববাবু বিনয়ের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। এখন আর পারছেন না—দুর্বলও হয়ে পড়েছেন। হরিশবাবুই প্রথম খবর দেন, তিনিই বিনয়কেও নিয়ে গেলেন। বিনয় দেখে বল্‌লে, ছানার জল, ডাবের জল; আর এমিটিন দিতে হবে ইন্‌জেকশন, আনিয়ে আমাকে খবর দেবেন—আমি আছি, দিয়ে দোব।

সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো খবর বিনয় পেল না। শিবুদা'ও নেই—ছ' আনিতে গেছেন বোধ হয়। সন্ধ্যার পরে মনে পড়তে বিনয় নিজেই গেল খোঁজ করতে। কেশববাবু শুয়ে আছেন নির্জীব। হরিশবাবু এলেন। বিনয়কে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন: বুঝছেন তো, পাবেন কোথা? আগেকার দিনে চলে যেত। মাইনে ছিল, দু-চার পয়সা উপরিও ছিল—পরিবার পরিজন নিয়ে সব একসঙ্গে জড়িয়ে থাক্‌তেন। এখন লোক শহরে আসে না—উপরি কই? মাইনে তো যেই সেই। এদিকে জিনিসপত্রের দাম আগুন,—চাল কিন্‌বে না কাপড় কিন্‌বে? বিপদের উপর বিপদ, এই শহর-ছাড়ার বিপদ—পরিবার নিয়ে আর ভদ্রলোক এখানে থাক্‌তে পারে একদিন? এসব খরচপত্র বাড়ি পাঠিয়ে ভদ্রলোকের থাকে কি? আপনি বলেছেন—ডাব। সে তো এখানে ফৌজের লোক ছাড়া কেউ আর খেতে পায় না। ছানার জল? খানিকটা চেয়ে চিন্তে এনে দিয়ে গেছে ময়রাদের ওখান থেকে। ওষুধ? সবাই বল্‌লে নেই।

বিনয় জানে একটি দোকানে এখনো এমিটিন্ থাক্‌বার কথা। কিন্তু বলে লাভ কি? যে দাম তারা চাইবে, কেশব চক্রবর্তী তা দিয়ে কিনবেন কি করে? কলকাতা থেকে আস্‌বার সময় বিনয় কিছু এম্পুল নিয়ে এসেছিল তবু। তাই দেবে কি বিনয়? দাম পাবে না, জানা কথা। কি করবে বিনয়? সে বল্‌লে: একটু অপেক্ষা করুন্—আমার বাক্‌সে এখনো দু-একটা এম্পুল থেকে থাক্‌তে পারে। অন্তত দু'তিনটা ইন্‌জেক্‌শনে ওর রক্তটা বন্ধ হত—তারপরে নয় দেখ্‌তাম একবার অন্য কিছু দিয়ে।

ইনজেক্‌শনে কেশব চক্রবর্তী এখন ভালো হচ্ছেন। কিন্তু শিবুদা' এসেছেন, বলেছেন,—তাঁর ভালো হওয়া কত শক্ত। 'পথ্য ঠিক পাবেন না—মাসী মা নেই। আর ভালো হলেও বা ভালো থাক্‌বেন ক' দিন? আবার তো সেই প্রশ্ন—'কি খাবেন?' আর, শুধু কেশববাবুর বলে তো

নয়—এই তো ওদের সকলকারই অবস্থা। চাকরি করে, হয়ত দু' পয়সা "উপরি'ও পায়, কিন্তু এ বাজারে কি হবে তাতে? চা'ল ডাল, তেল, নুন, তরিতরকারী আর কাপড়—সবই যে আগুন হয়ে উঠেছে। কিনবার লোকের অভাব নেই—টাকা আস্‌ছে অনেকের হাতে। বিনয় দেখছে—কষ্ট চাকুরে যারা তাদেরই বেশি। তবু তো মুটে-মজুররা মোটের উপর খাটছে; কিছু খাচ্ছেও। সোনাকান্দির ভিটে-ছাড়া লোকেরাও এবার বাঁচছে। আলী মিঞা টাকা পাচ্ছে, আবার চাষ করবে; আশা তার প্রাণে, সাহস তার বুকে। ওরা বাঁচবে। বাঁচুক তারা, কি কষ্ট যে তারা পেয়েছে।

বিনয়ের চেনা লোক তারা, এবার টাকা নিয়ে যায়—দু' এক সময় ওকে সেলাম জানিয়ে যায় বাড়ি এসে। দু' একজনে এক-আধটা অসুখ-বিসুখের দাবাই লিখিয়ে নিয়ে যায়। সবাই খুশী।

মুসলমান মেয়েরাও আসে—মন্নুরজ্জমান আর বাঈ আম্মাকে ধরে। মুসলমান মেয়ে 'মন্নুর মা,'। কে তাঁর নাম দিয়েছিল "বাঈ আম্মা"—বিদেশী ছেলে সে, ছিল ওঁর বাড়ি পালিয়ে সেবার, নাম দিলে 'বাঈ আম্মা।' তার পর থেকে এখানকার ছেলেরা সবাই তাকে ডাকে 'বাঈ আম্মা' বলে। 'মন্নুর আম্মা' এই নামটা যেন গ্রামের লোকেও ভুলতে চলেছে।

লাউতলী—মুসলমান চাষীর গ্রাম। মাইল তিন দূরে সে গ্রাম। মন্নু পানি-ভাত খেয়ে আসে। মেয়েদের দু একজনার এক-আধটুকু জমি জমা ছিল—এখন তার ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। শহরে যেতে হবে, আম্মা আসেন তাদের নিয়ে। ছাতার আড়ালে দেহ গোপন করে মুসলমান মেয়েরা পথ বেয়ে আসেন; কাছারির কাজ হয়ে গেলে অপেক্ষা করেন অনেক সময়ে বিনয়ের ভেতরের ঘরে। আম্মা তখন বিনয়ের সঙ্গে কথা বলেন—নানা গল্প, জিজ্ঞাসা করেন লড়াইর নানা প্রশ্ন।

বৃদ্ধা মুসলমান মেয়ে। বয়স হয়েছে, ভালো কৃষকের জেনানা। মন্নু তার ছেলে—জমিজমা আছে, মন্নু সর্দারি করে, দিন চলে

যায়। আম্মার আর এক ছেলে—সেবার ক' শাল আগে সে চলে গেছল জাহাজের কাজে। ফেরেনি আজ তিন বৎসর। ফেরে না সে অনেক সময়েই, বোম্বাই এসেও চলে যায়,—খিদিরপুরের ডকে মাঝে-মাঝে আসে—দেশে আস্‌বার সময় পায় না। আবার কোনো কোনো সময় আটকা পড়ে যায় এক-এক দেশের জেলে। খালেক ছিল তার নাম। কিন্তু সে নাম সে বদ্‌লে কি নাম নেয় কে জানে। সে ইনকেলাবের দলে কিনা, মজতুর-রাজ কায়েম করবে। হয়ত মজতুর-কিসানের মুলুকে সে গেছে এবার। সেখানে ভারী লড়াই চল্‌ছে না? শেষ খবর পাঠিয়েছিল মাস ছয় আগে মজিদের কাছে—পারলে যাবে সেই মুলুকে লড়াই করতে। ভারী সে লড়াই! তুশ্‌মন্‌ যত সব এককাট্টা হয়েছে আমাদের খেলাপ, আর লড়ছে তার খেলাপ মজুর কিসানের ব্যাটারা। কেমন চল্‌ছে সে লড়াই, বাপু?

বিনয়ের সাম্‌নে একটা নূতন পৃথিবীর জেগে উঠ্‌ল—আম্মাকে দেখে আর তার কথা শুনে। এখানে রয়েছে, এত কাছে—অথচ তারই অজানতে এমন করে তুনিয়া-দেখা দৃষ্টি নিয়ে এক বাঙালী মা বসে আছেন—এক মুসলমান বৃদ্ধা, কৃষকের মেয়ে, কৃষকের স্ত্রী, কৃষকের মাও সে। এসব অঞ্চল থেকে শতে শতে লোক যায় খালাসী হয়ে—বরাবরই গেছে, আজও যাচ্ছে;—তারা মরছেও ডুবে, আর পাচ্ছেও দ্বিগুণ তিনগুণ মাইনে। কিন্তু সেই সূত্রে কোথায় লাউতলীর খালেকুজ্জমান বেরিয়ে গেছে তার গ্রাম ছেড়ে—সাত সাগরের পারে—কোন অদ্ভুত দেশে—বিনয়ের কাছেই যা অদ্ভুত দেশ, অদ্ভুত সত্য ও অদ্ভুত মিথ্যার দেশ। কিন্তু অদ্ভুত সেই বেনামা মানুষের জীবন, অদ্ভুততর তার সংকল্প। আর তারই একটি ক্ষীণ ইঙ্গিত এখানে এই লাউতলীর বৃদ্ধা আম্মাকে করে তুলেছে মজতুর-কিসানের মুলুকের এমন এক জাগ্রত প্রহরী, ইন্‌কেলাবের দলের এমন "বাঙ্গী আম্মা।"

—সে লড়াইর খবর কি, বাপু ?—আগ্রহ ফুটে উঠেছে রেখাঙ্কিত বৃদ্ধ ললাটে।

বিনয় একটু সাবধানেই কথাটা বল্‌লে,—আহত করতে চায় না এই বৃদ্ধাকে—এখনো তত ভালো নয়, আম্মা।

—ভালো নয় ?—একটু নীরব থেকে বাঈ আম্মা বল্‌লেন: ভালো কিন্তু হতেই হবে। হবেই ভালো। দেখ্‌বে, তোমরা অনেক লেখাপড়া জানো, অনেক বেশি ভাবো,—আমি বুঝি না অত শত—কিন্তু জিততে হবে আমাদের, আর জিতবও আমরাই। ইমান আমাদের সাফ—আমরাই জিতব।

'Victory is ours' কতদূরে এই ধ্বনি উঠ্‌ছে, আর তার প্রতিধ্বনি জাগছে কোন্ দূরের এক বৃদ্ধা কিসান মায়ের কণ্ঠে।

ইতিহাসের যে-পাতা বিনয় চোখে দেখ্‌লেও দেখ্‌তে চায় না, পড়তে পারলেও পড়তে চায় না,—অমিত বলেছে তার কথা,—আজ তাই কি বিনয় দেখ্‌ল, তাই পড়ল বাঈ আম্মার মুখে ? অন্য কেউ হলে বিনয় উপহাস করত—সুধা বা অমিত বল্‌লে তার হাসি পেত। কিন্তু এই বৃদ্ধ মায়ের সবল বিশ্বাসকে সে অশ্রদ্ধা করতে পারে—অত পলিটিক্‌স্‌ও বিনয়ের নেই।

বাঈ আম্মা এমনিভাবে আসেন মাঝে-মাঝে। আবার বলে যান আম্মা—তার লাউতলীতে কার ঘরে কে পড়েছে বেমারে, কে পেলে কত খেসারতের টাকা, আর কার জমিতে এবার ফল্‌ছে কি ফসল। 'সেই আজিজকে চেনো ?—চলে গেছে জাহাজের কাজে, খেতে পারছে না, জাহাজের কাজে গেছে।' লড়াইর খবর জিজ্ঞাসা করেন বাঈ আম্মা। 'দুনিয়ায় লড়াই চলছে—গরীবকে মারছে, সবাই মিলে মারছে। জমি চাষ করে, ফসল করে, খেতে পায়না গরীবই কিন্তু; মরবার বেলা তবু তাদেরই পড়ে প্রথম ডাক।'

বিনয় শোনে তার কথা। শুধু শোনে না, বিনয় তার কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। মনে মনে স্বীকার করে—আম্মার কথায় যুক্তি নেই, ধার নেই। ধারালো কথা তো বিনয় অনেক শুনেছে,—যুক্তিও শুনেছে—অমিতের মুখে সুধার মুখে। সে সব কথার পিছনে থাকে শাণিত তর্ক, প্রখর বুদ্ধি, বিচারশক্তি। এ কথার পিছনে তা কই?—এ কথার পিছনে রুশিয়া নেই—বিনয় যেন আপনার মনে তাই বুঝতে পারছে—এ কথার পিছনে আছে এ দেশের মা আর এ দেশের মাটি। কিন্তু বিনয় বুঝ্‌তে না পেরে নিজেকে জিজ্ঞাসা করছে—এই ভাষাই কি সকল দেশের মায়ের আর সকল দেশের মাটির?

১১

মীরপুরে সভা হল। বিনয়কে ধরে নিয়ে গেছল মজিদ। শেষ পর্যন্ত মৌলবী জাহেদুদ্দিনেরও কোনো দ্বিধা রইল না; তিনিই হলেন মীরপুরের এদিক্‌কার সমিতির প্রেসিডেণ্ট।

শাহেদ সাহেব বল্‌লেন: এবার একটু গল্প করি, ডাক্তার সাহেব, বসুন।—জাহেদ সাহেব তখন ভেতরে গেছেন—তাঁর ওখানেই বিনয় ওদের দাওয়াৎ করছেন। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দেবেন—যেন মিছে দেরী না হয়।

শাহেদকে বিনয় দেখছিল এবার। বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে—পঁয়তাল্লিশের দিকেই হবে। কিন্তু বয়সের ছাপটা পড়েছে তারও চেয়ে বেশি। এককালে সুশ্রী পুরুষ ছিলেন—আজ বয়সের ছাপে তা মুছে গেছে প্রায়। মীরপুরের মীর বংশের ছাপ তবু যায় নি—শাহ্‌ সুজার সঙ্গে এঁরা এসেছিলেন এদিকে,—পুরনো দীঘি, পুরনো গম্বুজওয়ালা মস্‌জিদ, চকমিলান বাড়ি—এসবের ছাপও যেন মুছে যায় নি মীর শাহেদুদ্দীনের চেহারা থেকে—কেমন করে তাও রয়েছে।

পড়েছে আবার এখানকার ভাঙা খড়োঘরের ছাপ, অসচ্ছল আভিজাত্যের ছায়াও। দাড়ি কামানো, শীর্ণ দেহ, গাল ভেঙে গেছে শাহেদুদ্দীনের। চুল আধ-কাঁচা আধ-পাকা, ছাঁটা গোঁফের তেমনি অবস্থা। চোখ দুটিতে কিন্তু একটা সুস্থির কৌতুকের আভাস আছে। বেশ বুঝা যায়, এ চোখ হাসছে। দেখ্‌ছে আর হাস্‌ছে—খুব সহজভাবে, কিন্তু খুব চুপে-চুপে। মানে, নিজের মনে মনেই হাসছে। সম্ভ্রান্ত মুসলমানের আদব-কায়দায়, বিনয় ভয় পাচ্ছিল, সে আড়ষ্ট হয়ে পড়বে। কিন্তু সে বুঝছিল, এ মানুষকে দেখে সে ভীতি দূর হয়। এ মানুষ মানুষকে বাঁচিয়ে নিয়ে যায়। তার ভুল-ত্রুটীকে আড়াল করে দেয় আপনার চেষ্টা দিয়ে আর সহজ আনন্দ দিয়ে;—আর মানুষের ভালবাসা জাগায় তার বিষণ্ণ হাস্য দিয়ে, স্নিগ্ধ পরিহাস দিয়ে।

—শহরে যেতে পারি না, দেখাও হবে না তো শীঘ্র। আমার এখানে দাওয়াৎ করি, ইচ্ছা থাক্‌লেও সাধ্য নেই। সত্য কথা বল্‌ছি; আপনি ভাব্‌ছেন বুঝি এ সব বিনয়। না, না; সে সাধ্য নেই। যে দিন-কাল, কম লোকেরই আছে সে সাধ্য আজ। তবে আজ আপনাদের আমিই দাওয়াৎ করতাম। কিন্তু জাহেদ চাইছে। সে শহরে থাকে; তারই মানের ভাবনা বেশি। দেখলাম, তাকে এদিকে নারাজ করলে মজিদদের সবই পণ্ড হয়ে যাবে।

বিনয় বল্‌লে, কিন্তু ওঁকে সভাপতি করলেন কেন?—আপনি হলেন না।

—ওকে না পেলে মুসলমানরা আসত না।

বিনয় বল্‌লে, কেন? আপনিও মুসলমান। তা'ছাড়া একই বাড়ি, ওঁরই দাদা, সবচেয়ে পুরনো কর্মী—সেই নন্‌-কো-অপারেশানের দিন থেকে। শুনেছি, আপনি তখন বি-এ পাশ করেছেন আলীগড় থেকে, পড়ছিলেন তাদের এল্‌-এল্‌-বি। তবে, আপনার সভাপতি হলে চল্‌ত না কেন?

শাহেদ সাহেব ভেতরে একবার ডাক দিলেন : রাবেয়া !—ভেতর থেকে একটি বালিকাকণ্ঠ শোনা গেল : আব্বাজী।

—দ্যাখো এসে, কে এসেছেন।

সুন্দর একটি মেয়ে এসে গেল—সুশ্রী, এবং সুপ্রতিভ ;—একদিন হয়'ত এমনি ছিলেন দেখ্‌তে মৌলভী মীর শাহেদুদ্দিন। শাহেদ সাহেব তাকে দেখিয়ে বিনয়কে বল্‌লেন: আমার মেয়ে।—আর মেয়েটিকে বল্‌লেন : চাচা সাহেব—তোমার ডাক্তার চাচা, রাবেয়া।

রাবেয়া নিচু হয়ে দু'পা ছুঁয়ে বিনয়কে প্রণাম করলে। বিনয় তাকে কোলে টেনে নিয়ে বল্‌লে : তোমার নাম রাবেয়া ? তোমরা ক'ভাই, ক'বোন্ ?

রাবেয়া সলজ্জ অথচ সপ্রতিভ উত্তর দিলে : দু'জন। আমার ভাই জান কিন্তু ছোট্ট, ভালো করে হাঁটতেও পারে না—রোগা কিনা।

বিনয় বল্‌লে : রোগা কেন ? তুমিও তো তেমন মোটা-সোটা নও ?—বলে শাহেদ সাহেবের দিকে তাকালে। শাহেদ সাহেব উত্তর দিলেন : কেমন তার যেন গায়ে তাকদ হচ্ছে না। একবার দেখ্‌তে পারেন, দেখ্‌বেন ? দেখেই বা কি করবেন ? কিছু করতে তো পারব না।

সেই হাসি তাঁর মুখে, কিন্তু নিরাশার স্বরও মুখে। বিনয় বল্‌লে, আচ্ছা, আনান তো একবার দেখি।

শাহেদ সাহেব রাবেয়াকে বল্‌লেন। রাবেয়া নিয়ে এল একটি শিশুকে। হয়ত বছর চার-পাঁচের, কিন্তু তার দেহ পুষ্ট হচ্ছে না—রিকেটের মত। বিনয় দেখেই বুঝল—তবু একবার দেখলে থাইরয়ড্-এ গোলমাল আছে কিনা। না তা বিশেষ নেই। বল্‌লে : ভালো কিন্তু হতে পারে। মরুস অয়েল। মানে, কড্‌লিভার অয়েল মাখাতে হবে। খেতে পারবে না হয়'ত, মাখালেও কাজ দেবে। তবে, এখন তা পাবেন কোথায় ? এখানে কোনো দোকানে তো নেই।

শাহেদ সাহেব হেসে বল্লেন: নেই তো? বাঁচা গেল। রেহাই পেলাম। নইলে মনে মনে একটা অসোয়াস্তি থাক্‌ত—দেখলাম না কড্‌লিভার তেল মেখে, হয়ত ওর ভালো হত।—শাহেদ সাহেব বললেন: রাবেয়া, ছাখোতো আর একটু ভালো তেলওয়ালা লণ্ঠন আছে কি না। এটা তেলের গুণে ধোঁয়া ছাড়ছে।—বলে তিনি বিনয়কে বল্লেন,—তেলের সঙ্গে এখন নানা জিনিস মেশাচ্ছে বাজারে; মেশালেই লাভ।—একটু পরে রাবেয়া ওরা ভেতরে চলে গেলে বল্লেন,—ওঁর মা-ও এখন ভাব্‌বেন—খোদার মর্জি। ওই ওঁর এক ছেলে তো। ডাক্তার সাহেব, বলবো কি? ওই হিন্দু আর মুসলমান, মাগুলো সব ছেলে-গত প্রাণ। আমি বলি তোমার 'রাবেয়াই বা কম কি?' রাবেয়ার মা তা মানবেন না, 'মজনু' তার কত কি হবে। স্নিগ্ধ আর সকরুণ কৌতুকের হাসি শাহেদ হাস্‌লেন। বিনয় বুঝলে—মজনুর ব্যথাটা শুধু তার মায়ের নয়, তার বাবারও।

কড্‌লিভার অয়েল বাজারে নেই; থাকলেও কেনা তাঁর সাধ্যায়ত্ত হত না, এই কথা শাহেদ সাহেব কেন বল্‌ছেন? এমন পদস্থ পরিবার—অবশ্য তিনি জীবনে রোজগার করেন নি, অবস্থা জাহেদুদ্দিনের অনেক ভালো। শাহেদ সাহেবের ঘরে দৈন্য প্রকট—সে কালের হাত-ভাঙা গুটিদুই কুর্সী, আর ছোট বৈঠকখানার ছোট ফরাস। তবে তা পরিচ্ছন্ন—রাত্রিতে যতটা বিনয় বুঝেছে, মোটের উপর এ ঘরের মালিক অপরিচ্ছন্ন নন। ওঁর অবস্থার জন্যই কি আজ উনি জাহেদ সাহেবকে বড় স্বীকার করছেন? তাই তাঁকে করতে বল্লেন সভাপতি? বিনয় জিজ্ঞাসা করলে: আচ্ছা, শাহেদ সাহেব, বল্লেন না তো, কেন আপনি সভাপতি হলেন না?

শাহেদ সাহেব বল্লেন—একটু নীরব থেকে, পরে সহাস্যে সকৌতুকে ইংরাজিতে,—আমি জাত খুইয়েছি, ভাই।

বিনয় বুঝ্‌ল না। বল্‌লে, তার মানে?

শাহেদ সাহেব হেসে বল্‌লেন—ইংরেজিতেই: আমি কংগ্রেসম্যান। কংগ্রেস ছাড়ি নি—ছাড়বও না।

বিনয়ের মন যেন হঠাৎ দুলে উঠ্‌ল। আলোড়িত হল তার সমস্ত প্রাণ। সে সংবাদটা জানত; শুনেছিল মজিদের কাছে শাহেদ সাহেবের কথা। কিন্তু তার সম্পূর্ণ অর্থটা যেন বুঝ্‌তে পারে নি। সব জেনেও বুঝতে পারে নি—সমস্ত মুসলমানের কাছে কেমন করে মীরপুরের বড় মীর সাহেব এই একটি জিনিসের জন্য পর হয়ে গেছেন। আর তা বুঝেও তিনি আজ পর্যন্ত রয়েছেন অবিচলিত,—অবিচলিত, অনমুতপ্ত, গর্বিত—অথচ নিরাশও।

বিনয় কথা বলছিল না। শাহেদ সাহেব বোধ হয় বুঝেছিলেন, তাই বল্‌লেন—একটু শান্তস্বরে বল্‌লেন: সেদিন মজিদের উপর খুব চটে গেছলাম। সেবার আইনভঙ্গের সময় আমার সঙ্গে সে জেলে ছিল। কাছে থাকত, তখন কলেজ ছেড়ে কাজে নূতন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মুসলমান ছেলে সেবার তো জেলে বেশি আসে নি। মজিদ আস্‌ত আমার কাছে, এক আধটুকু পড়ত-শুনত। এখনো তাই তাকে পেলে গালমন্দ করি, সেও তর্কটর্ক করে। দিন সাত আগে ওদের কাগজে দেখলাম এলাহাবাদের কংগ্রেস সভায় কমিউনিষ্টদের সংশোধনী প্রস্তাব। কংগ্রেস লীগকে মেনে নেবে—এই হল তার মোট কথা। খুব রাগ হয়েছিল। 'এই তোমাদের ব্যবস্থা বটে? বিশ বছর ধরে আমরা ন্যাশনালিষ্ট মুসলমানরা কংগ্রেসকে ধরে রয়েছি—লীগের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রয়েছি—আজ আমাদের তোমরা এমনি ভাবেই করবে জবেহ্‌?—এই তোমাদের ইমান?—sense of honour, sense of chivalry? খাশা তোমাদের কমিউনিজম্‌ আর পিপল্‌স্‌ ওয়ার?' খুব গালমন্দ করেছি সেদিন মজিদকে। পরে কিন্তু ও চলে গেলে ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম।

কোথায় আমরা ন্যাশনালিষ্ট মুসলমানরা? নিজের সমাজকে আমরা সঙ্গে নিয়ে চল্‌তে পারি নি—দূর থেকে দূরে তা চলে গেছে। একদিন আমাদের কথায় দিল্লীর জামা মস্‌জিদে দাঁড়িয়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বক্তৃতা করেছেন। আজ মৌলানা আজাদই ঈদের নমাজ পড়াতে পান না কল্‌কাতায়। তা হলে শুধু মুসলমানী নামটা নিয়ে আমাদের সত্যিই কি আর সে সমাজের প্রতিনিধিত্বের দাবি করা চলে? চলে না। সে সমাজের প্রতিনিধি আজ লীগের লোকেরা—জাহেদুদ্দিন। আমার আদর্শ তাদের আদর্শের চেয়ে খাঁটি, তা বেশ জানি। কিন্তু মুসলমান আমাকে মানে না, তারা আজ মানে জাহেদকে, লীগ্‌কে। তা হলে ভারতবর্ষকে যদি ভালোবাসি, এই সত্য কথাটা স্বীকারই করি—মুসলমানকে পেতে হবে, আর তাই কংগ্রেসের আজ চাই মুস্‌লিম লীগ্‌কে। কারণ, স্বাধীনতার দায় কংগ্রেসের যতটা, আমি জানি, লীগের এখনো ততটা নয়। অবশ্য লীগ্‌ও আজ স্বাধীনতা চায়। রাগ করেছি মজিদের উপর—কারণ, ভালোবাস্‌ছিলাম নিজেকে,—আমার ন্যাশেনালিষ্ট মুসলমানের কি হবে এই বলে—দেশের কি হবে বলে তো নয়। এ সব চিন্তায় রাগটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ক'জন আমরা ন্যাশেনালিষ্ট মুসলমান? যাই বা যদি তলিয়ে,—গিয়েছিও তলিয়ে—তাই বলে যাবে কেন তলিয়ে আমাদের দেশ, আমাদের আদর্শ? ভাব্‌তে ভাবতে ঠাণ্ডা মেরে গেলাম। তাই আজ বল্‌লাম, জাহেদকে নিন্‌ প্রেসিডেণ্ট করে। এখন কাজ হবে।—আমি? আমি এই আমার নড়বড়ে কুর্সি, ওকে চেপে বস্‌তে গেলে আপনার ভার সইবে না।

বিনয় আর মুখ তুল্‌তে পারে না। এ যেন তার চোখে এক গভীর ট্রাজিডির একটি অধ্যায়। বুঝ্‌লে সে, কেন নিরাশা শাহেদ সাহেবের মুখে।

—আজ আপনাকে ভাইসাহেব আমি মেহমানও করতে পারলাম না —যদি তাতেই বা জাহেদ নারাজ হয়। শহরের ডাক্তারসাহেবকে সে

দাওয়াৎ করবে, তার মান নইলে থাকে না। আমি কি করি? কিন্তু আস্‌বেন একদিন এদিকে—ভাবী সাহেবা এককালে রাঁধতেন ভালো। এখন জিনিসপত্রও জোটে না, রাঁধতেও পান না। তবু আজও রাগ করে আছেন, আপনাকে আমি দাওয়াৎ করলাম না বলে। ওঁর মনে এখনো লাগে। আপনি আর একদিন এলে সেটা একটু কাটিয়ে উঠ্‌তে পারব।

বিনয় আন্তরিকতার সঙ্গেই স্বীকার করলে, সে আস্‌বে আবার একদিন।—আস্‌বে, নিশ্চয় আস্‌বে।

এক সঙ্গে ওরা দস্তরখানায় বসে গেল—শাহেদ ও জাহেদ দু'জনাই আছেন। গল্প হতে লাগল, খানা চল্‌ল। সেই মুসলমানি খানা—চমৎকার আদব-কায়দা আর চমৎকার ভোজ্য। অথচ তারি সঙ্গে খাপছাড়া একটু পরিচ্ছন্নতার অভাব—হাত দিয়ে তুলে নিচ্ছে কেউ, জল খাচ্ছে ক'জনে একই গ্লাস থেকে। তার থেকেও বিনয়কে বাঁচালেন শাহেদসাহেব। একটা কাচের গেলাস আগেই সরিয়ে নিলেন, বল্‌লেন: এই জলটা খারাপ! খানসামারা বল্‌লে—না, হুজুর! শাহেদ বল্‌লেন: গেলাসটা একটু সাবান দিয়ে মেজে জল নিয়ে এসোগে।—জল এলো। শাহেদসাহেব বিনয়কে তা এগিয়ে দিলেন, দেখলেন যেন সেটা কেউ না নেয়। মানুষের খানাপিনার এসব অভ্যাস সামান্য জিনিস। কিন্তু কত অসামান্য হয় তা, তার অভ্যস্ত রীতিতে একটু আঘাত পড়লেই। বিনয়ের কাছে পিঁয়াজ-রসুন আর এ রান্না উপাদেয়। হয়ত অনেক হিন্দুর পক্ষে তা হবে না। আবার বিনয়ের কাছেই এই যে সামান্য জল, গ্লাস, জিনিসপত্র পরিবেশনে এঁটো বোধ না থাকা—এটা কত গুরুতর অভাব, কত অস্বস্তিকর? অনেক দিন রাজনীতিক সহকর্মীর সঙ্গে চলে চলে হয়ত মীর শাহেদুদ্দীন তা বেশ বুঝে নিয়েছেন। বিনয় তাঁর প্রতি এজন্য মনে মনে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল। বুঝ্‌ল, শাহেদসাহেবের জাগ্রত আর সস্নেহদৃষ্টি ওকে ঘিরে রয়েছে যেন।

একটি আত্মীয়ের সঙ্গে যেন বিনয়ের আজ পরিচয় হল। শুধু আত্মীয় নয়, কোন অগ্রজের সঙ্গে। সেই চোখের সকৌতুক হাসি আর স্নেহজাগ্রত দৃষ্টি সর্বদিকে। এখানে এমনটি বিনয় এতদিন আর পায় নি। তাই সে মনে মনে অনুভব করছে—সোনাপুর থেকে চলে যাবার আগে ওঁর সঙ্গে দেখা না হলে সে বড় ঠক্‌ত। শাহেদ যেন তেমন মানুষ যার উপর সে নির্ভর করতে পারে। এখানে স্নেহ আছে, আছে অগ্রজের সহজ ক্ষমা অনুজের শত ত্রুটীর জন্য। অনেকের কাছে বিনয় শ্রদ্ধা পায়, ভালোবাসা পায়। এ অঞ্চলে আত্মীয় ওর অনেকেই হয়ে উঠেছে—বীরু আর মজিদ ওরা সমস্ত কয়জনা। ওর বিপদের দিনে তারা ওর পার্শ্বে দাঁড়াবে, লড়াই করবে ওর হয়ে, তাতে বিনয়ের সন্দেহ নেই। কিন্তু বিনয়ের ভুলের জন্য, ত্রুটীর জন্য, হাঁ, পলিটিক্যাল মূঢ়তার জন্য—কেউ ওরা কি ওকে ক্ষমা করবে? যদি বিনয় সত্যই করে সে ধরণের ত্রুটী—করবে ওরা ক্ষমা? বিনয় জানে না। এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ নয়। কিন্তু তেমন অপরাধেও এখানে যে একটি লোক দু' হাত বাড়িয়ে তার দু' হাত ধরবে—তাকে তুলে নেবে—বিনয় সত্যই আজ তা জান্‌ল। এমন আছে আর কেউ বিনয়ের?—বিনয়ের একবার অমিতকে মনে পড়ল। নেবে সে বিনয়কে এমন অগ্রজের মত ক্ষমায়, স্নেহে, আনন্দে? মনে হল নেবে, কিন্তু সাহস করে বিনয় তা ভাবতে পারল না। অমি'দা, সুধা—নেবে তারা তাকে? বড় বেশি তারা মতবাদগ্রস্ত—বড় বেশি তারা পলিটিক্‌স্‌-আচ্ছন্ন।

পলিটিক্‌স্‌?—না, না, কি কঠিন তার মায়াজাল—মানুষের কত বড় সর্বনাশ তাতে, আজ বিনয় চোখের সাম্‌নেই তার একটি প্রমাণ দেখল। মীরপুরের বড় মীরসাহেবের সেই দৈন্যগ্রস্ত জীবন-চিত্র তা'ই তো—এমন শোকাবহ ট্রাজিডি আর হয়? বিনয় দুঃখ দেখেছে, যাতনা দেখেছে, মৃত্যু দেখেছে—বর্মার পথে পথে। এই শাহেদুদ্দীনের

ট্র্যাজিডি তার থেকে স্বতন্ত্র—কিন্তু আরও করুণ, আরও কঠিন। বিশ বৎসরের দীর্ঘ তার বেদনার আর নিরাশার ইতিহাস। সেই আলীগড়ের গ্র্যাজুয়েট—পলিটিক্‌সের এই পাষাণপথের পার্শ্বে আজ আবর্জনার স্তূপে এসে অপেক্ষা করছে। আর সেই পাষাণ-পথ আরও কঠিন, আরও নিষ্ঠুর, আরও রূঢ়, আরও কুটিল চরণের আঘাতে মুখর! কে রাখে আর একদিনকার সেই আশা-আদর্শ উৎসাহ-ভরা যাত্রী মীর শাহেদুদ্দীনের সংবাদ?—পলিটিক্‌স্ এমনি জিনিস—সে মানুষকে আর মানুষ হতে দেয় না, মানুষ রাখে না—অমিতকে, সুধাকে এমনি করে কর্‌ছে কর্মী, শুধু পথের কাণ্ডারী, শুধু যাত্রার নেশায় মাতাল—মানুষ তারা আর থাক্‌ছে না, থাক্‌বে না।

কিন্তু মানুষ বুঝি তবু মরে না—মানুষ হলে সে বুঝি মরে না। পথের নেশায়ও মরে না, আবর্জনার আড়ালেও মরে না। এই তো শাহেদুদ্দীন—মরেন নি বিশ বছরেও। ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু তবু মরেন নি। আঘাতে আঘাতে জর্জর, কিন্তু তবু সুন্দর। বরং তাই বুঝি এত সুন্দর। আঘাতই বুঝি ওকে সুন্দর করেছে, ওকে শুধু 'মানুষ' করে তুল্‌ছে, আলীগড়ের অভিমান ছাড়িয়ে, বিত্তার, বংশের আর কর্মেরও গর্ব ছাড়িয়ে কেমন মানুষ করে তুলেছে এই বিশ বছরের পথ—এই পলিটিক্‌স্? একি সত্য, একি সম্ভব? সত্যই কি তা অমিতকে মানুষ করবে? সুধা গুপ্তাকে মানুষ করবে—যদি মানুষ হবার মত তারা হয়?

বিনয় যেন কোন্ একটা নতুন আবিষ্কারের সীমানায় এসে দাঁড়াল: একি সত্য? একি সত্য?

মজিদ তাদের কাজ আলোচনা করছে, চলন্ত লরীতে বীরু ওদের সঙ্গে। ভালো কাজ হয়েছে, এইবার লীগের সঙ্গে হয়ত একটা সহযোগ গড়ে তুল্‌তে পারবে।

—আর শাহেদ সাহেব? বিনয় হঠাৎ জিজ্ঞাসা না করে পারল না। মজিদ ফিরে তাকাল, যেন বুঝল না—তাঁর আবার কি? তিনি তো আমাদের সঙ্গেই।

—তাই তাঁকে আজ পথের পাশে সরিয়ে রেখেই চলবেন, না?

মজিদ এবার বুঝল। একটু মাথা নিচু করে রইল, তারপরে বললে: তার আর বোধ হয় উপায় নেই। ওঁর সেদিকে চেষ্টাও নেই। নইলে সেবার ভোট হবে, সাইত্রিশ সালে। আমরাই তো তখন এদিকে কৃষক সমিতি গড়ছি—উনি সামনে, আমরা পিছনে। জেলের পরে নিজে একাজে এসে হাত-দিলেন। সব হিন্দু মহাজন আর হিন্দু মুসলমান তালুকদার-জোতদাররা আমাদের উপর ক্ষেপে গেল। উনি আমাদের আগলে নিয়ে বেড়ান। কত মামলা আর মোকদ্দমা। উনিই তো জাহেদ সাহেবকে বলে কয়ে আমাদের মোকদ্দমা করাতেন। নতুন উকীল তখন জাহেদ সাহেব; 'নামও হবে তো,' শাহেদ সাহেব বুঝাতেন। তাতেই জাহেদ সাহেব আমাদের উকীল হলেন—দশজনে ওকে কৃষক সমিতির বলে চিনল। ভোটের দিন এল। শাহেদ সাহেবকে বললাম: 'মীর সাহেব, আপনাকে দাঁড়াতে হবে।' তিনি কিছুতেই শুনলেন না, বলেন, 'আমি দেশবন্ধুর কথায় কাউন্সিলে যাই নি—ছিলাম নো-চেঞ্জার। আর এখন!' তর্ক করলাম, 'এখন তো গান্ধীজীও বলছেন, আপনারও মত বদলেছে।' বলেন—'আমার টাকা নেই, আমি ওসব পারব না।' কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু টাকা কড়ি ধার করা চলত। আসল কথা, জাহেদসাহেব আগেই বলেছেন, তিনি দাঁড়াতে চান ওদিক থেকে; ভাই-জান যেন তাকে সাহায্য করেন সমিতি থেকে। তাই হল। সমিতির আমরা খেটেখুটে জাহেদসাহেবকে মেম্বর করে দিলাম। তখন তো খাঁ বাহাদুর ছিলেন লীগের প্রার্থী, হাফেজ মোক্তার তাঁর বড় সাকরেদ—কোথায় গেল তাঁরা? তারপরে সে খাঁ বাহাদুর বাই-

ইলেক্‌শানে দিল্লীর পরিষদে গেলেন। বাংলার এ্যাসেম্‌ব্লিতে যেতে পারলে কিন্তু তিনি হতেন এখন মন্ত্রী—এ আফ্‌শোষ তাঁর কে বোঝে? এদিকে সব উল্টে গেল আমাদের এ্যাসেম্‌ব্লি পলিটিক্‌সে। সে কৃষক সমিতি নেই; জাহেদ সাহেব হক সাহেবের সঙ্গে মিলে হলেন প্রথম কৃষক প্রজা, তারপর মোস্‌লেম লীগ্‌। আর এম্‌-এল্‌-এ হয়ে মাইনে, রাহা-খরচ, কমিটি কমিশানে আজ তাঁর অবস্থা ফিরে গেছে। কত ওঁর পজিশ্যান্‌। আর এদিকে লীগ্‌ জুড়ে বসে গেল সমস্ত দেশ।

—আর মীর শাহেদুদ্দীন? তাঁর হবে কি?

—যে-ই সেই—আমাদের সঙ্গেই—লক্ষ্মীছাড়াদের দলে। এ ছাড়া বোধ হয় অন্য রকম ওঁর ধাতে সইতও না।

১২

টাকা পেয়ে গেল বিনয় সমস্তটা—সাতাশ হাজার। পেয়ে উৎফুল্ল হল, একটু লজ্জিতও হল। দাবীটা সে বাড়িয়ে বলেছিল সকলকার মত। পেয়ে গেল পুরোর থেকেও বেশি। কিন্তু সবাই অমনি লেখে, পায়ও। এবার কলকাতা যাবে বিনয়।

বীরু বল্‌ছে—আর দুটো দিন, ডাক্তারদা। আমরা আবার দেখে আসি সন্নাখালি ও সর্বেখালির দিকটা। নৌকো, ধান, সব নিয়ে গেছে সেখান থেকে। ওখানে নৌকো না থাক্‌লে হাটবাজার সব বন্ধ।

কিন্তু বিনয়ের দেরী হয়ে যাচ্ছে—কলকাতায় তার দরকার। তবু দেরী করবে এ দু'দিন। আর দেরী আরো হয়ে গেল।

শিবুদা এসে বল্‌লে: একজন পেশেন্ট ঠিক করে এলাম আপনার জন্য, ডাক্তারদা।

—সুসংবাদ।—হেসে বিনয় বল্‌লে—কিন্তু বেঁচে আছে তো?

—চলুন, তা হলে এবার।

—এখনি? এমন অবস্থা?—তা হলে পেশেণ্ট নয়, বলুন ইম্পেশেণ্ট।

—ভিজিট পাবেন না কিন্তু।

—এবং উল্টো দিতে হবে দক্ষিণা, না? কারণ মজিদ বলেছে, আমি বিনি পয়সার ডাক্তারি করলে কেউ মানবে না আপনাদের।

—ঠিকই, উঠুন।—শিবুদা হেসে বললে।

কোথায়—শিবুদা বলতে চাইলে না। পথে বেরিয়ে বলবেন।

বৃষ্টির দিন সন্ধ্যা হচ্ছে—বিনয়ের ইচ্ছা করছিল না বেরোয়। শিবুদা যেন নিরাশ হল: আপনার ইচ্ছা করছে না বেরুতে?

বিনয় বুঝল, বিনি পয়সার রোগী যে তার প্রতি বিশেষ দায়িত্ব বোধ না করলে শিবুদা আসত না। বললে: চলুন।

পথে বেরিয়ে বিনয় বললে: এবার বলুন, কোথায় যাব, আর কি অসুখ?

শিবুদা জানালে—অসুখ সীতা রায়ের—সীতা রায় যিনি নারী বিদ্যামন্দিরের হেড্ মিস্ট্রেস্। 'জ্বর। আগে আরও ক'বার হয়েছে, আমরা ভেবেছি ম্যালেরিয়াই। কিন্তু কুইনাইনে ধরছে না। এখন তো বেশ টেম্পারেচার। ভুল বক্‌ছে।'

বিনয় বললে: দাঁড়ান, স্লাইড্ নিয়ে আসি। দরকার বুঝলে রক্ত নিয়ে নোব।

সীতা রায় হেড্ মিস্ট্রেস্—বিনয় তাকে দেখে নি, কিন্তু নাম শুনেছে। রাজেন বাঁড়ুজ্জে করোনেশান ইস্কুলের হেড্ মাষ্টার—কেমন তাঁর আত্মীয়। প্রথম থাকৃত সে বাড়িতে, তারপর এখন বিদ্যামন্দিরের সঙ্গেই কোয়ার্টার্স, মহিমবাবুর ভাড়াটে বাড়ি—ছোট স্যাঁৎস্যাঁতে কাঁচা ঘর। দেখতে যেতে হবে সীতা রায়কে। মন্দ লাগল না বিনয়ের এই কথাটা ভাবতে।

—কিন্তু আপনি তার অভিভাবক হলেন কি করে?—শিবুদাকে জিজ্ঞাসা করলে বিনয়।

—অভিভাবক কই ?

—তবে কি শিবুদা ? মেয়েদের তো অভিভাবক লাগেই,—বিশেষ করে মেয়ে টিচারের। কিন্তু রাজেনবাবুকে বরখাস্ত করে আপনি হলেন অভিভাবক কি করে ?

শিবুদা বুঝালে : আপনার যেমন কথা। দ্বিজু রাজেনবাবুর ছেলে, তার দিদি না সীতা ?

ওঃ। বুঝ্‌লাম—তাতেই রাজেনবাবু অভিভাবক হতে পারলেন না—তাঁর ছেলের যখন দিদি সীতা। পরিষ্কার হয়ে গেছে।

শিবুদা তখনো বোঝাবে বিনয়কে—অভিভাবক কেন হতে যাবে সে ? রাজেন কাকাই তো সীতার অভিভাবক। তবে তিনি নিজেই পড়েছেন বিষ্টিতে অসুখে। বাত আছে, বেরুতে পারেন না,—যাবেন একবার তাঁকে দেখ্‌তে কাল ?

বিনয় মনে মনে হাস্‌তে হাস্‌তে চল্‌ল।—শিবুদা তাকে বোঝাবেই,—সীতার অভিভাবক নয় শিবুদা—মানে,—তবে সে দ্বিজুর দিদি যে।

সীতা রায়কে দেখ্‌লে বিনয়। শুন্‌লও যা শুন্‌বার। জ্বর—এবং ম্যালেরিয়াই হবে। তবে বেশ উঠেছে জ্বর। ইস্কুলেরই হয়ত কে একটি বয়স্কা মেয়ে, বসে আছে শিয়রে, আর অন্য দিকে দ্বিজু। বিনয় বল্‌লে : রক্ত নিই শিবুদা ? সব মীমাংসা হয়ে যাবে—আশা করি তাতেই।—মাঝে মাঝে সীতা ভুল বক্‌ছে—ক্লাশের পড়া, কিংবা ছোট ভাইএর কথা। কিছু জান্‌লে না সীতা রায়—জ্বরে অনেকটা অচেতন,—জ্বরারক্ত তার মুখ, ফর্সা রঙ হয়ে উঠেছে রক্তাভ, আর বালিকার মত ছোট ওর হাত,—বিনয় আর শিবুদা ধরে রক্ত নিয়ে নিলে।

ওষুধ ?—জিজ্ঞাসা করলে দ্বিজু।

বিনয় বল্‌লে : আজ থাক্‌ না ? দেখি রক্তটাই একবার।

পরদিন কিন্তু পাওয়া গেল রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়াই; আর শিবুদাও এসে বল্‌লে জ্বরও ছেড়ে গেছে ভোরের দিকেই। বিনয় বলে পাঠালে—খেতে বলুন গে কুইনাইন।

সন্ধ্যার দিকে শিবুদা বল্‌লে: চলুন একবার। সীতা ডাকিয়েছে।

বিনয় একটু খুশী হল। কিন্তু বল্‌লে: তার মানে? আবার টেম্পারেচার এসেছে?—

না। আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তে চায়।

কৌতূহল বাড়ল বিনয়ের। বল্‌লে: অপরাধ?

—বাঃ, আপনি কাল দেখে এলেন। দেখা করতেও চাইবে না?

—কিন্তু দেখা তো কালই হয়েছে।—বল্‌লে বিনয় উঠ্‌তে উঠ্‌তে।

—দেখা হল নাকি তা? সীতা তো তখন ভুল বক্‌ছে। জান্‌তই না কিছু। আমি দ্বিজুকে বল্‌লাম, 'দাঁড়া, ডাক্তারদা'কে একবার নিয়ে আস্‌ছি।' সীতা আজ শুনে বল্‌ছে, 'মিছিমিছি কাল ভদ্রলোককে কষ্ট দিয়েছেন বিষ্টি বাদলে।'

—তার জন্য দিতে হবে বিষ্টিবাদলে আজও কষ্ট? ভুল বকেছেন সীতা কাল, না, ভুল বক্‌ছেন আপনি আজ, শিবুদা?

—যেমন আপনি বোঝেন। চলুন এখন।

শিবুদা ঘরে ঢুকতে না ঢুক্‌তে বল্‌লে: সীতা, এসেছেন ডাক্তারদা। বিশ্বাস করেন না তুমি দেখা করতে চাও। বলেন, 'দেখা তো কালই হয়েছে।'

ভেতরের ঘর থেকে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে—স্নিগ্ধ হাসি তার বুদ্ধিমার্জিত উজ্জ্বল মুখে। কিন্তু সে মুখ যেন বালিকার মুখ; আর দেখতেও সীতা বালিকাই। হয়ত বছর একুশ-বাইশ বয়স। তরুণী, কিন্তু আবার বালিকাও। একটু রোগা দেখাচ্ছে আজও কালকের জ্বরের পরে; কিন্তু তবু যেন দেহের উপর দিয়ে একটি প্রাণময় প্রফুল্লতার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। স্বচ্ছন্দ ভাবে এসে সে করলে

নমস্কার। ততক্ষণ শিবুদা তাকে বলে যাচ্ছে বিনয়ের সঙ্গে কথার রিপোর্ট। আর তা শুনতে শুনতে তার মুখ যেন সজীব হয়ে উঠল হাসিতে আর পরিহাসে: কালই নয় দেখা হয়েছে; তা বলে,—সানন্দ তার কণ্ঠস্বর,—আজ আর দেখা করতে পারেন না?—সপ্রতিভ প্রশ্ন সীতার।

—আজ কেন, কালও আবার পারি। কিন্তু জিজ্ঞেস করছিলাম শিবুদাকে, অসুখ-বিসুখ করে নি তো আবার?

—না। অসুখ না করলে বুঝি দেখা করতে নেই আপনাদের সঙ্গে?

—ডাক্তারের সঙ্গে আবার নইলে কেউ দেখা করে নাকি?

—করে না? কথা কইতে চাইলে? কাল নয় দেখাই হয়েছে, কথা তো হয় নি। তাই তো শিবুদাকে বলেছি—আজ নয় কথাই বলব।

বিনয় বললে: কথাও বলছিলেন কাল, আর মন্দ বলছিলেন না।

সীতা এবার একটু লজ্জিত হল। কিন্তু তখনি তা কাটিয়ে উঠল: শুনছিলেন নাকি আপনি? কই, আমি তো শুনিনি। ভুল শুনেছেন।

—এবার কিন্তু ভুল বকছেন, মিস্ রায়। টেম্পারেচার আছে নাকি তা হলে আজও?—বিনয় বললে হেসে।

—নিশ্চয়ই ছিল।—সপ্রতিভ ভাবে বললে সীতা—সমস্ত দিন অত নইলে বকেছি কি করে? চারটা ক্লাশ নিয়েছি।

—তাই তো টেম্পারেচার এসে গেছে আবার।

সীতা হেসে বললে: এবার কিন্তু ভুল বকছেন।—চারটা ক্লাশ তো কিছু নয় মেয়ে টিচারের পক্ষে।

কথাটা পরিহাস নয়। তবু হাল্কা স্বর সীতার কণ্ঠে, তাতে ক্ষোভ নেই তেমন।—কিন্তু অতগুলো ক্লাশ আজ নিতে গেলেন কেন?—বিনয় বললে এবার ডাক্তারের মতো।

—নতুন ইস্কুল দাঁড় করাতে হবে না? সরকারী ইস্কুল নিয়েছে এ-আর-পি, তা উঠে গেছে মহকুমায়। শহরে লোক কম, তবু আমাদের ইস্কুলে মেয়ে কিছু বাড়ছে। এবার ইস্কুল দাঁড়িয়ে যাবে। এখন হেড মিস্ট্রেসের জ্বর হলে চলে?

—তা যদি না চলে তবে জ্বর হয় কেন?

সীতা বললে: সেই কথাই তো জানতে চাই। কি করব বলুন?

—বলেছি, কুইনাইন খান।

—কুইনাইন অনেক খেয়েছি; সেই আইন এই জ্বরে খাটল না।

—খাটবে। মাইক্রোসকোপ রায় দিয়েছে তার স্বপক্ষে।

—তাই নাকি? কিন্তু আমি তো খেয়েছি অনেক কুইনাইন—প্রায় ষাট্ গ্রেন্।

বিনয়ের হঠাৎ সন্দেহ হল।—কই দেখি, কি খেয়েছেন কুইনাইন? সীতা নিয়ে এল। বিনয় দেখে বললে—তেতো বেশি নয়, না?

সীতা বললে: না, 'স্বরাজ ফার্মেসি' বলছিল, 'তত তেতো নয়, খেতে পারবেন। কি একটা নিউ প্রোসেসে তেতো কমিয়েছে।'

—কেন? আপনি খাবেন জেনেছিল নাকি কুইনাইনওয়ালারা? বিনয় হাসল—রসিকতা বোধ আছে ঔষধওয়ালাদের। লোক বুঝে কুইনাইনও মিষ্টি করে দেয়।

সীতাও একটু অপ্রতিভ হল। বললে: তা হলে?

বিনয় বললে: তা হলে আর কি? কুইনাইন তো নয়—অমৃত। তেতো হবে কেন?

শিবুদা তাড়াতাড়ি খেয়ে বললেন—কই মোটেই বেশি তেতো নয় তো।

কিন্তু বিনয়ের মনে এক নতুন প্রশ্ন উদিত হল এবার। কুইনাইন পাওয়া যায় না, সে জানত। কিন্তু কুইনাইনেও ভেজাল চলেছে, তা সে

ভাবতে পারে নি। মিছিমিছি মানুষ পয়সাও খরচ করছে, ভুগ্ছেও।

বিনয় বল্লে: রেখে দিন, ওয়ার কুইনাইনের এক্জিবিট্ হিসাবে। শিবুদা'দের জনযুদ্ধের যুগের কুইনাইন।

শিবুদা বল্লে: কিন্তু আপনাদের জাপানী কুইনাইন পাবে কোথায়?

বিনয় বল্লে: চলুন জার্মান কুইনাইন আছে, নিয়ে আস্বেন—মানে, কুইনাইন দোব না আপনাকে—একেবারে এটেব্রিন্ দোব।

—এটেব্রিন! কোথায় পেলেন?

—সংগ্রহ করে রেখেছি। নিতান্ত প্রাণের দায়ে—আপনাদের চব্বিশ পরগনায় এক রাত কাটিয়ে এবার পড়েছিলাম তো ম্যালেরিয়ায়।

সীতা বল্লে: খুব টেম্পারেচর উঠেছিল বুঝি?

—মন্দ নয়! হেনা বলছিল, চারের ওপরে।—বলে একটু বাঁকা দৃষ্টিতে হেসে বল্লে: কিন্তু মনে করবেন না, ভুল বকেছিলাম।

সীতাও পরাস্ত হল না। বল্লে: বেশি টেম্পারেচারে যারা ভুল বকে না, বিনা টেম্পারেচারে তারাই ভুল বকে কিন্তু।

পুলকিত হচ্ছিল বিনয় সীতার কথায়। বল্লে: বকুক। তাকে নিয়ে আমরা ভাবি না—আমরা ডাক্তার।

সীতাও ছাড়লে না: কিন্তু আমাদের ভাবনা তাকে নিয়েই—কারণ, আমরা টিচার।

বিনয় খুশী হচ্ছিল। বল্লে: কি ভাবেন? শেখান কি?—ভুল করেও যেন কেউ ভুল না বকে?—খুশী হচ্ছিল বিনয় নিজের কথার চতুরতায়।

কিন্তু উত্তরও এল তেমনি: উঁহুঁ! শেখাই—বক্লে যেন ইচ্ছা করেই বকতে পারে ভুল।

—সপুলক দৃষ্টি এল বিনয়ের চক্ষে। বল্লে সে ছদ্মদুঃখে: হায়! এ শিক্ষা যদি আমরা পেতাম বয়স থাকৃতে।

সীতা তবু হার মানল না। ইট ইজ্ নেবার টু লেট্ টু লার্ন, ডক্‌টর মজুমদার, আমাদের টিচারদের কথা।

—কিন্তু মিস্ রায়, ইট ইজ্ টু লেট্ টু আন্‌লার্ন। একেবারে কর্তাদের নজির—সিঙ্গাপুর টু সোনাপুর।

—আবার কিন্তু ভুল বক্‌ছেন আপনি, ডাক্তার মজুমদার। ওই দু' বিষয়ে আমি অজ্ঞ—কি যুদ্ধ, কি পলিটিক্‌স।

বিনয় এবার হেরে যাচ্ছে বুঝি। তাড়াতাড়ি বল্‌লে: ও দুই বিষয়েই আমি বিজ্ঞ।—আমি এজন্য খবরের কাগজ পড়ি না।

সীতা বল্‌লে: আমি কিন্তু খুব পড়ি। তবে বুঝি ওগুলো অপাঠ্য।

—পাঠ্য কি তা হলে আপনার?—জিজ্ঞাসা করলে বিনয়।

—পেলে এম্-এ'র বই। কিন্তু তা নেই, আর পড়বই বা কোথায়?

—কিসে এম-এ পড়ছেন আপনি?

বিনয়ের কৌতূহল জান্‌তে—এত কম জানে সে এ সব বিষয়ে। চিত্রা পড়ছে আর্টও আর্কিয়োলজিতে—তার মনে পড়ল সে কথা। চিনে নাকি সীতা তাকে? হয়ত একই ক্লাশের মেয়ে তারা। একই বয়সের তো মনে হয়। বিনয় জিজ্ঞাসা করবে কি? সীতা ততক্ষণে উত্তর দিচ্ছে: পড়ছি না, পড়ব—

—কিসে?

—ইচ্ছা, ইংরেজিতে!

শিবুদা খবরটা না জুগিয়ে পারলে না: বি-এ পাশ করেছেন—ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স নিয়ে।

বিনয় একটু বিস্মিত ও একটু সম্ভ্রম বোধ করলে: ফার্ষ্ট ক্লাশ।

সীতা একটু লজ্জিত হয়ে বল্‌লে: কিন্তু সংস্কৃতে।—শুনে বিনয়ও যেন একটু আশ্বস্ত হল: সংস্কৃতে।

—তাতেই বিদ্যামন্দিরের পঁয়ষট্টি টাকার হেড মিষ্ট্রেস হওয়া গেল। সংস্কৃত জানা মেয়ে—হিন্দুসভার ইস্কুল। কিন্তু ওই পর্যন্তই—পঁয়ষট্টি টাকা।

—এম-এ পড়লেন না কেন ?

—যে জন্য পড়ছিলাম, তা হয়ে গেল। চাকরি পেয়ে গেলাম, বাঁচলাম।

—তবে আবার এম-এ পড়ছেন কেন ?

—চাকরিই করব বলে। সংস্কৃতে এর বেশি হয় না—দেখলেন না, আপনিও বললেন 'সংস্কৃত।' কিন্তু পড়ি কখন ? রাজেন কাকা ঠিক করেছিলেন—প্রভাত চৌধুরী পড়াবেন। তিনি এখন থাকেন শহরের বাইরে। কাল থেকে পড়া আরম্ভ করব। হল না—জ্বর এল। একটা ব্যবস্থা করুন্ জ্বরটার তাড়াতাড়ি।

বিনয় বললে : এটেব্রিন্।

সহজ ভাবে সীতা বললে : কত করে ?

বিনয় কুণ্ঠাবোধ করলে : তা নাই বা শুনলেন ? আছে যখন, পাবেন।

—পাব জানি। কিন্তু দামও শুনতে হবে।

—শুনে লাভ নেই। আমি বিক্রী করি না, নিজে ব্যবহার করি। ভালো হতে চাইলে খেতেই হবে আপনাকে।

—না খেলে ?

—বুঝব, ভালো হতে চান না ; আমাকেও ডাকবেন না।

হঠাৎ পরিহাসে ভরে উঠল সীতার কণ্ঠ : আপনাকেই ডাকব তা হলে। কিন্তু এটেব্রিন না খেলে চলবে না ?

বিনয়ও ছাড়ল না : আমার মন্দ লাগবে না ; কিন্তু আপনারই মন্দ লাগবে।

আরও সজীব হল সীতার কণ্ঠ : আর এটেব্রিন্ও যদি খাই, আপনাকেও যদি ডাকি ?

—ভালোই লাগবে। এক বেলা ছেড়ে, দু' বেলা আসতে থাকব।

—বেশ! পরীক্ষা দেখ্‌ছি। আপনি এলে, তবেই খাব এটেব্রিন্‌। দেখি ক' বার আসেন।

এমনি করেই সীতার সঙ্গে পরিচয় হল বিনয়ের। দু' একদিন যেতে হয়েছে তখন আরও বিনয়ের। এটেব্রিনে কাজ দিয়েছে—জ্বর আর হয় নি। কিন্তু বেশ লাগ্‌ল বিনয়ের সীতাকে। কথা বল্‌তে সীতা ভালোবাসে। আর সত্যি, কথাই ওর প্রাণ। কথার মধ্য দিয়েই ওকে দেখ্‌তে হয়। আরও দেখ্‌তে পেল বিনয় একটু পরিচয় হতেই—সীতা কাজের মেয়েও। ইস্কুলটা তো নতুন—হিন্দুদের ইস্কুল, কিছু নয়। এখনো ফার্ষ্ট ক্লাশ খোলাও হয় নি। সীতা কিন্তু তাও গড়ে তুলছে তার বুদ্ধি আর উদ্যোগ দিয়ে। ইস্কুলে মেয়ে বাড়ছে; কাজও বাড়ছে। এবাড়ি ওবাড়ি গিয়ে সীতা মেয়ে জুটিয়ে আন্‌ছে। এরই মধ্যে কলেজের প্রিন্সিপালকে ধরে ওর ইস্কুলে করেছে মেয়েদের জন্য সহজ কথাবার্তার ব্যবস্থা। প্রফেসেররা কেউ বল্‌বেন সহজ করে ইকনমিক্‌স, কেউ বল্‌বেন সহজ করে ইংরেজির গল্প। মেয়েদের সীতা বলে—'তোমরা চালাও হাতেলেখা কাগজ।' আবার কলেজে সভা-সমিতি হলে মেয়েদের নিয়ে সেখানে যায় শুন্‌তে। চুপ করে থাক্‌তে পারে না সীতা, কাজ করে। কাজ করার কৌশলও সে জানে। ওর বালিকার মত তরুণ দেহ, আর সানন্দ কণ্ঠ দিয়ে ও সকলের থেকে সহজে আদায় করে নেয় সম্মতি।

একদিন বিকালে বিনয় গিয়ে দেখ্‌ল সীতা নেই। তার ভেতরের ঘরে বসে একটি যুবক। সে জানালে সীতা গেছে রাজেনবাবুর বাড়িতে। বিনয় জান্‌ল, সেখানে ঠিক হয়েছে—সে এম-এ পড়বে বিকালে বিকালে প্রোফেসর ভট্টাচার্য্যের কাছে।

বিনয় সীতাকে বল্‌লে: কম নয় দেখছি আপনি!

সীতা হেসে বল্‌ল: নইলে খাব কি? ইস্কুল উঠে যাবে না?

দ্বিজু বলেছিল—কথা মিথ্যা নয়, ডাক্তারদা'। নিজেও এমনি টিউশনি করে পড়েছে বরাবর। এখন আবার ওর বোন্ গীতাকে পড়াচ্ছে কল্‌কাতায়।

বিনয়ের কৌতূহল ছিল সে যুবকটি কে যাকে দেখছিল সেদিন সীতার বাড়িতে?

সীতা বল্‌লে: ওঃ! সুর দা'র সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার, না? কি আশ্চর্য! বলেন নি আপনার পরিচয়? সেও যেমন—জিজ্ঞাসাও করে নি। আমাকে বলে, 'এক ভদ্রলোক এসেছিলেন।' আপনি আবার ভদ্রলোক হলেন কবে—তাতো জানি না? আমি তো জানি—আপনি ডাক্তার 'সাহেব'।

বিনয় প্রায় ভুলে গেল প্রশ্নটা, সুরদা' ওর কে। সীতার কথার স্রোতে নতুন ঢেউ এসে যায় প্রতি নিমেষে। সে বল্‌ছে: পড়তে যাই এখন বিকালে-বিকালে। রাজেন কাকার বাড়িতে। তাকে দিয়ে বলিয়ে রাজী করিয়েছি প্রোফেসর ভট্টচাজকে। একেবারে সেকেলে এম-এ নন, তবে আজকালকার বই পড়েছেন কম। কিন্তু পড়ান তিনিই ভালো। সপ্তাহে দু'দিন সময় হবে তাঁর। যা পেলাম—তাই বা কম কি? যথেষ্ট করছেন বল্‌তে হবে।

—তা হলে তো আপনাকে বিকালে আর পাওয়া যাবে না।

—দু' দিন মাত্র সপ্তাহে।

সপ্তাহে বাকী এক আধটা দিনই কি সীতা ব্যস্ত কম? তবে তা নিয়েই সীতারও দেখা হওয়া চাই বিনয়ের সঙ্গে। 'মেয়ে গুলোর দাঁত কি রকম দেখ্‌বেন।' 'হাইজিন-এর ক্লাশ খোলা যায় না?' এ সব পরামর্শ করতে চাই তো বিনয়কে। দেখা হয়েও যায়। আর বিনয়েরও যেন চাই দেখা হওয়া—সীতাকে পরামর্শ দিতে হবে না?

সীতা কাজের মেয়ে, কিন্তু কথাও সে বল্‌তে চায়। আর অফুরন্ত তার কথা। জড়তা নেই, আড়ষ্টতা নেই—সানন্দ স্বচ্ছন্দ। বালিকার মত।

বিনয়ের সীতাকে দেখে এক-এক সময় মনে পড়ে সুধাকে। কিন্তু সুধা অনেক বেশি আত্ম-সচেতন,—পলিটিকাল্ মেয়ে তো। সীতা তা নয়—তার মধ্যে জীবনের স্বচ্ছতা আছে, গর্ব নেই। আসলে সীতা যেন এখনো ছাত্রী, পড়তে ভালোবাসে, লিখতে ভালোবাসে, দেখতে ভালোবাসে, শিখতে ভালোবাসে—আর ভালোবাসে খুশি হতে, হাসতে। তা ছাড়া সীতা ছেলেমানুষও; আত্মনির্ভর যেমন, তেমন একটু নির্ভরযোগ্য ভূমি পেলে নির্ভরও করতে চায়—তেমন ভূমি বুঝি শিবুদা, তেমন ভূমি বিনয়।

বিনয়ের মনে পড়ে যায় তাই চিত্রাকে। সেও চায় নির্ভরযোগ্য ভূমি —হয়ত তাই মেয়েপ্রকৃতি। বিনয়ের মনে পড়ে যায় বারে বারে চিত্রার কথা। হেনা লিখছে বিনয়কে ফিরতে, লিখেছে, মিত্তিররা তাদের আবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। লিখেছে, সেদিন চিত্রা পেল ছাত্রীদের মধ্যে গানে ফার্স্ট প্রাইজ। বিনয়ের সে সব মনে পড়ে—তার রেডিওটা মেরামত করানো দরকার, তা ঠিক থাকলে সে পারত এখন শুনতে চিত্রার গান দু' এক সন্ধ্যায়। না, বিনয় দেরী করছে কেন আর? ফিরে যাবে সে কলকাতায়। লিখেছে হেনা, লিখেছে শচীদা, মনে পড়ছে তারও চিত্রার কথা সীতাকে দেখে। আর যত চিত্রার কথা মনে পড়ছে ততই বিনয় সীতার সঙ্গেও দেখা-শুনা করবার দরকার বুঝছে বেশি। কিন্তু সে দরকারের কথা সে নিজেই বুঝছে কম।

—আপনি নাকি চলে যেতে চান?—জিজ্ঞাসা করলে সীতা বিনয়কে।

—যাওয়ার কথা তো ছিল আগেই।

—কেন?

—বাঃ, এখানে বরাবর থাকব নাকি?

—তা বটে!—সীতা মানল—কিন্তু যাচ্ছেন কবে?

—এই সপ্তাহ দুই পরে। সর্ষেখালির ওদিক্‌কার নৌকোর গোলমাল রয়েছে, মিটে যাক্।

—দু সপ্তাহ!—সীতা যেন একটু উন্মনা হল।

কিন্তু এরই মধ্যে বিনয় পড়ে গেল অন্ত এক মুশকিলে। এটেব্রিনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে—সীতার ওপর নয়, বিনয়ের সুহৃদ প্রভাত চৌধুরীর উপরে। প্রভাত চৌধুরী পুরনো প্রতিবেশী তার—এখন চলে গেছেন গ্রামের বাড়িতে। সেখান থেকে ইস্কুল করেন। তাই এখন আর বড় আসতে পারেন না। বাড়ি থেকে হেঁটে ইস্কুল করতে হয়। বর্ষায় এবার তাঁর ম্যালেরিয়া হয়েছে। বীরু এসে নিয়ে গেল তাঁর জন্য এটেব্রিন্। বীরুদের মাষ্টার তিনি,—একটা মানুষ আর মনীষা। এটেব্রিনের ফলে মাথা তাঁর একটু খারাপ হল। রাজেনবাবু বল্লেন: ডাক্তার মজুমদার হল কি?—ইস্কুলের তিনিই হেড্ মাষ্টার।

বিনয় জানালে ওরকম হয়, দুদিনেই সেরে যায়।

সীতা বল্লে: কিন্তু আপনি এখন কলকাতা যেতে পারবেন না।

—কেন? আপনার এবার পাগল হবার পালা নাকি?

সীতা তা শুন্লে না। হঠাৎ সে বালিকার মত নির্ভরশীল হয়ে পড়ল: দেখুন তো কি হবে একটা কিছু হলে।

বিনয়ের কল্কাতা যেতে দেরী হতে লাগ্ল।

হেনা বারবার চিঠি লিখছে। শেষে সে-চিঠিতে অভিমান রয়েছে—আর চিঠিতে আছে মিষ্টার মিত্তিরদের কথা। বিনয় বোঝে তার মানে, মনে মনে হাসে। কিন্তু মনে একটা পরিতৃপ্তিও পায়। না, সে কলকাতা ফিরে যাবে—যাওয়া তার দরকার যে।

বর্ষা এসে গেছে। নামছে পূর্ববাংলার বর্ষা। বৃষ্টি চল্ছে। বিনয় গেছল মুকুন্দ পাল নিকুঞ্জ পালদের গদীতে—তাদের ছোট ভাই রামকানাই পালের অসুখটা ছাড়ে না আর। ঔষধ দেয়, কিন্তু কাজ হয় না। বিনয় বাজারের ঔষধের দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলেছে। দেশী কোম্পানির নাম করে তারা বলে, 'ওরা জিনিসপত্র পায় না। কি যে

ওষুধ পাঠায়, ঠিক নেই।' বিনয় বুঝ্ছে—কত বড় অভাব দেশের। 'ডাক্তারি আমরা শিখেছি, কিন্তু ওষুধ তৈরী শিখি নি। লাভ হল কি জাতির? মানুষ মরছে। আমরা এসে একটা নয় গাল-ভরা নাম গ্রীকে-লাটিনে বল্লাম। তাতে রোগীর বা রোগীর আত্মীয়ের কি হল? আমাদের নয় খুব তৃপ্তি। ঠিক ধরেছি অসুখ। অসুখের নাম না জেনে মরাও মরা, আর অসুখের সাধারণ লক্ষণগুলো দেখে, বুঝে, সয়ে মরাও মরা।' না, তার বেলেঘাটার কারখানা তাড়াতাড়ি না গড়লেই নয়। চিঠি এসেছে শচীপ্রসাদের—সে তা দেখ্ছে; গুরুপদ বাবুও চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু তাগিদ দিয়েছেন দু'জনাই—বিনয়কে চলে আস্বার জন্য। 'এ সময়ে দেরী করা মানে অসম্ভব মূল্যবান্ সময় নষ্ট করা।' বিনয়ই কি তা কম বুঝ্ছে? সে দেখ্ছে না ওষুধের বাজার? কি বাজে কুইনাইন খেয়ে বার বার ভুগ্ছিল সীতা। অথচ এত ম্যালেরিয়া!—প্রভাতবাবু ভালো হয়ে উঠ্ছেন এটেব্রিনের পর। কুইনাইন পর্যন্ত ভেজাল চলে।

ওষুধেই ভেজাল চলেছে, প্রেস্ক্রপ্শানের ওষুধে তা হলে কি হচ্ছে? বল্তেই হবে তা মুকুন্দবাবুকেও। তার ফলে ওষুধের দোকানদাররা বিনয়ের শত্রু হয়ে উঠ্বে। 'তা হোক্, ওরা রোগীর শত্রু হয়েছিল, নয় এবার হবে ডাক্তারের শত্রু।' মানুষের শত্রু ওরা—হোক্ নয় বিনয়েরও শত্রু।

—ওষুধে ভেজাল?—সবিস্ময়ে বল্লে মুকুন্দ পাল।

—দুধে ভেজাল, ঘিতে ভেজাল, তেলে ভেজাল—এতো আপনারাই দিচ্ছেন। আর ওষুধওয়ালারাই বা ওষুধে ভেজাল দেবে না কেন?

চতুর লোক মুকুন্দ পাল। নিজের সততার প্রতি একটা কটাক্ষ দেখ্তে পেলেন। সহাস্যে বল্লেন: ওটি আমাদের এখানে পাবেন না। বুঝেছেন, ভেজাল আমি বরদাস্ত করি না। তিন পুরুষে কারবার করি—মা লক্ষ্মী নইলে দয়াও করতেন না—অমন অলক্ষুণে

ব্যবসা করলে। এই তেল ঘি নিয়ে কম জঞ্জালে পড়ি? এজন্য দেখুন আমাদের এখন দোকানে ওসব যা আছে তার দাম বেশি। নইলে কি মানুষকে মারব? নারায়ণ না করুন—এমন মতি যেন না হয়।

—কিন্তু আপনার দোকানের কেরোসিনে যে আলোর থেকে ধোঁয়া হয় আজ বেশি।—শুনছিল বিনয় এ কথা সীতার মুখে।

—এই দেখুন। এজেন্টরা এই এখন দিচ্ছে। মহিমবাবু তাদের উকিল; কি যে করেন তিনি, আপনারা যদি জানতেন। তবে আপনাকে বল্‌ছি—খাঁটি দু'-এক টিন আমি বের করে এনেছি—চাটগাঁ থেকে। দাম পড়ে গেছে বেশি—সে আপনার সঙ্গে কথা নেই—দশ টাকা টিন নেবেন। জিজ্ঞাসা করলে কেউ বল্‌বেন—পনের টাকা ছ' আনা। কিন্তু না জানালেই ভালো—সামান্য কয়েক টিন মাত্র আছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের সঙ্গে জুটে মহিমবাবু আমাকে বে-আইনী কেরোসিন আমদানীর দায়ে ফেল্‌বেন, না হলে।

বিনয় একটা সুবিধা পেয়ে বল্‌লে: আমার কিন্তু কেরোসিন ষ্টোভের জন্য শুধু চাই। বিজলী বাড়িতে আছে। কিন্তু আর একটা জিনিস চাই—চাল। ভালো চাল পাচ্ছি না।

—আপনার একার মত চাল বরাবর পাবেন—তা দিতে পারব। তবে এবার কিন্তু চাল বড় বিষম ব্যাপার।—বলে মুকুন্দবাবু গম্ভীর হলেন,—বোম্বাইর নাখোদাদের লোক এসেছে। এখান থেকে ওরা চাল চালান দেবে—দালাল, ফড়ে, ঠিকাদার, সব ঠিক হচ্ছে।

বিনয়ের মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলে, সেই ইব্রাহিমভাইর লোক নাকি?

মুকুন্দবাবু আশ্চর্যান্বিত হয়ে বল্‌লেন: হাঁ, হাঁ, আপনি জান্‌লেন কি করে?

বিনয় বল্‌লে: অনুমান করলাম। এখানে কিছু শুনি নি—কলকাতায় আলোচনা শুনেছিলাম কিনা!

—কি শুনেছেন, কি ?—মুকুন্দ পালের আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে।—

বিনয় কৌতুক অনুভব করলে—আরে মজা! এরও দেখছি চালের ব্যাপারে আগ্রহ প্রায় মেহ্‌রা কি সেনের মতো। সে মজা দেখবার জন্যই যা জান্‌ত, তার কিছুটা বল্‌লে—দু' তিন কোটি টাকার চাল কেনা হবে—একটা বেজায় ভারী সরকারি অর্ডার।

মুকুন্দ পাল যেন অন্য সব কথা ভুলে গেলেন—মুখে মুখেই অস্পষ্ট স্বরে হিসাব করতে লাগলেন: তা হলে ওরা যদি এদিকে এগোয় কিন্‌তে, দর এখন আছে সাড়ে সাত, হবে আট,—বেড়ে যাবে এখনি,—কিছু এদের সঙ্গে জুটেই কিন্‌তে হয়। নইলে দরটা বাড়ে। এদের একটা দালালি জোটানো যায় কি করে ?

বিনয় কৌতুক দেখবার জন্য বেশি অপেক্ষা করলে না, বল্‌লে: মুকুন্দবাবু, তা' হলে রামকানাইবাবুর ওষুধটা।

—ওষুধ ? হাঁ, তা আমি এবার নিজে দেখব সব। কিন্তু, আপনার সঙ্গে ইব্রাহিমভাইদের চেনা-পরিচয় আছে নাকি, ডাক্তারবাবু ?

—না। আমি কিছুই জানি না।

—এদিককার দালালই নিচ্ছে, কেমন ? মুসলমান নিতে চায়—তা চা'ক; কিন্তু এখানে হিন্দু আড়তদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হবে। কি বলেন, তাই না ?

বিনয় বল্‌লে: নিশ্চয়। কিন্তু ওই ওষুধটা মনে রাখবেন।

মুকুন্দবাবু বল্‌লেন: নিশ্চয়, নিশ্চয়। রাইমোহন,—বলে ডাকলেন, তারপরে বল্‌লেন আবার: না, সে আমি নিজেই যাব। রামকানাই পড়ে থাক্‌লে কি এ সময় চলে ? এবার মোটে চা'ল নেই আড়তে। এমন একটা বৎসর। রাইমোহন পড়ে থাক্‌লে হয় ?

বিনয় ভাবছিল এবার কলকাতায় ফিরে যাবে। আর দেরী নয়। বীরু আর মজিদ ওকে আট্‌কে রাখছে—এ নৌকো-নেওয়ার ব্যাপারটা একটু ঠিক করে দিয়ে যান। কীনের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন।

কীন্ প্রস্তাব শুনেই বল্‌লে, 'জানো, জাপান বর্মাতে নৌকা পাওয়াতে কত সুযোগ পেয়েছে?' বিনয় বুঝ্‌লে ক্ষ্যাপা কীন্ এদিকে বেঁকে বস্‌বে জোর করলে। বল্‌লে: ধরো, শতকরা কুড়িখানা নৌকা দাও—যাতে গ্রামে হাট-বাজার চলে। সর্ষেখালিতে নয় সব বন্ধ হচ্ছে।

কীন্ ভাব্‌তে লাগ্‌ল। বিনয় বল্‌লে: ওদিকে অসুখ-বিসুখ খুব। যাবার কথা, কিন্তু আমিই বা যাই কি করে? নৌকো নেই, গাড়ী নেই।

—আচ্ছা। তা আমি দেখ্‌ব। তোমার যেখানে-যেখানে যাবার জানিও, আমি ব্যবস্থা করে দোব। ডাক্তার চাই বৈ কি?—লোকে ওষুধ পাবে না? কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাক্তাররা করছে কি?

—করছে যা পারে। কিন্তু ওষুধই বা কই আজ?

বিনয় নিজের অভিজ্ঞতার আভাস দিলে। কীন লাফিয়ে উঠ্‌ল—এ সব বন্ধ করতে হবে। ওষুধের নামে বিষ গেলানো আমি বন্ধ করব।

বিনয় ফিরে এল। বুঝ্‌লে—কীন্ এক পাগল। কিন্তু বুঝলে, পাগল কাজ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

দু দিন পরে বিনয় শুন্‌লে কীন সরকারী ডাক্তারদের নিয়ে বাজারের ওষুধের দোকান খুঁজতে বেরিয়েছে—কে ওষুধে ভেজাল দেয়, কে ওষুধ থাক্‌লেও অস্বীকার করে তা দেখবে। শহরে একটা চমক লেগে গেল। কেউ বেশ খুশি—এতদিনে ওষুধওয়ালারা জব্দ হবে—যেমন লোক ঠকানো। কেউ খুব বিরক্ত—এখন পুলিশেরই আর এক ঘুষের পথ খুলে গেল।

বিনয় স্পষ্ট শুন্‌লে না, কিন্তু বুঝ্‌লে কেউ কেউ মনে করেছে, এ ব্যাপারে তার হাত আছে—সাহেবের সঙ্গে তারই খাতির তো। বিনয় বেশি দুঃখিত হল না তাতে। অন্যায় কি? মানুষ মারার ব্যবসায়ে সে সায় দেয় নি, এই তো?

ভুল তার ভেঙে গেল ক'দিন পরেই। তার আগেই এল বড় বড় ভুল-ভাঙার ক্রমাগত ধাক্কা।

মহেশবাবু উকিল বিনয়ের খোঁজে এসেছিলেন। বিনয়ের পুরনো প্রতিবেশী তিনি। আসল উদ্দেশ্য বোঝা গেল না সহজে। দেখতে এলাম,—বল্‌লেন মহেশবাবু,—ক্ষীরোদ আছে। তবু তো একা বাড়ি। আপনার কিন্তু এভাবে থাকা চলে না। কে দেখে, কি? নিয়ে আস্‌তে হল আমারও আবার পরিবার নতুন বাসায়। ঘরসংসার স্ত্রীলোক না থাক্‌লে চলে?—এবার কিন্তু আপনারও ব্যবস্থা করা উচিত, ডাক্তার-বাবু। কেন? হাস্‌ছেন কেন? উপযুক্ত মেয়ে কি বাংলা দেশে নেই? অবশ্য আপনি শিক্ষিত মেয়েই বিয়ে করবেন। দেখ্‌তে শুন্‌তে ভালো হয়, ভালো ঘর, লেখাপড়া জানে—এমন স্ত্রী না হলে আপনার চল্‌বে কেন? কিন্তু তেমন মেয়ে কি আর বাংলা দেশে পাওয়া যায় না? খুব যায়। ধরুন্—এই তো আমাকে বলছিলেন, বৈকুণ্ঠবাবু তাঁর মেয়ের কথা। লীলা বি-এ পড়বে এবার এখানে—দেখেছেন আপনি তাকে? দেখেন নি? চমৎকার মেয়ে লীলা, দেখ্‌বেন আপনি?

বিনয় বল্‌লে: না, না। মেয়ে দেখ্‌ব কি?

—দেখ্‌বেন না কেন? আপনার উপযুক্ত হবে, না, হবে না, তা আপনি বুঝে নেবেন বৈ কি? আমি কিন্তু এ নিয়মেরই পক্ষপাতী। আপনারও বয়স হয়েছে, মেয়েও ছোট নয়—দেখবেন না কেন? বৈকুণ্ঠবাবুও এ নিয়মই সমর্থন করেন।

একটু অন্য গল্পের পরে মহেশবাবু অন্য কথা তুললেন: শুনেছেন তো আজ কাণ্ড কাছারিতে?—বিনয় কাছারির কি খবর রাখে?—মহেশবাবু বললেন: যেমন ওদের ব্যাপার। যাক্—এবার টুপিতে-টুপিতে, বেঁচেছি আমরা। কি আর কাণ্ড! সেই ইব্রাহিমভাই বোম্বাইওয়ালার কে হবে এখানকার দালাল, তা নিয়ে জাহেদ আর হাফেজে হাতাহাতি। দশ বিশ লক্ষ টাকার কারবার—জাহেদ ছাড়বে নাকি? ওদের লীগের সে এম-এল-এ—ইব্রাহিমভাই'র চেনাও তাই। হাফেজ মহম্মদ মোক্তার—সে লীগের এখানকার সেক্রেটারি। সে-ও খোঁজ পেয়েছে। এই কণ্ট্রাক্ট নিয়ে তো আজ এক তুমুল ঝগড়া ছ'জনায়, হাফেজে আর জাহেদে। কথ্য-অকথ্য কেউ কিছু বাদ দেয় দিয় নি। থামান্ শেষে সেকেণ্ড অফিসার নিজে এসে। সে কি থামে?—থামে নি। দেখলাম। বাঁচলাম বাবা, হিন্দু নেই কেউ এতে।

বিনয় ভাবছিল জাহেদের কথা। মহেশবাবু তখন বলছেন: আমরা হিন্দুরা এতটা পারতাম না। কি বলেন, পারতাম? এই তো কাল যশোদা চৌধুরীর সঙ্গে কথা। আপনিও তো যথেষ্ট জানেন তাকে—বীরু সেনের কেমনতর ভাই। খুব পয়সা পাচ্ছে এখন। পাচ্ছে—তা হিংসে করবার কি? আমরা দুরবস্থায় পড়েছি—মামলা-মোকদ্দমা নেই, রুজি-রোজগার বন্ধ। ভাবলাম, বলি যশোদাকে, 'কণ্ট্রাক্টারিতে আমাকে সঙ্গে নাও।' না, অংশীদার সে নেবে না। তার মধ্যে সাব্ কণ্ট্রাক্ট দিতে প্রস্তুত। সে আমি কি করে নিই? যশোদা চৌধুরীর সাব্-কণ্ট্রাক্টার মহেশ দাস। হল না, কি করব? ওর হাতে অনেক কাজ, ও বড় হচ্ছে! তা আর এক জন হিন্দুকে সে দেখবে না? আরে যশোদা চৌধুরী কি আমার পর? আমার ভায়রা ভাইদের বাড়ি হল ওর পিসি বাড়ি—বাবার আপন খুড়তুতো বোন্। তা বলে আমি যশোদাকে গাল মন্দ করব না কি? তা কি হয়?

বিনয় মাথা নেড়ে স্বীকার করলে—না, তা হয় না। একটু পরে

মহেশবাবু বললেন—কিন্তু বলা উচিত ওকে, 'বাপু, হিন্দুর ছেলে, স্বদেশীও করতে নাকি এক সময়ে। আজ নয় ইংরেজের যুদ্ধে সাহায্য করছ। কিন্তু একটি গোয়েন্দার রিপোর্টে সে সব কোথায় যেতে পারে, তা বুঝতে পার কি? হিন্দুকে তুমি দেখবে না, আত্মীয়দের আত্মীয় ভাববে না, এ-ও কাজ ভালো নয়।' বলা উচিত। —আপনি বলবেন যশোদা চৌধুরীকে?

—আমি!—বিনয় একেবারে বিস্মিত হল। সে-ই যে কথার লক্ষ্যস্থল তা সে ইতিপূর্বে বোঝে নি। ভেবেছিল সে শুধুই শ্রোতা।

মহেশ বাবু তাড়াতাড়ি বললেন: আরে না, না। ও ভাবে না। এ সব কথা নয়। আপনি হলেন আমার বন্ধু; আর যশোদাও হল আপনার বন্ধু। আরে হাঁ, হাঁ, ওই তো—বীরুর পিসতুত দাদা, সে আবার আপনার বন্ধু নয় তো কি? আপনারা বড় বেশি ফর্ম্যাল হোন্, ডাক্তার বাবু। আপনার কথা ফেলবে কেন, যশোদা? আর অন্যায় কথা তো কিছু নয়—আমাকে নিক না ওর পার্টনার করে। বেশি চাই না—সিকি পার্টনারই করুক। আমারও তো লোকজন আছে, বিদ্যাবুদ্ধি ওর থেকে কম নয়, কি বলেন?—বলবেন তা হলে? আহা, বলেই দেখুন না কি হয়? আপনার কথা ফেলবে—এত বড় দেমাক ওর হয় নি এখনো। নয় করেছে হাজার পঁচিশ টাকা এই দেড় দু' মাসে।

বিনয় উপায় দেখলে না। স্বীকার করলে, দেখা হলে বলবে।—'কবে দেখা করবেন? কাল? আজ রাত্রিতে সে আসবে। কাল ৯টা পর্যন্ত আবার বেরিয়ে যাবে—চৌদ্দক্ষেতের দিকে। তার আগে যাবেন তা হলে। একটু সকালেই যাবেন—নইলে লোকজন নিয়ে হৈ-চৈতে পড়বে'।

বিনয় তাও স্বীকার করলে। মহেশবাবু এখন যা বলবেন সে তা'ই স্বীকার করবে। সে একটু চুপ করে থাকতে চায়। কিন্তু এমন বন্ধুর কাছ থেকে মহেশ বাবু শীঘ্র বিদায় নেন কি করে?

—তা হলে বৈকুণ্ঠ বাবুর সঙ্গে কথাটা বলি—ওই লীলা সংবন্ধে? মানে, উনিই আমার মারফৎ খোঁজ করতে চান—আপনাকে বল্লাম আসল কথা। আপনি আমার বন্ধু লোক।

বিনয় তাড়াতাড়ি বল্লে: না, না, ওসব বল্বেন না। কি বল্বেন? বল্বেন, বল্বেন—কলকাতায় কথা প্রায় একখানে ঠিক করেছে হেনা।

বিনয় অবশ্য পরদিন যশোদা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে যায় নি। মহেশ বাবু তা শুনে সেদিন সন্ধ্যায় হয়ত একটু দুঃখিত হলেন, তবু তা প্রকাশ করলেন না। 'আচ্ছা যাবেন নয় পরশু—আবার আস্বে।' তিনি বন্ধুর সঙ্গে গল্পেই সন্ধ্যাটা নিশ্চয় কাটাতেন, কিন্তু পারলেন না। সন্ধ্যার পূর্বেই বৃষ্টি-বাদলে ভিজে কোথা থেকে এসে উপস্থিত হয়েছিল বীরু আর মজিদ দু'জনাই। শুনলে এক কাণ্ড।—প্রমথ চক্রবর্তী এখনো গা-ঢাকা দিয়ে আছে; গিয়েছিলেন সেই সর্বেখালি এলেকায়—নদী খালের জায়গা, নৌকো নেই চাষ বন্ধ, ধানও উজাড় হচ্ছে—তার ওপরে আর এক কাণ্ড। গরীব জেলেরা মাছ ধরে খেত। নৌকো হারিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ইতিমধ্যে মাছের ব্যাপারী আর কারবারীরা জুটে গেছল—জেলেদের একাজ ওকাজ দিয়েছে। আর সেই নৌকোর রসিদও হাত করেছে সামান্য কিছু পাঁচ-দশ টাকা অগ্রিম দিয়ে। এখন সেই দালালরা ক্ষতিপূরণের টাকা পাচ্ছে। জেলেরা তখনকার মত টাকা খেয়ে ফেলেছে। এখন ধান নেই, নৌকো নেই, ঘরে মাথা গুজ্বার জায়গা নেই—এ টাকাও ওরা পেলে না।—এই তো প্রমথদা'র চিঠি—সর্বেখালি, সল্লাখালি মরবে, জেলেগুলো মরবে এখনি।

মহেশবাবু অপেক্ষা করছিলেন, চা খাচ্ছিলেন, শুন্ছিলেন, বল্লেন: দেখলেন তো, এমন ঠকের দেশ। একটা লোকও খাঁটি নেই। মহিমবাবু কেরোসিনের জুচ্চোরি চালাচ্ছেন। হাফেজ কিন্তু মেরে দিয়েছে এদিকে—শুনেছেন তো?

বিনয় বল্‌লে: কি ?

—সেই বলেছি না, ইব্রাহিমভাই'র চালের দালালি নিয়ে জাহেদে হাফেজে কুৎসিৎ গালাগালি ? আজ হাফেজ জিতে গিয়েছে। ইব্রাহিমভাইর লোকেরা বল্‌লে, 'জাহেদ সাহেব খানদানী ঘর। এসব সওদাগরী পারবেন কেন ? হাফেজের হাতে লোকজন আছে, গ্রামে ঘোরেফেরে, মুস্‌লিম লীগের কর্মীরাও আছে। আর দু' একজন খাঁটি ব্যবসায়ী তার সঙ্গে একত্রে কাজ করবে—যেমন মুকুন্দ পাল, নিকুঞ্জ পাল।' পেয়ে গেল হাফেজ মহম্মদ এই দালালি, পালেরা হল তার ছ' আনার অংশীদার।

বিনয় বল্‌লে: পালেরা ? হাফেজ মহম্মদ হিন্দুকে নিলে ?

—না নিলে এসব ব্যবসাপত্রে ওকে একবারে ইব্রাহিমভাইরাও বিশ্বাস করত না; কাজও বুঝত না, আর টাকাই বা পেত কোথায় ?

মজিদ বিনয়কে বুঝাতে বস্‌ল। মহেশবাবু বিদায় নিলেন। বিনয় শুনল। কিন্তু ওর মনে ভালো করে কিছু প্রবেশ করলে না। পাকের পর পাক—কোথায় এর শেষ ? মানুষের বাঁচবার যেন পথ নাই। এই কোন্ পথে তারা চল্‌ছে ? সবাই যেন ভুল থেকে ভুলে এগিয়ে চল্‌ছে। এই জাহেদ সাহেব, এই হাফেজ মহম্মদ, এই মুকুন্দ পাল—এই ওষুধের দোকানদারেরা, সেই মহিমবাবু, এই মহেশবাবু পর্যন্ত—আর শেষে এই নৌকোর ব্যাপারে শুন্‌লে কারসাজি—মানুষের লোভ, অসাধুতা—যেন আজ শতদিকে হাত বাড়াচ্ছে—সব নেবে, সব যাবে, একি লোভ !

বিনয়কে নিয়ে মজিদ ওরা গেল কীন্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। নৌকোর টাকার প্রতারণার ব্যাপার শুনে কীন্ ক্ষেপে গেল। বলে: আমাকে কয়েকটা নাম দাও। আগে আমি তাদের ফৌজদারীতে সোপর্দ করি।

—নাম দিতে পারি। কিন্তু সে তো এক-আধ জন নয়। অনেকেই এ ব্যবসায়ে হাত দিয়েছে—ম্যায়, তোমার প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎরাও কেউ কেউ আছে। কিছু প্রমাণ করা কি সহজ?

কীন্ উত্তেজিত হল। বল্‌লে: সব থেকে পাকা বদ্‌মায়েস হয়েছে তোমাদের এই প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎগুলো—মহাজনদের থেকেও খারাপ। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে ওরা একটা লুঠের ব্যবসায়ে পরিণত করছে—সবখানেই আজ গণতন্ত্রের এই পরিণাম।

লাস্‌কি'র ছাত্র অমনি আবার সচেতন হয়ে উঠ্‌ল। তার কথা আর শেষ হয় না—'ডিবাক্‌ল্ অব্ ডিমোক্র্যাসি।' কিন্তু বিনয় মজিদের ইঙ্গিতে তাকে ফিরিয়ে আন্‌ল বাস্তব ব্যাপারে। কীন্ বল্‌লে: —আমি দু'চার জনকে ফৌজদারিতে দিতে পারি কিনা দেখি। নিজে যাব ওদিকে, প্রমাণ পত্র পাই কিনা। অন্তত তদন্ত কিছু বাদ রাখ্‌ব না। তবে এদিকে এবার থেকে লোকজনদের ক্ষতিপূরণ একটু সাবধানে দিতে হবে। দেরী হবে? উপায় কি?

বিপদ কম্‌ল না বাড়ল, মজিদও বিনয় তা ঠিক পেল না—লোকে টাকা আর অত সহজে পাবে না।

লোকজনও তাই ক্ষেপে গেল। কারা তাদের বলে দিলে—সব ফাঁকি, কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়েছে—দেখাবার জন্য। যে-ই গ্রামের লোকেরা ঘর ছাড়ছে, দিয়েছে সব এবার বন্ধ করে। লোকে তা'ই বিশ্বাসও করলে—এ সরকারের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

বিনয়ও কোনো সদুত্তর খুঁজে পায় না। এদিকে মুসলিম লীগের আর কাউকে দেখা যায় না। হাফেজ মহম্মদ তো নতুন ব্যবসায়ে ব্যস্ত—কয়েকটি ভালো কর্মীকে সে টেনে নিয়ে গেছে।

মজিদ বল্‌লে: দেখুন দুর্ভাগা জাতের দুর্দশা। এত বড় জাত—শক্তিও আছে। কিন্তু মানুষ কই?

বিনয়ও এই কথাই অনুভব করলে—কত বড় একটা অধঃপতন দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে ঘটে গেল এখানকার মুসলিম লীগের কর্মীদের ওর চোখের উপরে—ইব্রাহিমভাইর চালের ব্যবসায়ের কল্যাণে। অথচ কতটুকুই বা সত্যই তার পাবে এই মুসলমানরা? পালেরা টাকা জোগাবে—তারা তাদের মুনাফা নিশ্চয় বুঝে নেবে। মুকুন্দ পালের সঙ্গে আবার সেদিন দেখা হতে সেই কথাটা বিনয় আরও পরিষ্কার করে বুঝ্‌তে পেরেছে।

—রামকানাই তাড়াতাড়ি সেরে না উঠ্‌লে চলে না—একটা টনিক লিখে দিন, ডাক্তার বাবু। বিনয়ের মন অপ্রসন্ন ছিল, বল্‌লে: দিচ্ছি। বাজারে পাবেন তো?—

—না হলে চাটিগাঁ থেকে আনাব। লোকজন যাচ্ছে আমাদের সর্বদাই।

বিনয়ের মনে পড়ল। বল্‌লে: বেশ, তা হলে আমার নিজের একটা ওষুধ দরকার—কড্‌লিভার অয়েল। নিয়ে আস্‌বেন সেখান থেকে?

এল তা দু'দিন পরে। কিন্তু মুকুন্দবাবু দাম নিলেন না। মুকুন্দবাবু বল্‌লেন: আপনার জন্য নয়, তা জানি। যার জন্য তাও বুঝেছি।

পরে একটু অভিমানের সঙ্গেই বলেছেন: ডাক্তার বাবু, একদিন শাহেদ সাহেবের সইতে খত এলে এই মুকুন্দ পালও রোজ রোজ বিশটা কংগ্রেস ভলেণ্টিয়ারের চাল-ডাল-তেল-নুন দিয়েছে। কিছু পারি না করতে দেশের, কিন্তু দেশের যারা কিছু করে তাদেরকে অন্তত একটুও পূজো করতে পারব না?

বিনয়ের মনে আবার সংশয় বেধে গেল। এই মুকুন্দ পাল যারা চালের কারবারে দেশের মানুষের আজ কি করছে, ঠিক নেই, তারাও আবার কংগ্রেসের জন্য স্বার্থ বিসর্জন দিতে পশ্চাৎপদ হয় না। ওরাই হিন্দুসভার কর্তাদের টাকা দেয়, আবার আজ ইব্রাহিমভাইও ওদের দালালিতেই চাল কিনে। কেমন যেন জটিল ব্যাপার। সবই

সত্য—আর সবই অসত্যও—এদের দেশপ্রীতি। ভক্তি-ভালোবাসা সবই এমনিতর বুঝি। তা সত্যও, মিথ্যাও।

মজিদ কড্‌লিভার অয়েল নিয়ে গেছল মীরপুরে।

জোর করে বিনয়কে রোগী দেখতে নিয়ে গেল এক মুসলমান আর্মি কণ্ট্রাকটার। মহেশবাবুই তাকে নিয়ে এসেছিলেন, বল্‌লেন: ইনি কণ্ট্রাক্টার সাহেব। ওর মেয়ের অসুখ। এই শহরের কাছেই বাড়ি।

মজিদ ফিরে এসে কিন্তু একটা নূতন কথা বল্‌লে: 'জাহেদ সাহেব কাজে এগিয়ে আস্‌বেন আবার। হাফেজ মহম্মদ অপমান করেছে বলে রাগ করে বাড়ি বসেছিলেন। আমি যেতে বল্‌লেন, 'ওই লীগ-টিগ্ নয়, আমি হক্ সাহেবের সঙ্গেই বরাবর ছিলাম—এখনো থাক্‌ব। তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না, মজিদ।' আমি বল্‌লাম—'আপনাকে আমরা ভুল বুঝ্‌ব? আমাদের এত মামলা বিনা পয়সায় কে করত কখন?' বলে তো ঠাণ্ডা করলাম। লীগ্‌কে হাতে কর্‌বেন কাজী ইব্রাহিম—পুরনো দিনে কাজী ছিলেন খেলাফতের সম্পাদক। শাহেদ সাহেব বল্‌লেন, 'ডাক্তার নিজে না এলে এ ওষুধ নোব না।' যাক্, সে নিয়ে তো কথা হল, আপনার যেতে হবে—বৃষ্টি থাম্‌লেই। আমি বল্‌লাম: 'মীর সাহেব, এবার একবার লীগে যোগ দিলে হয় না?'

জ্বলে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন—'মুসলমানের নাম ডুবাব নাকি আমি? আমি একা অন্তত থাক্‌ব কংগ্রেসে—একা মুসলমান—যে বল্‌বে আমি ভারতবাসী, ভারতবর্ষের মুসলমান।'

বিনয় পুলকিত হল শুনে। দেখা করতে গেল শাহদুদ্দীনের সঙ্গে মীরপুরে।

ফিরে এসে বিনয় শুনলে ভূতনাথ ভদ্র এসেছেন। সেই চব্বিশ পরগনার ভূতনাথ ভদ্র এখানে? লোকটি খাঁটি—বিনয় তা সুধাংশু

কাছেও শুনেছিল। তবে ওই চরকা-পাগল। এখানেও এসেছেন সেজন্যই। এই সরকারী 'বঞ্চনা-নীতিতে' তাদের কাটুনী আর যুগীরা অনেকে ভিটে-ছাড়া হয়েছে; চরকাকে নষ্ট করাই এই হুকুমের উদ্দেশ্য, তাতে তাঁর সন্দেহ নেই। বিলিতী কলওয়ালারা দু'শ বৎসর ধরে এই চরকা-সংহার যুদ্ধই করছে। পারে নি, পারবেও না। ভূতনাথবাবু এখানে এলেন যুগীদের চিঠি পেয়ে, কাটুনীদের আবেদন পেয়ে। এসেই হেঁটে চলে গেছেন—যুগী আর কাটুনীদের দেখ্‌তে। দুর্দশা চোখে দেখে এসে ভূতনাথ বাবু ভয়ানক বিচলিত।

ভূতনাথ বাবুর সঙ্গে বিনয় দেখা কর্‌তে গেল।

বরদা মিত্র রয়েছেন। এখানকার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট তিনি; এক কালে ওকালতি করতেন—এখন করেন না। প্রাচীন লোক, শুভ্র শ্মশ্রু, ব্যক্তিত্ব-বর্জিত সজ্জন। কংগ্রেস তো সস্‌পেণ্ডেড্; বরদাবাবুর উপরই ভার। বুড়ো মানুষ—কিন্তু আর কেউ ভার নেয় না। সেক্রেটারি যাদব চক্রবর্তী উকীল, এখন এখানে নেই। একটা কমিশনে গেছেন, আসবেন আজই হয়ত। সুরেশ দত্ত, কংগ্রেস এম-এল-এ, কিছুদিন ধরে একটা মামলা নিয়ে ব্যস্ত—বড় মামলা। বরদা বাবু বল্‌লেন: দুঃসময়ে আপনি আসাতে এখন আমরা সাহস পাচ্ছি।

ভূতনাথ বাবু বল্‌লেন: দেখুন, শ্রীরামজীর ইচ্ছা। পরমাত্মা সহায় হলে, মানুষের কিছু করতে পারব, নইলে কি আর করতে পারি?

—তবু কংগ্রেস এদের ভোলে নি—এটা তো এরা বুঝ্‌বে।

—কংগ্রেস এদের ভুলবে কি? এরাই তো কংগ্রেস।

বিনয়ের মনে পড়ল চাঁপাডাঙ্গার সেই আলোচনা আবার।

ভূতনাথবাবু সকল দলের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। একটা বৈঠকের ব্যবস্থা হোক্। কোথায় হবে? কংগ্রেস আপিসে হলে লীগের ওঁরা আস্‌বেন না। লীগের আফিসে হলে—কংগ্রেস কি যাবে? কেদার

ভৌমিক যোগী ও উকিল, ভূতনাথবাবু যেতে পারেন,—কিন্তু সুরেশবাবু যাবেন না, যাদব চক্রবর্তী যাবেন না, উকীল মোক্তাররা অনেকেই যাবেন না। ভূতনাথবাবু বললেন: বিনয়বাবুর বাড়িতেই হোক্ না? বরদাবাবু বললেন, বীরু-মজিদ ওদের উপর ভার দিন। কিছু নাম না করে শুধু 'বঞ্চনানীতির' সমস্যা বলে যেন বলে।

ভূতনাথবাবু ততক্ষণে একবার সুরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন, শাহেদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। বিনয় বললে: আপনার পরিচিত নাকি মীরসাহেব?

—পরিচিত?—ভূতনাথবাবু হাসলেন, বললেন: বন্ধু। আমরা দু'জনাই ছিলাম নো-চেঞ্জার। কত কেউ এল গেল; আমরা বাঁকালাম না। সবাই গেল কাউনসিলে; আমরা বললাম—'না।' তবে চরকা উনি বুঝতে চাইতেন না—আলীগড়ের ছাত্র তো।

বিনয়ও শাহেদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল—কলকাতা যাবার আগে একবার দেখা করতেই হয়! বিনয় জানত শাহেদ সাহেবের মতামত, কাজেই বিস্মিত হল না। কিন্তু ভূতনাথবাবু বেশ একটু দুঃখিত হলেন। ফিরতে ফিরতে বললেন: তাই তো এত পরিবর্তন। ঠিক মত 'হরিজন' পড়লে এমন হত না। বলেন—'অহিংসা মানি—কংগ্রেস তা মানবে বলছে, নইলে ওর কোনো মূল্য নেই।'

বিনয়ের বাড়িতে বৈঠক বসেছিল। বিনয় বীরুদের নিয়ে সব বন্দোবস্ত করেছে। এলেন অনেকে—খাঁ বাহাদুর পর্যন্ত। জাহেদ সাহেব তো আছেনই; মীর শাহেদুদ্দীনও এসেছেন—খাঁ বাহাদুর ওঁরাও তাঁকে খুব সম্ভ্রম দেখালেন। কিন্তু শাহেদ সাহেব কিছু বললেন না; সেই চোখের হাসিটি নিয়ে পিছনে বসলেন আরাম করে বিনয়ের পার্শ্বে—'ডাক্তারভাই আমরাই পিছনে, তুমি আর আমি, এক পার্টি।' সব চেয়ে আশ্চর্য, আলোচনায় এসে হঠাৎ উপস্থিত প্রমথ চক্রবর্তী। বিনয় তাকে দেখেছে আগে, কিন্তু চিনত না; নাম শুনেছে, শুনেছে

এ জেলার কাজে সে-ই হল বীরুদের নেতা; অনেক দিন পুলিশ তাকে খুঁজছে। বিনয়ের সঙ্গে তার একবার দৃষ্টি বিনিময় হল; বুঝ্‌ল, দু' জনাই দু' জনাকে চিনেছে। তাকে দেখে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, পালাই-পালাই করছে, কি জানি কখন পুলিশ আসে—শাহেদ সাহেবকে বীরু সেন কি বল্‌লে। তিনি সাদরে প্রথমকে আলিঙ্গন করে সবাইকে শুনিয়ে বল্‌লেন: তা হলে তোমাদের এবার ছাড়ল প্রমথ?

প্রথম বল্‌লে: হাঁ, কাল আমরা তার পেয়েছি। এ জিলায় আমরা পাঁচজন ছিলাম—সব শুদ্ধ বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে তিনশ'। আমাদের অর্ডারেরও কপি এখানে এসেছে—দেয় নি এখানে।

ব্যাপারটা বুঝা গেল—কৃষক ও শ্রমিক কর্মী, মানে কমিউনিষ্ট যারা ফেরার ছিল; জেলে ছিল বিনা বিচারে বন্দী, এবার তাদের বিরুদ্ধে আর সে অর্ডার চালানো হবে না।

সকলে একটু আশ্বস্ত হল, প্রথম তা হলে ফেরারি আসামী নয়। সুরেশ বাবু এম-এল-এ বল্‌লেন: হাঁ, এবার তো আপনারাই ইংরেজের বন্ধু—

—পণ্ডিতজী আর কংগ্রেসের দণ্ডিত বন্দীদেরও গবর্ণমেণ্ট ছেড়ে দিয়েছে ইতিপূর্বে—সে কি তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু বলে?

বিনয় দেখ্‌ল প্রমথ চক্রবর্তী ব্যক্তিত্ববান্‌ লোক; আর যোদ্ধ-ভাবাপন্ন তার মন। আলোচনায়ও তা দেখা গেল বারে বারে। আলোচনা কোথায়? কথা উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই সুরেশ দত্ত আর যাদব চক্রবর্তী প্রমথ মজিদকে করছিলেন আক্রমণ; ওরা দিচ্ছিল জবাব—স্পষ্ট আর তীক্ষ্ণ; পদে পদে উঠছিল তর্ক।

ভূতনাথবাবু কিন্তু তর্ক করলেন না। বল্‌লেন: কংগ্রেসের পথ অহিংসার পথ। যুদ্ধে আমরা সাহায্য করব কেন, প্রমথবাবু? 'হরিজন' পড়ুন, তা হলে ভুল বুঝবেন না এলাহাবাদ প্রস্তাব। তা ছাড়া, সে প্রস্তাবও বদলে যাবে ওয়ার্ধায়—দেখবেনই।

কিছু হল না সভায়। ভূতনাথবাবু জানালেন—তিনি গ্রামের দিকেই আবার যাচ্ছেন—'বঞ্চনা-নীতি'র থেকে মানুষকে বাঁচাতে।

প্রমথ চক্রবর্তী বিনয়ের কাছে এবার এগিয়ে এল সহাস্যে। বল্‌লে: আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে হবে কি?

বিনয় বল্‌লে: সে তো হয়ে গেছে। আপনি মিস্ রায়ের 'সুর'দা'—তখন পরিচয় তো আপনি দেন নি, যে দেবার সে দিয়েছে।

প্রথম হাসল, বল্‌লে: সে জানি না, এখন কিন্তু আমি আপনার কাছে 'প্রমথ'।

একেই বিনয় দেখেছিল সীতা রায়ের বাড়িতে হঠাৎ—তার পরিচয় শুনেছিল সুরদা'।

অনেকক্ষণ গল্প হ্‌ল ওদের।

প্রমথ বল্‌লে: আপনি থাকতে পারেন না এখানে আর কিছুদিন? দু'একমাস?—কাজের সমুদ্র সামনে, অকূল সমুদ্র—এবার শুধু ভেলা ভাসাবার সুবিধা পেলাম। আমরা ক'জন? অথচ গোটা দেশেরই ভবিষ্যৎ সাম্‌নে—পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সামনে—আর তাতেও আমাদের যোগরক্ষা চাই।

বিনয় দেখলে তার প্রখর বুদ্ধি, বুঝল তার কর্মকুশলতা, অনুভব করলে তার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু বিনয় দেখলে প্রমথ চক্রবর্তীর অসহিষ্ণুতাও। ওদের অনেকের মধ্যেই এ জিনিস বিনয় দেখেছে—বীরু সেন, মজিদ কেউ বাদ যায় না। সুধা গুপ্তাও না, না, অমিত দা'ও সম্ভবত না। আর ওদের চোখে সবই যেন শোষণ—পৃথিবীর সবই যেন শোষণের অভিশাপ। এই মনোভাব—এও ভূতনাথবাবুর পাগলামোর মতোই—পলিটিক্‌সের ফল বলে মনে হয় বিনয়ের কাছে। তবু যার মধ্যে এ বিদ্বেষ কম দেখে তাকেই বিনয়ের ভালো লাগে—এজন্য ওর ভালো লাগে অমিদা'কে—কৌতুকপ্রিয়তা তার স্বভাব। ভালো লাগে এখানকার এই শিবুদাকে—সব-ভোলা, এমন কি শোষণ-ভোলা ভবঘুরে

মানুষ সে। আর সম্ভবত এজন্যই বিনয়ের সবচেয়ে বেশি আপনার মনে হয়েছে মীর শাহেদুদ্দীনকে—সবই যেন তিনি একটি সহাস্য-দৃষ্টিতে ভুলতে চান।

১৪

বীরু বাড়ির খবর পেয়ে বাড়ি যেতে চাইলে মজিদ তাকে পরিহাস করে রাখে নি: এই বর্ষায় তোমার বাড়ি ছাড়া উচিত নয়, তা ঠিক। কিন্তু জলকাদায় বাধা কি বীরু? ছুটবে বউ'র নাম জপ করে।

বীরু বল্‌লে: তোমার ওই এক কথা। বল্‌ছি দাদার অসুখ, শুন্‌বে না। এখন তো প্রমথও এসেছে।

কেউ বিশ্বাস করল না বীরুর কথা—তার দাদার অসুখ।

দু'দিন পরে তার খবর এল বিনয়ের নামে—'দাদার জ্বর যেন কেমন মনে হচ্ছে। এদিকে বিষ্টিবাদল। ডাক্তারদা' কি একবার আস্‌তে পারবেন?'

যশোদা চৌধুরীর বাস বিনয়কে দু'মাইল এগিয়ে দিল। তারপরে কাঁচা পথ—গলে গেছে। কোনো গাড়ী চলে না। মাইল দুই এগিয়ে হেঁটে গেলে একটা হাট। সেখান থেকে এখন খালের পথে ওদিকে নৌকো যায়। শিবুদা' সঙ্গী। বিনয় চল্‌ল কাঁচা পথে—হাতের ডাক্তারী ব্যাগ শিবুদা কেড়ে নিয়েছেন। সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে। তা পড়ুক, বিনয় বর্মার লোক—বৃষ্টি তার কাছে নতুন নয়। তবে পথে কাদা, কাদায় চলতে অসুবিধা অনেক। ওরা যখন গিয়ে পৌঁছুল তখন বেলা শেষ হয়েছে। বীরু সেন বেরিয়ে এল ম্লান হাস্যে: বড্ড কষ্ট হয়েছে, না? চিঠি দিয়ে ভাবলাম—কাজটা ভালো করি নি। কিন্তু কাল রাত থেকে মনে হচ্ছে ভালোই করেছি। দেখুন কেমন যেন ভয়ানক সর্দি, বুকে ব্যথা বলেছেন সকাল থেকে—চাপা মানুষ, কিছু বল্‌তে চান নি এতদিন।

বিনয় ক্লান্ত দেহেই গেল রোগী দেখ্‌তে। ভেবেছিল ম্যালেরিয়া; প্রস্তুত হয়ে এসেছিল কুইনাইনের এম্‌পুল নিয়ে, সব নিয়ে। কিন্তু রোগীকে দেখে তার কেমন সংশয় হল। বুক দেখ্‌ল। সংশয় আর রইল না। বল্‌লে: বীরুবাবু, চিঠি থেকে বুঝি নি। নিজের কাছে নেইও। কিন্তু এই ওষুধটা আনান। শহরে যাক্—লিখে দিচ্ছি আমি। পাবে, 'স্বরাজ ফার্মেসি'তেও আছে। ওষুধ এলে আর ভাবনা নেই। তবে দেরী যেন না হয়।

—অসুখটা কি?

—অসুখ?—বিনয় একটু ইতস্তত করে বল্‌লে—ছ' দিন বল্‌লেন না জ্বর?—হয়ত টাইফয়েড্। কিন্তু বুকটা যেন নিমোনিয়ায় ধরেছে। তাই, এম্-বি সিক্‌স্-নাইন-থ্রি। অব্যর্থ জিনিস। কিন্তু দেরী যেন না হয়।

শিবুদা যেতে চাইছিলেন তখ্‌খুনি। বীরু সেন যেতে দিলে না: এইতো এসেছেন। আপনি বরং নার্স করবেন। পাঠাচ্ছি আমার ভাইপোকে—আর শহরে যশোদা দা' আছেন। গাড়ীতে যতটা পারেন এগিয়ে দেবেন।

এই বিনয় প্রথম দেখলে বীরু সেনের বাড়ি; দেখ্‌লে ওর বউ বিনয়ের গ্রামের সুরথ সেনের মেয়েকে; দেখ্‌লে বীরুর বাবা, মাকে, ভাইপো, ভাইঝি থেকে সকলকে। বীরুকেই বিনয় দেখেছে এতদিন—প্রাণবান কর্মী, জীবন্ত যুবক। এইবার দেখ্‌লে তার পরিবার, পরিবেশ। বিনয় যেন কি এক রূঢ় সত্য দেখ্‌লে—একেবারে অচেনা নয় ওর এ জিনিস, একেবারে অকল্পিত নয়—সে বুঝেছিল তা মজিদের কথা জেনেও, আর বুঝেছিল সেদিন মজিদের অবস্থার কথা শুনেও—ইদ্রিস কন্ট্রাক্টারের কাছে।

মনে পড়ল এবার সেই দিন দশ আগেকার ঘটনাটাও।

ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টার বিনয়কে সযত্নে নিয়ে গেছল—তার মেয়ের অসুখ।—'আপনি দেখবেন।' কি অসুখ? সে ইদ্রিস ঠিক বুঝ্ছে না। সে 'বাঙাল', গ্রামের লোক বলে আমিনার উপর জিনের আসর হয়েছে।

বিনয় হাস্তে লাগল।—সে কি কণ্ট্রাক্টার সাহেব?

বিনয় জানে, এ জিলায় মিলিটারির বড় কণ্ট্রাক্টার আজ ইদ্রিস মহম্মদ। যেমন চতুর তেমনি নাকি কার্যকুশল।

—হাঁ, ডাক্তার সাহেব, সত্যি। রোজা এল—কতজনা। কত কিছু করলে, সারল না। শাহ্ সাহেব এসেছিলেন—ছিল ভালো কিছুদিন। কিন্তু তিনি বলে গেছেন—রুহানিয়াৎ হাসিল করে নি যে, সে এই শয়তানকে কব্জিতে আন্‌তে পারবে না। তাঁর দেওয়া সে তাবিজটা হারিয়ে গেছে। আমিও কণ্ট্রাক্টারের কাজে ঘুরি—আর হুজুরের পাত্তা পাই না।

বিনয় শুন্‌তে শুন্‌তে চল্‌ল। চতুর লোক ইদ্রিস মিঞা। এক সময়ে সামান্য লোক ছিল, ছিল জনমজুরের সর্দার। প্রথমে জিলা বোর্ডের রাস্তার কণ্ট্রাক্টারি করে। তাতে একটু ভালো অবস্থা হয়। তখন খালি পা, লুঙ্গিপরা, মাথায় শাদা টুপি আর লম্বা পাঞ্জাবী গায় চল্‌ত ইদ্রিস 'কণ্টগ্‌দার'। বছর কয়েক আগেও সে ঠিকাদারী করেছে। অবস্থা তখন সচ্ছল হল। ভালো বাড়িঘর তৈরী করেছে। এখন সে মিলিটারির 'লেবর কণ্ট্রাকটার'। আজ ইদ্রিস কণ্ট্রাকটার হিন্দুর সঙ্গে কথা শুদ্ধ ভাষায় বলে, মুসলমানের সঙ্গে কথা বলে অর্ধ বাঙ্গলা অর্ধ বিদেশী শব্দ মিশিয়ে। আর বলে ওলট-পালট করে—হিন্দুকে বুঝান উর্দ্দুতে আর মুসলমানকে বুঝান সংস্কৃতে। এখন সে বড় লোক। ইদ্রিস মিঞা কণ্ট্রাকটার এখন শহরের 'ঢেউ-টিনের' ঘর ভেঙে 'পাকাবাড়ি' করেছে। সঙ্গে পুকুর, বাঁধানো

ঘাট, পার্শ্বে উঠছে বাঁধানো নমাজের জায়গা। গ্রামের বাড়িতে ফটিক মসজিদের প্রথম পত্তন হয়েছে। নতুন দালাল ভিন্ন বৈঠকখানা পর্যন্ত; হালের আমদানী কুর্সি, মেজে ঘর সাজানো। বিনয় সেখানে বস্‌ল। একটু পরে ভিতরে গেল। মুসলমান মেয়ে ওর সামনে বেরুবে না, কি দেখবে তাকে? বিনয় তাই ভাব্‌ছে। এমন সময় ইদ্রিস মেয়েকে নিয়ে এল। মুখ ছাড়া সারা দেহ ভালো করেই আবৃত। একটা দৃঢ়, আহত ব্যক্তিত্বের আভাস সে মুখে, চোখে, ক্ষীণ দেহে। বিনয় একবার তার হাত দেখ্‌ল। আসলে যা বুঝবার সে আগেই বুঝে নিয়েছিল—হিষ্টিরিয়া। কি ওষুধ দেবে মিছিমিছি? তবে একটা কিছু দিতে হবে; ব্রোমাইড দিক্—ঘুম নাকি নেই, চড়া বায়ু,—ইদ্রিস বলেছে।

বৈঠকখানায় ফিরে এসে বস্‌ল ইদ্রিসের সঙ্গে বিনয়।

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে: বয়স কত আপনার মেয়ের?

—প্রায় বাইশ।

—ছেলেপুলে?

—হয় নি। জামাই আসে না তো বাড়ি।

—কেন? কোথায়?

ইদ্রিস চুপ করে রইল। তার পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—তবে শুনুন, আমার খারাপ কেস্‌মৎ। জামাই ছিল—বেশ জামাই। চেনেনও আপনি তাকে—মজিদ।

—মজিদ?—মনে পড়ল বিনয়ের। একদিন শুনেছিল যেন এ সম্পর্কে কথা মজিদের। কি ব্যাপার, জান্‌তে বিনয় উৎসুক হল।

এবার ইদ্রিস চালাল শুদ্ধ কথা:

—হাঁ, মজিদ। আমাদের গ্রামের ছেলে। তার বড় ভাই এখনো বাড়িতে থাকে। গ্রামের প্রাইমারী মাদ্রাসার মুন্সি। সামান্ত লেখাপড়া জানে—মফিজের রহমান। গোটা চার টাকা মাইনে পায়—ফসল, ফল, শাক, এসব বাড়িতে হয়। মফিজ মিঞা নিজেই তা শহরে

বিক্রী করে, কিছু পায়। ভালো নয় অবস্থা। মজিদকে বেশ চালাক-চতুর দেখে আমিই ইস্কুলে পড়াই। শহরে পড়তে লাগ্‌ল। প্রথম আমাদের শহরের বাড়িতে থেকে পড়ত ইস্কুলে। আমার প্রথম বিবির বড় পসন্দ হল। ছেলেও ভালো। সবে পরীক্ষা দিয়েছে ম্যাট্রিকুলেশান। তার সাদি দিই আমিনার সঙ্গে—শুদ্ধ করে নিলে ইদ্রিস কথাটা—তার বিয়ে হল। মজিদ পাশ করলে—কলেজে পড়তে লাগল। আমাদের শহরের ঘরে থাকে, কলেজ পড়ে, পরীক্ষা দেবে। এমন সময় গোলমাল, সেবার লবণ-আইন ভঙ্গ। পরীক্ষা জোর করে আমি দেওয়ালাম। পাশও করলে। কিন্তু তার আগেই মজিদ চলে গেল আইন ভঙ্গ করে জেলে। ছ' মাস দণ্ড হয়—ঢাকা জেলে থাকে। ফিরে এসেও শোধরাল না। প্রথম গিয়ে উঠ্‌ল নিজের বাড়ি। মফিজ মিঞার ঐ তো অবস্থা, করে কি? আমার বিবি নিয়ে এলেন তাকে আমার বাড়িতে। কিন্তু সে কিছু বুঝ্‌বে না, শুন্‌বে না, লেখাপড়া করবে না। কেবল ঘোরে আর ঘোরে! এদিকে পুলিশে খোঁজ নেয়। আমি কাজের মানুষ—সরকারের কণ্ট্রাকট করে খাই, আমার কাজকর্ম নিয়ে টানাটানি। এমনি দিনরাত গোলমাল।—এবার ইদ্রিস উর্দু মিশিয়ে চল্‌ল কথায়,—বিবি-সাহেবার এন্তেকাল হল। খোদার মর্জিতে আমিও তখন রুজি-রোজগার করি। আবার সাদি করলাম—এ বিবি সওদাগর বাড়ির মেয়ে। খানদানী ঘর, একটু নজর বড়। কি জানি, মজিদ আর আমিনা কি ভাব্‌লে, কি করলে? বিবি সাহেবার ভয়ানক গোস্‌সা হয়। আমি কোন্‌ দিক সাম্‌লাই? আমার ব্যাটার কাবিল মজিদ, আর আমিনা নিজের বেটী। সে মজিদ বেতমিজ হয়েছে। একদিন মন্দ বল্‌লাম। বল্‌ব না? আমিনাকে সে পড়াবে ইস্কুলে—তার এলেম হওয়া চাই। আমিনা ও কি রকম! পড়তে চায়। বিবি সাহেবা নারাজী। তবু কি করি? আমিনাকে পড়তে দিলাম—এখানকার

ইস্কুলে ওর শহরে গিয়ে পড়া নিয়ে আমার কত বিপদ। তবে খাঁ বাহাদুরের মেয়ে মেহেরও পড়ত। এক শাল, দু' শাল, তবু পড়বে! আমিনার যেন কি হল—বিবির সঙ্গে এ নিয়ে কাজিয়া। মজিদ কিছু বলে না, বাড়িতে আমিনাকে দেখতেও আসে না। আমি কি করি? আমার আর সহ্য হল না। মজিদকে বল্লাম: 'তুমি তালাক দাও তা হলে। আমিনা নিকে করুক।' মজিদ বলে—'আমি কেন তালাক দোব? আমিনার মর্জি হলে সে যেখানে খুশী নিকাহ করুক।' চালাক লেড়কা! বুঝলাম, আমিনার সম্পত্তির বখ্‌রা দেখ্‌ছে। আমি আরও চাপ দিতে লাগলাম, 'আমার মর্জি নেই নাকি? একবার আমার বাড়ির মুখো হও না তুমি। কোন্ নবাবজাদা না পীরজাদা তুমি—তোমাকে তবু পসন্দ হবে আমিনার? মেয়েটার আমার সর্বনাশ করেছে'—মজিদ বল্লে: বেশ আর টাকা কড়ি কিন্তু আমি দিতে পারব না—কাবিননামা মত। যা আমিনার মত তাই হবে।

ইদ্রিস্ কণ্ট্রাক্টার একবার থাম্‌ল।

মজিদ হুঁসিয়ার—সে তো আপনি দেখেছেন। আমিনাকে ইতিমধ্যে হাত করেছে—তার মাথায় ঢুকিয়েছে পড়তে হবে, পাশ করতে হবে। আমার মাথায়ও বুদ্ধি এল। অবশ্য, আমার বিবি-সাহেবা বাৎলে দেন। ওরা সওদাগর বাড়ির মেয়ে। ঠিক বুঝেছেন—সম্পত্তির বখরা থেকে মজিদকে তফাৎ করতে হবে। আর মজিদের সম্পত্তির দরকারই বা কি? সে তো আপনিই জানেন। আমি মতলব ঠিক করলাম—পিছ পা হবার মত মানুষ আমি নই। আমিনাকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম; সে বল্লে, 'না, বাপজান, ওসব থাক্।' আমি ভালোভাবে বুঝালাম; তবু বল্লে, 'না, থাক্।' বিবি সাহেবা বল্লেন—'কাশেম তো খাশা মরদ।' কাশেম সওদাগর বাড়ির ছেলে,—আমার শালার ছেলে। সেও পাশ করেছে। বিবি সাহেবার খুব পেয়ারের। বিবি সাহেব বল্লে আমিনাকে নিকাহ সে করবে। এখন তালাকটা

হয়ে গেলেই হয়। মৌলবী-মাতব্বর ডেকে একদিন মজিদকে ধরে আন্‌লাম এখানে। শুনবেন মজিদের শয়তানি? বলে, ‘আমিনা কি বলে শুনব।’ আমিনা যেন তখন ওর কাছে বেরিয়ে আস্‌বে? আমি বল্‌লাম মজিদকে, ‘আমিনাই চায় তালাক।’ মজিদ বলে, ‘সে এসে বলুক।’ আমিনা আসে কি করে বলুন তো? মজিদের নয় দীন ইমান নেই; কিন্তু সে হল আমার মেয়ে—একটা লেহাজ তরিবৎ আছে তো। তাই বলে মজিদ দেবে না তালাক? মৌলবী মাতব্বররা ছিলেন। তাঁরা ধরলেন—সবাই আমাকে পেয়ার করে—‘তালাক দিতেই হবে তোমাব মজিদ, দেবে না বল্‌লে হল?’ তর্ক বাধল। নমাজ পরে না, রোজা রাখে না মজিদ, শেষে কিনা দেখুন ইমাম মৌলবীর সঙ্গে করে বেয়াদবী—এমন কুফেরি! ওব আউরাতের তো তবে তালাক হয়েই গেছে শরিয়ত মতে। হয়ে গেছে তখক তালাক। সাক্ষী আছে তার, মোল্লা মৌলবী সবাই জানে। আমিনাকে বল্‌লাম, ‘তালাক হয়ে গেছে।’ প্রথম বিশ্বাসই করে না, পরে শুনে দু’ এক দিন কাঁদ্‌ল। বল্‌লাম, ‘আমি ঢেব ভালো দুলাহ্‌ ঠিক করছি।’ সে বল্‌লে, ‘না, বাপজান।’ দু’ দিন পরে বল্‌লাম, ‘দুলা ঠিক—কাশেম নিকাহ্‌ করবে।’ এবার আমিনা উল্টে বস্‌ল, বলে, ‘তালাকই হয় নি।’ আমার বিবির সাহেবারও খুব গোস্‌সা হল, কাশেম তার ভাইয়র ছেলে—নিকাহের সব তখন ঠিক করে ফেলেছি—

সেই প্রথম আমিনার উপর জিনের আসর হল। তারপর দু’ শাল গেছে—আমিনা কিছুতেই কথা মান্‌ল না। নিকাহ ওর দিই নি আমি। শহরে ফফির কাছে রাখ্‌লাম, তাঁর যদি কথা শোনে। সেখানে পড়তে লাগ্‌ল; পাশও করেছে একশাল। এখন ওর নিকাহ করা তো উচিত। আর খোদার ফজলে কাশেমও তো আমার সঙ্গে কাজ কারবারে দু’ পয়সা করছে। কি বলেন? কাশেমকে বিয়ে করা ন্যায্য কথা নয় কি?—শুদ্ধ বাংলায় আবার প্রশ্ন করলে ইদ্রিস মিঞা।

বিনয় অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। একটা নতুন তত্ত্বের সে যেন নাগাল পাচ্ছে। পরে বল্‌লে, মজিদকেই না হয় তা'হলে জামাই করুন।

ইদ্রিস বল্‌লে: তোবা, তোবা! সে কি হয়? অন্যের বিবি না হতে আবার তো পুরনো খসম নিকাহ্ করতে পারে না। সে হারাম হয়। অন্তত কিছুদিন, তিন ইদ্দত্, তো কারুর ঘর করা চাইই চাই।

—তালাক কি সত্যিই হয়েছে?

—আল্লার কশম। মৌলবী-মোল্লা সবাই জানে; তারা সবাই মিলে আমাকে শুদ্ধ শেষ করবে না? তালাক হয়েছে। আর ঘরে বিবি সাহেবাও তো আছেন, তিনিও তো জানেন।

—তা'হলে?

ইদ্রিস মিঞা বল্‌লে: আমিনা এখন বল্‌ছে, 'আমি কলেজে পড়ব!' তাই তো বল্‌ছি আমিনার উপরে জিন আসর করেছে। সেইজন্য এমন বেত্তিরবত্তী করছে। বিবি সাহেবা বুঝেছেন, জিনকে কব্জিতে না আন্‌তে সে আর কাউকে নিকাহ করতে রাজী হবে না। নইলে বিবি সাহেবা বল্‌লে কাশেমকে নিকাহ করতে, আমিনা তাকে যা তা বলে! কি গোমাল বাড়িতে—আমি থাকি বাইরে বাইরে। তাই তো বল্‌ছি—দাবাই এর কি? জিন তো যাচ্ছে না।

—জিনের দাবাই আমার কাছে নেই, কণ্ট্রাকটার সাহেব।

—তা নয়, তা নয়। তবে আপনি তো মজিদকে জানেন। শুনবেও সে আপনার কথা। ওর বোঝা উচিত—আমিনার তালাক যখন হয়ে গেছে তখন নিকাহ করা দরকার। আর মুসলমান আউরতের দীন-এলেম ছাড়া অন্য এলেম কি হালাল?

বিনয় বুঝলে। বেশ বুঝলে—কোন্ এক সত্যের সাম্‌নে সে। আর বুঝলে ইদ্রিস কণ্ট্রাকটারের কণ্ট্রাকটারি বুদ্ধি সেই সত্যের সাম্‌নে কি রকম ভাবে কাজ হাসিল করবার পথ খুঁজছে—যেন

সে জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান বা মিলিটারির কর্তার থেকে কাজ আদায় করছে। বিনয় মুখে বল্‌লে: দেখি।

উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল ইদ্রিসের মুখ: দেখ্‌বেন বই কি। আপনারা হিন্দু। শিক্ষিত লোক, বুঝবেন সব। আর আপনি বল্‌লে মজিদও শুনবে—জরুর শুনবে। যাবে কোথায় না শুনে? আপনারা হিন্দুরাই ওর ভরসা তো।

গাড়ীতে ফিরবার পথে সেদিন একটু দূরে ইদ্রিস মিঞা দেখালে—মজিদদের বাড়ি। ভাঙ্গা কুঁড়ে-ঘর। দৈন্য আঁকা। এ ঘরে থাকতে পারতো কি ইদ্রিসের বেটী? সমস্ত পথ ইদ্রিস বিনয়কে আরো বুঝালে। বিনয়ের মত শিক্ষিত লোক যে ইদ্রিসের এ সব কথা বুঝবে, এটা ইদ্রিস ঠিকই অনুমান করেছিল।

ইদ্রিসের কথা বুঝেছিল বলেই বিনয় ঠিক করলে যাবে মীরপুরে। শাহেদুদ্দীন সব জানতেন, শুনলেন। বল্‌লেন, 'উপায় নেই। ভেবে দেখি। আসলে মজিদ সত্যই তালাক দেয় নি। তর্ক বাধে, একটা গোলমাল হয়,—আমিনাও তা পরে জানে। এখন পড়তে চায়, তাহলে ভালো হয়। কিন্তু কণ্ট্রাকটার নতুন খানদান হয়েছে, আর ওই ওর নতুন বিবি—সম্পত্তিটা সওদাগরেরা সব দিকেই হাত করতে চায়। ইদ্রিসও তা বোঝে। কিন্তু খানদান হচ্ছে যে—বিবিকে ওর বড় ভয়।'

মজিদের অবস্থা সত্যই খারাপ। কৃষক পরিবার—মজিদের কাজ-কারবার তাই বেশ স্পষ্ট। আর এ সব ঘাতপ্রতিঘাতে সে হয়েছে আরও সচেতন। ওদিকে গ্রামে ইদ্রিস কণ্ট্রাক্‌টারের চাপে ওর দাদা ব্যাচারীর হয়েছে বেশি দুরবস্থা। সেদিন বিনয়ের সঙ্গে শাহেদুদ্দীনের আলোচনা এ সব কথায় চলে গেল তারপর অন্য খাতে।

বিনয় বুঝলে কোথায় শাহেদ সাহেবের সঙ্গে বীরু সেন, মজিদওদের যোগ। 'শতকরা পঁচানব্বুই জনের স্বরাজ চাই। মানো তো ডাক্তার? তুমি পলিটিক্‌সই চাও না? সে কি একটা কথা, ডাক্তার?

তা হলে তুমি আর আমি মিল্‌ব কোথায়? শুনছিল বিনয় শাহেদুদ্দীনের কাছে, 'দেখেছ তো মজিদের অবস্থা? কিছু নেই! ওঁদের মত এমন দুর্দশার বোঝা বইতে আজ আর কংগ্রেসকর্মীরা পারে না। যাদব চক্রবর্তী বা বরদা মিত্র বা আমি—যাকে বলো, আমরা বারে বারে ব্যর্থতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। জোর পাই না। একটা অবলম্বন আমাদের চাই—এ্যাসেম্ব্লি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, নিদেন একটা ব্যাঙ্ক। ওরা তাজা বিশ্বাস নিয়ে তাজা খুন দিতে এখনো তৈয়ার—আর দিচ্ছেও। দেখ্‌লে ওদের বাড়ি-ঘর বুঝ্‌বে ভাই।'

দেখেছে বিনয় তখন মজিদের বাড়ি দূর থেকে। দেখ্‌ছে বীরু সেনের বাড়ি আজ একেবারে নিকটে। বীরু সেন বারে বারে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছে—দৈন্যের জন্য নয়, সত্যি বিনয়ের অসুবিধা হচ্ছে বুঝে। ঘটী থেকে নিজে জল ঢালবে—'ডাক্তারদা, হাত-পা ধুয়ে নিন্।' খড়ম এগিয়ে দিচ্ছে। এরূপ খড়ম বিনয়ের পায়ে দেওয়া অভ্যাস নেই—তাই বীরু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। 'ভিজে কাপড় ছাড়ুন'—কিন্তু কাপড় কই? নিজের কাপড়ও নেই। দাদার একখানা তাঁতের কাপড় কাঁচা ছিল অনেক দিনের—তাই বাক্স থেকে খুঁজে বের করে দিলে বিনয়কে পরতে। বস্‌বেনই বা ডাক্তারদা কোথায়? ওদের বৈঠকখানা নেই। বিয়ে করার পর নিজের একটা পড়-পড় খড়ের ঘর হয়েছে—দোচালা। তাতে তক্তপোষে বীরু সেন বসেছে ডাক্তার দাদাকে নিয়ে। একটা দিকে ঘরের জল পড়ে। সে দিকটায় নিজে চেপে বসে আছে বীরু—শিবুদা' বসে গেছেন মা'র কাছে। বিনয় সব দেখছে, বুঝ্‌ছে। বুড়ী মা চোখে দেখেন না, অন্ধ। বাপও বাতে কাতর—প্রায় অচল। বউঠান রান্নার জন্য ব্যস্ত—হয়ত আবার ছেলে হবে, বিনয় দূর থেকে দেখে বুঝ্‌ছে। রান্নাঘরে বারে বারে ভিজে যাচ্ছে নতুন বউ বেণু—ঘরে অতিথি, কি রাঁধবে? উনিশ বিশ বছরের মেয়ে

হয়ত সে—ময়লা রং, সাধারণ মুখশ্রী, দেখতে একটু ঢেঙা ধরণের। বীরু সেন মিথ্যা বলে নি—প্রেমে পড়ে বিয়ে করবার মত রূপ নেই বেণুর। তার সম্পদ ছিল তার দাদার নাম, আর বীরুর পক্ষে তা'ই যথেষ্ট।

বিনয় বসে বসে দেখ্‌ল। রাত্রি হল। খেল কচু আর কুমড়ো, আর মটরের ডাল। মাছ চেষ্টা করেছিল ভাইপোরা জালে ধরতে। মড়ুন্দি পেয়েছে, তার টক হয়েছে। যে বৃষ্টি।—বাজার হাটও কাছে নেই। মোটা চা'ল—লাল-লাল। বীরুই বল্‌লে: 'কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় নেই, ডাক্তার দা। কারুর ঘরেই আর ভালো চাল নেই—আমাদের তো বরাবরই কিনে খেতে হয়। দাদা তবু নিকটের হাটে সওদাগরদের দোকানে কাজ করেন,—তাই পাচ্ছি, পাবও।'

রাত্রি দুপুর হল। ঔষধ নিয়ে আস্‌ছে না কেউ তখনো। বীরুরই শয্যায় কাঁথার উপরে শুয়ে পড়েছে বিনয়। ঘুম বারে বারে ভেঙে যাচ্ছে। বুঝ্‌ছে—রোগীর ঘরে যেন ব্যস্ততা। উঠে গিয়ে বিনয় দেখ্‌ল—ভালো ঠেকল না। বুকে যেন নিউমোনিয়া খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে।

ঘরে ফিরে এসে বস্‌ল। রাত্রি ভোর হচ্ছে—কফের প্রকোপ বাড়ছে। বিনয়ও আর বসে থাকৃতে পারছে না। রোগীর ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করছে। একটা কাডিয়োজোল খাইয়ে রাখা যাক্‌। কিন্তু কোথায় ওষুধ? এই পথে আস্‌বেই বা কি করে?

সকাল হচ্ছে—ওষুধ আস্‌ছে না। বিনয় শিবুদা'কে ডাক্‌লে, বল্‌লে: শিবুদা, এবার কাজের পরীক্ষা। যে করে পরেন—এম-বি, সিক্‌স্‌-নাইন-থ্রি। না পেলে মিলিটারির হাসপাতালে যাবেন তাদের ডাক্তার সাহেবের কাছে, এই আমার চিঠি দেখাবেন। তাতেও না হলে পুরনো উপায়—চুরি, ডাকাতি, লুঠ। ছুটুন এবার।

বেলা বেড়ে চল্‌ল, রোগীর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। বিনয় হতাশ হয়ে গেল। বিকালের দিকে ফিরল যখন

দুজন—শিবুদা আর বীরুর আত্মীয়—তখন এম-বি সিক্‌স-নাইন-থ্রিরও সময় নেই—অক্সিজেনের সময়। কোথায় পাবে তা গ্রামে? শহরেই নেই।

নিবে গেল রোগীর জীবন। কান্নাকাটি শুরু হল। এ রাত্রিতে বিনয়ের শহরে ফেরা সম্ভব নয়। দাহ্ শেষ না করে শিবুদাই বা যাবেন কি করে? বিনয় বসে-বসে ভাব্‌ছিল ঔষধ বিভ্রাটের কথা—তার জীবনের এই প্রথম গ্লানির কথা। সেই রাতেই গিয়ে পৌঁছয় বীরুর সে আত্মীয় শহরে। তখন দোকান-পাট বন্ধ। কাউকে পায় না। বাদলার রাত্রি, বোমার ভয়—কেউ সাড়া দেয় না। ঘুম থেকে ওষুধওয়ালারা ওঠেই না; বলে, 'নেই'। যশোদাদাও শহরে নেই। সকালে বিনয়ের লেখা নিয়ে যে দোকানে যায় সবাই বলে 'নেই'।—'স্বরাজ ফার্মেসি' প্রথম বল্‌লে—'ক'টা চাই'? তারপর বিনয়ের নাম দেখ্‌ল, হাস্‌ল, বল্‌লে—'নেই আমাদের।' ঘুরে ঘুরে সে হতাশ। কি করবে সে ছেলে? পথে দাঁড়িয়ে কাঁদতে বাকী। আসল কথা বুঝলে সে তখন—কবে বিনয় নাকি কীন্ সাহেবকে দিয়ে ডাক্তারখানাগুলো তল্লাসী করিয়েছে, গোয়েন্দা লাগিয়েছে তাদের পিছনে;—আজ তাই তারা বিনয়ের লেখা দেখলেই বল্‌ছে, 'ওষুধ নেই।' হয়ত সত্যই নেই অনেকের, কিন্তু যার আছে সেও বলে, 'নেই।' শেষ পর্যন্ত শিবুদা' এল—তখন মজিদও এসেছে সর্ষেখালি থেকে। আগুন হয়ে গেল মজিদ। শিবুদাও তাই। মজিদ বল্‌লে, 'ওষুধ নেই—তা হলে এবারকার মতো দোকানও গেল।' এদিকে মিলিটারি ডাক্তারের কাছে যশোদাদা'র লোক বিনয়বাবুর চিঠি নিয়ে গেল। তিনি দিয়ে দিলেন—যত চাই। বল্‌লেন, 'আগে এলেন না কেন? এ ওষুধ আমাদের বহু আছে ষ্টকে। অন্যদের হয়ত তত নেই। তবে থাক্‌বার কথা—স্বরাজ ফার্মেসিতে।' তখন মজিদের রাগ দেখে ওষুধের দোকানদাররাও এসে বল্‌ছে, 'পেয়েছেন? নইলে বলুন। আমরাও জোগাড় করি

মিলিটারি হাসপাতাল থেকেই। চুপি চুপি ওখান থেকে আমরা আনাব কি এক আধ ফাইল?'

বিনয় আর শুন্‌তে পারে না। তারই এই নির্বুদ্ধিতা! মানুষকে বাঁচাতে চেয়েছিল সে বিষের কারবারীদের হাত থেকে—পারলে সে বাঁচাতে?

শ্মশানে যাবার আগে বীরু বলে গেল: ডাক্তারদা' আমি না আস্‌তে যাবেন না না-বলে।—পাশের এক বাড়িতে সে বিনয়ের আহার ও শয়নের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল।

বিনয় খেল—খেতে হল। শুল—শুতে হল। ঘুমুতে পারল না, ঘুমুতে চাইলও না। তারপর উঠে ঘরে পাইচারি করতে লাগল।

বিষ্টি থেমে গেছে। দূরে গ্রামের শ্মশানের হরিধ্বনি শোনা যায়। একটা আগুনের আঁচও যেন গাছ-লতা-পাতার মধ্যে কোথায় দেখা যায়। আর বিনয়? অক্ষমতা সে অনেক দেখেছে নিজের—বর্মার পথে ফিরতে ফিরতে—চোখের উপর দেখেছে মানুষকে মরতে। হয়ত সেখানেও ওষুধ ছিল অনেকের সঙ্গে, তবু দেয় নি তারা অন্যদের। ভেবেছে, 'নিজের জন্য হাতে রাখি'। কিন্তু এমন ভাবে মৃত্যু—এমন ব্যবসাদারীর প্রতিশোধ—এ বুঝি তখনো বিনয় কল্পনাও করতে পারে নি। কি কঠিন এই ব্যবসাদারীর নেশা—এ কি মানুষের পাপ! আর বিনয়েরও কি নির্বুদ্ধিতা! কে জানত সেই সহজ ব্যাপার থেকে এমন মর্মবিদারক ঘটনা ঘটবে। কে জানত? হয়ত ওরাও জানে না—ওই ওষুধের দোকানদারেরাও জানে না—কত বড় পাতকের জন্য দায়ী তারা। 'কে দায়ী তবে এই অন্ধ মাতার ক্রন্দনের জন্য?—কে? আমার পাপ, ওদের পাপ—সকলের পাপ—এই তো মানুষের পাপ।'

সকালে বিনয় রওনা হল—শিবুদা সঙ্গী। সারা রাত শ্মশানে জেগেছে। তবু বীরু আপত্তি করলে না। বললে: ডাক্তারদা, মন খারাপ করবেন না। বাঁচলেও দাদার কষ্ট বরাবরই থাকৃত। আরও

একবার নিউমোনিয়ায় ভুগেছেন—বরাবর কষ্ট পেতেন। তবে, বাবা, মা না থাক্‌লে এক রকম হত। আর—বুঝি না—হয়ত দাদা আমাকেই ফাঁকি দিয়েছেন—আমার জন্য আর তাঁদের ফাঁকি দেবার পথ রাখলেন না। বল্‌বেন—প্রমথদা'কে। বল্‌বেন আপনি—আমি তো আস্‌ছিই।

পথে বিনয় আর কথা বলে না। শিবুদাই যা দু' এক কথা বলেন: 'আর ঘণ্টা চার আগে এলেও হত, না, ডাক্তারদা?'

—হুঁ।

আবার নীরবতা।

১৫

বিনয়ের পক্ষে দু' দিনেও সে নীরবতা গেল না। শহর অসহ্য হল—গেল সে তাই মীরপুরে আর একবার। সীতার সঙ্গেও আবার দেখা হল। মন ওর খানিকটা যেন স্পর্শ করলে সীতার কথা: ডাক্তারদা, সেবার আমার তৃতীয় বোনটী মারা যায়। দুঃখ পেয়েছিলাম —'কেন ডাক্তার হলাম না। তা'হলে তো বাঁচাতে পারতাম—চিকিৎসা হত।' আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে—তাতেও কিছু হত না। ঔষধ না পেলে ডাক্তার হলে কি হবে? সেবার কুইনাইন্ খেয়েও বুঝেছি তা।—বিনয় জানতে চাইল তার বাড়ির কথা।

প্রমথ চক্রবর্তী শহরে এল, সব শুনেছিল। বল্‌লে: ডাক্তারদা, বৃথা নিজের উপরে সব দোষ দিচ্ছেন। দোষ একা কারুর নয়—আপনার তো মোটেই নয়। মানুষকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, দেখ্‌ছেন তো, তা কত শক্ত। লাভ আর লোভ—বুঝে দেখ্‌ছেন, তার ফাঁদ কত ভয়ানক আর সাংঘাতিক।

বিনয়ের মন শান্ত হতে চল্‌ছিল। প্রথম সে ভাব্‌ছিল—বৃথা সে ডাক্তারি পড়েছে। তারপর ভাব্‌ছিল—বৃথা সে এখানে পড়ে আছে।

তার বেলেঘাটার কারখানাই আসল জিনিস ; সেখান থেকে সে মানুষকে বাঁচাবার সত্যকার চেষ্টা করতে পারবে। টাকার তার অভাব নেই। সেদিনই সে শচীপ্রসাদের চিঠি পেয়েছে আবার—শীঘ্র যেন সে আসে। 'এই যাচ্ছে ব্যবসায়ের সময় ; এখন ওষুধের কারবারে কত লাভ।'

মনে পড়ল—'লাভ আর লোভ'। এই কি এ যুগের মানুষের রাজপথ ? বিনয়ইবা কোথায় চলেছে তবে ? লোভের পথে ?

ঠিক করেছিল বিনয় যাবে কল্‌কাতা।

কিন্তু একটা ঝড়ের মুখে বিনয়কে আবার পড়তে হল। পথের ওপরে দেখা ভূতনাথবাবুর সঙ্গে। তিনি বল্‌লেন : যাক্, ভালো হল, দেখা হল। আপনাদের কীন সাহেব ডাকিয়েছিলেন ; ব্যাপার সুবিধা মনে হচ্ছে না। শুনে রাখুন—আমি অবশ্য সমস্ত রিপোর্ট কাল রাত্রিতেই লিখে ফেলেছি। এক কপি আপনি পাবেন, শাহেদুদ্দীনকে পাঠাবার জন্য ; এক কপি গেছে মহাদেব ভাইর কাছে ; আর এক কপি কল্‌কাতায়। পৌঁছে যাবে ঠিক। দেখেছেন তো ওয়ার্ধার প্রস্তাব ? বুঝেছেন তো—এবার আমরা নাম্‌ছি আমাদের সত্যকার সংগ্রামে।

বিনয় বুঝ্‌ছে তা। কিন্তু কি হয়েছে কথাবার্তা কীনের সঙ্গে, সে তা জান্‌তে চাইল।

—ভালো নয়। ওরা ব্যুরোক্রাট, আর ওদের বিলিতী বিদ্যা ; কি বুঝ্‌বে ওরা এ দেশের ? বলে—'গ্রাম ছাড়তেই হবে—মিলিটারির দরকার।' আমি বল্‌লাম, 'ওদের যে খাবার পরার দরকার, তা দেখ্‌ছ না।' সে বলে, 'নিশ্চয়, তা আমরা দেখ্‌ছি।' কি দেখ্‌ছে ? বলে—'ত্মাখো, মিষ্টার ভদ্র, তুমি চরকার মজুরী দিয়েছ ছ' পয়সা ; তাঁতের মজুরী দিয়েছ দু' আনা। আমাদের এখানে মিলিটারির কাজ হচ্ছে—ওরা প্রত্যেকে পাচ্ছে বারো আনা,—আরো বেশিও পাবে, হয়ত এক টাকাই পাবে। ওদের সর্দার আর কণ্ট্রাকটাররা ওদের ঠকায় ?

সে তোমরা বন্ধ করো—আমিও তোমাদের সঙ্গে যোগ দোব। কিন্তু এখনো আমাদের মজুরীর হার বারো আনা, চৌদ্দ আনা। কাজ হচ্ছে, সাম্‌নে আরো কাজ বাড়বে। এই আমার এই এলেকার উপর দিয়ে দু' তিন কোটি টাকার জোয়ার বয়ে যাবে। হাঁ, কণ্ট্রাকটাররা তার অনেকটা মারবে—তা জানি। তবু ধরো, তার অন্তত দশ আনা এখানকার লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। আর, তার মানে বুঝেছ?' মানে আমি যথেষ্ট বুঝি। টাকা ছড়ানো অর্থ মানুষের খাওয়া-পরা বাড়ানো নয়—সে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌সের পুঁথিপড়া ছাত্র যাই বলুক। হল তর্ক। বলে, 'আমরা যা ক্ষতিপূরণ দিয়েছি, সে হারে ক্ষতিপূরণ ওরা কোনোদিন আশা করে নি'। এই 'গরু মেরে জুতো দানে'র বড়াই সাহেবের মুখেই শোভা পায়। বল্‌লাম, 'ওদের কাজকর্ম করা চাই তো?' বলে—'রয়েছেইতো মিলিটারির কাজ—এদের কাজের দাবী হবে প্রথম ও প্রধান।' বুঝেছেন? ওরা গৃহস্থ; আজ ভিটে-ছাড়া হয়ে ওদের মজুর হবে—এই ওরা চায়। সেই মতলবই ওদের। বুলি আওড়ায়—'মোবিলিটি অব্ লেবর,' 'পার্চেজিং পাওয়ার' বাড়ানো, আর এদেশের 'ইন্‌ডাস্ট্রিয়েলিজেশ্যান'—ইত্যাদি। আবার 'ডিফেন্স অব্ দি মাদার ল্যাণ্ড।' বল্‌লাম—'তোমরা না গেলে, সত্যি এদেশ আমাদের বলেও আমরা বুঝতে পারব না। সেই ওয়ার্ধার খবর বোধ হয় দেখেছ?' শুনেই তো আগুন। বলে—'জাপানকে ডাকৃতে চাও?' আমিও বল্‌লাম—'ছাখো, ওসব বলে কি হবে? আমরা অহিংসাবাদী। লড়াই বাধছে তোমাদের দু' দেশের হিংসার জন্য—মরব আমরা। কিন্তু এই হিংসার টক্করে আমাদের জুটিয়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় না।' ক্ষেপে উঠে বলে, 'ডিফেন্স অব্ সিভিলিজেশ্যান্।' আমি বল্‌লাম—'সিভিলিজেশ্যান্‌টা কোথায়? দেখ্‌ছ যা এই অঞ্চলে ঘটেছে, এখনো ঘটছে। জাপানীরাও এলে,—তোমরা যা বল্‌ছ—বড় জোর তা'ই নয় ঘটবে।' কীন তো শুনে চটেই আগুন—

আমি কিন্তু শান্তভাবেই বরাবর বলেছি—মারতে বাকী রাখ্‌লে আমাকে। এই হয়েছে কথা ;—আর এদিকে এই লোকজনের দুর্দশা, এসব আমি বলে এই রিপোর্ট তৈরী করে রেখে যাচ্ছি। এখন চল্‌লাম—বেলতলী মহিষমৈদানে প্রথম। তারপরে পূবে চলে যাব,— সর্বেখালি সল্লাখালি পরে, সেখানে তো চাষ বন্ধ, নৌকা গেছে, বাজারের সব ধান উজাড় করছে। ওদিক থেকে শীগ্‌গির ফিরব না। গোলমাল হতে পারে। তা আমি না থাক্‌লেও আপনারাও তো আছেন। আর নারায়ণ আছেন। তাঁর কাজ তিনি করাবেন, কিছু কি ঠেকে থাকে ?

বিনয় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তার নিজের ঘরে এসে বস্‌ল।

যশোদাবাবু তাড়াতাড়ি এসে বিনয়ের কাছে উপস্থিত।

—শুন্‌লাম আপনি ফিরেছেন। দু'বার খোঁজ করে গেছি কাল। প্রমথ ওরাও ফিরেছে নাকি ? ফেরে নি ? যাক্‌, এখন বীরুদের সর্বনাশ তো নিজেই দেখে এলেন। দেখুন দুর্ভাগ্য। আমি চাটগাঁয়ে গিয়ে ঠেকে আছি—বিমান-ঘাটির কণ্ট্রাক্‌ট হচ্ছে কিনা। লাখ ত্রিশ টাকার কাজ। সে পেয়ে গেছে এক পাঞ্জাবী, কি—মেহ্‌রা। হাঁ, চেনেন নাকি ? যাক্‌, আগে জান্‌লে ভালো হত। তা ওর হত পনের লাখই লাভ। সে কণ্ট্রাক্‌ট তখনি কিন্তু সে বিক্রী করে দেয় পাঁচ লাখ লাভে আর এক দল পাঞ্জাবী-বাঙালী ঠিকাদারদের। আমি তার মধ্যে একটা ছোট কণ্ট্রাক্‌ট জুটিয়ে নিয়েছি—লাখ আড়াই'র। তাতেই চাটগাঁয়ে ঠেকে ছিলাম—এদিকে যে সর্বনাশ জানিও না। দুর্ভাগ্য ; নইলে আর কি ? জানেন, হরেনদা' ছিলেন মাটির মানুষ। বীরুকে একটা দিন তাড়া দেন নি। মামা, মামী অনেক তাড়া দিয়েছেন—বীরু জেলে গেলে আবার কেঁদেছেনও। কিন্তু

হরেনদা বল্‌তেন—'আমাদেব দুরবস্থা। নইলে কাজ তো বীরু খারাপ করে না।' সেই সেবার লবণ-আইনের কাণ্ডে কংগ্রেসের হয়ে পাঁচ শ টাকা বীরু ধার করে। সঙ্গে আরও লোক ছিল। বীরু জেলে, তাদের অংশ তারা দিয়ে না দিয়ে এখন কংগ্রেসের নেতা। আর আমাদের "শ্রী ব্যাঙ্কে" সে টাকাই এখন সুদে-আসলে সাড়ে তিন হাজার। সুরেশ দত্ত সে ব্যাঙ্কের কর্তা—হাঁ, এই এম-এল-এ সুরেশ দত্ত,—তাঁর ভাই কলকাতায় ম্যানেজার। এত বল্‌লাম, 'সবই তো জানেন—এ টাকা তো বীরু নেয় নি। ওদের বাড়িঘর-জমিজমা নিয়ে কি হবে ?' বলেন—'আহা, ব্যাঙ্কের টাকা যে। পরের টাকা আমি ছেড়ে দেবার কে ?' আসল কথা, ওই প্রমথ বীরু ওরা এবার জেল থেকে বেরিয়ে এলে সুরেশ দত্ত আর ওদেব দেখ্‌তে পারেন না—ওরা কমিউনিষ্ট হয়েছে। ওরা কথায় কথায় তর্ক করে, ওরা প্রমাণ পত্র তোলে, ইকনমিক্‌স্‌, পলিটিক্‌স্‌, নানা বই বের করে—সুরেশ বাবুর সে বালাই নেই, এম্‌-এল্‌-এ হয়েও পড়াশুনাব ধারধারেন না। আর দাম্ভিক মানুষও। যুক্তিতে না পেরে আরও চটে যান। ভাবেন, তাঁকে ওরা বুঝি নেতা বলে সম্মান করে না। কিছুতেই বীরুকে কিছু ছাড়লেন না তিনি। তাই জমিজমা সব আগেই বীরুদের গেছে। বাড়িঘরটুকু এখানে আছে—দেনাও তেমনি আছে। হরেনদা' কিন্তু কিছু বলেন নি কোনো দিন বীরুকে। সেই বীরু এখন করবে কি ?—অবস্থা তো দেখেছেন।

বিনয় সব দেখেছে। সেই দৃশ্য ভুলতে পারে নি বলেই আজ দিন সাতেকেও আর কোনো কাজে উৎসাহ পাচ্ছে না। হয়ত হরেনবাবুও ওরই একটা অপরাধে মারা গেলেন ওষুধ না পেয়ে।

যশোদা চৌধুরী বল্‌লেন : এ আপনার ভুল ধারণা। আমার এখানকার লোকজনেরা করলে কি ? একটা রাত, একটা দিন ওরা কানেই তুল্‌লে না এ সব কথা। আমি না থাকাতেই এই ঘটল।

নইলে দোকান লুট করতাম। আগেকার দিন থাকলে মজিদই আজ লুট করত। ওরা কমিউনিষ্ট হয়ে ভেড়া হয়ে গেছে—বলেছি আমি বীরুকে একথা। সে হাসে। সে তো যেমন-তেমন হল—এখন কি করা যায় বলুন তো?

বিনয় কথাটা বুঝতে পারল না। সে কি করে জানবে, কি করা যায়? যশোদা চৌধুরীর সময় কম। তাই নিজেই তাড়াতাড়ি বললেন: আমি বলি এবার বীরু কাজকর্ম করুক। আমার সঙ্গে আসুক—নইলে ও গোষ্ঠীর পথ কই আর? হাঁ, আপনি অবশ্য ভালোই বলবেন তা। কিন্তু প্রমথ, মজিদ ওদেরও একটা মতামত চাই। হাঁ, সহকর্মীর মতামত চাই—হাজার বার। আমার সঙ্গে এলে বীরু কাজ করতে পারবে। আমি ওকে কর্মচারী করে নোব না। ও হবে আমার ম্যানেজার এবং পার্টনারও। মহেশবাবু? জানি আমি, তিনি আসতে চান। অনেকে অনেক কিছু হতে চান—কিন্তু তা আমি বুঝি না। আমিও মানুষের দাম জানি, বীরুর দাম আমি বুঝি। তা ছাড়া—সে হল একটা দেশের কর্মী—যা-ই হই একদিন আমিও ওর পথে পা বাড়াতে গিয়েছিলাম। পারি নি এগোতে—কিন্তু একেবারে অমানুষ নই তো।

বিনয় যশোদা চৌধুরীর প্রস্তাবে একটু বিস্মিত হল। এ জাতীয় লোকদের মধ্যে যে একটা চতুরতা আর ফন্দিবাজী সে দেখেছে তাতে যশোদা চৌধুরীর কথা বিশ্বাস করা যায় কি? এত সহৃদয়তা? যশোদা চৌধুরী উঠলেন—এখনি বেরিয়ে যাবেন কাজে শহর থেকে।

—'কিন্তু কথাটা প্রমথদেরকে আপনি বলবেন, ডাক্তারবাবু। ওদেরও একটা মত আছে; বীরুর উপর ওদের দাবীও তো কম নয়।

তিনি চলে গেলেন। কাজের লোকের ব্যস্ততা তাঁর গতিতেও কথায় এসে গেছে। সময় নেই তাঁর। কিন্তু এরি মধ্যে একদিন যে তিনি স্বদেশী ছিলেন—সে স্মৃতি, সে মর্যাদা বোধই তাঁকে অনেকখানি মানুষ করে রাখছে—তাই না?—বিনয় বসে বসে ভাবতে লাগল।

এই স্বদেশী আর পলিটিক্‌স্—সত্যই কি এরও দান আছে মানুষের জীবনে, তার চরিত্রে, তার ব্যবহারে? শুধু শাহেদুদ্দীনের মত মানুষেরই মধ্যে সে দান জমে উঠে না। হয়ত সে দান জমে থাকে—নিজেদেরও অজ্ঞাতে, পৃথিবীরও অজ্ঞাতে—এমনি কর্মব্যস্ত ব্যবসায়ীর মনেও? যশোদা চৌধুরীর আর মুরারি সেনেরও মনে।

চিন্তার কিন্তু অবসর মিল্‌ল না। ভূতনাথ বাবু গ্রামে বেরিয়ে যেতেই প্রমথ ওরাও সে সব অঞ্চলে কর্মীদের পাঠিয়ে দিয়েছিল।

খবর এসে গেল—ভূতনাথ বাবুকে জিলা থেকে বের করে দেবার হুকুম জারি হয়েছে। বিনয় বুঝ্‌লে, অবস্থা জটিল হয়ে উঠ্‌বে। তারপর দু'দিন পরেই খবর—ভূতনাথ বাবু গ্রেফ্‌তার হয়েছেন মহিষ মৈদানে। পথেই হাকিমহাকা। এ খবর শুনে হাকিমহাকার মুসলমানরা তাকে ছাড়িয়ে নিতে যায়। দাঙ্গা হয়েছে—অনেকে গ্রেফ্‌তার হয়েছে।—বিনয় চমকিত হল।

নানা খবর আস্‌ছে। সবই গুজব। কিন্তু ঘণ্টা কয়েক পরেই বিনয় দেখ্‌ল—পুলিশে ঘেরাও করে নিয়ে যাচ্ছে ভূতনাথ বাবুদের। সঙ্গে আরও অনেকে। ভূতনাথবাবু সস্মিত মুখ, আর মুখে বল্‌ছেন—'জয় রাম, জয় রাম, রাম রাম, হরে হরে।' সঙ্গে কে? শিবুদা' না? খুব উৎফুল্ল মুখ। বিনয়কে দেখেই ওখান থেকে চেঁচিয়ে বল্‌লেন শিবুদা': ডাক্তার দা। বিছানা পত্র পাঠিয়ে দেবেন। আর খাবার।

সে গেল কি করে সেখানে?

—মহিষমৈদানে ছিলাম। পূবের এলেকায় যাই নি। ভাব্‌লাম দেখে যাই—এখানে কি কাণ্ডটা হয়। আর পুলিশ ধরে ফেল্‌লে—বলে, 'চলুন।' আমি বল্‌লাম—'বেশ।'

পথে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হয়েছে নাকি?

—না, না। উনি সকলকে বললেন—"তোমরা বলো, 'জয় রাম', 'জয় রাম'—আর 'মহাত্মাজীর জয়'—খুব শান্ত থেকো, এক পাও নড়ো না।" তবে, হাকিমহাকার মুসলমানরা খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল—ওসব কথায় চলে গেল। সেখানে কিন্তু কারুর যাওয়া দরকার। আপনি খবর দিবেন মজিদকে।

থানার দিকে যেতে যেতে শিবুদা' মহোৎসাহে এ সব গল্প বল্‌তে লাগ্‌লেন। চল্‌তে চল্‌তে বিনয়ও আরো অনেকে শুন্‌তে লাগ্‌ল।

সোনাকান্দির মোহন দাস, গফুর আর কুদ্দুস তাকে ফিরবার পথে ধরল। সরকারী ডাক্তারবাবুকে বিনয় বলে দিক্—যেন বেশি ঘুষ না চায়।—ওরা যেতে চায় ফৌজে—ডাক্তারবাবু 'ফিট্' যেন করে।

—যুদ্ধে যাবে কেন?

—খাব কি বাবু? ঘরে ধান চাল নেই।

জন পঁচিশ লোক বসে আছে সার করে। প্রতিদিন এমনি ভিড়। কারুর খাবার নেই—তাই যুদ্ধে চলেছে ওরা।

ভূতনাথ বাবুর সমস্ত কথার যেন ওরা সমর্থক,—আর কঠিনতম অস্বীকৃতিও। কেউ হিংসা অহিংসা বোঝে না, চায় শুধু বাঁচতে; আর বাঁচবার সেই পথ যেন ওদের বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

শেষ বেলায় শিবুদাদের কোর্টে হাজির করা হয়। জামিন চাওয়া হল, সেকেণ্ড অফিসার বল্‌লেন—পুলিশের রিপোর্ট দেখে কাল সে বিষয়ে হুকুম দেওয়া হবে। শিবুদার জন্য জিনিস-পত্র খাবার পাঠাতে গিয়ে বিনয় দেখ্‌লে—ওর কোনো কিছু নেই। নিজের কিছু কিছু জিনিস ব্যবস্থা করে পাঠাতে পাঠাতে প্রায় রাত্রি হয়ে গেল।

নীরদ বসেছিল, বল্‌লে: শিবুদা' ওখানে গেলেন কি করে জানেন?

—না। কিছু বলেন নি।

বীরুদের তরুণ কর্মীদের মধ্যে প্রধান নীরদ বিনোদ—আর ছাত্রদের মধ্যে চিন্ময়। বিনয় তাদের দেখেছে সোনাকান্দিতেই।

—তাঁ'কে যেখানে পাঠানো হল—সেখানে যান নি। সেদিক খালি। ওঁকে পাহাড়খাড়ীর লোকেরা চেনে—সরল চাষী তারা। সেখানে না গিয়ে এই ভূতনাথ বাবুর সঙ্গে নাচ্‌তে তিনি গেলেন কেন?

ভয়ানক রুষ্ট হয়েছে নীরদ শিবুদা'র উপর। সেদিনও ছাত্র ছিল সে, ইউনিভার্সিটির ছাত্র, ডন কুস্তী করে—স্বাস্থ্যের জন্য যত্ন নেয়, বেশ দেখ্‌তে। তাই বোধ হয় তার কথায় তীব্রতা এখনো বেশি। কাজটা শিবুদাও ভালো করে নি, তা বিনয় বুঝ্‌ছে। কিন্তু ওরা ওই মানুষটাকে কি চেনে না? শিবুদা ওদের ফৌজ হবার জন্য জন্মে নি—তাকে ওরা বুঝ্‌ছে না—ওদের পলিটিক্‌স্ চাই। বিনয় শিবুদা'কে চিনে, শিবুদা' ভবঘুরে।

সীতা রায় খিজুকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে: 'ওঁদের দলের সবাই শিবুদা'র উপর চটে গেছেন। প্রমথও শহরে নেই। আপনি কি দেখ্‌বেন ডক্‌টর মজুমদার শিবুদা'র জন্য কি করা যায়? একবার খাঁ বাহাদুরের সঙ্গে কথা বল্‌লেই সব জানতে পারবেন। আমিও বল্‌তে পারি আমাদের সেক্রেটারি বৈকুণ্ঠবাবুকে কিংবা আমার বাড়ির মালিক মহিমবাবুকে। বলব কি?' ভালো লাগ্‌ল বিনয়ের এই চিঠি। এই তো সীতা রায় বুঝেছে—শিবুদাকে। অথচ শিবুদার দলের লোক তাকে চেনে না, ভাবে শিবুদা কেন তাদের মত হল না?

খাঁ বাহাদুরের কাছে বিনয় গেল। তিনি বিনয়কে বাড়িতে দেখে সমাদর করলেন। বল্‌লেন: কি জানেন, মামলা-মোকদ্দমা,—আবার দিল্লী দৌড়ানো। নইলে ইচ্ছা করে আপনাদের সঙ্গে একটু গল্প করি।

শিবুদা'র কথা উঠ্‌ল। সব শুনে খাঁ বাহাদুর খুব আপ্যায়িত করে বল্‌লেন: দেখ্‌ব আমি সব। আপনার ভাব্‌তে হবে না। কিন্তু আপনাকে গোপনে বল্‌ছি—কীন্ সাহেব ভূতনাথ বাবুকে এবার

ছাড়বেন না। আপনি তাঁর কথা বল্‌বেন না, পারব না। আরও গোলমাল না বাড়ালেই হয়।

—আবার গোলমাল কি ?

—না। সে কিছু নয়। তবে যা-ই বলুন—মিষ্টার গান্ধীর কথামত ভূতনাথ বাবু এঁরা কিন্তু বড় গোল পাকিয়ে তুল্‌ছেন।

বিনয় শুন্‌লে 'মিষ্টার গান্ধী' সরকারের সঙ্গে কি রকম ব্রিচ্‌-অব্‌-ফেথ্‌ করেছেন। প্রথম তিনি মুসলমানদের সঙ্গে কথার খেলাপ করেন—কোনো আপোষ করলেন না। ভাব্‌লেন,—ক্রিপ্‌স্‌-লিনলিথ্‌গো তাঁকে যেন তা হলেই সব দেবে। নইলে এই খাঁ বাহাদুরই কি খেলাফতের সময়ে 'মিষ্টার গান্ধীকে' মানতেন না ? এখন আবার ইংরেজদের সঙ্গেও তিনি চাল খেল্‌তে যাচ্ছেন—অথচ ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারে বোমা পড়বে শুনেই তাঁর চোখে জল এসেছিল আগে।

বিনয়ের শুন্‌তে ভালো লাগ্‌ছিল না। তবু বেশি আপত্তি না করে শুন্‌লে। তারপর ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাড়ি ফিরল—সত্যই কি শিক্ষিত মুসলমানদের গান্ধীজীর সম্বন্ধে এরূপই ধারণা ? উপায় কি তবে এর ?

নীরদ দত্ত আবার এল : কাল সকালে যেতে পারবেন না কীনের কাছে ? জাহেদ সাহেব রাজী হয়েছেন—দরকার হলে শিবুদা'র জন্য তিনি জামিন দাঁড়াবেন কাল।

বিনয় গেল কীনের কাছে। কীনের এবার অন্য মূর্তি। কোথায় যেন বেরুবে। বল্‌লে : ডক্‌টর মজুমদার, আধ ঘণ্টা কিন্তু—তারপরে আমাকে মাপ করতে হবে। কিন্তু গাউথালি ওদিককার কথা শুনেছ—তোমরা খুশী ?

—অনেকটা। কিন্তু এদিকে ? এদিকে যে গোল বাধ্‌ল। ভূতনাথ বাবুর ব্যাপারটা বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে তো।

কীন এবার গম্ভীর হল। বল্‌লে: করতে পারত। কিন্তু এবার আর করবে না।—তারপরে থেমে বল্‌লে: জানো ডক্টর মজুমদার, কত বড় কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটা। তোমার বাড়ির বৈঠকের ওঁর সমস্ত কথা আর বক্তৃতার রিপোর্ট আমি দেখেছি। চমকে যেয়ো না। শুনে রাখো—অহিংসার নামে আজ জাপানকে বাধা দেওয়ায় ওঁদের আপত্তি। আমি জানি—তোমাদের স্বাধীনতার দাবী। আমি তা মানিও। কিন্তু এই অহিংসার ভড়ং আমি সহ্য করতে পারি না—তোমাদের মহাত্মাকেও না! জওহরলালকে আমি বুঝি—সত্যই এ দেশ তোমাদের, তোমাদেরই থাকা উচিত দেশ রক্ষা করবার অধিকার। তার সঙ্গে আমাদের মিলিটারি প্রয়োজন খাপ খাইয়ে নেওয়া দরকার। এ অতি সত্য কথা। কিন্তু সমস্ত কংগ্রেসকে বিপথ-চালিত করছেন মিষ্টার গান্ধী। ভেবেছেন—'আকসিস্ জিতবেই। অতএব এবার সময় থাকতে সরে পড়ি ডিমোক্র্যাসির দল থেকে।'

বিনয় ভাব্‌লে—এ কথা কি সত্য? অন্তত ইংরেজের চোখে এই অসত্যই কি এখন সত্য হয়ে উঠ্‌ছে?

বিনয় বল্‌লে: এটা বোধ হয় অবিচার করছ—গান্ধীজীর প্রতি।

—সম্ভবত। কিন্তু তাঁর কাজের যা ফল তা দিয়েই আমি তাঁকে চিনি। আর এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। গ্যাখো, আমি লাস্‌কির ছাত্র। জানি—এ যুদ্ধ শুধু দেশে দেশে যুদ্ধ নয়, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ নয়—গৃহযুদ্ধও। আমাদের দেশে মস্‌লি আছে। তোমাদের দেশেও কি মস্‌লি নেই? আমাদের দেশেও যারা যুদ্ধের চূড়ায় তারাই কি সবাই ডিমোক্র্যাসির জয় চায়? তা হলে, তোমাদের দেশেও যারা কংগ্রেসের চূড়ায় তারা যদি সে জয় না চায়, বিস্মিত হব কেন? এদেশে এতদিন আমরা দেখ্‌ছি ব্যুরোক্রাসির জনাতঙ্ক—কিছুতেই জনতাকে ক্ষমতা দেবে না। কিন্তু আমরাও দেখ্‌ব যেন সত্যি ডিমোক্র্যাসির জয় হয়—বাইরের যুদ্ধেও। বলো এবার, কি বল্‌বে ডক্টর।

বিনয় বিপন্ন বোধ করছিল। ভুল ধারণা বেড়ে যাচ্ছে গান্ধীজীর সম্বন্ধে চারদিকে। মুসলমানরা তাঁকে বুঝতে চান না, কীনের মত ইংরেজরাও তাঁকে বুঝতে পারে না। কি করে এ ভুল ভাঙবে এঁদের? বিনয় বেশ বুঝ্‌ছে—এই ভুলের বেসাতিই পলিটিক্‌স্—তাই বিনয় তার দিশে পায় না। বরং উপস্থিত কাজের কথা বলা ভালো, তা বল্‌তে পেয়ে বিনয় বাঁচল।

বিনয় বল্‌লে: বেশ। তা হলে এই শিবুদা'কে ধরে আন্‌লে কেন?—তোমার পুলিশেরা ভালোই জানে—সে সত্যই 'জনযুদ্ধের' সমর্থক, হয়ত কমিউনিষ্টও।

—তুমি ঠিক জানো—সে যুদ্ধ-বিরোধী নয়?

—যুদ্ধ-বিরোধী নয় নিশ্চয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী।

কীন ভেতরে গেল। ফাইল নিয়ে এল, খুলে দেখ্‌লে। পরে বল্‌লে: শিবু একটি আহাম্মক। কেন সে ওই ভুতনাথবাবুর সঙ্গে গ্রেফ্‌তার হবার জন্য ব্যস্ত হল?

—সে তুমিই বলেছ, আহাম্মক বলে। মানে, সে খাশা মানুষ।

—আর তাই দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং দেশের পক্ষে অমঙ্গল-জনক। যাক্‌, বেশি গোলমাল না করে থাকলে সে খালাস পাবে।—কিন্তু ভুতনাথবাবুর কথা তুমি না তুল্‌লেই আমি খুশী হব। গুড্‌-বাই—এবার আমি যাব।

বিনয় ফিরে এল। সত্যই দুপুরে শিবুদা এসে হাজির।—'ছেড়ে দিলে কোর্ট থেকেই।' আর ভুতনাথবাবু?—তিনি বলে দিলেন—'জামিন আমি চাই না। আমি চাই সত্য। শ্রীরামজী সহায় হলে তাই লোকদের বলেছি,—বলবও।' অদ্ভুত মানুষ!

নীরদ দত্ত শিবুদাকে এবার তিরস্কার করতে লাগ্‌ল। বালক সে—শিবুর তুলনায়। কিন্তু শিবুদার মুখে শুধু সেই অর্থহীন হাসি। পরে নীরদ অন্য কাজে গেলে বিনয়কে শিবুদা বল্‌লে: কি করি,

ডাক্তারদা? ভুতনাথবাবুকে ধরতে পুলিশ এসেছিল। শুনেই যুগীরা যে যেদিকে পারে ছুটতে লাগ্‌ল। লজ্জা করতে লাগ্‌ল আমার। পুলিশেরা হাস্‌বে? বল্‌লাম—'যাস্‌ কোথায়?' টেনে দু' চার জনকে জড়ো করলাম। বল্‌লাম, বলো 'কংগ্রেস কী জয়।' কেউ বলে না—ওদের গলা ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নতুন দারোগা আনোয়ার, বললে—'আপনাকেও নিতে হবে তা হলে।' বল্‌লাম 'নিন না।'—আচ্ছা, নীরদ তো খুব রাগ করছে, কিন্তু একটা প্রেষ্টিজ্‌ আছে তো কংগ্রেস কর্মীর? ভুতনাথবাবুকে নিয়ে এল—আর গাঁয়ের সব পালিয়ে গেলে তা থাকত?

বিনয় বল্‌লে: ঠিকই তো। কিন্তু এখন? এখন কি করবেন শিবুদা? কংগ্রেস কর্মীর প্রেষ্টিজ্‌ আবার রাখ্‌তে যাবেন নাকি?

সলজ্জ হাস্তে শিবুদা বল্‌লেন: না, কাজটা অন্যায় হয়েছে; কিন্তু কি করি তখন? এবার পাহড়খাড়ীতে যাচ্ছি—খেয়ে নিয়েই নীরদের সঙ্গে যাব। সেখানেও তো কাজ পড়ে আছে।—শিবুদা গম্ভীর হলেন বল্‌তে বল্‌তে।

—দেখ্‌বেন, কংগ্রেস কর্মীর প্রেষ্টিজ্‌ যেন আবার বাঁচাতে না যান। এবার লোকগুলোকেই বাঁচান।—আর, একাবার মিস্‌ রায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবেন না? সে তো দ্বিজুকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে বসে আছে।

—সীতা?—শিবুদা বল্‌লেন—আবার গাড়ী ফেল করিয়ে দেবে গল্প করে। আর প্রমথ এমনিতেই চট্‌ছে, তা শুন্‌লে আরও রাগ করবে।

—কিন্তু একবার দেখা করে যাবেন না?

শিবুদা দ্বিধায় পড়লেন, বল্‌লেন: যাব?—দেখি—

কিন্তু দুপুরে কীন ফিরে এল—হাকিমহাকার বেছে বেছে পাঁচ জনকে গ্রেফ্‌তার করে এনেছে। তারা বেলতলীর ওদিককার গ্রামের লোকদের গ্রাম না ছাড়তে উস্কানি দিচ্ছে। আর এই পাঁচ জনের মধ্যে একজন নিকটের গ্রামের মহুরজমান।

শিবুদা এবার আবার ঠেকে গেলেন: যাই কি করে—মন্নুদের একটা কিছু না হতে? প্রমথ নেই শহরে—

নীরদ দত্ত গর্জে উঠ্‌ল: ঠিক এমনি অবস্থা হবে পাহাড়খাড়ীর। আর তার জন্য আপনি হবেন দায়ী।—পরে বিনয়কে বল্‌লে: ডাক্তারদা, প্রমথদা, এসে যাবেন আজ সন্ধ্যায়। ততক্ষণ মন্নুদের একটা জামিনের ব্যবস্থা আর যা-যা হয় করবেন। দেখুন, মুসলিম লীগ্‌ বা জাহেদ সাহেব এগোয় কিনা। যা পারেন—আমরা দেরী কর্‌লে ওদিকেও বিপদ হবে।

বিনয় দেখ্‌লে নীরদের ব্যক্তিত্ব আছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিবুদাকে যেতে হল। সীতা গল্প করে গাড়ী ফেল করাতে পারল না।

জাহেদ সাহেব সেদিন জামিনের দরখাস্ত করলেন। পরদিন হুকুম হবে জানা গেল। সন্ধ্যায় এসে গেল একদিকে বাঈ আম্মা, আর দিকে প্রমথ চক্রবর্তী। এবার বিনয় দেখ্‌তে পেল প্রমথ চক্রবর্তীর কর্মতৎপররূপ। সমস্ত জেলা সে ইতিমধ্যে ঘুরে এসেছে। ভাব্‌ছিল যাবে চরে, এমন সময় খবর পেয়ে এদিকে এসেছে। অন্য মহকুমায়ও এসব গোলমাল কম নয়। হিসাব নিয়েছে সকলের কাজের, প্রত্যেকের কাজের উপর তার কড়া নজর। একবার জিজ্ঞাসা করলে: বীরু সেন আস্‌তে পারে নি। না?

বিনোদ ভৌমিক বল্‌লে: না।—প্রমথ চক্রবর্তীও একটু ভাব্‌তে লাগল। বিনয় তাকে যশোদা চৌধুরীর প্রস্তাবটা জানালে। প্রমথ বল্‌লে: বীরুর চিঠিও আমি পেয়েছি। কি করবে, বীরু নিজেও ঠিক বুঝ্‌তে পারছে না। কাজেরও তো শেষ নেই এদিকে।

বাঈ আম্মার সঙ্গে এসেছে হাকিমহাকার গ্রামের দু'জন লোক। এদের কাছ থেকে জানা গেল সব সংবাদ। সেদিন ওরা সত্যি বাধা দিতে গেছল ভূতনাথবাবুর গ্রেফ্‌তারের পরে। 'বাবুজী' ওদের গ্রামে গেছলেন। সেখানে ঠিক হয়—ক্ষতিপূরণ না পেতে বেলতলীর ওদিককার কেউ যাকে

না। হাকিমহাকারও সবাই তা বলেছে। তাই 'বাবুজীর' জন্ম ওদেরও মহব্বত আছে। সন্ধ্যায় মনুরুজ্জমান আসে—বৈঠক করে। দশখানা গ্রামের লোক জড় হয়। হাকিমহাকার লোকদের লড়তে হবে না, কিন্তু তার পশ্চিমেই সব গ্রাম খালি করে দিতে হবে—হাকিমহাকার বোর্ড ইস্কুলে তার সভা হবে। আম্মাও আসেন সেখানে। বলেন—'তোরা কে কে আসবি—বুড়ী বিধবা অনাথা, আয় আমাদের গাঁয়ে। তারপর খেসারৎ? সে আমাদের ব্যাটারা আছে। না দিয়ে যাবে কোথায় সরকার? আমাদের ব্যাটারা ইন্‌কেলাবের দল—তাদের ইমান ঠিক আছে, দেখ্‌বি।' কাল এসব কথা হয় রাত্রে। বৈঠকে কিছু ঠিক হয় নি। তবে পুলিশের সঙ্গে কাজিয়া মারামারি করবে না, তা ঠিক হয়। আজ তো সকালে সাহেব এলেন। ওসব গ্রামের লোকদের বলেন, 'তোমরা গ্রাম ছাড়ো। কাল থেকে তোমাদের খেসারৎ মিল্‌বে।' মনু বল্‌লে—'সাহেব, অর্ধেক আজই দেওয়ার হুকুম করো। কালই ওরা গ্রাম ছাড়বে।' কি বুঝলে সাহেব, কে জানে। নিয়ে এল পাঁচজন মাতব্বরকে ধরে।

প্রমথ চক্রবর্তী বিনয়কে বল্‌লে: একযোগে ডিপুটেশ্যান নিয়ে চলুন কীনের কাছে। আপনি ব্যক্তিগত খাতির দিয়ে কাজ উদ্ধার করবেন না। তাতে জাতির চেতনা বাড়ে না—সরকারেরও চেতনা জন্মে না।

বিনয়কে নিয়ে সে বেরুল তখনি। বুড়ো বরদাবাবু বল্‌লেন, 'আমরা গেলে উল্টো ফল হবে। কীন্ সাহেব ভূতনাথবাবুর ব্যাপার থেকে কংগ্রেসের উপর খাপ্পা। আর কংগ্রেস তো প্রতিষ্ঠান হিসাবে বন্ধ হয়ে আছে—কাজেই তার থেকে কেউ যেতেও পারে না।' জাহেদ সাহেব সহজেই রাজী হলেন—মুসলমান গ্রাম, মুসলমান গ্রেফ্‌তার হয়েছে, তিনি এম-এল-এ; যেতে হবে বৈ কি? খাঁ বাহাদুরের কাছে বিনয় যেতে তিনিও রাজী হলেন—জাহেদ যাচ্ছেন? আচ্ছা, হাফেজের যখন দেখা নেই, লীগের প্রেসিডেন্ট হিসাবে খাঁ সাহেবই যাবেন।

ডাক্তারদাও তৈরী, তিনি যাবেন 'জনরক্ষা সমিতি' থেকে। প্রমথ,— সেও যাবে 'কৃষক সমিতি' থেকে। কিন্তু বাঈ আম্মা বলেন: বাপু, সাহেবকে আমি একবার বল্‌তে চাই।

বিনয় বল্‌লে: বাঈ আম্মা—সে তো ইংরেজিওয়ালা।

প্রমথ চক্রবর্তী বলেন: তাতে কি? বাঈ আম্মা যাবেন—উনি মেয়েদের প্রতিনিধি। তা ছাড়া হাকিমহাকার অবস্থা উনি ছাড়া আমরা কি জানি?

সত্যি গেল বাঈ আম্মাও। কীন প্রথম ডিপুটেশ্যান্ দেখে একটু শাসক-সুলভ গাম্ভীর্য অবলম্বন করলেন। হাঁ, না, বলে জবাব দেন। বাঈ আম্মা কিছু বুঝ্‌ছেন না—কি কথা হচ্ছে। বিনয়ই প্রথম দু' একবার তা বুঝিয়ে দেন তাঁকে নিম্নস্বরে। হঠাৎ ক্ষ্যাপা কীন্‌এর সেদিকে নজর গেল। বল্‌লেন—ইনিই মেয়েদের প্রতিনিধি?

বিনয় বল্‌লে: হাঁ।

কিন্তু খাঁ বাহাদুর ও জাহেদ সাহেব বড়ই লজ্জিত হয়ে পড়লেন। মুসলিম জেনানা। অবশ্য বুড়ী। কিন্তু লেখাপড়া জানে না, ওকে নেওয়া কেন? বাঈ আম্মাকে সঙ্গে নিতে ওদের অমত ছিল বরাবর। সাহেবের সাম্‌নে এতে মুসলমান সমাজ ছোট হয়ে যাবে যে।

কীন্ উঠে দাঁড়াল: এঁর পরিচয়?

প্রমথ বল্‌লে: আমাদের সকলকার মা, তাই বাঈ আম্মা। তবে ওঁর ছেলেই মনুরুজ্জমান—যাকে তোমরা ধরে এনেছ।

খেয়ালী কীন্ উঠে গেল বাঈ আম্মার সাম্‌নে—চোখে তার খেয়ালী হাসি, মুখে ভাঙা-ভাঙা বাঙ্‌লা কথা। প্রথমে নিজে আদাব দিয়ে বল্‌লে: আম্মা, কি চাই তোমার?

আম্মা প্রথম যেন বুঝল না, তাকেই কি সাহেব জিজ্ঞাসা করছে? প্রমথ তা বল্‌তে গেলে কীন প্রমথকে থামালে, বল্‌লে: না, আমিই কথা বল্‌ব আম্মার সঙ্গে। বলে আবার বল্‌লে: আম্মা কি চাই?

বাঙ্গি আম্মা এবার একটুও বিব্রত হল না, বল্লে : চাই ? ওদের ধরেছ কেন—আমার ব্যাটাদের ?

এক মুহূর্তে বিনয়ের মনে একটা গর্বের তরঙ্গ খেলে গেল। তাকিয়ে বুঝ্লে কীন্‌ও বেশ আকৃষ্ট হয়েছে, মজা পাচ্ছে।

—তারা বড় বদমায়েস আছে, আম্মা।

রেগে গেলেন আম্মা : বদমায়েস তারা ?

—হাঁ, সরকার গ্রাম ছাড়তে বল্‌ছে—লড়াই চল্‌ছে তো ?

—চল্‌ছেই তো লড়াই। মজদুর কিসানের রাজ লড়াই করছে, আমরাও লড়াই করব। আমাদের ব্যাটারা যাবে সে লড়াইতে। তারা গেছেও,—আমার ব্যাটা, মফিজের ব্যাটা, হাসিনার নাতি—আমাদের ব্যাটারাই লড়াইতে যাচ্ছে প্রতিদিন।

কীন এবার নিজে আশ্চর্য হল। বিনয় জানাল তাকে—বাঙ্গি আম্মার ছেলে থাকেক হয়ত সমুদ্রে, কিংবা যুদ্ধে। কীন বল্লে বাঙ্গি আম্মাকে : কিন্তু তোমাদের ওসব গ্রামের লোকেরা গ্রাম ছাড়ছে না কেন ?

—তোমরা খেসারৎ দিচ্ছ না কেন ? ওদের বাড়ি কই, ঘর কই, টাকা কই ? এই তোমাদের ইন্‌সাফ্ ? ওরা লড়াইতে যায়—আর ওদের বাড়ি কেড়ে নাও, জমি কেড়ে নাও ?

—খেসারৎ তো কাল থেকে দোব বলেছি।

—ওরাও টাকা পেলেই পরশু থেকে যাবে, বল্‌ছে।

—ঠিক আম্মা ?

—ঠিক। বেইমানী কথা আমরা বলি না।

—বেশ। তোমার ব্যাটাকে তা হলে নিয়ে যাও।

—আর, অন্য ব্যাটাদের ?

—তাদের পরে দেখব।

—ওরা থাকবে, আর মন্নু যাবে বাড়ি ? এই তোমার ইমান, সাহেব ?

কীন্ সাহেব চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পরে ইংরেজিতে বল্‌লে: মা, তুমি জিতেছ। তার পরে আবার দেশী বাংলায়: তা হলে কোনো গোলমাল হবে না—ওরা পরশু থেকে গ্রাম খালি করে দেবে?

—নিশ্চয়। তোমরাও কাল থেকে খেসারৎ দাও—যে পাবে সে খালি করে দেবে তার বাড়ি।

কীন্ নিজের আসনে এসে বস্‌ল। বল্‌ল: এখন সবে ছাড়া পাবে জামিনে, কেমন খাঁ বাহাদুর? কিন্তু আপনারা একত্র যেমন এসেছেন তেমনি একত্র আমাকে সাহায্য করুন। গবর্ণমেণ্টকে আমি জানাব—আপনাদের এই ডিপুটেশ্যানের কথা—জনমত তৈরী হচ্ছে—সরকার ঠিক মত তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখুক। আর দেখবেন—আমি কাল থেকে আবার ক্ষতিপূরণ দিতে আরম্ভ করব। কিন্তু বড় ঠকাঠকি হয়। তাই একটু অনুসন্ধান করে দিতে চেয়েছি। আপনারা সেদিকে আমাদের সাহায্য করবেন কি?

প্রমথ বল্‌লে: নিশ্চয়। 'জনরক্ষা সমিতির' লোক থাক্‌বে—দেখ্‌বেন। যেমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করবেন।

কীন বিদায় কালে বাঈ আম্মাকে তার হুকুম বল্‌লে। আবার আদাব জানিয়ে বল্‌লে: আম্মা, আমি দেখ্‌ব তোমার কথা কেমন।

জীবনে এমন গর্ব বিনয় আর বোধ করে নি। বেরিয়েই বল্‌লে: আম্মা, আমরা জিতেছি।

আম্মা বল্‌লে: জিতব না, বাপু? নিশ্চয় জিতব। ইমান আমাদের সাফ। আমরা জিতবই জিতব।

'Victory is ours.' বিনয় কি তাই আবার শুন্‌ছে?

কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ স্বর কিন্তু আরও বিক্ষুব্ধ হয়েছে। বিনয় তাতে এতদিন যেন নিজের বর্মা-ফেরৎ কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছিল।

কিন্তু আজ তাতে আর তার সায় দিতে ইচ্ছা করে না। মহিষমৈদানের যুগীরা পরম আনন্দিত। ভেবেছিল মার খাবে ; সাহেবের হাত থেকে তার পরিবর্তে তারা ক্ষতিপূরণ পেল। যা আশা করে নি তার থেকেও অনেক বেশি পেল। সরকার নূতন হুকুমে এবার যারা চৌকিদারী ট্যাক্স দেয় না তাদেরও ক্ষতিপূরণের হার বাড়িয়ে দিয়েছে—অন্যদেরও সে সব হার বাড়িয়ে দিয়েছে। সোনাকান্দির লোকেরা যা পেয়েছে তার থেকেও তাই এরা বেশি পাচ্ছে। এবারকার এই দুর্দিনে নগদ টাকা হাতে পেয়ে ওরা ধান কিন্‌তে পারছে, চাল কিন্‌তে পারছে—এ কি কম কথা? নইলে তো বাড়িঘরই বন্ধক দিতে হত। অথচ তাতে এত টাকাও ওরা পেত না—সোয়া চার আনা সের চাল কেনা সম্ভব হত না। দেখ্‌ছে তো যারা তা পায় নি তারা দলে দলে লড়াইতে যাচ্ছে ;—কেউ খালাসী জাহাজে, কেউ রেলে, কেউ পাইয়োনিয়ার কোরে,—প্রতিদিন তারা দলে দলে পালাচ্ছে। বিমান ঘাঁটির কাজও সঙ্গে সঙ্গে শুরু হচ্ছে—মজুরি চৌদ্দ আনা। আজ যদি চাল-ডালের দরটা এমন না হত—তা হলে আর ভাবনা ছিল ওদের?

দু' চারদিনের মধ্যে বিনয়ের কল্‌কাতা যাবার কথা। নীরদ দত্ত আর শিবুদা একবার পাহাড়খাড়ী ছেড়ে শহরে এসেছিল—কাল গেছে রবিবার, ওদিকে ক্ষতিপূরণের আপিস বন্ধ। পাহাড়খাড়ীতে হিন্দু চাষী বেশি। কংগ্রেসের নামে হিন্দুরা চঞ্চল। কিন্তু সবাই দেখ্‌ছে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া অনেকেরই ব্যবসাপত্রেও সুবিধা হচ্ছে। ফৌজ আসাতে কেউ কেউ কুমড়া, ঝিঙ্গা প্রভৃতি পর্যন্ত দ্বিগুণ দামে বেচতে পারে—আগে তো নইলে কিছুই পেত না। তবু বিনয় দেখছে লোকের যেন দুর্দিন আর শেষ হয় না।

শিবুদা ও নীরদ দত্ত চলেছে ফিরে। ট্রেনে জায়গা পায় না। গাড়ীর কামরা কমিয়ে দিয়েছে, একটা গাড়ী উঠিয়েও দিয়েছে। যা আসে যায় তাতেও ফৌজ বেশি। ওরা আর সাধারণ মানুষকে চড়তে

দেয় না, দুর্ব্যবহার করে। জনসাধারণও মনে করে—ফৌজ তো নয় যেন পুলিশের বাবা—সাধারণের শত্রু। ছুটোছুটি করে নীরদ একটা কামরায় জানালা দিয়ে উঠে পড়েছে। তাতে লোক বেশি নেই—দুদিকে ফৌজেরা বন্দুক দেখিয়ে অন্যদের হাঁকিয়ে দিয়েছে। ওকেও উঠ্‌তে দেয় নি। কিন্তু নীরদ বলিষ্ঠ যুবক। ফৌজেরাও বন্দুকের পিছু দিয়ে ওকে ঠেলে দিতে চেয়েছে। নীরদ ভেতরে ঢুকে নিঃশ্বাস নিয়ে ডাক্‌লে: শিবুদা উঠুন। গাড়ী ছাড়ছে।

শিবুদা উঠ্‌তে গেলে তাকেও আবার ফৌজেরা তেমনি ভাবে বাধা দিচ্ছে। নীরদ বুঝ্‌ছে শিবুদা নিরুপায়। কিন্তু তবু এদের বোঝা উচিত। আর মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করলে যুদ্ধে ওরা মানুষের সহানুভূতি পাবে কেন? নীরদ তাই বল্‌তে গেল—তার হিন্দীতে: আপ লোগ্‌ ফৌজী আদমি—আপকো এ ক্যায়সা কাম?

—কেয়া, কেয়া বোল্‌তা হ্যায় তোম্‌ শালা?

—নেহি। এ পাব্লিক হ্যায় না? কামরামে খাঁড়া রহেগা। আপকো খেয়াল রাখনা হ্যায় কি—ওভি তো আপকা আপনা ভাই হ্যায়, মুলুক কা আদমি হ্যায়।

—শালা, তোম হামারা মুলুকওয়ালা সম্‌ঝাতেহো, হাম বাঙ্গালিয়া হ্যায়?

হাতের একটা বেত দিয়ে সে নীরদকে মারতে গেল। নীরদ বলিষ্ঠ ছেলে, বেত ধরে ফেল্‌লে।—পরক্ষণেই গাড়ীর দুজন দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল—বন্দুক নিয়ে নীরদকে আক্রমণ করতে গেল। নীরদ আত্মরক্ষা করে ডাকল, "শিবুদা"। বন্দুকের সাম্‌নে-পিছনে কোথা দিয়ে কে কি করলে বলা শক্ত। নীরদের দৃষ্টি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঝাপ্‌সা হয়ে উঠ্‌ল—চোখের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল ঘাম না রক্ত বুঝ্‌লে না। শিবুদা বাইরে, কিছু দেখ্‌তে পায় নি।

গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। দুয়ার খুলে গেল, নীরদের প্রায় হত-চেতন

দেহ প্লাটফর্মে পড়ল। তেমনি তাকে রেখে গাড়ী চল্‌ল,—দাঁড়াল না। দিন, বিকাল বেলা—ষ্টেশানের একটা লোকও ভয়ে পাঁচ মিনিট ওদিকে এল না।

শিবুদা খবর যখন দিলে বিনয় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল। ষ্টেশানের বারান্দায় তখন একটা লম্বা বেঞ্চে নীরদের দেহ শয়ান। তখনো নীরদের জ্ঞান আছে। একটা চোখ রক্তে ঢাকা পড়ছে—আর একটাও ফুলে উঠেছে। নীরদ দেখতে পেল ডাক্তারদা। একবার হাত তুল্‌ল, বল্‌লে: বেশি লাগে নি হয়ত। কিন্তু শিবুদা, পাহাড়-খাড়ীতে কেউ না গেলে কি হবে?

কয়েক মুহূর্তের জন্য বিনয় দেখে বিমূঢ় হয়ে গেছল। এবার সে রুষ্ট হল: সে আমি দেখব। চুপ করো তুমি, নীরদ।

তারপর বিনয়ের সমস্ত ডাক্তারি চেতনা এক নিমেষে সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। শিবুদা আর ষ্টেশান মাষ্টারকে সে হুকুম করতে লাগ্‌ল,—'ষ্ট্রেচার ঠিক করুন। কাছে কোন্ হাসপাতাল? সদর? খবর দিন সেখানে টেবিল তৈরী করতে। বরিক্ কটন্, খাঁটি বেঞ্জিন্, আর অ্যান্টি-টিটেনাস্।'

একটু-একটু করে কিন্তু এবার নীরদের চেতনা নিস্তেজ হয়ে আস্‌ছে। ষ্টেশান মাষ্টার হেমন্ত বক্‌সী খুব নিম্নস্বরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করছেন: কোথায় আঘাত? বিনয় একবার তাঁকে দেখলে, বল্‌লে—মাথায়। এখনো বলা শক্ত—কি এবং কোথায়। গুরুতরও হতে পারে। ধুয়ে না দেখ্‌লে কিছু বোঝা যাবে না।

হেমন্ত বক্‌সী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখ জলে ভরে এল।

—ভগবান্! আমাদের আর কত সইতে হবে?

বিকালের আলোতে ম্লান ষ্টেশন যেন এই প্রার্থনা জানাল—আপনার অসহায়তার। বিনয় একবার মুখ তুলে দেখ্‌ল।

সমস্ত দেশের আকাশ এবং পৃথিবী যেন এই কথাই বল্‌ছে—'হাউলং, ও লর্ড, হাউলং ?'

দুঘণ্টা পরে বিনয় ডাক্তারদের সঙ্গে সমস্ত আঘাত পরীক্ষা করে বুঝ্‌লে—নীরদের আঘাত গুরুতর, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হচ্ছে।

থানায় খবর গেছল। একটা শেষ জবানবন্দী নেবে কি ? সরকারী ডাক্তার বল্‌লে: এখন আর নয়—তবে যা তখন বল্‌তে পেরেছেন, শুনেছি। দরকার হয়, আমরা বল্‌ব।—আমি আছি, ডক্‌টর মজুমদার আছেন।

একটা সুতীব্র বিদ্বেষ বিনয়েরও বুক থেকে কণ্ঠ ছাপিয়ে উঠ্‌ছে—পারছে না, পারছে না—অসহ্য এ পাপ মানুষের। আর তা নিয়ে ধৈর্য রক্ষা করবে কি করে বিনয় ? 'কত সইতে হবে আর ? কত সইতে হবে, বিধাতা ?'

রাত্রি নয়টার সময় এ-ডি-এম্‌ কীন্‌ এল। মিলিটারির এক সাহেব সঙ্গে এসেছে—শিবুদার জবানবন্দী সে নিচ্ছে। কোন ইউনিটের সিপাহী, ঠিক করা তো সহজ নয়। বিনয়ের চোখে বোধ হয় একটা দুরন্ত বিদ্বেষ ফুটে উঠ্‌ছিল। কীন বুঝ্‌লে, বল্‌লে: আমার কিছু বলবার নেই, ডক্‌টর মজুমদার। শুধু জান্‌তে চাই, বাঁচবে তো ?

বিনয় কিছু বল্‌লে না। কীনের জবাবে জানাল—যদি চব্বিশ ঘণ্টা টেঁকে তবে আশা করা যেতে পারে। তখন তবে কলকাতা নিতে হবে। হয়ত ব্রেণ অপারেশন হবে—কিন্তু বাঁচলেও ওর ব্রেণ বরাবরের মত খারাপ হয়ে থাক্‌বে।

আকণ্ঠ বিদ্বেষের বিষ নিয়ে বিনয় বসে রইল হাসপাতালে বেডের পাশে। শেষ রাত্রিতে প্রমথ চক্রবর্তী এল। তখন মজিদও এল, বসন্ত ঘোষও এল—একেবারে সরাসরি হাসপাতালে। নীরদ তখন একেবারে অচেতন নয়, চেতনা শুধু আচ্ছন্ন। যেন চিনতে পেরেও ওদের চিনতে পারছে না। প্রমথকে চিনতে পারল—চোখ নেচে উঠ্‌ল তাই।

প্রমথ চক্রবর্তী শিবুদাকে বারান্দায় নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার বলুন তো ?

বিনয় বল্‌লে: ফ্র্যাটারনাইজিং উইথ্‌ দি ফোর্সেস্‌।

প্রমথ ম্লান করুণ হাসি হাস্‌ল। বল্‌লে: তা শুনেছি। নইলে এমন পুরস্কার জুটবে কার ভাগ্যে ?

বসন্ত ঘোষ অমনি বল্‌লে: তোদের এ ভণ্ডামি দেখ্‌লে গা জলে যায়। সাধে কি দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়েছে।

বসন্ত ঘোষ ওদের পুরানো 'স্বদেশী' নেতা। ওদের ভালোবাসে, কিন্তু সহ্য করতে পারে না ওদের বর্তমান পলিটিকস্‌। নীরদ তাঁকে দেখছে, কিন্তু চিনতে পারছে না, চোখে তার একটা প্রয়াস ফুটে উ্ঠছে তাঁকে চিন্‌বার।

সকাল হল। রোগীর অস্থিরতা বেড়ে গেছল। কিন্তু এখনো আশা ত্যাগ করা চলে না।

বিনয়কে হাত-মুখ ধুতে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে প্রমথ আর শিবু রইল। ফিরে এসে বিনয় দেখে মিলিটারির সাহেব আবার শিবুদাকে প্রশ্নাদি করছেন,—যারা মেরেছে শিবুদা তাদের চিনতে পারবেন ? বিনয়ের কাছে তাদের এ সব প্রশ্ন যেন আরও অসহ্য হল ;—এই ওদের 'অনুসন্ধান'।

ধীর পদে এসে মিলিটারির সাহেব একবার দেখে গেল নীরদকে। বিনয় মুখও তুল্‌ল না। বাইরে প্রমথের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শেষে তার কি কথা হল। মোটরের শব্দ শোনা গেল।

এবার লোক আস্‌ছে—শহরের অনেকে আস্‌ছে। কেউ আবার ভয়ে হাসপাতালে আস্‌ছে না—কি জানি মিলিটারির সঙ্গে গোলমাল। হাসপাতালের ডাক্তাররা অন্য সব কাজ করছে, এদিকে তারাও এ কারণে ঘেঁসতে চায় না। বিনয়কেই সকলে খোঁজে।

সীতা এল, বাইর থেকে জিজ্ঞাসা করলে: কেমন এখন ?

—কিছু বলা যায় না।—বিনয় দুয়ারে এসে বল্‌লে।

নিকটেই প্রমথ। জিজ্ঞাসা করলে: আজ রাত্রি কাটলে কাল নিয়ে যাওয়া যাবে কল্‌কাতা?

বিনয় বল্‌লে: সম্ভবত।

—আপনি যেতে পারবেন? অবশ্য শিবুদাও যাবেন সঙ্গে।—জিজ্ঞাসা করলে প্রমথ।

—নিশ্চয়।

কীন্‌ একবার দুপুরে সেদিনও খোঁজ নিয়ে গেল।

রাত্রিতে নীরদের বাবা আর মা এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে দুটি বোন্। গ্রামে এক জমিদারীর মধ্যে কাজ করেন বাবা। সাধারণ ভদ্রলোক। নিজেরও জমিজমা আছে। অবস্থা একেবারে মন্দ নয়। আর মা? কাঁদছেন বিনয়কে ধরে, আর বল্‌ছেন:—বলুন, বাবা, কি হবে? বাঁচবে?

বিনয় যথাসম্ভব আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলে। সত্যই বিনয় আশার আভাস দেখ্‌তেও পাচ্ছে। সঙ্কট কাটে নি, কিন্তু আর কঠিনও তো হয় নি, জটিলতাও দেখা দেয় নি। সে রাত্রিও কাট্‌ল।

শিবুদার সঙ্গে এসেছে সীতা সেদিন সকালে। বিনয় কথা বল্‌ছিল তার সঙ্গে—কল্‌কাতায় যাচ্ছে সে। সকালের কাগজ পেয়ে উৎফুল্ল মুখে শিবুদা বল্‌লে: প্রমথদা, পার্টি আর বে-আইনী নেই।

সাগ্রহে প্রমথ কাগজ নিলে, পড়তে লাগ্‌ল। শিবুদা বল্‌লেন: নীরদ, যদি শুন্‌তে পেত।

সীতাও একবার আকৃষ্ট হল সে খবরের দিকে। বিনয় তা দেখে খুশী হতে পারল না। কেমন যেন একটা বিরক্তি ও ঘৃণা বোধ হচ্ছিল। নীরদের মা তখনো শয্যাপার্শ্বে; তার ছেলের পার্টি বে-আইনী নেই জেনে সান্ত্বনা পেতেন কি তিনি?

প্রমথ বিনয়কে জিজ্ঞাসা করলে: আজ যাওয়া যেতে পারে কল্‌কাতায়? বিনয় গম্ভীর ভাবে বল্‌লে: ব্যবস্থা করুন। তেমন কিছু না হলে যাওয়া যাবে।

প্রমথ বল্‌লে : আমাদের লোক ষ্টেশনে থাক্‌বে। আপনিও খবর দিন—যাঁকে দিলে ভালো হয়।

বিনয় শচীপ্রসাদকে ষ্টেশানে থাকতে তার করলে—একজন রোগী নিয়ে আস্‌ছে সে।

বিকালে বীরু এল। এই এতদিন পরে দেখা। প্রমথ'র সঙ্গে বসে বসে কি কথা হল ওদের। বল্‌লে : ডাক্তারদা, এবার আমি 'সুইসাইড্ স্কোয়াডে' যোগ দিলাম—মানে, টাকা রোজগারে যাচ্ছি। পার্টির বিপদের দিনে তার সঙ্গে রয়েছি। আর আজ পারলাম না—যখন সত্যি কাজের সময় এসেছে।

চোখ প্রায় তার ছলছল কর্‌ছে। বল্‌লে : টাকার দরকার হলে এবার অন্তত জানাবেন আমাকে।

বিনয় তার হাত ধরে বল্‌লে : বীরু, আমি পলিটিক্‌স মানি না, পার্টিও মানি না। কিন্তু তোমাকে বুঝি। দলে না থাক্‌লে, পলিটিক্‌স্ না করলেই কি মানুষ মানুষ থাকে না নাকি? আমি অমন ভুল করি না। তোমাকে তো চিনি, তুমি টাকা রোজগার করলেই অন্যায় হবে? আর পলিটিক্‌সে থাক্‌লেই ন্যায় কাজ করবে—এ মানব কেন?

কিন্তু বীরু সান্ত্বনা পেল না এ কথায়। সত্যি চোখ মুছতে লাগল : না, ডাক্তারদা, আমি আত্মহত্যা করছি—কত কাজ আজ সাম্‌নে, কত কাজ।—তার চোখ ছাপিয়ে জল পড়তে লাগল।

একবারের মত বিনয়েরও মন তাতে বিচলিত হল—এত চাইছিল ও কাজ, তবু অবস্থার দায়ে ওরই কাজ করা সম্ভব হল না।

সেকেণ্ড ক্লাশ রিজার্ভ করে ওরা নীরদকে সাবধানে তুল্‌লে। ষ্টেশান ষ্টাফ্ ভালো বন্দোবস্ত করে দিলে—হেমন্ত বক্‌সী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখলেন, গার্ডকেও বলে দিলেন। নীরদের মা সঙ্গে চল্‌লেন। প্রমথ বল্‌লে : পার্টিকে বল্‌বেন মাসীমার বন্দোবস্ত করে দিতে। আমরাও তার করেছি।

সীতা বললে: ডক্‌টর মজুমদার, যা করুক কলকাতার ডাক্তাররা, আপনি কিন্তু নীরদ ভালো না হওয়া পর্যন্ত তাকে ছাড়বেন না—ওকে ভালো করে আবার এখানে নিয়ে আসা চাই।

ষ্টেশনের সে জায়গাটা দেখিয়ে শিবুদা বললেন: এখনটায় ওরা ফেলে দিয়েছিল।

দুর্বার বিদ্বেষ আবার বিনয়ের বুক ছাপিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

হেমন্ত বক্‌সী, বিনয় দেখ্‌লে, হাত তুলে নমস্কার করছেন। হেমন্ত বক্‌সী। মনে পড়ল—'ভগবান্‌, আমাদের আর কত সইতে হবে?' হাউলং, ও লর্ড, হাউলং?

১৬

মেডিকেল কলেজে নীরদকে ভর্তি করে দিয়ে বেরুতে বেরুতে রাত হয়ে গেল সাড়ে দশটা।

প্রমথ চক্রবর্তী তার করে দিয়েছিল, ওদের লোকজনও ষ্টেশানে প্রস্তুত ছিল। শচীপ্রসাদ ও হেনাও এসেছিল। চিন্তিত তারা সবে, কি ব্যাপার? বিনয় তাদের ষ্টেশনে পেল—অমিতকে, সুধাকে, রফিক্‌কে, অমিতের বন্ধুদের।

মেডিকেল কলেজে তারা বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। ডাক্তাররা বিনয়ের থেকে একটা নিয়ম মাফিক রিপোর্ট নিলে। রফিকদের থেকে শুনে বিনয়কে খুব আদরও করলে। ডাক্তাররাও বললেন: আপনিও কিন্তু ডাক্তার মজুমদার, খুব সাহস করে নিয়ে এসেছেন এমন রোগীকে।

—সাহস নয়—ভয়ই বলুন। ভয় ছিল, যদি ওখানে দেরী করলে টেঁকাতে না পারি। একটা ভরসা আমার ছিল—সে রোগী নিজে।

সুস্থ সুগঠিত দেহ নীরদের দিকে বিনয় আর একবার তাকাল।

ডাক্তাররা সব শুন্‌লেন। বিনয়ের পার্শ্বে বসে রফিক ও অমিত শুনে নিলেন বিনয়ের সেই ডাক্তারী রিপোর্ট থেকে নীরদের অবস্থা কি, কি ঘটনা ঘটেছিল। আর একদিকে বসে তা শুন্‌লে শচীপ্রসাদ ও হেনাও; আশঙ্কা ও বিদ্বেষ ফুটে উঠ্‌ল তাদের চোখে।

শান্ত, আবেগহীন কণ্ঠে বিনয়কে রফিক বল্‌লেন: আপনি যান—এখন বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমাদের এরা হাসপাতালে থাক্‌বে—ব্যবস্থা আছে।

সুধা সহাস্যে হেনাকে বল্‌লে: নিয়ে যান এবার দাদাকে—দেখ্‌বেন, আবার যেন না পালান ওমুলুকে।

বিনয় হেনাকে নিম্নস্বরে কি বল্‌লে। হেনা এগিয়ে গিয়ে নীরদের মাকে বল্‌লেন: তা'হলে মাসীমা, আপনি আমাদের ওখানে চলুন। হাত-মুখ ধোবেন—রাত্রিতে এঁরা রইলেন, ডাক্তারাও আছেন। সকালে আস্‌ব'খন আমরা।

রফিক বল্‌লেন: ওঁর জন্য আমরা বন্দোবস্ত করে রেখেছি, মিসেস্ চৌধুরী, হাসপাতালের নিকটেই। আমাদের কমরেড্‌দের নিয়ে উনিও এখানে সহজে আস্‌তে পারবেন। শিবুদাও সেখানে থাক্‌বেন। অসুবিধা হবে না, কাছাকাছিও হবে।

সত্যই এ ব্যবস্থা সুবিধার, বিনয়ও তা বুঝতে পারল। আর আর হেনাও তাই পীড়াপীড়ি করলে না। বিদায় নিতে নিতে রফিক জানালে: ডক্‌টর মজুমদার, চিন্‌তে পারেন নি? নেয়ামতপুরে দেখেছিলেন রাত্রিতে। বিনয়ের মনে পড়ল—সেই রাত্রিতে দেখা মানুষ এই রফিক।

কত কথা বিনয়ের মনে জমে ছিল। কিন্তু ওকে কথা কইতে দেয় কে?—'এ রাত্রে আর কথা নয়, এখন যাও, ঘুমোও।'—বল্‌লে হেনা।

শচীদা পর্যন্ত আগুন হয়ে উঠেছেন—'নিরস্ত্র জাতের উপর এত বড় অত্যাচার! শেষ,—এবার শেষ এদের করতেই হবে।'

বিনয় শুনে আনন্দিত ও চমকিত হল। এই কথাই যেন তার কাছে সমস্ত দেশ দাবী করেছে সেদিন ষ্টেশনে। এই সত্যই ঘোষণা করেছে সমস্ত দেশ তার সমস্ত প্রাণ দিয়ে। বিনয় তাই অনেক কথা বলতে চায়। কিন্তু হেনা দিলে না; 'আজ ঘুমোও।'

বিনয়ের সমস্ত মনে জমেছিল দুর্বার বিক্ষোভ—সেই নীরদের আহত হবার পর থেকে। বর্মা ও বর্মার পথের চাপ-পড়া বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ সেই উপলক্ষে আবার ওর সমস্ত মন ছাপিয়ে উঠ্ছিল। নিতান্ত সে ডাক্তার, তাই ডাক্তারি বিজ্ঞানের প্রয়োজনে সে আপনার কর্তব্য এতক্ষণ করে গেছে অনেকটা অভ্যাসের মত। কিন্তু বিদ্বেষের বিষ তাতে নিমজ্জিত হয় নি।

প্রথম একবার সে অন্য কথা ভাব্তে পেল ট্রেনে। পথে আস্তে আস্তে বিনয় বসে-বসে দেশী কাগজগুলো আজ সমস্ত দিন পড়েছে,—দু' একটা পুরানো কাগজ পর্যন্ত, যাতে তার খুচরা জিনিসপত্র জড়ানো ছিল। সমস্ত জুড়ে তাতে একটা বিক্ষোভ। আর তারই পায় মধ্যে 'হরিজন' থেকে উদ্ধৃত মহাত্মাজীর লেখা—যা এখন আর উদ্ধৃত করা চল্‌বে না। বিনয় দেখেছে কাগজে যেন বিক্ষোভের আবহাওয়া, উন্মত্ত ঝটিকায় তা শ্বসিয়ে উঠ্ছে—বিক্ষোভ এবার বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছে। বোম্বাইতে সাতুই আগষ্ট হচ্ছে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন—মথিত জাতির সমস্ত বেদনা এবার উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌বে। বর্মা থেকে আরম্ভ করে,—কিংবা তারও আগে থেকে আরম্ভ করে,—সতের শ সাতান্ন থেকে শুরু করে—যে জ্বালা আগুন হয়ে উঠছে এত মানুষের প্রাণে, তাই বুঝি এবার ফেটে পড়তে চায়। বিনয় সে সব পড়ে-পড়ে একটা সান্ত্বনা পেয়েছে, একটা ভরসা দেখেছে পথে পড়তে পড়তে সে সব।

আর পথে পথে বিনয় দেখেছে কাল—শূন্য ক্ষেত, বিমানঘাটির ষ্টেশন হবে। দেখেছে বিতাড়িত মানুষ, ছ' আনি-বেনেতলা, বেলতলা, আরও কত গ্রাম। ট্রেনে চল্ছে তারা মাইল দশ দূরে আত্মীয়দের গ্রামে। বিনয় দেখেছে—এই গ্রাম-ছাড়া মজুরদের যারা বিমানঘাটিতে দিন মজুরীতে জুটছে ; দেখছে গৃহ-হারা দিশাহারা মেয়েদের, শিশু সন্তানের মা তারা জানে না তারা কোথায় যাবে—বাড়ি নেই, কাজ নেই, নৌকো নেই—দেশ শ্মশান হতে চল্ল। এই যুদ্ধ! এই 'জনযুদ্ধ'!

হয়ত এই পাপেরও আজ সত্যই অবসান-কাল সমাগত হয়েছে। সে প্রতিজ্ঞাই সে দেখ্ছে লেখা আজ এই কাগজের ছত্রে-ছত্রে। বর্মার পথে পথে সহস্র সহস্র নাম-না-জানা মানুষ বৃথা আপনাদের সান্ত্বনা খোঁজে নি এই একটি মন্ত্রে—'মহাত্মাজী কী জয়।' 'একটা মহামুহূর্তের সাম্নে সবাই পৌঁছে গেছি আমরা'—বিনয় আজ গাড়ীতে বসে বসে অন্তরে অন্তরে একথা অনুভব করছে। তাতে তার মনের বিক্ষোভ অনেকটা সুসংহত হয়ে উঠছে। অনেক কথা সে তাই বল্তে চায়। কিন্তু একথা কি করে বল্বে? কি করে বোঝাবে বিনয়? বুঝবে কি শচীপ্রসাদ বা হেনা? বুঝ্ত হয়ত—অমিত, সুধা।

সুধা—আশ্চর্য! বিনয় তার কথা আজ কিছু দিন ধরে যেন ভুলেই ছিল। তার সমস্ত মন ছেয়ে ছিল নীরদের কথা, মাঝে মাঝে ভেবেছে নীরদের মায়ের কথা, বীরুর কথা, আর বীরুর মৃত দাদার কথা। ষ্টেশনে সুধাকে দেখে বিনয় তাই চম্কে উঠ্ল—যেন তাকেই সে মনে মনে প্রত্যাশা করেছিল, আর তবু যেন সে অপ্রত্যাশিত ওই ষ্টেশনে। অমিত আস্বে, বিনয় জান্ত। কিন্তু সুধা? সেই এক জোড়া বড় বড় চোখ—না, বিনয় তার আস্বার কথা ভাবে নি। অবশ্য দূর শহরের ঘরে বাইরে কাজে-অকাজেও বিনয়ের কাছে বার বার এই চোখ-জোড়া প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রমথ, বীরু সেন, মজিদের সঙ্গে কথা

বল্‌তে বল্‌তে, সীতার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে, মনে পড়েছে বার বার সুধাকে। আবার সীতার সঙ্গে গল্প করতে করতে তার মনে ফুটে উঠেছে চিত্রাকে। কিন্তু কাজের সূত্রে সুধাকেই মনে পড়েছে বার বার সোনাপুরে; বীরু ওরা তারই সহকর্মী তো। বিনয় এখানে আশা করে নি তবু তাকে দেখতে ষ্টেশনে। অনেক ওদের কাজ—ইস্কুলও তো আছে। কিন্তু সত্যই কি বিনয় আশা করে নি?

পথের শ্রান্তিতে বিনয়ের চোখ জুড়ে এল ভাব্‌তে ভাব্‌তে—আর দু'টি বড় চোখ তার নিমীলিত চোখের সাম্‌নে তখনো ফুঠে রইল—শেয়ালদ' ষ্টেশনের আলোর তলায় যাত্রীর ও জনতার উপরে।

পরদিন সকাল বেলা বিনয়ের উঠ্‌তেও দেরী হল, হাসপাতালে যেতেও দেরী হল। হেনা বল্‌ছিল মিষ্টার মিত্তিরদের কথা। বিনয়ের মনে পড়ল চিত্রাকে। হেনা বল্‌ছে তাদের খবর দিতে হয়। বিনয় আপত্তি কর্‌লে না: কিন্তু এখন নীরদের সঙ্কটটা কেটে যাক্ তো। দেখি তো কেমন কাটিয়েছে কাল রাত।

শিবুদা আর নীরদের মা এসে গেছেন। দেখে এসেছেন নীরদকে, ভালো আছে। এখন ওঁরা বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। শিবুদার থেকে বিনয় শুন্‌তে লাগল—একটা ক্যাবিন চাই নীরদের জন্ত, এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। তা না পেলে অসুবিধা হতেও পারে। কিন্তু মস্ত সুবিধা ওঁরা নিজেরা থাকে হাসপাতালের কাছে।

'হাঁ, বড় সময়ে কিন্তু এসেছি। খুব ধুম পড়ে গেছে পার্টির প্রথম জলুস করে আইনী হওয়ার জন্ত।' খুব শিবুদার উৎসাহ, পার্টি এবার প্রকাশ্যে কাজ করতে পারবে। বিনয়ের হাসি পেল, দুঃখও হল। হাসি পেল শিবুদাকে দেখে। দুঃখ হল ভেবে—জানে না ওরা সমস্ত দেশই

আজ আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চলেছে, এমনি সময়ে আইনের অনুকম্পা লাভে আর ওদের লাভ কি? এ কি উৎসবের কথা, না, বিড়ম্বনার কথা ওদের পক্ষে?

একজন ডাক্তার এলেন ভিতরে, বোধ হয় নীরদকে দেখ্‌বেন। সিষ্টারের সঙ্গে তাঁর কথা হল, বল্‌লেন: আগেই আমি সব জেনেছি—কালই সব শুনেছি। একটা ক্যাবিন আজ আদায় করতে হবে সার্জেনের থেকে। আপনাকে ডাক্‌ব তিনি এলে, ডাক্তার মজুমদার।

ন'টা আন্দাজ এলেন বেরিয়ে সার্জন। বিনয়কে ডেকে নিয়ে গেলেন সেই সহকারী ডাক্তার এসে। সার্জেন সাহেব বিনয়ের থেকে ঘটনাটা শুন্‌তে লাগলেন, আঘাতস্থান দেখ্‌তে লাগলেন। বেশ তীক্ষ্ণ সযত্ন দৃষ্টি। বিনয়ের থেকে গল্পটা শুন্‌তে শুন্‌তে অমনি একবার নিজের অজ্ঞাতে বল্‌লেন—'ব্রুট্‌স্।' কিন্তু আবার দেখে চল্‌লেন আঘাতস্থল। শেষে একটু হেসে বল্‌লেন: এখনো তো কিছু বলা যায় না, ডক্টর মজুমদার। ব্রেন্-এ কতকটা লেগেছে। এমনি তো আপনি বুঝ্‌ছেনই ব্যাড্ কেস্। তবে দেখছি—সুস্থ যুবক। এখনো একেবারে সংজ্ঞাহীন নয়। আর একটা জিনিস আপনারা খুব হয়ত বাঁচিয়েছেন—অন্তত এখনো যা দেখ্‌ছি—সেপ্টিক হয় নি। মফঃস্বল থেকে আমরা এ রকম পাই না বড়। দেখুন এখন কি দাঁড়ায়।

বিনয় মনে-মনে পুলকিত হল। একটু কথাবার্তার পরে বল্‌লে,—একটা ক্যাবিন চাই, স্তর। দেখ্‌ছেন তো, ওর মা এসেছেন। ওরও একটু শান্তি চাই।

—ক্যাবিন্। ক্যাবিন্ কি আছে? সব রিজার্ভ—এ-আর-পি'র জন্য। যে সব বীরপুরুষরা একাজ করেছেন কবে তাঁদেরও দরকার হবে কে বল্‌তে পারে? অতএব এখন থেকে রেখে দাও হাসপাতাল খালি করে। এই তো অবস্থা।

এ সব বিনয়ের অজ্ঞাত জগৎ নয়। বুঝলে—ক্যাবিন দুর্ঘট হবে। রফিক সহকারী ডাক্তারকে বললেন: তা তো হয় না, রাজীব ভাই, একটা ক্যাবিন অন্তত আপাতত চাই।—শান্ত স্বর। তেমন দৃঢ়তাও নাই তাতে। কিন্তু বিনয় বুঝলে, ক্যাবিনের প্রয়োজন তাতেই সুব্যক্ত হয়েছে—অন্তত সহকারী ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার রাজীবুদ্দীন চৌধুরী একটু নীরব থেকে বললেন: আচ্ছা, দেখ্‌ছি—যেমন করেই হোক্।

একদিন পরেই ক্যাবিন পাওয়া গেল।

সেদিন সার্জন দেখে বলেছেন—আরও ক'টা দিন যাক্—এক সপ্তাহ। দেখি কিরূপ দাঁড়ায়—তারপরে যদি ছুরি ধরতে হয়, বুঝ্‌ব। বুঝ্‌তেই পারছেন—চট্ করে কিছু করতে চাই না। তেমন জীবনের আশঙ্কা এখ্‌খুনি দেখ্‌ছি না। তবে পুরোপুরি সুস্থ-মস্তিষ্ক লাভের সম্ভাবনাও কম। তার জন্য ছুরি দরকার হবে হয়ত—সে পরেও হতে পারবে। কিন্তু অন্য জটিলতা নেই—আপনারাই ঠেকিয়েছেন—সেটা আপনাদের সত্যই বাহাদুরি।

বিনয় জানে এর বেশি উন্নতি সে আশা করে নি এতদিন, আর এর বেশি প্রশংসাও সে আশা করে নি। তার মনে একটা গভীর আত্মপ্রসাদ এল। এবার সে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারে—অন্য কথা ভাব্‌তে পারে এবার বিনয়।

অন্য কথা ভাবতেও হল বিনয়ের।

বিনয়ের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল সুধার এ কয়দিন প্রায়ই নীরদের শয্যা-পার্শ্বে। অমিতের সঙ্গে কিন্তু বিনয়ের আর দেখা হয় নি। শুনেছে—আস্‌ত সে-ও নীরদকে দেখ্‌তে, কিন্তু তার সময়ের কোনো ঠিক ছিল না। সুধা বিকালের দিকে আস্‌ত—তার ইস্কুল ছুটি হয়ে গেলে। বিনয়ও

তখন একবার খোঁজ নিতে আসত বিকালে বা সন্ধ্যায়। দেখা হত তখনি সুধার সঙ্গে। কথাও হয়েছে,—নানা কথা। বিনয় জিজ্ঞাসা করেছে চাঁপাডাঙ্গার ওদের কথা। সেদিকে সুধা আর বেশি যেতে পারে নি—ইস্কুলও খুলে গেল, বর্ষাও এল। রফিক ছিলেন; তবে কর্মীরা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে দক্ষিণে সেই নৌকোর ব্যাপার নিয়ে। মোটের উপর নেয়ামতপুরের ওদিককার সবাই ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল—আরও এখন পাবে। আর একটা নতুন অর্ডারও নাকি হয়েছে, সরকারের প্রেস নোট্ও আর একটা বেরুবে।

বিনয় বল্‌লে: দেখুন তো, দফায়-দফায় এই অর্ডার বেরোয়—একবারে যদি প্রথমেই এই হারে ওরা মানুষকে ক্ষতিপূরণ দিত, তা হলে ওদের ক্ষতি ছিল কি?

—এতদিনেও সেটা বুঝ্‌ছেন না? এইটাই বুরোক্র্যাসির স্বভাব—

বিনয়ের কীনুকে মনে পড়লে। তার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করে বল্‌লে: তবু পারলে না সত্যই মানুষের কিছু করতে—এমনি হ'ল ওদের আমলাতান্ত্রিক প্যাঁচ।

—এক-আধটা লোক ভালো হলেই বা কি, মন্দ হলেই বা কি? সমস্ত যন্ত্রটাই ওদের আজ অচল—মানে, চল্‌ছে সেই ইনার্‌সিয়ায়—তাই আর মানুষকে কিছু দিতে পারে না। পারে শুধু নষ্ট করতে; নিজেকে ক্ষয় করতে, আর অন্যের ক্ষতি করতে। ক্ষতি করাই নিয়ম,—ক্ষতিপূরণটাই এদের নিয়মবিরুদ্ধ। তবু যে তা দিলে তার কারণ ওদের ইচ্ছা নয়—ওটা জনশক্তির জোর। এই জনশক্তি যত বাড়ছে ততই দফায়-দফায় ওরা সুতো ছাড়ছে।

সত্যই জনশক্তি বাড়ছে কি? কি জানি, বিনয় তা বুঝ্‌ছে না।

বিনয় কিছু বল্‌লে না। জিজ্ঞাসা করলে: কি করছেন তার জন্য?

—যা, লোক-সরানোর বেলা হয়েছে। মানুষকে সংগঠন করা—তাদের নিজ শক্তিতে নিজের পাওনা আদায় করতে শিখানো।

একি স্বপ্ন না সত্য ? অন্তত দুঃসাহসের কথা বিনয় ভাব্‌ল। 'মানুষকে নিজের শক্তিতে নিজের পাওনা আদায় করতে শিখানো'—এযে বড় সুদূর লক্ষ্য তার জন্য দরকার সুদীর্ঘ প্রয়াস—হয়ত এইটাই পৃথিবীর চিরদিনের তপস্যা। তা কি কোনো দিন আয়ত্ত হবে? না, হচ্ছে তা ? মানুষের শক্তি মানুষ জান্‌ছে কি ?

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে: আচ্ছা, সেই মিস্‌ বীণা দত্ত কোথা ?

সুধা হাস্‌ল—সেই বিদ্যুৎভরা রঙ্গভরা হাসি। বল্‌লে: আছেন, আছেন সেই 'মিস্‌ বীণা দত্ত'। তবে আপনি আর একটু দেরীতে এলেই কিন্তু তিনি মিসেস্‌ বীণা বোস্‌ হয়ে গেছেন—শুন্‌তেন।

বিনয় এবার পরিহাসের নাগাল পেল: আপনার এমন সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করে ?

—আর আপনার আগমন অপেক্ষা না করে।

—তার মানে, আমার আগমন কি বৃথা হবে ?

—দেখুন, সেটা আপনার উপর নির্ভর করে।

—আশা তা হলে এখনো আছে ?

—এখনো কি ? বরাবর। তবে, এ যুদ্ধের দিন। বুঝ্‌লেন, Ersatz—বদ্‌লি দিয়ে কাজ চালাতে হয়। মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।

—গুড় কেন, সুধাও তো আছে। বল্‌লে সকৌতুকে বিনয়।

এক মুহূর্তে আগেও বিনয় এরূপ পরিহাসের কথা ভাবে নি—বলবার সময়েও খেয়াল ছিল না কথাটা রুচি-সঙ্গত বা সুসঙ্গত কিনা। কিন্তু সুধা গুপ্তা নিজে অতটা নিয়েমের গণ্ডী মেনে চলে না। সে-ই পরিহাসের মধ্য দিয়ে বিনয়কে এমন একটা স্থলে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে যেখান থেকে সঙ্গত হোক্‌ অসঙ্গত হোক কথাটা বেরিয়ে পড়ল ফস্‌ করে। আর কথাটার অর্থ পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌ল সুধার মুখের আরক্তিম আভাসে, চোখের সলজ্জ মাধুর্যে। মুখের ও চোখের এই পরিবর্তন এমনি অভিনব যে বিনয়ের দৃষ্টি অন্ধ না

হলে তা না বুঝে তার উপায় ছিল না। মনে-মনে বিনয় তখনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল—আর মান্‌ল, বড় অন্যায়—'improper and impertinent.'

সুধার সঙ্কোচেরও মূল নেই, আর ওর মুখাভাসেরও কোনো মূল্য নেই—তা বুঝাবার জন্যই পরিহাস-প্রবণ সুধা গুপ্তা তখন জোর করে চালাচ্ছে অজস্র পরিহাস—যেন সে বিনয়ের কথাটা শুন্‌তে পায়নি, তার মানে বোঝে নি: গুড়, ডাক্তার মজুমদার, চিনিতো আর নেই, গুড়, শুধু গুড়। তবে আপনারা ভাগ্যবান্‌ লোক,—হয়ত চিনির অভাবও আপনাদের নেই। সরকার অবশ্য চান—চিনির রপ্তানিতে চতুর্গুণ মুনাফা ফলিয়ে ইউ-কে-সি-সি ঈরানে ইরাকে ফেঁপে উঠুক। কিন্তু তাই বলে আপনারাই কি ফাঁকি পড়বেন? তা নয়। তার পরে ফাঁকও জানা আছে যথেষ্ট। তবে দুঃখু রইল—যা আপনারা পেলেন তার অনেকগুণ বেশি পিটছে ইউ-কে-সি-সি তার একচেটিয়া কারবারে।

বিনয় ভালো করে বুঝলে না—সুধা কি বল্‌ছে। ভালো করে শুন্‌ছিলও না। ইউ-কে-সি-সি'র নাম অবশ্য সে আগেও শুনেছে—শচীদা-মুরারি সেন প্রভৃতিদের আলাপ-আলোচনায়। দুটো কথা আজই ওর বেশি কানে গেছে—এই দু-চার ঘণ্টা আগে ওদের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তায়: গ্র্যাডি কমিশন—'সব আমেরিকার হাতে তুলে দিচ্ছে, তবু আমাদের দেবে না।' আর 'ইউ-কে-সি-সি—আমাদের জিনিসের রপ্তানি ব্যবসাটা পর্যন্ত আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে এরা আইন করে।'

কথাটা নিয়ে হরসুখরায় আর মথুরাদাস রাগ করেন। তাঁরা যতটা উত্তেজিত, বুঝা গেল, শচীপ্রসাদ ততটা উত্তেজিত নয়। হরসুখরায় বাজারিয়া মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্সের কর্ণধার, আর মথুরাদাস ইণ্ডিয়ান্‌ ন্যাশেনাল চেম্বার অব কমার্সের অন্যতম স্তম্ভ। কাপড়, চিনি

থেকে জাহাজের কারবার পর্যন্ত কিসে যে ওঁদের হাত নেই, বলা শক্ত। ওঁরা সকলেই খুব স্বদেশী। মিষ্টার মুরারি সেন ওঁদের এবার বিশেষ করে ডেকে এনেছিলেন বিনয়ের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। 'বর্মা ফেরৎ ডাক্তার, মিষ্টার চৌধুরীর শ্যালক, এই ন্যাশেনাল মেডিসিন উনিই হাতে নিচ্ছেন। তবে নেশা ওই দেশের কাজ। তাই সোনাপুরে আটকা পড়ে আছেন—যেখানে ভূতনাথবাবু পড়লেন আটক। শুনুন তাঁর কথা, আর শুনুন ইংরেজদের মিলিটারি অত্যাচারের কথা। শুনেছিলেন তো, সেবার কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল? ওঁরাই সে তথ্যও জুগিয়েছিলেন জওহরলালজীকে।'

বাড়িয়ে বল্‌ছিলেন মুরারি সেন বিনয়ের কথা। বিনয় লজ্জা পাচ্ছিল।

বিনয় জানত মুরারি সেন মারোয়াড়ী ভাটিয়াদের বিরোধী, একটা বাঙালী শিল্পসংঘ গড়ছেন। এবার তাঁর সঙ্গে এঁদের অন্তরঙ্গতা দেখে বিনয় একটু আশ্চর্য হয়েছিল। শচীদা বুঝিয়ে বল্‌লেন: ও রকম জাতিভেদ চলে নাকি বিজ্‌নেসে। মথ্‌রাদাস হলেন 'সিন্ধিয়া গ্রুপের' এখানকার লোক।

হরসুখরায় বল্‌ছিলেন: হাঁ, আমাদের অহিংস সেবা সংঘ থেকে লোকও গেছল। মহাত্মাজীও সে সব খবর বের করেছিলেন, দেখেছিলেন? মহাত্মাজী ছাড়া আর কে পারত?

মথ্‌রাদাস দেশাই বল্‌লেন: একমাত্র মহাত্মাজী থাকাতে এবার আমরা একটা দাঁড়াবার ভরসা পাচ্ছি। নইলে জওহরলালজী হয়ত সর্দারজীর কথায় কানও দিতেন না। সবগুলো দেশী কোম্পানির জাহাজ নিয়ে নিলে সরকার,—ওদের জাহাজ ওদের কোম্পানিতে হাতও দেবে না; রপ্তানীর ব্যবসা একচেটিয়া করে নিলে ইউ, কে, সি, সি; বসেছে গ্র্যাভি কমিশন। আমাদের মোটর কারবার খুল্‌বেন বালচান্দভাই—যত রকমে তা পারে সরকার চাপা দিলে। আমাদের

এরোপ্লেনের কারখানা খুলতে চাই—একটা তার কারখানা নেই এত বড় দেশে, অষ্ট্রেলিয়া খুলছে, কানডা খুলছে—কিন্তু আমাদের বেলা তা হবে না। কেবল মরবার বেলা আমরা,—যাও আফ্রিকায়, যাও বর্ম্মায়, মালয়ে—

তাঁদের টুক্‌রা টুক্‌রা কথা শুনেছে বিনয়—ঠিক তাতে মন দিতে পারে নি; আর বলেছে তাঁদের সোনাপুরের কথা। সুধার কথায় সে-সব কথা যেন এখন আব্‌ছা-আব্‌ছা মনে পড়ল। কিন্তু ভালো করে মনে পড়লও না। কারণ, বিনয়ও সুধার কথায় এখন মন দিতে পারছে না। পরিহাসের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে বিনয় নিজের কাছেই নিজের প্রগল্‌ভতার জন্য লজ্জিত হচ্ছিল। এমন সময় শুন্‌তে পেল: ডাক্তার মজুমদার, করছেন কি? একটা ব্যবসায়ে লেগে যান—

বিনয় এবার চম্‌কে উঠ্‌ল। তাই তো, সুধা গুপ্তা জানে নাকি ওর ন্যাশানাল মেডিসিনের খবর? কি করে জান্‌লে? বিনয় ওদের সহকর্মী কাউকে তা বলে নি—অমিদা'কেও না।

সুধা গুপ্তা বল্‌লেন: ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, কাপড়, পাট যা হয়। এই তো—উষার স্বামী, মিষ্টার শৌরীন দত্ত, খাশা সোশ্যালিষ্ট, লেগে গেছেন সাহিত্যের ব্যবসায়ে। আপনি না হয় একটা ইস্কুলের ব্যবসা দিন না?

শৌরীনের সংবাদ বিনয় ইতিমধ্যে শুনেছিল, খুশীই হয়েছিল—মিষ্টার সেনের সাহায্য সে পাবে তার প্রোগ্রেসিভ্‌ সাহিত্য বিষয়ক কাগজ চালাবার জন্য, 'সাহিত্য' তার নাম। কিন্তু সুধার কথায় বিনয় তা ভাববারও অবসর পেল না। বল্‌লে: ইস্কুলের ব্যবসা?

—ইস্কুলের ব্যবসা। কলেজও হতে পারে। কেন? বড় আশ্চর্য হচ্ছেন? ইস্কুলের ব্যবসায়ে অবশ্য বাজার এখন মন্দা—কলকাতায়

বাইরে সব গদি উঠিয়ে নিয়েছে ইস্কুলের মালিকেরা। যদি দিতেন একটা ইস্কুলের ব্যবসা—বেঁচে যেতাম আমরা। নিশ্চয় মাইনে ঠিক দিতেন—আর হাজিরার বালাইও থাকৃত না।

বিনয় বুঝ্‌লে সুধা কিছু জানে না ন্যাশেনাল মেডিসিন সংবন্ধে। বল্‌লে: কেন মাষ্টাররা মাইনে পায় না নাকি?

—ইস্কুল সব বাইরে পালাল, মাইনে আবার কি? ভাব্‌ছি এখন একটা ইস্কুল মাষ্টার-আর মাষ্টারনীর ভুখমিছিল বের করব কি না। একটা ইস্কুলের ব্যবসা এখনো এখানে দিলে দু'একটা গরীব মেয়ের উপকার হত। অন্তত দু' মিনিট হাসপাতালেও আমরা আস্‌তে পারতাম। এখন তো দু' মিনিট এখানে থাকৃতেও পারি না। এখনি ছোট আবার শুরা—নারকেলডাঙ্গা।

সুধা চলে গেল—আসলে সে খুঁজছিল একটা পালাবার সুযোগের। কথার ঝড়ে সে পালাবার মত একটা অবসর সৃষ্টি করে নিতে পেয়েছে। বিনয়ও পারে নি ভুলতে তার পরিহাস। সুধা চলে গেলেও বারবার সেই কথাটি তার মনে পড়ল, সে নিজে লজ্জিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল; আর সুধার মুখ ও চোখের ভাবান্তর স্মরণ করে নিজে উন্মনা হয়েও উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আবার ইস্কুলের কথায় মনে পড়ে গেল এবার তার সীতাকেও—সেও টিচার।

ভাবনার সময় ছিল বিনয়ের কম—তবু নানা সূত্রে একটি কথা ক্ষণে ক্ষণে বিনয়ের মনে যেন মোহ সঞ্চার করছিল—সুধা গুপ্তা। বিনয় বিকালে আস্‌ত হাসপাতালে; দু' এক মিনিটের জন্য সুধাও আসে—আস্‌বে, এ যেন বিনয় জানে। কিন্তু বড় ব্যস্ত সে। দু' এক মিনিটেও সেই কর্মব্যস্ত মেয়ে পরিচর্যায় পরিহাসে সকলকেই অল্পাধিক স্পর্শ করে যায়। তার আস্‌তে দেরী হলে নীরদের মা আর শিবুদা' বল্‌তেন—'কই, সুধা এলো না তো এখনো আজ? আস্‌বে নিশ্চয়ই একবার।' রোগীর ঘরের হাওয়া সে এলে হাল্‌কা হয়; আর তাই

শুশ্রূষাকারীরাও অপেক্ষা করে থাকে—সুধা আস্‌বে কখন? বিনয়ও অপেক্ষা করে—এ জন্যই অপেক্ষা করে। তবু অপেক্ষা করে—আর একটু বিশেষ ভাবেই অপেক্ষা করে বিনয়ের মন।

কিন্তু ভাববার সময় ছিল বিনয়ের কম—এতদিন ভাবনার হেতু ছিল নীরদ।

একদিন সকালে হেনা আবার বল্‌লে : দাদা তুমি তো আমার চিঠির কি উত্তর দাও না দাও মাথামুণ্ডু বুঝি না।

—কেন উত্তর দিই নি নাকি?

—উত্তর দাও বৈ কি। তবে কি উত্তর দাও তার ঠিক নেই। লিখেছি সেই মিষ্টার মিত্তির ওঁদের কথা—তার কোনো উত্তর দিলে?

বিনয়ের মনে পড়ল। সত্যিই তো, হেনা তো লিখেছিল মিষ্টার মিত্তিরদের কথা। কিন্তু তখন বিনয় তা ভাব্‌বার সময় পায় নি—পাবে কি করে? তখনি বোধ হয় প্রভাত বাবুর মাথা খারাপ হল, সীতা তা নিয়ে ভাবিয়ে অস্থির করলে বিনয়কে। বিনয়ের তখন অন্য কিছু মনে ছিল না। একবার যেন মনে পড়েছিল—কয়েক নিমেষের জন্য সেই নীল ভয়েলের শাড়ী, তার শাদা জড়ির পাড়—চিত্রা মিত্র। কিন্তু সে চিঠির যখন বিনয় উত্তর লিখলে তখন আর তা মনে নেই। এখন সে একটু তাই হেনার কাছে বিব্রত বোধ করলে—তার চিঠির উত্তরও সে দেখে শুনে দেয় না। তাড়াতাড়ি নিজের সেই অপরাধ ঢাকবার জন্য বল্‌লে: ওর আর উত্তর দোব কি? তুমি তো জানোই উত্তর। আমিও এসে গেছি।

কিন্তু সত্যই উত্তর জানে কি হেনা? বিনয় নিজেই জানে কি, কি সে উত্তর? কিন্তু এ প্রশ্ন নিজেকে চকিতে জিজ্ঞাসা করেই বিনয় অপেক্ষা করতে পারল না। শুনতে লাগ্‌ল হেনার কথা: এসে তো গেছ।

কিন্তু আসার তো তখন ঠিক ছিল না। আমিই বা কি বলি মিসেস মিত্তিরকে? যাক্ এখন শোনো, মিষ্টার মিত্তির ওঁরা নিমন্ত্রণ করেছেন আজ—বিকালে আজ আর হাঁসপাতালে যেয়ো না—

—আজ বিকালে? মুশকিল হল। আচ্ছা, তা সন্ধ্যার পরে আমি বেরুতে পারব তো? এ বেলা তো বেরুতে হবে, বড় সার্জেন আজ নীরদের ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখ্‌বেন।

হাঁসপাতাল থেকে বিনয় ফিরে এল উৎফুল্লচিত্তে। ডাক্তাররা বল্‌ছে এ যাত্রা নীরদ নিরাপদ। তবে আরও কিছু দিন দেখ্‌তে হবে। বিনয়ের জীবনে একটা ভালো দিন আজ।

হেনা বল্‌লে: এখন সন্ধ্যাটা ত্মাখো!

শচীপ্রসাদ বল্‌লেন, ত্মাখো একটা 'ওয়াণ্ডারফুল' সন্ধ্যাও তৈরী হচ্ছে। কিন্তু এমন দিনেই আমার সঙ্গে কথাটা শেষ করো—ন্যাশেনাল মেডিসিন্।—হাসি থেকে শুরু হলেও দু'মিনিটেই শচীদা কেমন সীরিয়াস্ হয়ে উঠ্‌ল,—দেখ্‌ল তা বিনয়। 'শুধু টাকা ফেল্‌লেই ব্যবসা হয় না, কারখানা চলে না। ওসব জমিদারী কায়দা, ওতে কারখানা গড়া যায় না। বসো এখন, কথা আছে—বোঝো সব কথা। তারপর তোমাকে আমার সঙ্গে এখন থেকে বেরুতে হবে কাজে। কাজ আবার কি? একবার করে ইটলির কারখানা দেখা আর লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করা। শুধু ওষুধ তৈরী করলেই তো হবে না, বাজারে তার কাটতির ব্যবস্থাও করে নিতে হবে—তার জন্যই চাই বিজ্‌নেস্ মহলে ঘোরা-ফেরা, পরিচয়।

বিনয় একটু মনোযোগ দিয়েই শচীদার কথা শুন্‌ল। মন অবশ্য তার আর মোটেই সে কথায় বসতে চায় না। নীরদ ভালো হচ্ছে, তাতে বিনয়ের কৃতিত্ব কত,—এই কথাটাই তাকে আজ আনন্দে ভরে তুল্‌ছে। কিন্তু না, শুধু একথা ভাব্‌লে তো হবে না; ভাব্‌তে হবে ঔষধের কারখানার কথা। দেখ্‌ল তো দেশে ঔষধের কি অভাব

পড়েছে। মনে পড়ল সোনাপুরের কথা,—সীতার অসুখ, প্রভাতবাবুর অসুখ, মুকুন্দ পালও ঔষধ পায় না, আর শেষে মারা গেল বীরুর দাদা। শচীদার অভিজ্ঞতা আছে, কর্মশক্তি আছে, আছে কর্মনিষ্ঠাও। বিনয় মনে মনে তাকে এজন্য সমীহ করে। ব্যবসা-পত্র বিনয় জানে না তার অভিজ্ঞতা নেই। যদিও তার পিতার ছিল এক কালে কাঠের ভালো কারবার বর্মায়, কিন্তু বিনয় তার কিছু খবর নেয় নি। পিতাও তাকে করতে চেয়েছিলেন ডাক্তার—বিলাত ফেরৎ ডাক্তার হবে বিনয়। নিজের এই অজ্ঞতার জন্য তার এদিকে ছিল ভয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ছিল একটা নিজের উপর আস্থা—হয়ত এদিকেও তার মাথা খেল্‌বে সত্যই যদি সে মন দেয়, অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পারে—নিজেকে একটা সবজান্তা মনে না করে। যাঁরা অভিজ্ঞ লোক তাঁদের কাছ থেকে তার শিক্ষা নিতে হবে। আর শচীদ'ার মত লোক তার সহায়—এদিকে তার সুবিধা আছে। বিনয় মনোযোগ দিয়ে শুন্‌লে ন্যাশেনাল মেডিসিনের খবর। আইনের যা করবার তা হয়ে গেছে। বিনয়ের টাকা আরও পেয়ে তা দিয়ে কারখানা বাড়ানোও হয়েছে। শচীপ্রসাদ বল্‌লেন: গুরুপ্রসাদবাবু কাজ ভালোই করছেন —মুনাফাও হচ্ছে। তবে জিনিস পত্র আজকাল মেলা ভার, অনেক কেমিকাল্‌স নেই। অথচ তা না হলে ওষুধ-পত্র তৈরী হয় কি করে? অধ্যাপক ঘোষ জুটিয়ে দিয়েছেন দু জন কেমিষ্ট, লেবরটরি তাঁরা ঠিকঠাক করে নিচ্ছেন। কেমিষ্ট্রির ফার্ষ্ট ক্লাশ। ওদিক থেকে কালীধনবাবুও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁর তো জানা আছে—সমস্ত খোঁজ। যেখান থেকে ওরা জোগাড় করে, আমরাও পাচ্ছি। অবশ্য জানতে পারলে ডাক্তার সরকার একদিনেই তাঁর চাকরি খেয়ে দেবেন। তবে আমরাও ইতিমধ্যে যদি দাঁড়িয়ে যাই, কালিধনবাবুর ভাবনা নেই—আমি বলেছি তাঁকে। আর তা ছাড়া কমিশন ওঁকে দিচ্ছি—সেদিকে তো ওঁকে সরকার কিছু দেবে না, সব নিজে মারবে। সেই কাচের কারখানার

এম্পুলের সাপ্লাই—হয়ে গেল তা সরকারকে একটা মোটা কমিশান দিতেই। তবে আমাদের তা দরকার হত না—গবর্ণমেণ্ট অর্ডার পাওয়ার পর। তবু যা, লোকটাকে হাতে রাখ্‌তে হয়—নইলে লাগ্‌বে ওই ন্যাশেনাল মেডিসিনের বিরুদ্ধে। প্রথমেই তোমাকে সইতে হত বাজারে সরকারের শত্রুতা। কাচের কমিশনে সেদিকটায় এখন ঠাণ্ডা রইল—বরাবর থাকবে না, তাও জেনো।

বিনয় শুন্‌তে লাগ্‌ল ; শচীদা' বল্‌লে : চলো, দেখে আসি একবার বেলঘরিয়া—তোমার ওখানে আজ নয়। সেখানে যাব কাল। কাজ হচ্ছে, একবার না গেলে কি হয় ? ওই তো, চাকুরে হচ্ছে দশটা-পাঁচটার চাকর। আর বিজ্‌নেস্‌ম্যান্‌ হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টার চাকর। এই যে, আবার তোমার বোন শুনে ফেল্‌লেন বুঝি—'হার মেজিষ্টিস্‌ সারভেণ্টের' এত বড় 'ডিস্‌লয়েলটির' কি আর ক্ষমা আছে ?

হেনা হেসে বল্‌লে : ও কথায়ও আমি ঠক্‌ব না। বিজ্‌নেস্‌ম্যানের বিজ্‌নেস্‌টা কি তা বুঝ্‌তে বাকী নেই। ভাঁওতা, বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়াবার একটা ওজুহাত। চাকুরেদের এত স্থবিধা নেই। তাই যার ফাঁকি দেবার ইচ্ছা, সেই বলে, 'বিজ্‌নেস করছি'।

—মানে, ঘরে যাঁর প্রিয়ভাষিণী আসেন তাঁকে অমনি বিজ্‌নেস্‌-এ বেরুতেই হয়,—এই তো বল্‌তে চাও ? বেশ, বলো। আমি কিন্তু অস্বীকার করছি। তবে যদি বলো মেনে নোব—ভুল আমারই।

হেনা ছল-ক্রোধ দেখিয়ে বল্‌লে : হয়েছে, হয়েছে। ভুলে যেয়ো না যে বাড়ি ফিরতে হবে, আর বিকালেও আবার মিত্তিরদের ওখানে যেতে হবে। আজ আবার কোথাও ক্লাশ আর ফাজ্‌লামোতে বসে যেয়ো না সন্ধ্যায়।

—আরে তা আমি ভুলব—মিসেস্‌ মিত্তিরের ক্লার্টেশনের নিমন্ত্রণ। আমি ভুলতে চাইলেই কি তোমার ভাই আজ তা ভুলতে দেবেন ? তাঁর তো সেখানে গরজ কম নয়।

গাড়ী চল্‌ল। শচীপ্রসাদ মিত্তির ওদের কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন। বিনয় ভাব্‌তে লাগ্‌ল চিত্রা মিত্র। সেই নীল ভয়েলের শাড়ী, আর শাদা জড়ির পাড়। 'চমৎকার মেয়ে, গান শিখেছে ওদিকে'। কি করবে বিনয়? জীবনে একটা স্থিরতা সে চায়, চায় সৌহার্দ্য, চায় অন্তরঙ্গতা, চায় সে-সঙ্গে নারী-সাহচর্য, গৃহ আর তার স্বস্তি। এসব বিনয় চায়। না, বিনয় অযথা দেরীও করবে না তা গ্রহণ করতে—সঞ্চয় করতে। শুধু এই হাতের কাজগুলো চুকিয়ে দেবে তার আগে, গুছিয়ে নেবে নিজেকেও একটু। যাবে বিকালে ওঁরা মিষ্টার বি, কে, মিত্তিরদের নিমন্ত্রণে। বিনয়েরও থাকা দরকার, নইলে অন্যায় হবে। বিনয় ঠিক করেছিল—আজ একটু বিকালে হাঁসপাতালেই বেশি থাকবে। সুধা আস্‌বে—তার ছুটিও তো আজ সকাল-সকাল, সময় আছে। তাকে নিয়ে বিনয় বেরুবে অমিতদের খোঁজে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। একটু আলাপ-আলোচনা করবে—এ অমিতেরা কি করছে? দেখ্‌ছে না সাম্‌নে কত বড এক মহামুহূর্ত? কি অন্যায় আর অত্যাচার চারদিকে—আর দেশও আজ শেষে জেগে উঠ্‌ছে তার বিরুদ্ধে। এ সব কথা একবার অমিদা'র সঙ্গে, সুধার সঙ্গে না আলোচনা করতে পারলে বিনয় স্বস্তি পাচ্ছে না। এত বুদ্ধি ওদের, এমনি আশ্চর্য ওদের কর্মশক্তি; শুধু দেশপ্রেমই কি ওঁদের নেই? অথচ ওই নিয়েই তো ওদের যাত্রা শুরু। দেশের জন্য তো ওরা কম সয় নি।

এ কয়দিন নানা উদ্বেগ, নানা উত্তেজনায় বিনয়ের মন সব সময় ছিল একেবারে টানে-বাঁধা তারের মতো—সুধাকে দেখেও সে সে-অর্থে বেশি দেখে নি, অমিতকে দেখেছে আরও কম—তাদের দেখা পেয়েও তৃপ্ত হতে পারে নি। সেই তর্ক আর তর্ক। চারদিককার এমন আবেগ-উত্তেজনার সঙ্গে ওরা যেন নিঃসম্পর্কিত। শিবুদা পর্যন্ত হঠাৎ এখানে তাদের দলের লোকদের সঙ্গে জুটে গেছে।

ওঁদের সঙ্গে বিনয় একবার দেখা না করলে স্বস্তি পাচ্ছে না তাই।

সুধা আসবে বিকালে। অথচ বিকালেই মিত্তিরদের চা-এর নিমন্ত্রণ; থাক্‌বে অপেক্ষা করে চিত্রাও। বিনয়ের না গেলে চলবে কেন?

সেদিন মিত্তিরদের বাড়িতে তবু একটা হাল্‌কা খুশী আর পরিতৃপ্তি এসেছিল বিনয়ের মনে। খুব সেদিন ওর ভালো লেগেছে, সেই সন্ধ্যাটিতে যেন সমস্ত উদ্বেগ ও উত্তেজনা থেকে ছুটি পেয়েছিল সে। নীরদ বাঁচছে,—বিনয়ের মনে তাই আনন্দ। সমস্ত দিন শচীদা'র সঙ্গে কলকারখানা দেখেছে—তাই দেশের উত্তেজনাও তার মনে তেমন জমে উঠ্‌তে পায় নি আজ। বিনয়ের মন স্বচ্ছন্দ হয়েছিল। একথাও বুঝ্‌ছিল বিনয়—তার নিজের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা সেই সন্ধ্যায় খুবই উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। ইচ্ছা করেই বিনয় একটু বেশি হাস্য ও পরিহাস করেছে। প্রায় শচীদা'র সঙ্গেই টক্কর দিয়ে ফ্লার্ট করেছে মিসেস্ মিত্তিরকে আর তার বোন ধীরাকে। আর তারও অপেক্ষা সচ্ছন্দ হাস্যে স্নিগ্ধ করে তুলেছে ওর চিত্রা মিত্রের সঙ্গে কথা কয়টিকে। সকালে ডাক্তার বলেছেন—নীরদ আপাতত টি ঁকেছে, তাতে সন্দেহ নেই। উন্নতি দেখা যাচ্ছে নিজে থেকে। দেখা যাক দাঁড়ায় কি। যদি ভালো হতে থাকে, তা'হলে এখন ছুরি ধরব না। দেখ্‌ব—আর দু' সপ্তাহ।

বিনয় নীরদের সংবাদটা মিত্তিরদেরও দিয়ে নিজকে আরও খুশী করে তুল্‌তে চাইল, তুল্‌লও। বল্‌লে: মিষ্টার মিত্তির, বাংলাদেশে এই আমার প্রথম হাত-যশ বল্‌তে হবে। এর আগে শুধু ব্যর্থতাই দেখেছি। ছেলেটা আমার মুখ রেখেছে—অথচ কেউ আশা করে নি, নীরদ বাঁচবে—আমিও না।

মিসেস্ মিত্তির বল্‌লেন: আমার কিন্তু ভারী ইচ্ছা হচ্ছে তাকে দেখ্‌তে। তোমাদের সঙ্গে পড়্‌ত না কি চিত্রা? চিত্রা মাথা নেড়ে বল্‌লে: হাঁ। জিম্‌নাষ্টিকে প্রাইজ নিত।

হেনা বল্‌লে: আমি একদিন দেখে এসেছি। যাবেন দেখ্‌তে আপনি?

যাবেন ?—জিজ্ঞাসা করলে সাগ্রহে বিনয়। বেশ—কালই আসুন না।

ঠিক হল ওরা নীরদকে দেখ্‌তে যাবে।

—আপনি এখানে প্র্যাক্‌টিসে বসে যান না ?—মিষ্টার মিত্তির বল্‌লেন বিনয়কে।

—না, ওটি আর না। প্র্যাক্‌টিস ঢের লোকে করছেন ; কিন্তু কি ওষুধ বিক্রী হচ্ছে, তা ওঁরাও জানেন না, আপনারাও জানেন না।

বিনয় নিজের অভিজ্ঞতা বল্‌লে। সীতা, প্রভাতবাবু, মুকুন্দ বাবুর ভাই, আর সর্ব শেষে বীরুর দাদা হরেন বাবুর মৃত্যু—সবই বল্‌লে। 'ওষুধের কারখানা না হলে দেশের কি অবস্থা হয়, এ যুদ্ধে তা পরিষ্কার। তাতে যখন একবার হাত দিয়েছি তখন ছাড়ছি না—শেষ অবধি না দেখে। লক্ষ লোক বাঁচত যদি এটেব্রিন্ আর সালফোনামাইড্ কিছু থাক্‌ত—অন্তত এ দুটো জিনিসও আমাদের যদি থাকৃত। সামান্য সাধারণ ওষুধ, তাও দিতে পারব না লোককে ? চাই না প্র্যাক্‌টিস করতে।

বেশ বুঝ্‌ছিল বিনয় তার কথায় আত্মবিশ্বাসের সুর ফুটে উঠ্‌ছে—নিজেই সে শুনে প্রায় নিজের কথা বিশ্বাস করে ফেল্‌ছে। আর তার কথা শুনে যে মিসেস্ মিত্তির, তাঁর নব বিবাহিতা বোন ধীরা আর সলজ্জ তরুণী চিত্রা পর্যন্ত সবাই বেশ আকৃষ্ট ও সমুৎসুক হয়ে উঠবেন তাতে আশ্চর্য কি ? বিনয় তা বুঝে আরও যেন আত্ম-সচেতন হতে পারল—তার মুখ আরও খুলে গেল। বলে চল্‌ল কোথা দিয়ে তার কারখানা কতভাবে এদিকে বড় হতে পারে, কত সম্ভাবনা।

মিসেস্ মিত্তির কি সামান্য পরিহাস করেছিলেন : 'তা হলে আমাদের উপায় হবে কি—ডাক্তাররা প্র্যাক্‌টিস না করলে ?'—বিনয় তার প্রতিদান দিলে : রোগী পেলে কি আর চিকিৎসা করি না, খুব করি।

—কিন্তু বুঝলাম, ওষুধটাই আপনার বড়, রোগীগুলো নয়।

—তেমন ফেয়ার পেসেন্ট পাই কই ? তাঁরা সব সিম্‌লা-দিল্লী করছেন।

শচীপ্রসাদ হেসে বল্‌লে : পেলে কি ওষুধের কারখানা তুলে দেবে নাকি?

—কেন দোব না? সংসার-বিষ-বৃক্ষের নাকি দু'টি মাত্র অমৃত ফল আছে—কবিতা আর সেই ফেয়ার ওয়ান্‌স্। একটা তো মেডিকেল কলেজে খুইয়েছি, অপরটা যদি পাই তা'হলে ডাক্তারিই নয় খোয়াব—ক্ষতি কি?

চিত্রা লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠ্‌ল। ধীরা তাঁকে একটু যে কনুই দিয়ে খোঁচা দিলে, বিনয়ের তা চক্ষু এড়াল না।

মীরা মিত্তির বল্‌লেন : দেখ্‌বেন, অতটা যাবেন না।

—অতটা বল্‌ছেন কি? বিনা কারণে যদি চীন পাহাড় আর জঙ্গল পেরিয়ে আস্‌তে পারলাম—এমনি কারণে আমি সিম্‌লা কি লাসা যেতে পারি না?

এমনি আগা-গোড়া একটা বাক্‌-মুখরতা চল্‌ল বিনয়ের। আর ডিনারের শেষে বিনয় যখন বাড়ি ফিরছে, তখন সে নিজেই বুঝ্‌লে, পরিহাসের মধ্য দিয়ে সে এমন একটা ধারণাই জন্মিয়ে দিয়েছে সকলের মনে যা সে মুখে উচ্চারণও করে নি—এ পরিবারের সে নিকট আত্মীয় হতে অনিচ্ছুক নয়।

বাড়ি ফিরে একা ঘরে বিনয় পরিতৃপ্ত মনে ভাব্‌লে—সত্যই কি সে এই ধারণা পোষণ করে? ভেবে পেল না, কেন সে তা পোষণ করবে না? সে এমনটিই তো চায়—গৃহ, সচ্ছন্দজীবন, হাসি-আনন্দ। অবশ্য সে অন্য জিনিসও চায়। হাঁ, চায় দেশের স্বাধীনতা, চায় মানুষের মঙ্গল, চায় সকলের সদিচ্ছা। না, থাক্ ওসব, অত বড় বড় জিনিসে বিনয়ের কাজ নেই। থাক্ তা সুধার জন্য,—মানুষের মুক্তি আর জনতার জাগরণ। বিনয় সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের জীবন সে চায়—চায় গৃহ, চায় আত্মীয়-পরিজন, চায় কর্ম, আর চায় সে সাধারণ মানুষের মত তার দেশের স্বাধীনতা। থাকুক সুধা অমিত

ওরা ওদের বড় বড় কাজ আর বড় বড় প্রোগ্রাম নিয়ে, বিনয়ের জন্ম থাক্ তার গৃহ আর তার দেশ। থাক্ একটি মানুষ, যাকে সে একান্তে বল্‌তে পারবে জীবনের একান্ত কথাটি,—আর থাক্ একটি বৃহৎ জাতি, যাকে সে জন্মসূত্রে জেনেছে তার আপনার বলে।

১৭

বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিল বিনয়। সে বিরক্তি চাপা রইল না যখন সুধা বল্‌লে: সেদিনকার মিছিলের সময় মনে আছে তো, ডক্‌টর মজুমদার? আস্‌বেন যেন।

কিসের মিছিল বলুন তো?—প্রশ্ন করলে বিনয়।

—আমাদের মিছিল—যে কথা হচ্ছিল। এতক্ষণ শুন্‌ছেন—কানে শুন্‌তে পান নি নাকি? ধ্যান করছিলেন কার?

বিনয় পরিহাসে যোগ দিলে না। বল্‌লে: আপনাদের পার্টির ব্যাপার,—আমি পার্টির মেম্বর নই।

—কিন্তু সহযোগী কর্মী হিসাবে সিম্প্যাথি রাখেন।—সহাস্ত উত্তর হল সুধার।

—হাঁ, শ্রদ্ধা রাখতাম আপনাদের কর্মীদের ওপর। কিন্তু তাও আর রাখা সহজ হবে না বুঝ্‌ছি।—বিনয় গম্ভীর ভাবে বল্‌লে, পরিহাসের লেশ মাত্র নেই তার কণ্ঠে।

সুধা এবার পরিহাস ছেড়ে দিলে।—কেন বলুন তো?

বিনয় বল্‌লে: আমি বুঝ্‌ছি না—এতে আপনাদের গৌরব বেড়েছে কি কমেছে—আপনাদের পার্টি বে-আইনী না থাকায়।

—সে তো প্রত্যক্ষ—আমাদের অস্তিত্ব আর স্বীকার না করে আজ সাম্রাজ্যবাদীরা পারে না, তাই আমাদের আইনসঙ্গত করতে হল।

—প্রত্যক্ষ এই—ভারতবর্ষের অস্তিত্ব, জনসাধারণের অস্তিত্ব, তারা অস্বীকার করতে চায়; তাই আজ আপনাদের অস্তিত্বে তাদের আপত্তি নেই।

—জনসাধারণের অস্তিত্ব তারা অস্বীকার করতে পারে নাকি?

—তার প্রমাণ তো ওইখানে নীরদকেই দেখ্‌ছেন। শিবুদাই বলুন তা।

সুধা বল্‌লে: কেমন?

—দেশের সিপাইকে বলেছিল দেশের লোকদের তাদের ভাই বলে ভাব্‌তে। এই তো তার পেল পুরস্কার।

সুধার মুখে উত্তর ছিল না। বল্‌তে চাইল: এমনি ঘটনা ঘট্‌বেই যতদিন পুরোপুরি জনশক্তি না জাগ্‌ছে।

এবার বিনয় ক্ষুব্ধ হল: ততদিন মানুষ খুন হবে, মেয়েরা অপমানিত হবে, ভিটে-বাড়ি ছাড়তে হবে, নৌকো-গাড়ী নষ্ট হবে?—চা'ল চালান যাবে, কাপড় পরতে পাবে না, কুইনাইন দেশে পাবে না;—এমনি লুঠ চল্‌বে—কেমন?

সুধাও ছাড়লে না, বল্‌লে: হাঁ, যদি জনশক্তি না জাগে।

—ধীরে, মিস্ গুপ্তা,—আর আপনারা করবেন তবু যুদ্ধে সাহায্য?

—জনশক্তিকে সংগঠিত করবার জন্য।

—জনমতের বিরুদ্ধে—

—না। জনস্বার্থের স্বপক্ষে, তাই আসলে জনমতেরও স্বপক্ষে।

বিনয় এক মুহূর্তে থাম্‌ল—অপরিসীম ক্ষোভে। তারপর যথাসম্ভব শান্তস্বরে বল্‌লে: এজন্যই তো বলি,—আমি পলিটিক্যাল লোক নই

সুধা বল্‌লে: কি জন্য বুঝ্‌লাম না।

—এমন মিথ্যাকে সত্য বল্‌বার ওজর আমি চাই না।

—আমরা তাই করছি নাকি?—মিথ্যাকে সত্য বল্‌ছি?

বিনয় বল্‌লে : মিস্ গুপ্তা, আমি আমার দেশে বেশি দিন আসি নি। কিন্তু একটা কথা বুঝেছি এ কয় মাসে। এ দেশের মানুষ আজ আপনাদের শাসক-বন্ধুদের বিষে বিষে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। আপনাদের রুশিয়া আছে, তার বন্ধু বলে এদেরকেও যুদ্ধে আপনারা সাহায্য দেবেন। দিন। কিন্তু জনতার নাম করবেন না; বল্‌বেন না এ জনস্বার্থে দিচ্ছেন, জনমতের নামে দিচ্ছেন।

সুধা বুঝাতে চেষ্টা করলে : আপনি দেখ্‌ছেন না অন্য দিক। বানচাল আজ ব্যুরোক্র্যাসি, বানচাল সাম্রাজ্যবাদীরা। যত বুঝ্‌ছে জনমুক্তি নিকটে, তত তাদের জনাতঙ্ক বাড়ছে—মূঢ়ের মত, উন্মাদের মত ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে—এলো-পাতাড়ি মারছে।

—ক্ষিপ্ত হোক্, জনাতঙ্কে ভুগুক—কিন্তু তাদের এলো-পাতাড়ি যুদ্ধ-চেষ্টায় জনতাও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষিপ্ত তারাও হয়ে পড়ছে। তারা আর পারে না—অসহ্য এই মার, অসহ্য এই ভার, অস্থির আজ জনসাধারণ,—জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে তারা। যুদ্ধে আপনারা যত খুশী সাহায্য করুন; কিন্তু বল্‌বেন না জনতা তাই চায়, তা জনগণের মত—ভারতবর্ষের মত। সেইটাই মিথ্যাচার—মানে, পলিটিক্‌স্।

—কিন্তু সেইটাই যে সত্য,—এই কথাটা ঠিক মত বোঝা, বোঝানো, বুঝে কাজ করা—তা'ই আমাদের পলিটিক্‌স্।

—হোক্; কিন্তু আমায় নয়—দেশের অন্য কারুরই কিনা, এই সাতুই আগষ্টই তা দেখ্‌তে পাবেন। ততক্ষণ আপনাদের এ জলুশ যেন একটা ঔদ্ধত্য। আমি যোগ দোব কি? শ্রদ্ধাই রাখ্‌তে পারছি না আপনাদের সুবুদ্ধিতে।

সুধা যেন ব্যথিত হল, বল্‌লে : তার কারণ, আপনি ভুল পলিটিক্‌স্ বুঝছেন।

বিনয় খুব আন্তরিক ভাবেই আপত্তি করলে : না, না, মিস্ গুপ্তা,

আমি পলিটিক্স্ই বুঝি না, দরকারও নেই তাতে আমার। ঠিক পলিটিক্স্ও চাই না, ভুল পলিটিক্স্ও চাই না।

সুধা এবার মৃদু হাস্‌ল, বল্‌লে: কিন্তু পলিটিক্স্ তো তা বলে ছাড়তে পারেন না।

বিনয় প্রতিবাদ জানালে: ছাড়তে পারব না মানে? আমি ওতে যাই নাকি?

সুধা বল্‌লে: এতদিন সোনাপুরে কি করলেন তা হলে?

বিনয় সহজ ভাবেই বল্‌লে: কি করব আবার? দশজনের সঙ্গে অসুখে-পীড়ায় বিপদে-আপদে এক সঙ্গে চলেছি—

সুধা হেসে বল্‌লে: ডক্‌টার মজুমদার, এই দশজনের সঙ্গে চলারই নাম পলিটিক্স্। তা নয় ত পলিটিক্স্ কি এ্যাসেম্ব্‌লির বক্তৃতা, বিবৃতি, আর পার্কে-পার্কে দেশোদ্ধার?

বিনয় যেন কথাটা নূতন শুন্‌লে, তা বুঝবার চেষ্টা করলে। সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, বল্‌লে: সে কথা বল্‌লে তো সবই পলিটিক্স্, দশজনের খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা—

—সত্যিই তাই; তবে কোনোটা প্রত্যক্ষ আর কোনোটা পরোক্ষ; কেউ আবার তা করে বুঝে, কেউ করে না বুঝে।

বিনয় একটু নীরব ছিল, কি যেন সত্য আছে কথাটায় তা বুঝছে। কিন্তু উত্তরে বল্‌লে: না, মিস্ গুপ্তা, প্রত্যক্ষ পলিটিক্স্ আমি চাই না, আর পরোক্ষ পলিটিক্স্ আমি ঘৃণা করি।

সুধার ঠোঁটে হাসি ফুটল: তাতেই বা কি? দুয়েতেই আপনি জড়িয়ে আছেন। মুশ্‌কিল এই যে, তা বুঝ্‌তে চান না। বুঝ্‌লেই আপনার পলিটিক্স্ আর ভুল পলিটিক্স্ হত না।

বিনয় থাম্‌ল। কোনো সত্য আছে এই কথায়? না, বিনয় তর্কে যাবে না। যুক্তিতে গেলে সে পারবে না—ওরা যুক্তির জাহাজ। সে একেবারে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে: মিস্ গুপ্তা, আমি

ভারতবর্ষের মানুষ, এই জানি; আর বুঝেছি আপনাদেব এই পথ ভারতবর্ষের মানুষ আজ প্রাণমনে অস্বীকাব করে।

সুধা তবু বোঝাতে গেল: ঠিক মত নিজেদের স্বার্থ বুঝতে পারছে না বলে—

বিনয় তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললে: থাক্ মিস্ গুপ্তা, তারা বুঝেছে কি না-বুঝেছে জানি না; তবে পিঠ তাদের কালি হয়ে গেছে মাবে মারে, মুখে তাদের রক্ত উঠ্‌ছে, বুকে তাদের জ্বালা ছাড়া আর কিছু নেই। আমি তাদেব দেখেছি, চিনেছি, বুঝেছি; আজ মিছিল করে আমি যাব তাদের অপমান করতে? ভারতবর্ষকে অস্বীকার করতে? থাক্, মিস্ গুপ্তা, থাক্—

সুধা একটু বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে রইল; তার চোখে একটু নীরব অনুযোগ যেন বিনয় দেখ্‌তে পেল। বিনয় মনে মনে ভাব্‌লে, 'সত্যই বড় রূঢ় হয়ে পড়ছি কি?' তাই সহজ ভাবে বল্‌লে: সাতুই আগষ্ট দেখুন না? তারপর নয় আবার অন্য কথা বুঝ্‌ব।

সুধা ম্লান হাস্যে বল্‌লে: বেশ। কিন্তু বুঝ্‌তে আপনাকে হবেই—যদি সত্যই আপনাব দেশের মানুষের সঙ্গে যোগ থাকে।

কিন্তু সুধা বিদায় নিলে যখন তখনো বিনয় দেখ্‌লে তার মুখে ম্লান হাসি, আর চোখে কণ্ঠে কোথায় যেন একটা নিরাশা। বিনয়ের মনে তাতে বেশ একটু আন্দোলন জাগ্‌ল—সত্যই সুধাকে সে তা হলে দুঃখ দিয়েছে। কিন্তু বিনয় কি করবে? ওরা চোখ থেকেও অন্ধ যে,—দুঃখই পেতে চায়। বিনয় তো ভুলতে পারে না তার নিজের অভিজ্ঞতা, তার নিজের দেশকে, জাতিকে।

কিন্তু কেনই বা বিনয় এসব বিষয়ে এত উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ছে? এই কি তবে পলিটিক্স্?—বিনয় অস্বীকার কর্‌তে চাইল—অস্বীকার করলও। পলিটিক্স্ কোথায়? সাধারণ মানুষ বিনয়, এ দেশের

সাধারণের সঙ্গে চল্‌তে চায়। মনে পড়ল সুধার কথা 'তারই নাম পলিটিক্‌স্‌।' তাই হবে,—বিনয় না হয় মান্‌লে এ কথাও। একটা দায়িত্ব তারও আছে বৈ কি—সমাজে যখন থাকে, তখন তার একটা দায়িত্ব আছে দেশের প্রতি, দশ জনের কাছে। তা সে পালন কর্‌বে না কেন? তবে বিনয় সাধারণ মানুষ, পলিটিক্‌স্‌ বোঝে না, চায় না,—সে দশজনের সঙ্গে চল্‌তে চায়। ডাক্তারি করে, কাজ-কারবার করে, আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসে,—ভালোবাসে হেনাকে, ইরাকে শচীদাকে,—বন্ধু গৃহপরিজন তার ভালো লাগে,—ভালো লাগে তার এসব মানুষকেও—অমিতদা'কে সুধাকে, যারা দশজনকে নিয়ে যেতে আছে তাদেরও। কিন্তু চায় বিনয় তবু কাউকে আপনার করে, একান্ত একটি ঘরে—যেখানে বিনয় শুধু পাবে তাকে, সে পাবে বিনয়কে।—

আর চলে গেল ভাবতে ভাবতে বিনয়ের মন তার এই শেষ কথায় অন্য দিকে—নূতন সম্ভাবনার আর কল্পনার দিকে।

চিত্রা।

বিনয়ের মনে একটি স্বচ্ছন্দ পুলকের সঞ্চার কর্‌লে তার মূর্তি,—সেই সলজ্জ, সুন্দর তরুণী। মিষ্টার মিত্তিরদের সঙ্গে বিনয়ের এ কয়দিনে ঘনিষ্ঠতা অনেক বেড়ে গেছে—ভালো লেগেছে সে গৃহ, আলাপ, পরিহাস; আর ভালো লেগেছে এই সকলের মূল লক্ষ্যস্থলের সেই তরুণীকে—চিত্রা।

না, বিনয় মিছিলে চল্‌বার মতো মানুষ নয়, সে সংসারের সাধারণ মানুষ। সংসারে বাঁচবে সে এবার, দশজনের পাশে পাশে সে থাক্‌বে, তাদের চিকিৎসা কর্‌বে, আর তার কারখানা সে গড়্‌বে,—আর চিত্রা আস্‌বে, গড়্‌বে বিনয়ের সহজ জীবন, বিনয়ের পৃথিবী।

—অমিদা', আমাকে ছেড়ে দাও। আমি পলিটিক্‌স বুঝি না—পলিটিক্‌সে নেই-ও আমি।—বল্‌ছিল বিনয় তাই অমিতকে তর্ক কর্‌তে কর্‌তে আবার।

অমিত বাধা দিয়ে বল্‌লে: ডাক্তার বড় পুরনো কথা বল্‌লে। আমার উত্তরও পুরনো—যে মনে করে পলিটিক্‌সে সে নেই, আসলে তারও পলিটিক্‌স আছে। কি সেই পলিটিক্‌স জানো? গতানুগতিকতার পলিটিক্‌স, মানে, 'পলিটিক্‌স অব্ ষ্টেটাস কো'—যা সাম্রাজ্যবাদীরাই চায়। কিছু থেমে নেই, কেউ দাঁড়িয়ে নেই, ডাক্তার; তুমি হয় এগিয়ে যাচ্ছ, নয় তুমি অন্যদের পিছনে টেনে রাখছ—আর তারই নাম দিচ্ছ 'আমার পলিটিক্‌স নেই।'

বিনয়ের কাছে এই কথাটা আজ মিথ্যা ঠেক্‌ছে না আর। আকাশে বাতাসে বিনয় শুন্‌ছে নাকি সেই প্রার্থনা: 'ভগবান্ আর কত সইতে হবে আমাদের?' হেমন্ত বক্‌সী—জীবনে যে পলিটিক্‌সের ধার ধারে না— তারও মুখে এই আন্তরিক আবেদন—সেও উদাসীন নয়। বিনয় মান্‌ছে, সত্যই, কেউ তো উদাসীন আজ নেই এদেশে—কেউ বেশি চঞ্চল, কেউ কম চঞ্চল; নিরপেক্ষও কেউ নেই। কোনো দেশেই কি কেউ নিরপেক্ষ আছে আজ?—তবে কি কোনো কালে ছিল না কেউ নিরপেক্ষ? কি জানি, অন্তত আজ এ দেশে কেউ নিরপেক্ষ থাক্‌লে বিনয়ও তাকে মনে মনে ক্ষমা করে না। এই তো মিষ্টার মিত্তির—অমন যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি যাঁর—তাঁকেও বিনয় দেখেছে নিরপেক্ষ নন। অবশ্য শুধু স্বাধীনতার তিনি তেমন মূল্য দেখেন না,—তাঁকে এই আবেগ আলোড়িত করে না। তবু তিনি চান এই অকর্মণ্য শাসনতন্ত্র বিদায় নিক,—মূঢ়তা, কপটতা, অত্যাচার-পরায়ণতা আর সর্বোপরি এই 'ঘুষের রাজত্ব', তিনিও চান, শেষ হোক্।—কেউ নিরপেক্ষ নেই আজ—বিনয় জানে। সবাই যে পলিটিক্‌সে জড়িত, এইটাও বিনয় যেন এক রকম বুঝতে পারছে। তবু তা মেনে নিতে তার কষ্ট হচ্ছে। না, মূলত সে পলিটিক্‌স চায় না। ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখতে চায়—সেটা পলিটিক্‌স কি? সাধারণ ভারতবাসীর একটা সাধারণ ইচ্ছা মাত্র—তার মধ্যে কোথায় বা 'পৃথিবীর জনগণ',

কোথায় বা 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি', কিংবা শাসক-শক্তিদের শতরঞ্চ খেলা? কিছু নেই ওসব তাতে, কিছু নেই; বিনয় জানে, শুধু ভারতবর্ষ আছে।

শিবুদা বল্লে: ডাক্তারদা, কাল কিন্তু আমি আসব না। ওদের পার্টির আইনসঙ্গত হবার উৎসব, শিবুদা তাতে যাবে। শিবুদা বলেই বিনয় পরিহাস করলে না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এদের কাজে লাগাবার জন্যই গবর্ণমেণ্টের ওদের উপর দাক্ষিণ্য দেখিয়েছে, বিনয়েরও তাই বিশ্বাস। ছেড়েছে ওদের আসল কর্মীদের, চট্টগ্রামের বন্দীদের?

মনে পড়ে বিনয়ের সেদিনকার কথা—তখন ছায়াচ্ছন্ন মন সোনাপুরের শহরের সকলের। কেশব চক্রবর্তী বল্‌লেন, 'এলেই হল জাপান—কে রুখ্‌বে তাদের?' হোটেলের কানাই ঠাকুর তাঁকে বল্‌লে, 'রুখবে বাবু, লোক আছে।' 'কে?'—কেশব চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করলেন—'দেখেছ তো বর্মার কাণ্ড?' কানাই ঠাকুর উত্তর দিলে চুপে চুপে—'এরা নয়, তান্‌রা?' বিনয়ও উদ্‌গ্রীব হল—'কারা?'—কানাই ঠাকুর বল্‌লে, 'সেই স্বদেশীর দল। জেল থেকে হুকুম পাঠিয়েছেন না তাঁরা? পাহাড় থেকে তাঁদের বন্দুক-পিস্তল বের করে আন্‌ছে তাঁদের ছেলেরা। তারা বল্‌ছে, 'আমাদের চাটগাঁ, আমরা ছাড়ব না।' কেশব বাবুর খুব ভরসা হল না, 'তাঁদের আছে কি? আর কেইবা আছে?' কানাই ঠাকুর এবার দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লে, 'কি আছে না আছে, সে আমরা জানি। সেবার গেল যখন এখান দিয়ে—রাত্রিতে দুম্‌-দাম, গুড়ুম-গুড়ুম। ছিলেন না আপনি—গেল, হাঁ, বুঝ্‌লাম, মানুষ। আর ওরা যখন এবার বেরুবে তখন সমস্ত মুসলমানও আবার 'আল্লা'-আল্লা' বলে উঠ্‌বে; মগ-বর্মী-জাপানীদের তারাও সহজে ছাড়বে না।'—এমনি লোকের বিশ্বাস যাঁদের উপর—তাঁদের ছেড়েছে কি সরকার?

লোকে বিশ্বাস খুইয়েছে সরকারের শক্তিতে, বিশ্বাস রাখে তবু দেশের এই মানুষদেরই শক্তিতে।—আর তাঁরাই জেলে। তবু সুধা ওরা এই মিথ্যা দাক্ষিণ্যে পরিতৃপ্ত? শুন্‌ছে না—বোম্বাইএর উপকূলে সমুদ্র-গর্জন?? ভেবেছে ওরা এই প্রকাণ্ড জাতীয় আত্ম-চেতনা নিস্তব্ধ হয়ে যাবে? এরা করবে কংগ্রেসের শত্রুতা? দেশের শত্রুতা? এরা কি নিজের লোকদের চেনেও না? নিশ্চয়ই দেশ ওদের কাছে তত আপনার নেই। বিনয় বুঝছে, ওদের কাছে রুশিয়াই অনেক বেশি সত্য, অনেক বেশি প্রত্যক্ষ তার মরাবাঁচা। ভারতবর্ষ বড় কথা হয় নি ওদের কাছে, সবচেয়ে বড় কথা হয়ে উঠেছে রুশিয়া।

হতভাগ্য ভারতবর্ষ!

বিনয়ের সমস্ত অন্তর মথিত করে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আর মনে মনে সে বল্‌লে: ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! কত দুর্ভাগা তারা যারা তোমাকে দেখে নি—তোমাকে দেখে না!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনয় সেদিন শুন্‌ল সহস্র সহস্র কণ্ঠের তুমুল জয়ধ্বনি;—দেখলে আর রক্তপতাকা আর রক্ত-লিখনের যাত্রা। বিনয় দেখ্‌তে লাগল। ওর পাশে এসে দাঁড়াল হাসপাতালের নার্স ও লোকজন, দেখ্‌তে লাগ্‌ল তারাও। চল্‌ছে—সারের পর সার, গুচ্ছের পর গুচ্ছ। প্রকাণ্ড সুউচ্চ পতাকা বহন করে চল্‌ছে হয়ত ওঁদের নেতারা। চলেছে অগ্রণীরা অগ্রে-অগ্রে। বিনয় কাউকে চিন্‌তে পারল না, চিনেও না। মনে পড়ল তার রফিক্‌কে,—সেই শান্ত স্থিরভাবী মানুষ রফিক, চলেছে নিশ্চয় স্থির শান্ত গতিতে। বিনয়ের মনের সমুদ্যত বিরোধ আর বিদ্রূপ একবার থম্‌কে গেল, একটু নিস্তেজ হল।—পৃথিবীতে যারা লোকচক্ষুর অগোচরে অনেক সয়েছে আজ লোকচক্ষুর সমক্ষে এসে পড়েছে তারা—তাই বলে তাদের বেদনার কি দাম নেই? সাধনায় সত্য নেই? তাদের অবজ্ঞাত দিনের একান্ত প্রতিজ্ঞার মূল্যও কি দেবে না বিনয়?—না, না, বিনয় অত মূঢ় নয়, অত ভ্রান্ত নয়।

দেখ্‌তে লাগ্‌ল বিনয়,—এবার দেখ্‌তে লাগল একটু বেদনার সঙ্গে, একটু শ্রদ্ধার সঙ্গে। চলেছে ওরা দলে দলে। চলেছে ওদের কর্মীরা। হয়ত এরই মধ্যে আছে রফিক, আছে অমিত—বৃষ্টিতে যার প্লুরিসির ব্যথা বাড়বে হয়ত। চলেছে অমিত, আরও কত অমনি মৃত্যু-চিহ্নিত যাত্রী। চলেছে ওদের সহকর্মী মেয়েরাও—চলেছে হয়ত সেই 'উজ্জ্বল বড়-চক্ষু মেয়ে' একটি—দেখা যায় না তাকেও—এত মেয়ের মধ্যে কোথায় সেই বড় চোখ—এত মানুষের মধ্যে কোথায় কে? তবু আছে সে নিশ্চয়।

বিনয় ফিরে এসে দাঁড়াল: ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! তুমি এদের ক্ষমা করো।

দেখা হল তারপরেও অমিত ও সুধার সঙ্গে বিনয়ের বার কয়; দেখা হলে তর্ক হত। ওরাও বোঝাতে চাইত, কিন্তু বিনয়ই বা কি করে অস্বীকার করবে তার নিজের দেখা সত্যকে? বর্মায়, বর্মার পথে, সোনাপুরে, চব্বিশপরগনায়, এ সত্য সে নিজেই দেখেছে। সেবার বিহারী সেনের কথা শুনেছে, এবার কলকাতায়ও শচীদা' ও মুরারি সেনের, হরসুখরায় ও মথ্‌রাদাসজীর কথাবার্তা শুন্‌ছে। দেখা হয়েছে তাদের আসরে অধ্যাপক মল্লিক, ডাক্তার খাঁ প্রভৃতি জাতীয়তা-বাদী অর্থ-নীতিজ্ঞ আর বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে। দেখা হল শৌরীনের বাড়িতে সংবাদিক, সাহিত্যিক সকলের সঙ্গেও। সর্বত্র এক কথা, এক উদ্বেলতা, উদ্দীপনা। বিনয় বুঝ্‌ছে উন্মুখ দেশ, জন-সমুদ্র উদ্বেল; নী আর দরিদ্র সবাই একটি মন্ত্রে শুন্‌ছে তাদের প্রাণের প্রতিজ্ঞা: 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।'

অমি'দা মানে না এ মন্ত্র। মানে 'করেঙ্গে,' মানে না 'মরেঙ্গে।' 'করবই তো,' বলে অমিত বিনয়কে, 'আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ

আমাদের সঙ্গে চলেছে, আজ স্বাধীন করব না দেশ, করব কবে? জিতব ; 'মরেঙ্গে' নয়, জিতেঙ্গে—'Victory is ours.'

বিনয় তর্ক করে না—তর্কে সে পারে না—বলে, 'থাক্।'

১৮

দারুণ উত্তেজনা দেশের আকাশে বাতাসে আজ, সব কিছুর মধ্যে বিনয় তা নিজেও অনুভব করছিল। করবে না কেন? কলকাতায় আসবার পথেই সে দেশের সংগ্রামোদ্যত রূপ দেখ্তেও প্রায় পেয়েছিল, নিজেও হয়েছিল সংগ্রামমুখী। কিন্তু অমিত সুধা ওদের সঙ্গে তর্ক করে আবার বিনয়ের খারাপও লাগছিল। সুধা, অমিত, এরা সহজ কথাটা বুঝ্ছে না কেন? বিনয় তাই এক একবার ভুলতেও চাইছিল এই উত্তেজনা, আবার তা না পেরে ভুলতে চাইছিল অমিতদেরও। শচীদা'র সঙ্গে সে বেরোয় ব্যবসায়ী মহলে—মুরারিবাবু বিনয়কে বিশেষ করে খাতির করেন। সাম্‌নেই আন্দোলন তো। বলেন, 'ডক্টার মজুমদার, আপনার অভিজ্ঞতা আছে আসল কর্মক্ষেত্রের।' বিনয় একটু সঙ্কুচিত হয়: আমি কি বুঝি শচীদা'?

শচীদা বলে: বিনয়, সময় নষ্ট করেছ সোনাপুরে—ন্যাশনাল মেডিসিন্‌-এ তোমার সময় দাও নি। কিন্তু সোনাপুরের সেই অভিজ্ঞতাটা এখন নষ্ট করো না। এটা কি কম পুঁজি নাকি?

কম পুঁজি নয়। হরসুখরায়, মথ্‌রাদাসজী, পরমেশ্বরপ্রদাস প্রভৃতির কাছে মুরারি সেন নিজে এ কয় দিন বিনয় ও শচীপ্রসাদকে নিয়ে পরামর্শ করতে গেছেন। ওরা নানা প্ল্যান করেন। অবশ্য প্ল্যান তেমন কিছু নয়, সে তো বোম্বাই থেকে জানা যাবে। বোম্বাই যাবেন তাই পরমেশ্বরপ্রদাসজী। মুরারি সেনরাও পাঠাচ্ছেন মল্লিক আর ধাঁকে—বাঙালী বিজ্‌নেস্‌ম্যান্‌রা এই সময়ে সেখানে না থাকলে তাদের

মুখ থাকবে কোথায় ? 'ডক্‌টার মজুমদার, যাবেন কি ?' মুরারি সেন জিজ্ঞাসা করেন। বিনয় শোনে, সেখানে আজ দেশের ভাগ্য স্থির হবে—ভারতবর্ষের মহত্তম প্রতিজ্ঞা গৃহীত হবে। জুটবে সেখানে ভারতবর্ষের জ্ঞানীরা, গুণীরা, ধনীরা—ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলেই আসলে ভারত-বর্ষের স্বদেশী ধনিকেরা প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, সেখানেই 'স্বদেশী' জয়ী হচ্ছে। দেখা হবে, পরিচয় হবে বিনয়ের নতুন ভারতবর্ষের নির্মাতাদের সঙ্গে। 'আর তা না হলে আমরা বাঙালা দেশের ব্যবসায়ীরা পিছনে পড়ে থাকব'—বল্‌লেন মিষ্টার সেন।

বিনয় ভাবে—গেলে হয়। কিন্তু যাবে কি করে বিনয় ? শচীপ্রসাদের উৎসাহ নেই বেশি। আর হেনা মনে করিয়ে দেয় : এখানে মিষ্টার মিত্তিররা কি মনে করবেন, দাদা, তুমি, আবার বোম্বাই ছুটলে ?

সত্য কথা।

মিষ্টার মিত্তিরদের ওখানে বিনয়ের না গেলে নয়। এখন নীরদের অবস্থা তত গুরুতর নেই ; মিসেস্ মিত্তির তাই প্রায় প্রতিদিন একটা না একটা কারণে বিনয়দের নিমন্ত্রণ করে পাঠান। বিনয়ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ফেলে,—নইলে হেনাই তার হয়ে তা গ্রহণ করে ফেলেছে, দেখে। এই সমস্ত উত্তেজনার বাইরে বিনয় যেন সেখানে একটা আশ্চর্য আব্‌হাওয়া পায়। তার কারণ মিষ্টার কে, পি, মিত্তির নিজেও। চমৎকার বুদ্ধি তাঁর, আর কি অনুদ্বিগ্ন মধুর তাঁর দৃষ্টি। কথাবার্তা হত, এক আধটুকু আলোচনাও উঠে পড়্‌ত। শচীপ্রসাদই বল্‌ত বেশি,—যা আলোচনা হয় মুরারি সেন মথুরাদাসজীদের সঙ্গে তার প্রতিধ্বনি শচীদা'র কথা। শচীপ্রসাদ এখানে তা বলত জোর দিয়ে—যেন তা নিজের কথা—মানে 'তাদের' কথা তো :—'এই ইংরেজ আমাদের কিছুতেই কলকারখানা গড়তে দেবে না। এদের যাওয়াই দরকার।' মিষ্টার মিত্তির এসব কথায় ততটা উৎসাহ পান না—তার এ নিয়ে বেশি চিন্তা নেই। বলেন : কিন্তু আস্‌বে কে ?

—আস্‌বে আবার কে? আমরাই থাক্‌ব।

—সেই 'আমরাটা' কে? তাই বুঝছি না যে, মিষ্টার চৌধুরী।

শচীপ্রসাদও অত বেশি ভাবে না এসব। বল্‌লে: আমরা যারা কারখানা গড়ছি—জানি দেশকে বড় করতে হবে।

মিষ্টার মিত্তির বলেন: কোথায় তারা? তা'ই তো বুঝি না। একটা লীডারশিপ্‌ চাই তো। এ্যাসেম্ব্লি কাউন্‌সিল দেখ্‌ছি—আমার তো লজ্জাই হয় তা দেখে।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে: ওগুলো কে? ওরা সব ভণ্ড।

—তা হলে? দেখুন্‌, সিভিল সার্ভিস্‌ একটা ভরসা ছিল।—মিষ্টার মিত্তিব ভুল্‌তে পারেন না সিভিল সার্ভিসের মোহ—বলেন: মনে হয়, তা থাক্‌লে শাসনের কাঠামো টিঁকে থাকে। কিন্তু তাও একেবারে ঘুণধরা আজ। ঘুষের রাজত্ব বসে গেছে দেশ জুড়ে।

—তা আর হবে না? কি মানুষ চাকরি পায় দেখেন তো।

—তাই তো বলি, ভার নেবে কে দেশ-শাসনের? কংগ্রেসের মন্ত্রীদেরও দেখেছি, লীগের মন্ত্রীদেরও দেখেছি।

কিন্তু বেশিক্ষণও এসব কথা তিনি আলোচনা করেন না। বলেন বরং: এ ঘুষের রাজত্ব শেষ করুন্‌ না একবার। আমি ভালো বুঝি না স্বাধীনতা ঠিক কি জিনিস। ঠিক রূপটা তার যেন চোখের সামনে দেখ্‌তে পাই না। তাই বেশি উৎসাহ পাই না এ সব কথায়। বুঝি, সুশাসন চাই, একটা মোটামুটি অনেষ্ট পাব্লিক:সার্ভিস চাই। এ যেন আর চলে না—যা এখন হয়েছে।

বিনয় সত্যই তাঁকে দেখে অবাক হয়—এমন বুদ্ধিমান্‌ আর স্থিরচিত্ত মানুষ কম দেখা যায়। অথচ খুব কৌতুক-বোধ—কোনো বাড়াবাড়ি নেই তার ভাবে ভাষায়। আর চিত্রাও যেন তাঁরই বোন্‌; শান্ত, কৌতুক-বোধ আছে—মিসেস্‌ মিত্তির অত স্মার্ট করেন, কিন্তু চিত্রা সেদিক থেকে যেন সঙ্কোচময়ী, সলজ্জ। বিনয়ের সঙ্গে তার আলাপ

এবার হয় কতবার কিন্তু বল্‌তে পারবে না বিনয় চিত্রা কোথাও মাত্রা ডিঙিয়ে গেছে। অথচ বেশ মধুরও তার আলাপ। বিনয় তাকে সোনাপুরের কথা বলেছে, শুনে চিত্রা বেশ দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু সুধা ওদের মত তাই বলে তখনি তার 'বিশ্লেষণ' করতে বসে নি। বলেছে: তা হলে এভাবে মানুষ থাকবে কি করে?

বিনয় বলেছে: থাক্‌বে কি? দেখ্‌ছেন না? দেখ্‌লেন তো সেদিন নীরদকে।

কিন্তু চিত্রা আপনা থেকেই অন্য কথায় চলে যায়, হাঁ, ওর মায়ের সঙ্গেও আলাপ হল।

—হল? কেমন লাগ্‌ল?

—বেশ মানুষ। আর একটি মানুষকে দেখ্‌লাম—হেনাদি পরিচয় করিয়ে দিলেন। শিবুদা', না, কে—হাসল চিত্রা।

—দেখেছেন নাকি তাকেও? কেমন লাগ্‌ল? খুব মজার মানুষ, না?—বল্‌লে সানন্দে বিনয়। বিনয় তার গল্প বল্‌লে। চিত্রা হাসল, বলল: হাঁ, কিন্তু তখনি ধরলেন তিনি আমাদের, বল্‌লেন, 'মিটিং-এ যাবেন কাল।' মিটিং-এ! দেখুন তো আমি মিটিং-এ যাব!

—কেন? যান না নাকি? যেতে মানা আছে?

—যাই, কলেজের সাহিত্য সভা বা ওরকম বক্তৃতায় যাই।

—নইলে যান না?

—কোথায় যাব আবার? না, সভা-সমিতিতে—আমার যেতে কেমন ভয়-ভয় করে।

—কেন বলুন তো?—কৌতুক মনে এল বিনয়ের—সভাগুলোতে বুঝি বাঘ থাকে?

হাস্‌ল চিত্রা: যা-ই বলুন। বাঘই ওরা। 'বক্তৃতার বাঘ।

—কাকে দেখ্‌লেন?

—দেখ্‌লাম সেদিন অধ্যাপক মল্লিককে। 'বাবা গাঁ। গাঁ। করে

চেঁচাতে লাগলেন। কি, কমিউনিষ্ট পার্টি কি কি করেছে—গবর্ণমেণ্টের থেকে টাকা নিয়েছে। জানি না—

—শুনেছি প্রফেসর মল্লিক খুব ভালো বলেন?

—কি জানি, আমার ভালো লাগে না। আর জানি না কোনো কথা, কি 'জনযুদ্ধ', কি কমিউনিজম্।

—তা না জান্‌লে ইউনিভার্সিটি পড়া যায়?

—প্রায় তাই অবস্থা। সিঁড়িতে, বোর্ডে কি সব লেখা—বুঝিও না। তা নিয়ে আবার দলাদলি—মেয়েদের মধ্যেও।

—চুলোচুলি হয় না?

—আপনি কি যে বলেন।

—হয় নিশ্চয়—মেয়েদের মধ্যে যখন। আপনি গোপন করছেন।

—না, মেয়েরা অত পাগল নয়।

—পুরুষরাই বুঝি পাগল?

—তা নয়ত কি?—বল্‌লে চিত্রা।

—কিন্তু পাগল তারা কার জন্য? আপনাদের জন্যই তো?—বিনয় স্বচ্ছন্দে পরিহাস করলে।

চিত্রা লজ্জিত হল; আরক্তিম হল মুখ। বল্‌লে: কই? আমরা তো দেখি—পাগল তারা পলিটিক্‌সের জন্য।

—সত্যি?

—ইউনিভার্সিটিতে দেখি তাই—

—ইউনিভার্সিটির বাইরে তো অন্য রকমও দেখেন—

চিত্রা মুখ তুলে তাকাল। বিনয়ের চোখে যে দৃষ্টি তাতে তার চোখ মাধুর্যভরা লজ্জায় নত হল।

আর বিনয়ের ভালো লাগ্‌ল দেখতে চিত্রাকে।

বিনয়ের ভালো লেগেছে চিত্রাকে। কি যে কথা হয় তার সঙ্গে, তা' বিনয়ের মনেও থাকে না। এমনি সাধারণ কথা। তবু তা'

বিনয়ের ভালো লাগে। উত্তেজনা, উদ্দীপনা, কোনো মাতামাতি নেই তার চরিত্রে, বাড়াবাড়ি নেই তার গৃহে, আবেষ্টনে। বুঝ্ছে বিনয়—অম্বুম্বেল হবে চিত্রার সঙ্গে তার জীবন—শান্তি আর স্বস্তিতে ভরা।

হেনা আর মিসেস্ মিত্তির তাই তাদের সেই পরিচয়কে করে ফেল্‌তে চায় অবিলম্বে সুস্থির আর সুনিশ্চিত। বিনয় কি করে যাবে বোম্বাই ?

সে দিন দেখা হল বিনয়ের আবার সুধার সঙ্গে। তখনো দুপুর। হাঁসপাতালে বিনয় এসেছিল সকাল সকাল, বিকালের পরেই আজ মিষ্টার মিত্তিরদের গৃহে ওরা যাবে। কাল তাঁরা নিমন্ত্রিত ছিলেন—এসেছিলেন। আজ ওদের যাবার কথা। হেনা মার্কেটে কি কি কিনবে—এ পাড়ার ভীমনাগের দোকান থেকে নেবে সন্দেশ। বিনয় বল্‌লে : তুমি যাও হেনা। আমি অমনি একবার নীরদকে দেখে যাই।

—কিন্তু বাজার যে শেষ হল না ?

বিনয় বল্‌লে : কি বাকি রইল ?

হেনা সকৌতুক হাস্যে বল্‌লে : আসল জিনিস, সেই আংটি।

বিনয় হাস্‌ল। বল্‌লে : পাকা কথা না হতেই আংটি।

—পাকা কথার আবার বাকী কি ? আজই তো যাচ্ছি আমরা।

—চলো তো। তাঁরা রাজী হোন্—তখন উঠ্‌বে পসন্দ মতো আংটি কেনার কথা। সে পরেও হতে পারবে।

—তুমি কখন ফিরছ তা হলে ?

—এই বিকালেই। এসে চা খাব।

বিনয় হাঁসপাতালে এসেছিল তাই দুপুরের দিকে। সুধা ছিল সেখানে। বল্‌লে : এ সময়ে আপনি ডক্‌টর মজুমদার ?

—উল্টে আমিও বল্‌তে পারি—এ সময়ে আপনি মিস্ গুপ্তা ? বিনয়ের মনে আজ সকাল থেকে একটা সানন্দ বাতাস বইছে। সুধাকে

দেখে তার পরিহাসের ইচ্ছা জেগে উঠ্‌ল, তর্ক করতে চাইল না, খুশী মনে সে বল্‌ল একথা। সুধাও হাস্‌ল। বল্‌লে :

—বিকালে কি সন্ধ্যায় আজ আস্‌তে পারব না হয়ত, তাই মাসিমাকে বলে যেতে এলাম।

—কিন্তু পালাচ্ছেন যে এখনি? বিকালের তো দেরী আছে।

সুধা আবার হাস্‌ল—যেন হাসি খরচ করতে নারাজ এমনিতর হাসি : কিন্তু এখনো দেরী কর্‌লে চল্‌বে না। বড় তাড়া আজ।

—কি এমন কাজ?

—পার্টির জরুরী সভা, সকলকে ডেকেছে।

—জরুরীত্বটা আমাকে বুঝিয়ে যান না?—বোঝাবেন না?

সুধা হাস্‌ল, বল্‌লে : সে আর একদিন। আজ নয়। চলি—

বিনয় বুঝ্‌লে সুধা কথাটা এড়িয়ে গেল; তাড়াতাড়ি ওর কাছ থেকে পলায়ন করলে। বিনয় মনে মনে একটু আহত হল। কেন? এমন কি কাজ তাদের? আর বিনয় এমন কি বাজে লোক যে তার সঙ্গে কথা বলা মানে সময় নষ্ট করা? সে কি ওদের কারুর থেকে কম বুদ্ধিমান্, কম হৃদয়বান্—না, কম কর্মক্ষম?

বিনয়ের খুশীভরা মনে, তার গর্বে অভিমানে, সুধা যেন আঘাত দিয়ে গেল।

বিকালের আগেই বিনয় বাড়ি ফিরবে। পরে যেতে হবে মিত্তিরদের বাড়িতে। আজ ওর বিশেষ দিন আনন্দের। মন তাই সন্ধ্যার অপেক্ষায় বারে বারে চঞ্চল হয়। পথে বেরুতে-না-বেরুতেই বিনয় একটু সচকিত হল। কোথায় যেন পথে একটা হাওয়া লেগেছে মৃদু উত্তেজনার। একটু লক্ষ্য করতেই বিনয় দেখলে উত্তেজিত পথিকদের হাতে বিশেষ সংখ্যা সংবাদপত্র—

"মহাত্মা গান্ধী গ্রেফ্‌তার, সমস্ত কংগ্রেস নেতারা ধৃত,
কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত, বোম্বাই-এ দাঙ্গা ও আগুন"

জনস্রোতে যে বিদ্যুৎ খেলছে মুহূর্ত মধ্যে তা সঞ্চারিত হল বিনয়ের দেহে মনে। একখানা কাগজ পাওয়া যায় না?—এগিয়ে চল্‌ল দ্রুতপদে সে হ্যারিসন রোডের দিকে। ত্বরিতে তার মনে খেলে গেল—সুধা গুপ্তার হাতে সে এমনি কাগজই দেখেছিল না? এজন্যেই কি সুধাও অপেক্ষা করে নি? তর্ক এড়াতে চাইল? ওদের দলের সবাইকে ডেকেছে সভায়। বিনয় একটু লজ্জিত বোধ করলে—সুধার প্রতি অন্যায় ভাবেই সে রাগ করছিল। কিন্তু বিনয় গর্বিতও বোধ করলে—ঘটনার এ পরিণতি তো তার অকল্পিত নয়; অথচ সে পলিটিক্‌সে পাকা মানুষ নয়। সুধারাই বরং এ কথা বুঝতে চায় নি।

সংবাদপত্র হাতে নিয়ে বিনয় পড়ে ফেল্‌ল রাস্তায় দাঁড়িয়ে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার আগ্রহে উত্তেজনায়, ভবিষ্যতের সুগভীর গুরুত্বে। কাজের দিন এল দেশের, কাজের দিন এল এবার সকলের, ভারতবর্ষের সকল মানুষের প্রাণ ঘোষণা করছে—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।'

বাড়ি ফিরতে হবে যে বিনয়? আজকের দিনে চিত্রার সঙ্গে তার বিবাহের পাকা কথা হবে—কথা দিতে হবে। যেতে হবে—যেতে হবে।

'করেঙ্গে করেঙ্গে করেঙ্গে'—তুমি কি করবে, বিনয়? 'আমি কি করব? আমি কি জানি এর? আমি সাধারণ মানুষ। আমি কি ধার ধারি পলিটিক্‌সের?'

হঠাৎ বিনয়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠ্‌ল—'ভগবান্‌, আর কত সইতে হবে আমাদের'। হেমন্ত বক্‌সীর কথা, ধার ধারে না পলিটিক্‌সের হেমন্ত বক্‌সীও, তারও প্রাণের আবেদন এই। 'হাউ লং, ও লর্ড, হাউ লং'! নিরপেক্ষ কে আজ এই দেশে?' "না, না, নিরপেক্ষ নই আমি, আমি বিনয় মজুমদার। আমি ভারতবর্ষের একজন—দেখেছি সেই ভারতবর্ষকে রেঙ্গুনে, বর্মার পথে; দেখেছি সোনাকান্দিতে ঘর-ছাড়া, দিশাহারা; দেখেছি আবার চাঁপাডাঙ্গায় ভিটে-ছাড়া, জমিহারা; দেখেছি তারপর সোনাপুরে—ক্ষেতহারা,

নৌকোহারা, অন্নহারা,—দেখেছি তারপর সেই ষ্টেশনে মানহারা, মর্য্যাদাহারা, রক্তাক্ত মৃতপ্রায় ভারতবর্ষকে—আর শুনেছি আবার সমস্ত ভারতবর্ষের নিবেদন—'ভগবান্, আর কত সইতে হবে আমাদের!' শুনেছি তারপর তার জীবনের ডাক—'করেঙ্গে।' 'এই তো পলিটিক্স্'—বল্‌বে অমিত। পলিটিক্স্? পলিটিক্স্—এই যদি পলিটিক্স্ হয়, তবে পলিটিক্স্‌কে অস্বীকার করাই মিথ্যাচার—আত্মপ্রতারণা—"

বিনয় পলিটিক্স্ চায় না; তাই বলে প্রতারণা চায় না। সাধারণ মানুষ সে—এদেশের মানুষ সে—যা চায় দেশের মানুষ, তাই সে চায়।

বিনয়ের ভেতর থেকে কে যেন বল্‌তে চাইছে, 'করেঙ্গে, করেঙ্গে।'